সৃষ্টির শুরুতে

আদিপুস্তক ১:১ ১ সৃষ্টির শুরুতেই ঈশ্বর মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।

কিভাবে সবকিছুর আরম্ভ হয়েছিল ঈশ্বর তাঁর গল্পের মাধ্যমে আমাদের কাছে তা জানাতে চান। তাই তিনি *প্রথমেই* তাঁর গল্প দিয়েই আরম্ভ করলেন। সৃষ্টির শুরু থেকেই তাঁর গল্প শুরু হয়েছে।

বাইবেল বলে সৃষ্টির আগে থেকেই ঈশ্বর ছিলেন। তার মানে সৃষ্টির শুরু থেকেই ঈশ্বর সেখানে ছিলেন।

তারপর ঈশ্বরের গল্প বলে যে *ঈশ্বর মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি শব্দের* অর্থ যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে কোনো কিছু তৈরি করা। শুধুমাত্র ঈশ্বরই শূন্য থেকে কিছু তৈরি করতে পারেন। আর কেউই তা পারে না। মানুষ যখন কোনো কিছু তৈরি করে, তখন তাকে কিছু একটার সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর শূন্য থেকে নতুন কিছু তৈরি করতে পারেন। মহাকাশ ও পৃথিবী তৈরি করতে তাঁর কোনো কিছুর অস্তিত্বের[১] প্রয়োজন হয় নি। তিনি ঈশ্বর বলেই তা করতে পেরেছিলেন। শুধুমাত্র ঈশ্বরই শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি করতে পারেন।

[১] অস্তিত্ব - সেখানে আগে থেকেই কিছু ছিল

তাঁর গল্প: উদ্ধার

পৃথিবীর সমস্ত বই এবং সমস্ত ওয়েবসাইট থেকে যত না জানা যায় ঈশ্বর তার থেকে অনেক বেশি জানেন। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নাই যা ঈশ্বরের শক্তির চেয়ে মহৎ। ঈশ্বর কেবল শক্তিশালীই নন, বরং তিনি অনেক বেশি শক্তিধর। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি[২] এবং সমস্ত শক্তি কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারত না, যদি না সেখানে আগে থেকে কিছু থাকত। কিন্তু ঈশ্বর তা করতে পারেন। সৃষ্টির শুরুতেই, ঈশ্বর মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন যেখানে আগে থেকে কিছুই ছিল না।

আদিপুস্তক ১:২

২ পৃথিবীর উপরটা তখনও কোন বিশেষ আকার পায় নি, আর তার মধ্যে জীবন্ত কিছুই ছিল না; তার উপরে ছিল অন্ধকারে ঢাকা গভীর জল। ঈশ্বরের আত্মা সেই জলের উপরে চলাফেরা করছিলেন।

ঈশ্বরের গল্পে বলা হয়েছে পৃথিবী সৃষ্টির সময় তা কেমন ছিল। বাইবেল বলে পৃথিবী ছিল *নিরাকার* ও *শূন্য*। নিরাকার মানে এর কোনো আকার ছিল না এবং এটি বিশৃঙ্খল ছিল। বাইবেল এও বলে যে পৃথিবী ছিল শূন্য। পৃথিবী শূন্য ছিল কারণ তখনও সেখানে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না - মানুষ, গাছপালা বা প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না। পৃথিবী গভীর জলে ঢাকা[৩] ছিল এবং সেখানে অন্ধকার ছিল। তাই ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, কিন্তু তখনও সেটা কোনো মানুষ কিংবা প্রাণীর বসবাসের উপযোগী ছিল না।

ঈশ্বরের গল্প বলে যে ঈশ্বরের আত্মা সেখানে ছিলেন। এটি বলে *ঈশ্বরের আত্মা সেই জলের উপরে অবস্থান করছিল*। অবস্থান মানে হল তিনি সেখানে প্রতীক্ষা[৪] করছিলেন। তিনি গভীর জলের উপর প্রতীক্ষা করছিলেন।

কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা কি বা কে ছিলেন? ঈশ্বরের গল্প থেকে সেই আত্মা সম্পর্কে আস্তে আস্তে আরও অনেক কিছু জানা যাবে। তিনি সত্যিকারে একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি ঈশ্বরের একটি অংশ। তিনি আলাদ বা অন্য কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। ঈশ্বর হলেন এক কিন্তু তিনি তিন জনের সমন্বয়ে গঠিত - তিনি পিতা, তিনি পুত্র এবং তিনি পবিত্র আত্মা। কখনো লোকেরা ঈশ্বরকে 'ত্রিত্ব' বলে ডাকে। ত্রিত্ব মানে 'একজনের মধ্যে তিন'। গল্পের পরবর্তী অংশে আপনি পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা সম্পর্কে আরও অনেক বেশি জানতে পারবেন।

তাই ঈশ্বরের আত্মা শূন্য পৃথিবীতে অন্ধকার জলের উপর অবস্থান করছিলেন। তিনি কিছু করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

[২] জ্ঞানবুদ্ধি - যে সমস্ত কিছু লোকেরা জানে

[৩] ঢাকা - পৃথিবীর উপর পর্যন্ত জলে পূর্ণ ছিল

[৪] অপেক্ষা - অনেক সময় ধরে কোনো একটা জায়গায় থাকা

আদিপুস্তক ১:৩ ৩ ঈশ্বর বললেন, "আলো হোক।" আর তাতে আলো হল।

পর্ব ১: সৃষ্টির শুরুতে

ঈশ্বরের গল্প তাঁর পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের বলে । বাইবেল বলে যে, ঈশ্বর কিছু একটা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন *"আলো হোক।"* আর তাতেই *আলো হয়ে গেল*। তাহলে দেখা যায় ঈশ্বর তাঁর মুখের কথায় আলো সৃষ্টি করলেন। তাঁকে কোনো কিছু আনতে বা কোনো কিছু করতে কোথাও যেতে হয় নি। তিনি যা কিছু চান তা মুখের কথাতেই হয়ে যায়। তিনি মুখে বলেন এবং তা হয়ে যায়। তিনি আলো সৃষ্টি করতে চাইলেন এবং তিনি বলার সাথে সাথেই সেখানে আলোর সৃষ্টি হল।

মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর আলো হল ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্টি। প্রথমে পৃথিবী ছিল অন্ধকারময়, কিন্তু ঈশ্বর তারপর আলো সৃষ্টি করলেন। আলো বেঁচে থাকবার জন্য এবং বেড়ে উঠবার জন্য শক্তি[৫] যোগায়। ঈশ্বর আলো সৃষ্টি করলেন কারণ তিনি পরবর্তীতে যা কিছু সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন তার জন্য আলোর প্রয়োজন। ঈশ্বর জানতেন যে তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করবেন যা দেখার জন্য আলোর প্রয়োজন হবে এবং যা সবকিছুকে উষ্ণ রাখতে, বাঁচিয়ে রাখতে এবং বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করবে।

আদিপুস্তক ১:৪ তিনি দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। তিনি অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করে আলোর নাম দিলেন দিন আর অন্ধকারের নাম দিলেন রাত।

ঈশ্বর তাঁর গল্পে আমাদের জানান যে, তিান যে আলো সৃষ্টি করেছেন তা *চমৎকার* হয়েছে। ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেন তা সবই চমৎকার। যখন ঈশ্বর কোনো কিছুকে ভাল বলেন, তার মানে সেখানে কোনো খারাপ কিছু নেই, তা সম্পূর্ণ খাঁটি। খাঁটি মানে হল সেখানে কোনো খারাপ বা ভুল কিছু নেই। ঈশ্বর সর্বদা সবকিছুই নিখুঁত ভাবে সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর যা কিছু করেন তার সবকিছুই নিখুঁত।

পরবর্তীতে ঈশ্বর আলোকে অন্ধকার থেকে আলাদা[৬] করলেন। তিনি আলো এবং অন্ধকারকে একে অপরের থেকে আলাদা করলেন, যেখানে কোনো সূর্য, চাঁদ বা তাঁরা কিছুই ছিল না। ঈশ্বর আলো সৃষ্টি করলেন এবং তিনি সেগুলোকে যেখানে রাখতে চেয়েছেন সেখানে রেখেছেন। পৃথিবীর অর্ধেক অন্ধকারে ঢাকা ছিল এবং আর অর্ধেক আলোয় পূর্ণ ছিল। সূর্য, চাঁদ বা অন্য কোনো আলোর উৎস থেকে ঈশ্বর আলো সৃষ্টি করেন নি। শুধুমাত্র তিনিই তা করতে পারেন।

আদিপুস্তক ১:৫ ৫ আলোর নাম দিলেন দিন আর অন্ধকারের নাম দিলেন রাত। এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল প্রথম দিন।

[৫] শক্তি - শক্তির মাধ্যমে কিছু ঘটানো

[৬] আলাদা - কোনো কিছুকে অন্য কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করা

ঈশ্বর অন্ধকারকে আলোর থেকে আলাদা করলেন। তিনি যেভাবে চেয়েছিলেন সেইভাবেই সবকিছু সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি পৃথিবীতে শৃঙ্খলা নিয়ে আসছিলেন। তিনি সবকিছু ঠিক করছিলেন যাতে তিনি পৃথিবীকে তাঁর মনের মত সাজাতে পারেন। তিনি সবকিছুকে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখেছিলেন। তিনি আলোকে *দিন* এবং

তাঁর গল্প: উদ্ধার

অন্ধকারকে *রাত* নাম দিলেন। তিনি প্রথম দিনটি সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা এখনও তা দেখতে পাচ্ছি, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এক একটা দিন অতিবাহিত হয়ে আসছে। প্রথম থেকেই ঈশ্বর তা করে আসছেন।

আদিপুস্তক ১:৬-৮

৬ তারপর ঈশ্বর বললেন, "জলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হোক, আর তাতে জল
দু'ভাগ হয়ে যাক।" ৭ এইভাবে ঈশ্বর জলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করলেন এবং
নীচের জল ও উপরের জল আলাদা করলেন। তাতে উপরের জল ও নীচের জল আলাদা
হয়ে গেল। ৮ ঈশ্বর যে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করেছিলেন তার নাম তিনি দিলেন আকাশ।
এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল দ্বিতীয় দিন।

ঈশ্বর পৃথিবীতে সবকিছুকে সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তুলেছিলেন। তারপর তিনি জলের মধ্যে একটি ফাঁকা জায়গা সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর বলেছিলেন জলের মধ্যে একটি ফাঁকা জায়গা থাকবে এবং সেটাই হয়েছিল। মাটির নিচে এক স্তর জল থাকবে এবং মাটির উপরেও জলের স্তর[৭] থাকবে। সুতরাং পৃথিবীর উপরিভাগ এবং পৃথিবীর মধ্যে জল ছিল। ঈশ্বর যে খোলা জায়গাটি তৈরি করেছিলেন তার নাম দিলেন *আকাশ*। দ্বিতীয় দিনে তিনি এই কাজটি করেছিলেন।

আদিপুস্তক ১:৯,১০

৯ এর পর ঈশ্বর বললেন, "আকাশের নীচের সব জল এক জায়গায় জমা হোক এবং
শুকনা জায়গা দেখা দিক।" আর তা-ই হল। ১০ ঈশ্বর সেই শুকনা জায়গার নাম দিলেন
ভূমি, আর সেই জমা হওয়া জলের নাম দিলেন সমুদ্র। ঈশ্বর দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে।

তৃতীয় দিনে, তিনি পৃথিবীর জলকে নিজ নিজ জায়গায় রাখলেন। তিনি যা বলতেন তা-ই হত। তাঁর মুখের কথায় জল তার নির্ধারিত জায়গায় চলে গেল। জল তার নিজের জায়গায় চলে যাওয়াতে শুকনো জায়গার সৃষ্টি হল। তিনি শুকনো জায়গার নাম দিলেন ভূমি এবং সেই জমা হওয়া জলের নাম দিলেন সমুদ্র।

এখন পৃথিবী দেখতে মানুষ এবং প্রাণীর বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠেছে। কেননা সেখানে তখন সমুদ্র, শুকনো ভূমি এবং আকাশ সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে দিন ও রাত ছিল। ঈশ্বর বললেন সবকিছুই চমৎকার হয়েছে। সবকিছুই ঈশ্বর যেমনটি চেয়েছিলেন সেইমত নিখুঁত হয়েছিল।

১২

[৭] স্তর - পুরু বা পাতলা হতে পারে এমন কিছু একটা চাদরের মত

আদিপুস্তক ১:১১-১৩

১১ তারপর ঈশ্বর বললেন, "ভূমির উপরে ঘাস গজিয়ে উঠুক; আর এমন সব শস্য ও
শাক-সব্জীর গাছ হোক যাদের নিজের নিজের বীজ থাকবে। ভূমির উপর বিভিন্ন জাতের
ফলের গাছও গজিয়ে উঠুক যেগুলোতে তাদের নিজের নিজের ফল ধরবে; আর সেই সব
ফলের মধ্যে থাকবে তাদের নিজের নিজের বীজ।" আর তা-ই হল। ১২ ভূমির মধ্যে ঘাস,
নিজের বীজ আছে এমন সব বিভিন্ন জাতের শস্য ও শাক-সব্জীর গাছ এবং বিভিন্ন
জাতের ফলের গাছের জন্ম হল; আর সেই সব ফলের মধ্যে তাদের নিজের নিজের বীজ
ছিল। ঈশ্বর দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। ১৩ এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল,
আর সেটাই ছিল তৃতীয় দিন।

ঈশ্বর বললেন ভূমির উপর বিভিন্ন জাতের *গাছপালা গজিয়ে উঠুক*। গাছপালা বলতে বিভিন্ন জাতের গাছকে বোঝায়। তিনি বললেন সবরকমের উদ্ভিদ ও গাছ বেড়ে উঠুক। ভূমির উপর বিভিন্ন জাতের ফুল ও ফলের গাছ গজিয়ে উঠুক যাদের নিজের নিজের বীজ থাকবে। আজ আমরা যে সমস্ত গাছপালা দেখতে পায় সেগুলো সবই ঈশ্বরের মুখের কথাতেই সৃষ্টি হয়েছিল। ঈশ্বর অনেক ধরনের উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব ধরনের গাছ-পালা ও উদ্ভিদ বীজ সৃষ্টি করেছেন। এইসব বীজ সৃষ্টি করার কারণ হল যাতে এইসব বীজগুলো যে সকল গাছ থেকে এসেছে সেই সকল গাছ জন্মাতে পারে। ঈশ্বর প্রতিটি বীজ তৈরি করেছেন যাতে তার মধ্যে জীবন থাকে এবং এটি একই ধরনের আরেকটি উদ্ভিদ জন্ম দিতে পারে। শুধুমাত্র ঈশ্বরই তা করতে পারেন।

একমাত্র ঈশ্বরই জীবন সৃষ্টি করতে পারেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বীজ দিয়ে গাছপালা তৈরি করতে পারেন যা নতুন উদ্ভিদে পরিণত হয় । ঈশ্বর খুব যত্নসহকারে সবকিছু সৃষ্টি করেছিলেন এবং সবকিছু সৃষ্টি করার পিছনে একটি পরিকল্পনা ছিল। ঈশ্বর দেখলেন তাঁর সৃষ্ট সমস্ত গাছপালা এবং তাদের বীজ ও ফলমূল সবকিছুই চমৎকার হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট সবকিছুই ছিল নিখুঁত। তৃতীয় দিনে তিনি এইসব সৃষ্টি করেছিলেন।

আদিপুস্তক ১:১৪-১৯

১৪ তারপর ঈশ্বর বললেন, "আকাশের মধ্যে আলো দেয় এমন সব কিছু দেখা দিক,
আর তা রাত থেকে দিনকে আলাদা করুক। সেগুলো আলাদা আলাদা দিন, ঋতু আর
বছরের জন্য চিহ্ন হয়ে থাকুক। ১৫ আকাশ থেকে সেগুলো পৃথিবীর উপর আলো
দিক।" আর তা-ই হল। ১৬ ঈশ্বর দু'টা বড় আলো তৈরী করলেন। তাদের মধ্যে বড়টিকে
দিনের উপর রাজত্ব করবার জন্য, আর ছোটটিকে রাতের উপর রাজত্ব করবার জন্য
তৈরী করলেন। তা ছাড়া তিনি তারাও তৈরী করলেন। ১৭ তিনি সেগুলোকে আকাশের
মধ্যে স্থাপন করলেন যাতে সেগুলো পৃথিবীর উপর আলো দেয়, ১৮ দিন ও রাতের

উপর রাজত্ব করে আর অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করে রাখে। ঈশ্বর দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে।
১৯ এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল চতুর্থ দিন।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

চতুর্থ দিনে, ঈশ্বর আকাশের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন যা রাতের বেলা আলো দেয়। তিনি দুইটি বড় আলো তৈরি করলেন, সূর্য এবং চাঁদ। এছাড়াও তিনি তারা সৃষ্টি করলেন। মহাবিশ্বের[৮] সমস্ত কিছু ঈশ্বর চতুর্থ দিনে সৃষ্টি করলেন। মহাবিশ্ব এতই বড় যে এমনকি দূরবীক্ষণ[৯] যন্ত্র দিয়েও এর এক কোণা দেখা সম্ভব না। ঈশ্বর অনেক তারা সৃষ্টি করলেন যার বেশিরভাগ আমরা দেখতে পাই না। আমরা কখনও সেগুলো গুনতেও পারব না। মহাবিশ্ব অনেক বিশাল[১০]। ঈশ্বর সমস্ত তারা, সূর্য এবং চাঁদ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সেগুলোর প্রত্যেকটিকে জানেন কারণ তিনি সেগুলো সৃষ্টি করেছিলেন।

ঈশ্বরের কথায় সূর্য, চাঁদ এবং তারা সৃষ্টি হয়েছিল এবং তিনি সেগুলোকে আকাশে স্থাপন করেছিলেন। আকাশ হল দ্বিতীয় দিনে সৃষ্টি করা সেই খালি জায়গা যা মাটির উপরের জল এবং মাটির নীচের জলের মাঝামাঝি স্থান। তাঁর গল্প বলে যে তিনি সূর্য, চাঁদ এবং তারা আকাশে রাখলেন যেন এগুলো পৃথিবীকে আলো দিতে পারে। পৃথিবী হল মহাবিশ্বের মধ্যে বিশেষ একটি জায়গা যা ঈশ্বর আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বর মানুষের জন্য পৃথিবীকে প্রস্তুত করছিলেন। তিনি মানুষের বসবাসের জন্য একটি জায়গা তৈরি করতে চাইলেন। তিনি আমাদের বসবাসের জন্য একটি নিখুঁত বাসস্থান তৈরি করতে চেয়েছিলেন।

আদিপুস্তক ১:২০-২৩

২০ তারপর ঈশ্বর বললেন, "জল বিভিন্ন জীবন্ত প্রাণীর ঝাঁকে ভরে উঠুক, আর পৃথিবীর উপরে আকাশের মধ্যে বিভিন্ন পাখী উড়ে বেড়াক।" ২১এইভাবে ঈশ্বর সমুদ্রের বড় বড় প্রাণী এবং জলের মধ্যে ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ানো বিভিন্ন জাতের জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন জাতের পাখীও সৃষ্টি করলেন। তাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের জাতি অনুসারে বংশ বৃদ্ধি করবার ক্ষমতা রইল। ঈশ্বর দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। ২২ ঈশ্বর তাদের এই বলে আশীর্বাদ করলেন, "বংশবৃদ্ধির ক্ষমতায় পূর্ণ হয়ে তোমরা নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলো, আর তা দিয়ে সমুদ্রের জল পূর্ণ কর। পৃথিবীর উপরে পাখীরাও নিজের নিজের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলুক।"
২৩ এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল পঞ্চম দিন।

পঞ্চম দিনে, ঈশ্বর মাছ এবং পানিতে বসবাসকারী জীববৈচিত্র্য[১১] দিয়ে সাগর, নদী এবং হ্রদ ভরিয়ে দিলেন। এছাড়াও তিনি পাখি সৃষ্টি করলেন যা আকাশে উড়ে বেড়াবে। তিনি বিভিন্ন ধরনের পাখি, মাছ এবং জলে বসাবাসকারী প্রাণী সৃষ্টি করলেন। যেমন করে তিনি তাঁর মুখের কথায় সবকিছু সৃষ্টি করেছিলেন তেমনিভাবে তিনি এইসব সৃষ্টি করলেন। তিনি তাদের

[৮] মহাবিশ্ব - সমস্ত বাহ্যিক মহাকাশ; সমস্ত নক্ষত্র এবং সমস্ত গ্রহ
[৯] দূরবীক্ষণ যন্ত্র - অনেক দূরের কিছু দেখার জন্য একটি যন্ত্র যার সাহায্যে আমরা দূরের কিছু দেখতে পারি
[১০] বিশাল - অনেক অনেক বড়
[১১] জীববৈচিত্র্য - জীবন্ত কিছু যা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন

প্রত্যেককের নিজের নিজের জাতি অনুসারে সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে[১২] বংশবৃদ্ধি করবার ক্ষমতা দিলেন। তিনি বললেন বংশবৃদ্ধির ক্ষমতায় পূর্ণ হয়ে তারা নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলুক এবং তা দিয়ে সমুদ্র পূর্ণ করুক।

পর্ব ১: সৃষ্টির শুরুতে

আদিপুস্তক ১:২৪,২৫

২৪ তারপর ঈশ্বর বললেন, "মাটি থেকে এমন সব জীবন্ত প্রাণীর জন্ম হোক যাদের
নিজের নিজের জাতকে বাড়িয়ে তুলবার ক্ষমতা থাকবে। তাদের মধ্যে গৃহপালিত,
বন্য ও বুকে-হাঁটা প্রাণী থাকুক।" আর তা-ই হল। ২৫ ঈশ্বর পৃথিবীর সব রকমের বন্য,
গৃহপালিত এবং বুকে-হাঁটা প্রাণী সৃষ্টি করলেন। এদের সকলেরই নিজের নিজের
জাতকে বাড়িয়ে তুলবার ক্ষমতা রইল। ঈশ্বর দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে।

ষষ্ঠ দিনে, ঈশ্বর তাঁর মুখের কথায় সমস্ত জীবজন্তু সৃষ্টি করলেন। তিনি পৃথিবীতে সব ধরনের প্রাণী সৃষ্টি করলেন। তিনি তাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা দিলেন। ঈশ্বর ছোট বড় বিভিন্ন আকারের জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর দেখলেন তা চমৎকার[১৩] হয়েছে। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা সবই নিঁখুত।

ঈশ্বরের গল্পের প্রথম অংশ সৃষ্টির বিষয়ে অনেক কিছু বলে, যা বর্তমানে আমরা আমাদের চারপাশে দেখতে পাই। আমরা সাগর, আকাশ, সূর্য, চাঁদ এবং তারা দেখতে পাই। তাছাড়া আমরা আমাদের চারপাশে উদ্ভিদ, গাছ, ফুল, ফল, পাখি, মাছ এবং প্রাণী ইত্যাদি দেখতে পাই। এইসবই ঈশ্বর শুরুতেই সৃষ্টি করেছিলেন। আজকে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টির সমস্ত কিছু দেখতে পাচ্ছি। সকাল পেরিয়ে রাত হয় এবং রাত পেরিয়ে সকাল হয়। আকাশে সূর্য, চাঁদ এবং তারা দেখা যায়। এখনও উদ্ভিদের বীজ থেকে একই জাতের উদ্ভিদ জন্ম নিচ্ছে এবং প্রত্যেক প্রজাতির পাখি, মাছ এবং জীবজন্তুর বংশবৃদ্ধি করার মত প্রজনন ক্ষমতা আছে। পৃথিবীতে এই ধারাবাহিকতা চলছে। মানুষ দেখুক বা না দেখুক সকল স্থানে এই ধারাবাহিকতা ঘটেই চলেছে। ঈশ্বরের এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা এবং তাঁর মহৎ জ্ঞানের কথা সারা পৃথিবীতে গল্প আকারে প্রতিদিন বলা হয়ে থাকে।

ঈশ্বর পৃথিবীতে এই সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি পরবর্তীতে যা করতে যাচ্ছেন তার জন্য তিনি এই সব কিছু প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন। এখন পৃথিবী তাদের জন্য প্রস্তুত।

[১২] সন্তান-সন্ততি - শিশু বা সন্তানসন্ততি

[১৩] চমৎকার - ভাল কোনো কিছু দেখে আমরা যখন খুশি হয়

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

?

১. কেন ঈশ্বর নিশ্চিত করেছিলেন যে, তাঁর গল্প বাইবেলে লেখা আছে?
২. আপনি কি এর আগে কখনও বাইবেল অধ্যয়ন করেছেন? আপনি কি শুরু থেকে এটা অধ্যয়ন করেছেন?
৩. ঈশ্বরের গল্প কি একটি সিনেমার মত নাকি কোনও বইয়ের একটি নির্মিত গল্পের মত?
৪. ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে আপনি কি কি দেখতে পান?
৫. ঈশ্বর কিভাবে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন?
৬. ঈশ্বরের সৃষ্টির বিষয়গুলো থেকে আপনি ঈশ্বর সম্পর্কে কেমন ধারণা পান?

পর্ব ২

ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রথম পুরুষ এবং নারী

এখন আমরা পৃথিবী সৃষ্টির গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে এসেছি। তিনি মানুষের জন্য একটি সুন্দর বাসস্থান তৈরি করলেন, কিন্তু তখনও সেখানে কোনও মানুষ ছিল না। সেখানে গাছপালা, জীবজন্তু, পাখি এবং মাছ ছিল। ঈশ্বর তাদের প্রত্যেককে জীবন দান করেছিলেন। কিন্তু এইবার ঈশ্বর ভিন্ন কিছু করতে যাচ্ছেন। এবার তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন্ত কিছু সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন - তা হল মানুষ।

আদিপুস্তক ১:২৬

২৬ তারপর ঈশ্বর বললেন, "আমরা আমাদের মত করে এবং আমাদের সংগে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরী করি। তারা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী, পশু, বুকে-হাঁটা প্রাণী এবং সমস্ত পৃথিবীর উপর রাজত্ব করুক।"

ঈশ্বর বললেন "আমরা আমাদেও মত কওে মানুষ তৈরী করি ....." কেন তিনি বললেন *আমাদের মত* এবং কেন বলেন নি *আমার মত?* মনে রাখুন ঈশ্বর হলেন ত্রিত্বের ঈশ্বর। তিনি একজনই ঈশ্বর, কিন্তু তিনি পিতা, তিনি পুত্র ও তিনি পবিত্র আত্মা। পিতা, পুত্র ও আত্মা তাঁরা একসাথেই কাজ করেন এবং একসাথেই পরিকল্পনা করেন। ঈশ্বর তাঁর গল্পে এখানে আমাদের বলেন মানুষ তৈরি করবার জন্য তাঁরা কিভাবে একসাথে পরিকল্পনা করেন। মানুষ মানে হল পুরুষ এবং নারী উভয়ই।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

ঈশ্বর বললেন "..আমাদের মত করে এবং আমাদের সংগে মিল রেখে" তিনি মানুষ তৈরি করবেন। এই মানুষেরা ঈশ্বরের সৃষ্টির সমস্ত জীবজন্তু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে। আমাদের মত করে আমরা মানুষ সৃষ্টি করব, এর মানে হল তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হবে। তারা ঈশ্বরের মত হবে, কারণ তারা ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করতে সক্ষম হবে এবং ঈশ্বরকে জানতে সক্ষম হবে।

ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যেন তারা তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে এবং তাঁর সাথে কথা বলতে পারে। তিনিও তাদের সাথে কথা বলবেন। তিনি যখন তাদের সাথে কথা বলবেন তখন তারা তাঁর কথা শুনবে। তারা তাঁর সুন্দর সৃষ্টির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিবে। তারা তাঁকে ভালবাসবে এবং তাঁর কথার বাধ্য[১৪] হবে। তারা জানবে যে ঈশ্বর তাদের ভালবাসেন।

ঈশ্বর বললেন যে, এই লোকেরা তাঁর সৃষ্টি অন্যান্য সমস্ত জীবন্ত প্রাণীদের উপর রাজত্ব করবে। রাজত্ব মানে কোনো কিছুর উপর শাসন করা। তিনি তাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিবেন। ঈশ্বর চেয়েছিলেন তারা যেন পৃথিবীর এবং তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেই সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর যত্ন নেয়।

ঈশ্বর বলেছিলেন যে তিনি মানুষ সৃষ্টি করবেন এবং তিনি তা-ই করেছেন।

আদিপুস্তক ১:২৭-৩১

২৭ পরে ঈশ্বর তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তিনি তাঁর মত করেই মানুষ
সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে।
২৮ ঈশ্বর তাঁদের আশীর্বাদ করে বললেন, "তোমরা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতায় পূর্ণ হও,
আর নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে পৃথিবী ভরে তোলো এবং পৃথিবীকে নিজেদের
শাসনের অধীনে আন। এছাড়া তোমরা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী এবং
মাটির উপর ঘুরে বেড়ানো প্রত্যেকটি জীবন্ত প্রাণীর উপরে রাজত্ব কর।"
২৯ এর পরে ঈশ্বর বললেন, "দেখ, পৃথিবীর উপরে প্রত্যেকটি শস্য ও
শাক-সব্জী যার নিজের বীজ আছে এবং প্রত্যেকটি গাছ যার ফলের মধ্যে তার
বীজ রয়েছে সেগুলো আমি তোমাদের দিলাম। এগুলোই তোমাদের খাবার হবে।
৩০ পৃথিবীর উপরের প্রত্যেকটি পশু, আকাশের প্রত্যেকটি পাখী এবং বুকে-হাঁটা
প্রত্যেকটি প্রাণী, এক কথায় সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর খাবারের জন্য আমি সমস্ত
শস্য ও শাক-সব্জী দিলাম।" আর তা-ই হল।
৩১ ঈশ্বর তাঁর নিজের তৈরী সব কিছু দেখলেন। সেগুলো সত্যিই খুব চমৎকার
হয়েছিল। এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই হল ষষ্ঠ দিন।

[১৪] বাধ্য - যদি কেউ কিছু করতে বলে তবে তা অনুসরণ করা ও মেনে চলা

ঈশ্বর একজন পুরুষ ও একজন নারী সৃষ্টি করলেন। তাদের কাজের মধ্যে একটি হল তারা যেন সন্তান জন্ম দেয়। ঈশ্বর চেয়েছিলেন পৃথিবী যেন আরও অনেক মানুষে পূর্ণ হয়। তাই তিনি পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করলেন যাতে তাদের আরও সন্তান-সন্ততি হয়।

পর্ব ২: ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রথম পুরুষ এবং নারী

ঈশ্বর দেখলেন যে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা সবই খুব চমৎকার হয়েছে। ঈশ্বর পুরুষ এবং নারীকেও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তিনি যেমনভাবে চেয়েছিলেন ঠিক তেমনি তাদের সৃষ্টি করেছিলেন।

ঈশ্বরের গল্প প্রথম পুরুষ ও নারী সৃষ্টির সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বলে। আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ে এই সম্পর্কে কি বলে তা আমরা দেখব। এখানে শুরু থেকে ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছিলেন সেই বিষয়ে বলা হয়েছে।

আদিপুস্তক ২:১-৩

১ এইভাবে মহাকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যেকার সব কিছু তৈরী করা শেষ হল। ২ ঈশ্বর তাঁর সব সৃষ্টির কাজ ছয় দিনে শেষ করলেন; তিনি সপ্তম দিনে সৃষ্টির কোন কাজ করলেন না। ৩ এই সপ্তম দিনটিকে তিনি আশীর্বাদ করে নিজের উদ্দেশ্যে আলাদা করলেন, কারণ ঐ দিনে তিনি কোন সৃষ্টির কাজ করেন নি।

ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির কাজ শেষ করলেন। তিনি যা কিছু করতে চেয়েছিলেন সবকিছুই সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর যা করার পরিকল্পনা করেন তা সবসময় শেষ করেন। মানুষ অনেক কিছুই শুরু করে। কিন্তু আমরা যা শুরু করি তা সবসময় শেষ করতে পারি না। আমরা বলি যে আমরা অনেক কিছু করতে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা প্রায় সময় তা করি না। ঈশ্বর সেরকম নন। তিনি হাল ছেড়ে দেন না এবং তিনি অন্য কাজ করবার জন্য চলে যান না। তিনি যা শুরু করেন তা অবশ্যই শেষ করেন। তিনি সর্বদা সবকিছু সঠিকভাবেই করেন। ঈশ্বর সর্বদা সঠিক কাজ করেন। তিনি কোনো কিছু করার জন্য পরিকল্পনা করেন এবং যেভাবে পরিকল্পনা করেন ঠিক সেইভাবেই তা করেন।

ঈশ্বর তাঁর কাজ সম্পন্ন করার পর বিশ্রাম নিলেন। ঈশ্বর ক্লান্ত ছিলেন বলেই যে তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন হয় এমন নয়। ঈশ্বর ক্লান্ত হন না। তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন কারণ তাঁর কাজ শেষ হয়েছিল। তিনি মহাবিশ্ব এবং সমস্ত জীবন্ত কিছু সৃষ্টি করলেন এবং তারপর তিনি শেষ করলেন। যেহেতু তাঁর কাজ শেষ হয়েছিল তাই তিনি তাঁর কাজ বন্ধ করলেন এবং বিশ্রাম নিলেন।

আদিপুস্তক ২:৪-৭

৪-৫ সৃষ্টির পরে আকাশ ও পৃথিবীর কথা: সদাপ্রভু ঈশ্বর যখন মহাকাশ ও পৃথিবী তৈরী করেছিলেন তখন পৃথিবীর বুকে শস্য জাতীয় কোন গাছ-গাছ্ড়া ছিল না এবং ফসলও জন্মাতে শুরু করে নি, কারণ তখনও সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীর উপর বৃষ্টি পড়বার ব্যবস্থা করেন নি। তা ছাড়া জমিতে চাষের কাজ করবার জন্য কোন মানুষও ছিল না। ৬ তবে

মাটির তলা থেকে জল উঠত এবং তাতেই মাটি ভিজত। ৭ পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর মাটি দিয়ে একটি পুরুষ মানুষ তৈরী করলেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার ভিতরে জীবন-বায়ু ঢুকিয়ে দিলেন। তাতে সেই মানুষ একটি জীবন্ত প্রাণী হল।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

গল্পের এই অংশের আগে, ঈশ্বরের জন্য যে নাম ব্যবহার করা হয়েছিল তা হল 'ঈশ্বর'। এরপর ঈশ্বরের গল্পের এই অংশে, তিনি 'প্রভু' নামটি ব্যবহার করতে শুরু করেন। ঈশ্বর এই নামটি ব্যবহার করতে শুরু করেছেন কেননা পৃথিবীতে তখন মানুষ বসবাস করতে শুরু করেছিল। পৃথিবীতে মানুষের আসার পর ঈশ্বর তাদের প্রভু হলেন। মানুষ তাঁকে জানবে এবং মানুষ ভালবাসবে। তিনি তাদের প্রভু হবেন। কেবলমাত্র তিনিই তাদের দেখাশোনা করবেন এবং তারা জানবে যে তিনি তাদের দেখাশোনা করছেন। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন যাতে তারা তাঁকে জানতে পারে, তাঁকে ভালবাসে এবং তাঁর কথা শোনে। মানুষ পৃথিবীতে আসার পর থেকেই তিনি তাঁর নিজের জন্য প্রভু নামটি ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। যেমন একজন পিতা তার সন্তানের খুব কাছাকাছি থাকে ঠিক তেমনি তিনিও তাদের খুব কাছাকাছি থাকবেন ।

আদিপুস্তক ২:৭ পদে ঈশ্বর কিভাবে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন তা জানা যায়। ঈশ্বর *মাটি দিয়ে* মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু মাটি দিয়ে ঈশ্বর যে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন তা ছিল কেবল একটি শরীর মাত্র। তখনও তার ভিতর কোনও প্রাণ ছিল না। সে নাড়াচাড়া করতে পারত না, শ্বাস নিতে কিংবা কোনো কাজ করতে পারত না। তারপর ঈশ্বর তার মধ্যে *জীবন বায়ু* ঢুকিয়ে দিলেন। যখন ঈশ্বর তার মধ্যে জীবন দিলেন, তখনই সেটি একজন জীবন্ত মানুষে পরিণত হয়েছিল। তিনি শ্বাস নিতে শুরু করেছিলেন, তাছাড়াও তিনি কাজ করতে, কথা বলতে, চিন্তা করতে এবং ঈশ্বরকে জানতে আরম্ভ করেছিলেন। কেবলমাত্র ঈশ্বরই জীবন দিতে পারেন।

ঈশ্বর যে প্রথম মানুষ তৈরি করেছিলেন তিনি হলেন সকল মানব জাতির পূর্বপুরুষ[১৫]। পরবর্তীতে ঈশ্বরের গল্পে এই প্রথম মানুষটিকে আদম বলে ডাকা হয়েছিল। আদম শব্দটি ইব্রীয়[১৬] ভাষা থেকে এসেছে, যার মানে হল 'মানুষ'।

আদিপুস্তক ২:৮

৮ এর আগে সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্ব দিকে এদন দেশে একটা বাগান করেছিলেন, আর সেখানেই তিনি তাঁর গড়া মানুষটিকে রাখলেন।

ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের বলেন তিনি কিভাবে একটি বিশেষ বাগান তৈরি করেছিলেন। এটি এদন নামে একটি জায়গায় অবস্থিত ছিল বলে আমরা একে 'এদন বাগান' বলি। তারপর তিনি মানুষটিকে সেই বাগানে রাখলেন। বাগানটি খুব সুন্দর ছিল। এখানে সবকিছু সৌন্দর্যে পূর্ণ ছিল। সেখানে অনেক ফুল ও ফলের গাছ ছিল। মানুষ যেন সেগুলো উপভোগ[১৭] করতে পারে এবং গাছের ফল খেতে পারে তাই তিনি সেগুলো সেখানে রেখেছিলেন। মানুষের বসবাসের জন্য একটি উত্তম জায়গা হিসাবে ঈশ্বর এই বাগানটি সৃষ্টি করেছিলেন। ঈশ্বর জানতেন মানুষের জন্য কোনটা সবথেকে ভাল কারণ তিনি তাদের প্রভু

[১৫] পূর্বপুরুষ - পরিবারের এমন সদস্য যারা অনেক বছর আগে জীবিত ছিলেন

[১৬] ইব্রীয় - যে লোকেরা অব্রাহামের নাতি, যাকোবের বংশ থেকে এসেছে (এই গল্পের পরবর্তী অংশে আমরা এই সম্পর্কে আরও বেশি জানতে পারব)

[১৭] উপভোগ - কোনো কিছু দেখতে ও করতে ভাল লাগ

এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন। ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন তাই তিনি জানতেন তার জন্য সবচেয়ে ভাল কি হতে পারে। ঈশ্বর আদমকে বাগানে রেখেছিলেন এবং তিনি তাকে বাগানের সমস্ত কিছু দেখাশোনার কাজ দিয়েছিলেন। সবকিছুই ঈশ্বরের পরিকল্পনা মত হয়েছিল।

পর্ব ২: ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রথম পুরুষ এবং নারী

আদিপুস্তক ২:৯

৯ সেখানকার মাটিতে তিনি এমন সব গাছ জন্মিয়েছিলেন যা দেখতেও সুন্দর এবং যার ফল খেতেও ভাল। তা ছাড়া বাগানের মাঝখানে তিনি "জীবন-গাছ" ও "ভাল-মন্দ-জ্ঞানের গাছ" নামে দু'টি গাছও জন্মিয়েছিলেন।

বাগানে হাজার হাজার চমৎকার এবং ভিন্ন প্রজাতির গাছপালা, জীবজন্তু ও ফুল-ফল ছিল। কিন্তু ঈশ্বর সেখানে দুটি বিশেষ গাছ রেখেছিলেন। তাঁর গল্পে, ঈশ্বর সেই দুটি গাছের নাম দিয়েছিলেন। বাগানের মাঝখানে যে গাছটি ছিল সেই গাছটির নাম ছিল *জীবন গাছ*। অন্য আরেকটি গাছের নাম ছিল *ভাল-মন্দ জ্ঞানের গাছ*।

আদিপুস্তক ২:১৫-১৭

১৫ সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই মানুষটিকে নিয়ে এদন বাগানে রাখলেন যাতে তিনি তাতে চাষ করতে পারেন ও তার দেখাশোনা করতে পারেন। ১৬ পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁকে আদেশ দিয়ে বললেন, "তুমি তোমার খুশীমত এই বাগানের যে কোন গাছের ফল খেতে পার; ১৭ কিন্তু ভাল-মন্দ-জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি খাবে না, কারণ যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।"

ঈশ্বর সেই মানুষটিকে বাগানের সব গাছের ফল খেতে অনুমতি[১৮] দিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে একটি মাত্র গাছের ফল খেতে বারণ করেছিলেন। মানুষ জীবন গাছের ফল এবং বাগানের অন্যান্য সকল গাছের ফল খেতে পারত। কিন্তু সে শুধুমাত্র ভাল-মন্দ জ্ঞানের গাছেল ফল খেতে পারবে না। ঈশ্বর খুব পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন যদি মানুষ ভাল-মন্দ জ্ঞানের গাছের ফল খায় তবে সে মরবে।

মানুষটির অর্থাৎ আদমের বেছে নেবার[১৯] স্বাধীনতা ছিল। তার ভাল-মন্দ জ্ঞানের গাছের ফল খাওয়া বা না খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা ছিল। আদম কি করবে সেই ব্যাপারে তার নিজের সিদ্ধান্ত[২০] নেবার স্বাধীনতা ছিল। ঈশ্বর আদমকে তার নিজের ইচ্ছামত কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের কথা শোনা[২১] বা না শোনার ব্যাপারে আদমের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল।

[১৮] অনুমতি - কোনো কিছু করা যায় এমন এবং যা করা ভুল নয়
[১৯] বেছে নেওয়া - কোনো একটি বা অপর একটি কাজ করতে সিদ্ধান্ত নেওয়া, দুটি জিনিসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া
[২০] সিদ্ধান্ত - যা আপনি করতে যাচ্ছেন তা নিয়ে চিন্তা করা
[২১] শোনা - কারো কথা শোনা এবং তার কথামত চলার সিদ্ধান্ত নেওয়া

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

ভাল-মন্দ জ্ঞানের গাছের ফল যে আসলে মন্দ বা খারাপ ছিল তা নয়। ঈশ্বর কোনো কিছু খারাপভাবে সৃষ্টি করেন নি। তাহলে কেন ঈশ্বর মানুষকে সেই গাছের ফল খেতে বারণ করেছিলেন? ঈশ্বর চেয়েছিলেন মানুষ যেন তাঁর কথা শোনে। ঈশ্বর চেয়েছিলেন মানুষ যেন যেকোনো প্রশ্ন নিয়ে তাঁর কাছে আসে। ঈশ্বর জানতেন আদমের জন্য কোনটা সবচেয়ে ভাল হবে। তিনি তাকে একটি সুন্দর জায়গায় রেখেছিলেন এবং তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিয়েছিলেন। ঈশ্বর আদমের সাথে সেখানেই ছিলেন। আদম যেকোনো সময় ঈশ্বরের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে পারতেন। আদমের ভাল-মন্দ জ্ঞানের গাছের ফল খাওয়ার কোনো দরকার ছিল না। তার ভাল ও মন্দের বিষয়ে জানার কোনো দরকার ছিল না। আদম যেকোনো সময় ঈশ্বরের কাছে যেতে পারতেন এবং তিনি ঈশ্বরকে যেকোনো প্রশ্ন করতে পারতেন। ঈশ্বর চেয়েছিলেন মানুষটি যেন যেকোনো সময় তাঁর কাছে আসে এবং যেকোনো কিছু জানার থাকলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে ।

তারপর ঈশ্বর বললেন যে মানুষটির পক্ষে একা থাকা ভাল নয়।

আদিপুস্তক ২:১৮

১৮ পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, "মানুষটির পক্ষে একা থাকা ভাল নয়। আমি তার জন্য একজন উপযুক্ত সংগী তৈরী করব।"

ঈশ্বর বললেন মানুষের একজন সংগী দরকার। তিনি বললেন, *"আমি তার জন্য একজন উপযুক্ত সংগী নির্মান করব।"* ঈশ্বর আদমের সমস্ত কিছু জানতেন। আদমের যা কিছু প্রয়োজন ছিল তিনি তার সব কিছুই জানতেন। ঈশ্বর তাকে সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তার বসবাসের জন্য একটি পৃথিবী তৈরি করার পর তাকে সৃষ্টি করেছিলেন। ঈশ্বর আদমের প্রতি যত্নশীল ছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন আদম যেন তার প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু পায়। ঈশ্বরের আদমকে জিজ্ঞাসা করার দরকার ছিল না যে তার কি প্রয়োজন কেননা ঈশ্বর আগে থেকেই সবকিছু জানতেন। ঈশ্বর চেয়েছিলেন আদম যেন পৃথিবী এবং সমস্ত জীবজন্তুর দেখাশোনা করে। তিনি আরও চেয়েছিলেন পৃথিবী যেন আরও অনেক মানুষে পূর্ণ হয়। ঈশ্বর জানতেন যে এই কাজের জন্য আদমের একজন নারী সংগীর দরকার।

আদিপুস্তক ২:১৯,২০

১৯ সদাপ্রভু ঈশ্বর মাটি থেকে ভূমির যে সব জীবজন্তু ও আকাশের পাখী তৈরী করেছিলেন সেগুলো সেই মানুষটির কাছে আনলেন। সদাপ্রভু দেখতে চাইলেন তিনি সেগুলোকে কি বলে ডাকেন। তিনি সেই সব জীবন্ত প্রাণীগুলোর যেটিকে যে নামে ডাকলেন সেটির সেই নামই হল। ২০ তিনি প্রত্যেকটি গৃহপালিত ও বন্য পশু এবং আকাশের পাখীর নাম দিলেন, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে সেই পুরুষ মানুষটির, অর্থাৎ আদমের কোন উপযুক্ত সংগী দেখা গেল না।

ঈশ্বর আদমের কাছে সমস্ত প্রাণী ও পাখিদের নিয়ে এসেছিলেন যাতে তিনি তাদের নাম রাখতে পারে। ঈশ্বর আদমকে পৃথিবী এবং এর মধ্যেকার সমস্ত জীবন্ত কিছুর দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাই ঈশ্বর আদমের কাছে সমস্ত পশুপাখি নিয়ে এসেছিলেন যাতে সে তাদের সকলের নাম দিতে পারে। আদম এদের প্রত্যেককে একটি করে নাম দিলেন। ঈশ্বর তাকে যে কাজটি দিয়েছিলেন আদম তা করতে শুরু করলেন।

পর্ব ২: ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রথম পুরুষ এবং নারী

আদম ঈশ্বরের সৃষ্টি সমস্ত চমৎকার জীবজন্তু এবং পাখি দেখেছিলেন। কিন্তু তার জন্য কোনো উপযুক্ত সংগী ছিল না। কোনো প্রাণীই তার উপযুক্ত সংগী হতে পারে না। পশুরা তার মত ছিল না। সেগুলোর কোনোটাই ঈশ্বরকে জানতে ও ভালবাসতে পারত না। কোনোটিই আদমের মত ছিল না। আদমের একজন উপযুক্ত সংগীর প্রয়োজন ছিল। ঈশ্বরের গল্প আমাদের বলে যে কিভাবে ঈশ্বর আদমের জন্য একজন উপযুক্ত সংগী[২২] এবং সাহায্যকারী তৈরি করেছিলেন।

আদিপুস্তক ২:২১-২৫

২১ সেইজন্য সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমের উপর একটা গভীর ঘুম নিয়ে আসলেন, আর তাতে
তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন তিনি তাঁর একটা পাঁজর তুলে নিয়ে সেই জায়গাটা বন্ধ করে
দিলেন। ২২ আদম থেকে তুলে নেওয়া সেই পাঁজরটা দিয়ে সদাপ্রভু ঈশ্বর একজন
স্ত্রীলোক তৈরী করে তাঁকে আদমের কাছে নিয়ে গেলেন।
২৩ তাঁকে দেখে আদম বললেন,
"এবার হয়েছে। এঁর হাড়-মাংস আমার হাড়-মাংস থেকেই তৈরী।
পুরুষ লোকের দেহের মধ্য থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে বলে এঁকে স্ত্রীলোক বলা হবে।"
২৪ এইজন্যই মানুষ মা-বাবাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সংগে এক হয়ে থাকবে আর তারা দু'জন
একদেহ হবে।
২৫ তখন আদম এবং তাঁর স্ত্রী উলংগ থাকতেন, কিন্তু তাতে
তাঁদের কোন লজ্জাবোধ ছিল না।

ঈশ্বর যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছিলেন তার জন্য আদম খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি বললেন, "এবার হয়েছে।" এই সেই ব্যক্তি যার জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন। এই সেই ব্যক্তি যিনি তাকে সাহায্য করতে পারেন এবং তার সংগী হতে পারেন।

ঈশ্বর এই পুরুষ এবং নারীকে একত্রিত[২৩] করেছেন। একসাথে বসবাসের জন্য এবং একসাথে কাজ করার জন্য ঈশ্বর তাদের একত্রিত করেছিলেন। ঈশ্বর শুরুতেই এটা করেছিলেন। পুরুষের সাহায্যকারী এবং সহধর্মী হওয়ার জন্য তিনি নারীকে সৃষ্টি

[২২] সংগী - যে আপনার সঙ্গে জীবন কাটায়, এবং আপনাকে সাহায্য করে
[২৩] একত্রিত - একে অপরের সাথে থাকা বা তার কাছাকাছি থাকা

করলেন । আর এটাকেই আমরা বিবাহ বলি। যখন তিনি আদমের স্ত্রী হিসেবে সেই স্ত্রীলোককে সৃষ্টি করেছিলেন তখনই ঈশ্বরই এটা পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তা বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

সেই পুরুষ এবং স্ত্রীলোক তারা উভয়ই উলঙ্গ থাকতেন - তারা কোনো কাপড়-চোপড় পরিধান করতেন না। তারা উলঙ্গ থাকা সত্ত্বেও তাদের কোনো লজ্জাবোধ[২৪] ছিল না। পৃথিবীতে খারাপ কিছু ছিল না এবং তারা উভয়ই আনন্দিত ছিলেন এবং তাদের মধ্যে কোনো লজ্জাবোধ ছিল না।

?

১. আদম এবং তার স্ত্রীর জন্য ঈশ্বর যা কিছু করেছিলেন সেগুলোর নাম বলুন?
২. ঈশ্বর আদম এবং তার স্ত্রীর জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। ঈশ্বর তাদেরকে নিয়ে কি ভাবে সে সম্পর্কে এটা আমাদের কি বলে?
৩. আপনি কি মনে করেন যে ঈশ্বর বিবাহ সৃষ্টি করেছিলেন?
৪. আপনি কি মনে করেন যে সৃষ্টির বিষয়ে বাইবেল যা বলে তা সত্য?
৫. আপনি কি পৃথিবীর আরম্ভের ব্যাপারে ভিন্ন কোনো গল্প শুনেছেন?

[২৪] লজ্জাবোধ - আপনার কোনো কাজের জন্য আপনি দুঃখিত বোধ করেন; ভুল কিছু করার কারণে আপনি তা লুকাতে চান

পর্ব ৩

আদম এবং তার স্ত্রী ঈশ্বরের অবাধ্য হলেন

আদম এবং তার স্ত্রী সুন্দর এদন বাগানে ছিলেন যা ঈশ্বর তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আদম এবং তার স্ত্রী একসাথে সেখানে আনন্দে বসবাস করতেন। ঈশ্বর তাদের জন্য বাগানে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সব কিছুই তারা স্বাধীনভাবে উপভোগ করতে পারতেন। সেখানে তারা বিভিন্ন রকম ভাল খাবার খেতে পারতেন। ঈশ্বর তাদের যে সকল কাজ দিয়েছিলেন তা-ই তারা করতেন। তারা পৃথিবীর তথা সমস্ত জীবন্ত প্রাণীদের দেখাশোনা করতেন যা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর তাদের সঙ্গেই ছিলেন, তাদের সাহায্য করতেন এবং তাদের সঙ্গেই বসবাস করতেন। তিনি চাইতেন তারা যেন তাঁকে জানে এবং ভালবাসে।

সেই বাগানে আরও একজন উপস্থিত ছিল। ঈশ্বরের গল্পে বলে, সেখানে একটি সপ[২৫] ছিল যে হবার সাথে কথা বলেছিল।

আদিপুস্তক ৩:১

১ সদাপ্রভু ঈশ্বরের তৈরী ভূমির জীবজন্তুদের মধ্যে সাপ ছিল সবচেয়ে চালাক। এই সাপ একদিন সেই স্ত্রীলোকটিকে বলল, "ঈশ্বর কি সত্যি তোমাদের বলেছেন যে, বাগানের সব গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না?"

[২৫] সর্প - একটি সাপ

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

অন্যান্য সাপের মত এই সাপটি শুধুমাত্র একটি প্রাণী ছিল না। এটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তি যে নিজেকে একটি সাপে পরিণত করেছিল। সে নিজেকে একটি সাপের রূপে পরিণত করেছিল যেন সে আদম এবং তার স্ত্রীর সাথে ছলনা[২৬] করতে পারে। বাইবেলের অন্যান্য অংশে আমরা এই ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে পারি। এই ব্যক্তি কে এবং সে কোথা থেকে এসেছে সেই সম্পর্কে বাইবেল থেকে আমরা জানতে পারি। আমরা এখন বাইবেলের সেই সকল অংশ দেখব, যাতে আপনারা জানতে পারেন, সেই ব্যক্তিটি কে এবং সে কেন আদম এবং তার স্ত্রীর সাথে ছলনা করতে চেয়েছিল। তারপর আমরা বাগানে আদম এবং তার স্ত্রীর সাথে যা ঘটেছিল সেই সম্পর্কে দেখব। ইয়োব পুস্তক, যেটা বাইবেলে পরবর্তীতে রয়েছে, ঈশ্বর ইয়োব নামে এক ব্যক্তির সাথে কথা বলেন সে সম্পর্কে দেওয়া আছে। আদমের পর ইয়োব পৃথিবীতে অনেক বছর বেঁচে ছিলেন। ঈশ্বর ইয়োবকে পৃথিবী সৃষ্টির সময় সম্পর্কে বলেছিলেন।

ইয়োব ৩৮:৪-৭

৪. আমি পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করবার সময় তুমি কোথায় ছিলে?
যদি তোমার বুদ্ধি থাকে তবে বল।
৫. তুমি কি জান কে তার পরিমাণ ঠিক করেছে?
কে তার উপর মাপের দড়ি ধরেছে?
৬. কিসের উপর পৃথিবীর থামগুলো স্থাপন করা হয়েছিল?
আর তার কোণের পাথরটাই বা কে স্থাপন হয়েছিল?
৭. তখন তো ভোরের তারাগুলে একসাথে গান গেয়েছিল
আর স্বর্গদূতেরা সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

তিনি বলেছিলেন যখন তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন তখন *স্বর্গদূতেরা আনন্দধ্বনি করেছিল*। যখন ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন স্বর্গদূতেরা সেখানে উপস্থিত ছিল। কারা ছিল এই স্বর্গদূতেরা? ঈশ্বর তখনও মানুষ সৃষ্টি করেন নি। এই স্বর্গদূতেরা ছিল আত্মিক সত্ত্বা। আমরা বাইবেল থেকে জানতে পারি, আমাদের মত তাদের দেহ ছিল না - তারা ছিল আত্মা। বাইবেলের বিভিন্ন অংশে বলা হয় স্বর্গদূতেরা মানুষের সাথে কথা বলত এবং লোকেরা তাদেরকে মানুষের রূপে আবির্ভূত হতে দেখত। সুতরাং আমরা জানতে পারি যে কিছু স্বর্গদূতকে মানুষের রূপে দেখা গিয়েছিল। আমরা সেই গল্পগুলো সম্পর্কে পরে জানব।

[২৬] ছলনা - কাউকে কিছু করতে বাধ্য করার জন্য এমন একটি চতুর কাজ যা আপনি তাদের দিয়ে করাতে চান

অন্য সব কিছুর মত, স্বর্গদূতেরাও ঈশ্বরের দ্ধারা সৃষ্ট। পৃথিবী সৃষ্টি করবার পূর্বে তিনি স্বর্গদূতদের সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা এও জানতে পারি, ঈশ্বর বলেছিলেন যখন তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন স্বর্গদূতেরাও সেখানে ছিল । আমরা জানি তারা নিখুঁত ছিল যখন ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেছিলেন, কারণ ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছিলেন সে সকলই নিখুঁত। বাইবেল বলে সেই সময় ব্যাপক সংখ্যক আত্মা ছিল এবং এও বলে যে ঈশ্বর তাদেরকে তাঁর কাজ করতে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে মহৎ ক্ষমতাও দিয়েছিলেন যেন তারা তাঁর কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

পর্ব ৩: আদম এবং তার স্ত্রী

ঈশ্বর তাদেরকে তাঁর দাস[২৭] এবং দূত[২৮] হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাই সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রচুর সংখ্যক আত্মার অস্তিত্ব ছিল। তারা খুবই শক্তিশালী ছিল কিন্তু ঈশ্বরের মত শক্তিশালী ছিল না, কারণ ঈশ্বরই তাদের সৃষ্টি করেছিলেন।

বাইবেল বলে যে এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দূত ছিল লুসিফার। লুসিফার নামের অর্থ হল 'শুকতারা'। ঈশ্বর তাকে নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছিলেন। ঈশ্বর তাকে মহান কর্তৃত্ব[২৯] এবং ক্ষমতা দিয়েছিলেন । ঈশ্বর যে সমস্ত সত্ত্বা সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যে সে ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। সে স্বয়ং ঈশ্বরের ক্ষমতার নিকটতম ক্ষমতাধর ছিল। কিন্তু সে ঈশ্বরের মত এতটা শক্তিশালী ছিল না, কারণ ঈশ্বর তাকে সৃষ্টি করেছিলেন।

বাইবেলে যিহিষ্কেল পুস্তকে লুসিফার সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই পুস্তক আমাদের একটি বার্তা সম্পর্কে বলে, যা ঈশ্বর পাঠিয়েছিলেন এমন একজন ব্যক্তির কাছে যিনি ছিলেন একজন রাজা। তিনি ছিলেন সোরের রাজা। রাজার কাছে তাঁর বার্তায়, ঈশ্বর লুসিফারের কথা বলেছিলেন। লুসিফার যেমনটি করেছিল সোরের রাজাও তেমন কাজ করেছিলেন এবং তাই ঈশ্বর তাকে লুসিফারের সাথে কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে বলতে চেয়েছিলেন। যিহিষ্কেল পুস্তকে ঈশ্বর লুসিফার সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা আমরা পড়ে দেখতে পারি।

যিহিষ্কেল ২৮:১২-১৯

১২ "হে মানুষের সন্তান, সোরের রাজার বিষয়ে তুমি বিলাপ করে করে তাকে বল যে,
প্রভু সদাপ্রভু বলছেন, 'তুমি ছিলে সম্পূর্ণ নিখুঁত,
জ্ঞানে পূর্ণ এবং সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ।
১৩ তুমি ঈশ্বরের বাগান এদনে ছিলে।
সব রকম দামী দামী পাথর, সার্দীয়মণি, পীতমণি,
হীরা, পোখরাজ, বৈদুর্যমণি, সূর্যকান্তমণি,
নীলকান্তমণি, চুনী, পান্না ও সোনা দিয়ে তুমি
সাজানো ছিলে; তোমার সৃষ্টির দিনে
এগুলোকে প্রস্তুত করা হয়েছিল।

[২৭] দাস - একজন ব্যক্তি যিনি অন্য কারও জন্য কাজ করেন
[২৮] দূত - একজন ব্যক্তি যিনি অন্য কারও জন্য মানুষকে কিছু বলেন
[২৯] কর্তৃত্ব - আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা বা অধিকার এবং লোকদের সেই আদেশগুলো মেনে চলতে বাধ্য করা

১৪ রক্ষাকারী করূব হিসাবে তোমাকে অভিষেক করা হয়েছিল,
কারণ সেইভাবেই আমি তোমাকে নিযুক্ত করেছিলাম।
তুমি ঈশ্বরের পবিত্র পাহাড়ে ছিলে; তুমি আগুনের মত ঝক্
মক করা পাথরের মধ্য দিয়ে হাঁটা-চলা করতে।
১৫ তোমার সৃষ্টির দিন থেকে তোমার চালচলনে তুমি নির্দোষ ছিলে,
কিন্তু শেষে তোমার মধ্যে দুষ্টতা পাওয়া গেল।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

১৬ তোমার অনেক ব্যবসার দরুন তুমি অত্যাচারী হয়ে পাপ করলে।
কাজেই ঈশ্বরের পাহাড় থেকে আমি তোমাকে অপবিত্র অবস্থায় তাড়িয়ে দিলাম।
হে রক্ষাকারী করূব, আমি তোমাকে আগুনের মত ঝক্মক করা
পাথরের মধ্য থেকে সরিয়ে দিলাম।
১৭ তোমার সৌন্দর্যের জন্য তোমার অন্তর অহংকারে ভরে উঠেছে
আর তোমার জাঁকজমকের জন্য তুমি তোমার জ্ঞানকে নষ্ট করেছ।
তাই আমি তোমাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম;
রাজাদের সামনে আমি তোমাকে রাখলাম যাতে তোমাকে দেখে তারা খুশী হয়।
১৮ তোমার অনেক পাপ ও অসৎ ব্যবসা দিয়ে
তুমি নিজের উপাসনার জায়গাগুলো অপবিত্র করেছ।
এইজন্য আমি তোমার মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিলাম
আর তা তোমাকে পুড়িয়ে ফেলল;
যারা দেখছিল তাদের সকলের চোখের সামনে
আমি তোমাকে মাটির উপরে ছাই করে দিলাম।
১৯ যে সমস্ত জাতি তোমাকে জানত তারা তোমাকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল।
তুমি ভয়ংকরভাবে শেষ হয়ে গেছ; তুমি আর থাকবে না।'"

ঈশ্বর বলেছিলেন যে লুসিফারকে যখন সৃষ্টি করা হয়েছিল তখন সে নিখুঁত ছিল। ঈশ্বর তাকে নিখুঁত ভাবে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাকে মহান ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। ঈশ্বর বলেছিলেন যে লুসিফার খুব জ্ঞানী ছিল, খুব শক্তিশালী এবং খুব সুন্দর ছিল। তার পোশাক সোনা ও সুন্দর পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। ঈশ্বর বলেছিলেন লুসিফারের খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। যখনই সে চাইত তখনই তার ঈশ্বরের সাথে থাকার স্বাধীনতা ছিল। ঈশ্বর তাকে এই সমস্ত জিনিস দিয়েছিলেন ঃ সৌন্দর্য্য, শক্তি, প্রজ্ঞা, স্বাধীনতা, পরিপূর্ণতা এবং কর্তৃত্ব। ঈশ্বর তাকে চমৎকার এবং শক্তিশালী স্বর্গদূত বানিয়েছিলেন যেমন সে ছিল।

তারপর ঈশ্বর আমাদের বলেন লুসিফার কি করেছিল। তিনি আমাদের বলেন লুসিফার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। ঈশ্বর আমাদের বলেন, লুসিফার পাপ[৩০] ৩০ করেছিল এবং মন্দ হয়ে গিয়েছিল। লুসিফার কতটা সুন্দর ছিল এবং কতটা শক্তিশালী

[৩০] পাপ - ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাওয়া, ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া

ছিল তা নিয়ে সে ভাবতে শুরু করেছিল। সে ভুলে গিয়েছিল যে সে ঈশ্বরের মত শক্তিশালী ছিল না। সে ভুলে গিয়েছিল, তার যা কিছু ছিল তার সবই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিল। লুসিফার ভাবতে শুরু করল সে ঈশ্বরের থেকে উত্তম।

পর্ব ৩: আদম এবং তার স্ত্রী

লুসিফার যে সমস্ত বিষয় নিয়ে ভাবছিল আমরা তা পড়ে দেখতে পারি। ঈশ্বরের একজন বার্তাবাহকের নাম ছিল যিশাইয়। সে ঈশ্বরের চিন্তা ভাবনা এবং তাঁর কথাগুলো লিখে রেখেছিল এবং তার বইটি বাইবেলে আছে। সে লুসিফার সম্পর্কে এবং তার ভাবনাগুলো সম্পর্কে ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা লিখেছিল।

যিশাইয় ১৪:১৩,১৪

১৩ তুমি মনে মনে বলেছ, 'আমি স্বর্গে উঠব,
ঈশ্বরের তারাগুলোর উপরে আমার সিংহাসন
উঠাব; যেখানে দেবতারা জড়ো হয় উত্তর দিকের
সেই পাহাড়ের উপরে আমি সিংহাসনে বসব।
১৪ আমি মেঘের মাথার উপরে উঠব;
আমি মহান ঈশ্বরের সমান হব।'

আদম এবং তার স্ত্রীর মত, ঈশ্বর লুসিফারকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং যেকোনো কিছু বেছে নেবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। লুসিফার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে সেই ব্যক্তি হতে চেয়েছিল যে অন্যান্য সমস্ত কিছু শাসন করত। সে ঈশ্বরের স্থান দখল করতে চেয়েছিল। বাইবেল বলে যে, আরও অনেক স্বর্গদূতেরাও লুসিফারকে অনুস্বরণ করেছিল এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল।

ঈশ্বর সব কিছু জানেন। সুতরাং ঈশ্বর জানতেন যে লুসিফার তাঁর বিরুদ্ধে যেতে চলেছে। ঈশ্বরই সব কিছুর উপর প্রকৃত শাসক। লুসিফার ঈশ্বরের স্থান দখল করতে পারবে না। লুসিফারের পরিকল্পনা কাজ করবে না। যিশাইয় ঈশ্বরের বাক্যগুলো লিখেছিলেন যখন ঈশ্বর বলেছিলেন লুসিফারের সঙ্গে তিনি কি করতে চলেছেন।

যিশাইয় ১৪:১৫

১৫ কিন্তু তোমাকে মৃতস্থানে নামানো হয়েছে, হ্যাঁ,
সেই গর্তের সব চেয়ে নীচু জায়গায় নামানো হয়েছে।

লুসিফার ছিল ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত স্বর্গদূতগণের মধ্যে প্রধান। কিন্তু সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গেল, তাই ঈশ্বর তাকে সেই উচ্চস্থান থেকে বের করে দিয়েছিলেন যেখানে সে ছিল। ঈশ্বর বলেছিলেন, তিনি লুসিফারকে এবং অন্যান্য স্বর্গদূতগণকে মৃত্যুস্থানে নামিয়ে দিবেন যারা তাকে অনুস্বরণ করেছিল। বাইবেলে ঈশ্বর বলেন, তিনি লুসিফারকে এমনই এক খারাপ জায়গায় অর্থাৎ

মৃত্যুস্থানে স্থাপন করবেন। এটি লুসিফার এবং অন্য সকল স্বর্গদূত যারা তাকে অনুস্বরণ করেছিল তাদের জন্য একটি শাস্তির[৩১] ৩১ জায়গা । এই জায়গাটিকে কখনও কখনও নরক বলা হয়।

ঈশ্বরের গল্পের এই অংশ থেকে লুসিফারকে শয়তান বলা হত। শয়তান অর্থ 'শত্রু'। অন্য সকল স্বর্গদূত যারা লুসিফারকে অনুস্বরণ করেছিল তাদের বলা হয় শয়তান, অপদেবতা, অশুচি আত্মা বা মন্দ আত্মা।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

শয়তান এবং তার অনুসারীরা ঈশ্বরের শত্রু। শুরু থেকেই তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করেছিল। তারা আজও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। শয়তান এখনও ঈশ্বরের স্থান দখল করতে চাইছে।

এখন যেহেতু আমরা শয়তান সম্পর্কে জেনেছি, আমরা আদম ও তার স্ত্রীর বাগানের গল্পে ফিরে যেতে পারি। শয়তান আদম এবং সেই নারীকে ঘৃণা করত, যাকে ঈশ্বর আদমের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। ঈশ্বর এইসব মানুষকে পৃথিবী এবং এর মধ্যেকার সমস্ত কিছু তথা জীবন্ত প্রাণীর যত্ন নেবার কাজ দিয়েছিলেন। শয়তান নিজের জন্য সেই জায়গাটি চেয়েছিল, তাই সে আদম ও সেই নারীকে ঘৃণা করত।

শয়তান তখন বাগানে ছিল। সে নিজেকে একটি সাপে পরিণত করেছিল যাতে আদম ও তার স্ত্রী জানতে না পারে সে আসলে কে। সে দেখছিল এবং অপেক্ষা করছিল। সে আদম ও তার স্ত্রীকে ভালমন্দ গাছের ফল খাওয়ানোর চেষ্টা করার জন্য একটি পরিকল্পনা করেছিল। সে চেয়েছিল তারা যেন সেই গাছের ফল খায় এবং মারা যায়। ঈশ্বর বলেছিলেন যদি তারা সেই গাছের ফল খায় তবে তারা মারা যাবে, তাই শয়তান চেয়েছিল তারা যেন তা খায়।

আমরা আবার আদিপুস্তকে ফিরে যাব এবং শয়তান বাগানে সেই স্ত্রীলোকটিকে কি বলেছিল তা পড়ব।

আদিপুস্তক ৩:১

১ সদাপ্রভু ঈশ্বরের তৈরী ভূমির জীবজন্তুদের মধ্যে সাপ ছিল সবচেয়ে চালাক। এই সাপ একদিন সেই স্ত্রীলোকটিকে বলল, "ঈশ্বর কি সত্যি তোমাদের বলেছেন যে, বাগানের সব গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না?"

শয়তান নিজেকে সাপে পরিণত করেছিল। বাইবেল বলে যে, সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যে *সাপ ছিল সবচেয়ে চালাক*। তার মানে হল সে ছিল সবচেয়ে চালাক। শয়তান সবসময় চেষ্টা করে নিজেকে ভাল কিছুর মত দেখিয়ে মানুষকে প্রতারিত করতে। ঈশ্বর সবসময় সত্য কথা বলেন, কিন্তু শয়তান সবসময় মিথ্যা কথা বলে এবং মানুষকে প্রতারিত করার চেষ্টা করে।

[৩১] শাস্তি - কারও সাথে খারাপ কিছু হওয়া কেননা তারা ভুল কিছু করেছে

শয়তান স্ত্রীলোকটিকে একটি প্রশ্ন করল, *"ঈশ্বর কি সত্যি তোমাদেও বলেছের যে, বাগানের সব গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না?"* শয়তান তাকে ঈশ্বর সম্পর্কে খারাপ চিন্তা করানোর জন্য চেষ্টা করছিল। সে তাকে চিন্তা করতে বাধ্য করেছিল ঈশ্বর তাদের সমস্ত ভাল জিনিস দিচ্ছিলেন না যা তাদের প্রয়োজন ছিল। শয়তান চেয়েছিল স্ত্রীলোকটি যেন নিজের জন্য ও নিজের বিষয়ে চিন্তা করতে শুরু করে। সে চাইতো না যে স্ত্রীলোকটি ঈশ্বরের কথা শুনুক। সে চেয়েছিল স্ত্রীলোকটি যেন তার নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভাবতে শুরু করে।

শয়তান স্ত্রীলোকটিকে বাগানে যেসব কথা বলেছিল তা আমরা পড়ে দেখতে পারি।

পর্ব ৩: আদম এবং তার স্ত্রী

আদিপুস্তক ৩:২-৫

২ উত্তরে স্ত্রীলোকটি বললেন, "বাগানের গাছের ফল আমরা খেতে পারি।
৩ তবে বাগানের মাঝখানে যে গাছটি রয়েছে তার ফল সম্বন্ধে ঈশ্বর বলেছেন,
'তোমরা তার ফল খাবেও না, ছোঁবেও না। তা করলে তোমাদের মৃত্যু হবে।' "
৪ তখন সাপ স্ত্রীলোকটিকে বলল, "কখনও না, কিছুতেই তোমরা মরবে না।
৫ ঈশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা সেই গাছের ফল খাবে সেই দিনই তোমাদের চোখ
খুলে যাবে। তাতে ভাল-মন্দের জ্ঞান পেয়ে তোমরা ঈশ্বরের মতই হয়ে উঠবে।"

স্ত্রীলোকটি শয়তানের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি বললেন তারা বাগানের গাছের ফল খেতে পারবে। কিন্তু তিনি বলেছিলেন সেখানে এমন একটি গাছ আছে যার ফল তারা খেতে পারবে না। তিনি বললেন যদি তারা সেই গাছের ফল খায় কিম্বা ছোঁয় তাহলে তারা মারা পড়বে। কিন্তু ঈশ্বর সেটা বলেন নি। ঈশ্বর বলেছিলেন যদি তারা সেই ফল খায় তবে তারা মারা পড়বে। তিনি বলেন নি যে তারা সেটা স্পর্শ করলে মারা পড়বে। ঈশ্বর যা বলেছিলেন স্ত্রীলোকটি তা পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।

শয়তান স্ত্রীলোকটিকে মিথ্যা বলেছিল এবং তাকে বলেছিল তারা যদি ফলটি খায় তবে তারা মারা যাবে না। সে বলেছিল তারা যদি সেই ফলটি খায় তবে তারা ভাল-মন্দ সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারবে। সে বলেছিল ঈশ্বর চায় নি যে তারা এটা জানুক কেননা তারা তা জানলে ঈশ্বরের মত হয়ে উঠবে। শয়তান স্ত্রীলোকটিকে মিথ্যা বলেছিল যাতে সে তাকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিতে পারে।

ঈশ্বর আদম এবং তার স্ত্রীর জন্য সর্বোচ্চ ভাল করতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বর চেয়েছিলেন তারা যেন তাদের যেকোনো দরকারে তাঁর কাছে চায়। তিনি চেয়েছিলেন তারা তা-ই করুক কারণ তিনি তাদের ভালবাসতেন। ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করে তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়া ভাল ছিল না।

ঈশ্বর আদম এবং তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন যেন তারা তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে নিতে পারে। তারা কি বেছে নিয়েছিলেন তা সম্পর্কে আমরা পড়ে দেখতে পারি। তারা কি ঈশ্বরের কথা শুনবেন, নাকি তারা শয়তানের কথা শুনবেন ?

আদিপুস্তক ৩:৬

৬ স্ত্রীলোকটি যখন বুঝলেন যে, গাছটার ফলগুলো খেতে ভাল হবে
এবং সেগুলো দেখতেও সুন্দর আর তা ছাড়া জ্ঞান লাভের জন্য
কামনা করবার মতও বটে, তখন তিনি কয়েকটা ফল পেড়ে নিয়ে খেলেন।
সেই ফল তিনি তাঁর স্বামীকেও দিলেন এবং তাঁর স্বামীও তা খেলেন।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

আদম এবং তার স্ত্রী উভয়েই ভাল-মন্দ জ্ঞানের গাছের ফল খেয়েছিলেন। তারা দুজনেই ঈশ্বরের অবাধ্য[৩২] হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারা ভাল-মন্দ জ্ঞানের গাছের দিকে তাকালেন। তারা জানতেন যে, ঈশ্বর বলেছিলেন তারা যেন এই গাছের ফল না খায়। কিন্তু তারা এটির দিকে তাকালেন এবং এটি দেখতে সুন্দর ছিল এবং ফলটি খেতে ভাল লাগার মত ছিল। স্ত্রীলোকটি জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা চেয়েছিলেন যা তিনি ফলটি থেকে পেতে পারতেন যদি তিনি তা খেতেন। তাই তিনি কিছু ফল খেয়েছিলেন। তারপর তিনি আদমকেও কিছু দিলেন। আদম জানতেন যে এটাই সেই ফল যা ঈশ্বর তাদের খেতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু আদমও কিছু খেলেন।

?

১. শয়তান কেন আদম এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে ছলনা করতে চেয়েছিল ?

২. ঈশ্বর আদম ও হবাকে সৃষ্টি করেছিলেন যেন তারা তাঁর কথা শুনে।
আপনি কেন মনে করেন যে ঈশ্বর তাদেরকে তাঁর কথা না শোনার স্বাধীনতাও দিয়েছিলেন ?

৩. আদম ও তার স্ত্রীকে ছলনা করতে শয়তান কি বলেছিল ?

[৩২] অবাধ্য - বাধ্য না হওয়া; কেউ কিছু করতে বললে সেটা না করা

পর্ব ৪

ঈশ্বর আদম এবং তার স্ত্রীকে বাগান থেকে বের করে দিলেন

ঈশ্বর বলেছিলেন, আদম ও তার স্ত্রী যদি ভাল-মন্দ জ্ঞানের ফল খায় তাহলে তারা মারা যাবে। তারা ফলটি খাওয়ার পর কি ঘটেছিল তা আমরা পড়ে দেখতে পারি।

আদিপুস্তক ৩:৭

৭ এতে তখনই তাঁদের দু'জনের চোখ খুলে গেল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা উলংগ অবস্থায় আছেন। তখন তাঁরা কতগুলো ডুমুরের পাতা একসংগে জুড়ে নিয়ে নিজেদের জন্য খাটো ঘাগ্‌রা তৈরী করে নিলেন।

ঈশ্বরের বাক্য বলে যে তাদের *চোখ খুলে গিয়েছিল*। এর মানে হল, তারা এমন কিছু জেনেছিলেন যা তারা আগে জানতেন না। আদম এবং তার স্ত্রী ফলটি খাওয়ার পর সবকিছু ভিন্নভাবে দেখেছিলেন। যখন তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিলেন তাদের সাথে খুব খারাপ কিছু ঘটেছিল। ঈশ্বরের বাক্য বলে যে তারা উলংগ ছিল বলে *লজ্জা বোধ করেছিলেন*। তারা তাদের উলংগতা ঢেকে রাখতে চেয়েছিলেন। তাই তারা নিজেদের ঢেকে রাখার জন্য ডুমরের[৩৩] পাতাগুলো একত্রে বুনেছিলেন। শয়তান তাদের বলল তাদের পক্ষে ফলটি খাওয়া ভাল হবে। কিন্তু বিষয়টি খুবই মারাত্মক[৩৪] ছিল। শয়তান বলেছিল তারা ঈশ্বরের মত হবে, কিন্তু সেটা সত্যি ছিল না । শয়তান তাদেরকে মিথ্যা বলেছিল।

[৩৩] ডুমুর - এক ধরনের গাছ

[৩৪] মারাত্মক - খুবই খুবই খারাপ কিছু; যা আপনাকে খুবই ভীত করে

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

তারা আর আনন্দিত ছিলেন না। ঈশ্বর তাদের জন্য যে বাগান সৃষ্টি করেছিলেন তারা সেখানে থাকতে আর স্বস্তিবোধ করছিলেন না।

ঈশ্বর বলেছিলেন যদি তারা সেই ফল খায় তবে তারা মারা যাবে। কিন্তু তারা তখনও জীবিত ছিলেন এবং নিজেদের দেহে হেঁটে বেড়াছিলেন[৩৫]। ঈশ্বর যা কিছু বলেন সবই সত্য। সুতরাং কি ঘটেছিল? ঈশ্বর যখন বলেছিলেন যে তারা মারা যাবে তখন তিনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন?

ঈশ্বর বলেছিলেন যে তারা মারা যাবে এবং সেটা সত্য ছিল। যখন তারা ফলটি খেয়েছিলেন, তখন তারা মরতে শুরু করেছিলেন। তারা ফলটি খাওয়ার পূর্বে পৃথিবীতে কোনো মৃত্যু ছিল না। ঈশ্বর ছিলেন জীবনের স্রষ্টা এবং তিনি সেখানে তাদের সাথে ছিলেন যাতে তারা তাঁর সাথে জীবিত থাকেন। কিন্তু যখন তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিলেন, তারা নিজেদেরকে তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। তাদের দৈহিক মৃত্যু শুরু হল। এই মুহূর্ত থেকে তারা বৃদ্ধ হতে শুরু করবে এবং পরে তাদের শারীরিক মৃত্যু ঘটবে।

আদম এবং তার স্ত্রী তা-ই করেছিলেন যা শয়তান তাদের দিয়ে করাতে চেয়েছিল। মনে আছে, ঈশ্বর বলেছিলেন তিনি শয়তানকে শাস্তি দেবেন এবং তাকে মৃত্যুস্থানে পাঠাবেন? তিনি বলেছিলেন তিনি শয়তানদের যারা তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করেছিল তাদেরকেও সেই স্থানে পাঠাবেন। সেই স্থানটি ঈশ্বরের সমস্ত শত্রুদের জন্য। এখন যখন আদম এবং তার স্ত্রী ঈশ্বরের বিরুদ্ধচারণ করলেন, তাদেরকেও সেই মৃত্যুস্থানে যেতে হবে। তারাও ঈশ্বরের শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন। সুতরাং ঈশ্বরের শত্রুদের সাথে তাদেরকেও সেই মৃত্যুস্থানে যেতে হবে।

[৩৫] শারীরিক - রক্ত-মাংসে দেহ

ঈশ্বরের বাক্য বলে আদম এবং তার স্ত্রী নিজেদেরকে ঢেকে রাখার জন্য ডুমুরের পাতাগুলো একত্রে বুনেছিলেন। তারা উলংগ ছিলেন বলে লজ্জিতবোধ করছিলেন। ফলটি খাওয়ার আগে, তারা আনন্দিত ছিলেন এবং লজ্জিত ছিলেন না। তখন তারা অনুভব করতে লাগলেন উলংগ থাকা খারাপ। এটি হয়েছিল কারণ তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন। তারা তার কথা শোনেন নি। ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন তারা সুখি হয় এবং তিনি তাদের এমনই একজন হতে চেয়েছিলেন যিনি তাদেরকে কোনটা ভাল এবং কোনটা মন্দ বলে দিতে পারেন। তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন তাঁর সঙ্গে বাগানে একসাথে থাকতে পারেন এবং স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারেন। কিন্তু তারা ঈশ্বর যা চেয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারা খুব খারাপ বিষয়টি বেছে নিলেন। তখন তারা সবকিছু ঠিক করার এবং আরও ভাল করার চেষ্টা করলেন।

পর্ব ৪: ঈশ্বর আদম এবং তার স্ত্রীকে বাগান থেকে বের করে দিলেন

তারা পাতা দিয়ে তাদের উলংগ শরীর ঢাকানোর চেষ্টা করলেন। তারপর তারা ভাবতে শুরু করলেন উলংগ থাকা খারাপ, তাই তারা আবার তাদের নিজেদেরকে ভাল করার চেষ্টা করেছিলেন। তারা গিয়ে একটি ডুমুর গাছ খুঁজে পেলেন, এবং সেই গাছের পাতা দিয়ে কিছু কাপড় তৈরি করলেন।

আদিপুস্তক ৩:৮

যখন সন্ধ্যার বাতাস বইতে শুরু করল তখন তাঁরা সদাপ্রভু ঈশ্বরের গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বাগানের মধ্যে বেড়াচ্ছিলেন। তখন আদম ও তাঁর স্ত্রী বাগানের গাছপালার মধ্যে নিজেদের লুকালেন যাতে সদাপ্রভু ঈশ্বরের সামনে তাঁদের পড়তে না হয়।

আদম এবং তার স্ত্রী বাগানে ঈশ্বরের হাঁটার শব্দ শুনতে পেলেন। ঈশ্বর এর আগেও অনেকবার তাদের সাথে সেখানে ছিলেন। তারা ঈশ্বরের সাথে থাকতে এবং তাঁর সাথে কথা বলতে ভালবাসতেন। কিন্তু এই সময় তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেদের লুকিয়ে রাখলেন। তারা ঈশ্বরকে ভয় পেতে লাগলেন, তাই তারা তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে ছিলেন। সবকিছু বদলে গিয়েছিল এবং সবকিছু ভুল ছিল। ঈশ্বর চাননি যে এমনটা হোক। ঈশ্বর এভাবে পরিকল্পনা করেননি।

আদম এবং তার স্ত্রী লজ্জিত ছিলেন এবং তারা ভয় পেয়েছিলেন। সেইজন্য তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকিয়ে ছিলেন। তারা ঈশ্বরের শত্রুর শয়তানের কথা শুনলেন। শয়তান যা চেয়েছিল তারা তাই করলেন। তারা লজ্জিত ছিল কারণ তারা শয়তানকে অনুসরণ করেছিলেন।

তারা ঈশ্বরকে ভয় পেয়েছিলেন। ঈশ্বর সর্বদা তাঁর কাজে নিখুঁত এবং তিনি সবকিছুতে ভাল করেন। সুতরাং আদম এবং তার স্ত্রী যা করেছিলেন তা তিনি উপেক্ষা[৩৬] করতে পারেন নি। তাঁর কর্মসকল ছিল সবচেয়ে উত্তম। কিন্তু আদম এবং সেই স্ত্রীলোক একটি ভিন্ন পথ বেছে নিলেন। ঈশ্বর সর্বদা সঠিক কাজ করেন, তাই যখন তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হলেন তখন তাঁকে সঠিক কাজটি করতে হল । ঈশ্বর যা করতে যাচ্ছিলেন তার জন্য আদম এবং তার স্ত্রী ভয় পেয়েছিলেন।

আদিপুস্তক ৩:৯-১৩

৯ সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডেকে বললেন, "তুমি কোথায়?"
১০ তিনি বললেন, "বাগানের মধ্যে আমি তোমার গলার আওয়াজ শুনেছি।
কিন্তু আমি উলংগ, তাই ভয়ে লুকিয়ে আছি।"

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

১১ তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, "তুমি যে উলংগ সেই কথা কে তোমাকে বলল?
যে গাছের ফল খেতে আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম তা কি তুমি খেয়েছ?"
১২ আদম বললেন, "যে স্ত্রীলোককে তুমি আমার সংগিনী হিসাবে দিয়েছ
সে-ই আমাকে ঐ গাছের ফল দিয়েছে আর আমি তা খেয়েছি।"
১৩ তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই স্ত্রীলোককে বললেন, "তুমি এ কি করেছ?"
স্ত্রীলোকটি বললেন, "ঐ সাপ আমাকে ছলনা করে ভুলিয়েছে আর সেইজন্য
আমি তা খেয়েছি।"

ঈশ্বর আদমকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সে কোথায় ছিল। ঈশ্বর জানতেন আদম কোথায় ছিল। এবং তিনি জানতেন যে ফল তিনি তাদের খেতে বারণ করেছিলেন আদম এবং তার স্ত্রী সেই ফল খেয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে তারা শয়তানের কথা শুনেছিলেন এবং তারা তাঁর অবাধ্য হয়েছিলেন। ঈশ্বর সব কিছু জানেন। ঈশ্বর তাদের ডেকেছিলেন কারণ তিনি জানতেন আদম এবং স্ত্রীলোকটির তাঁকে প্রয়োজন ছিল। ঈশ্বর জানতেন তারা তাঁকে ভয় পেয়েছিলেন কারণ তারা লজ্জিত ছিলেন। তাই তিনি তাদের ডেকেছিলেন যাতে তিনি তাদের সাথে কথা বলতে পারেন। যদিও তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিলেন, তবুও ঈশ্বর তাদের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন।

ঈশ্বর আদম এবং তার স্ত্রীকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। ঈশ্বর সবকিছু জানতেন। সুতরাং ঈশ্বর ইতিমধ্যে তাঁর প্রশ্নের উত্তরগুলো জানতেন। তিনি আদম এবং তার স্ত্রীকে কিছু দেখানোর জন্য প্রশ্নগুলো করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তারা যা করেছিলেন তারা যেন তা তাঁকে বলে। তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন তাকে বলে যে তারা ভুল করেছেন। তিনি তাদেরকে ভালবাসতেন এবং তিনি চেয়েছিলেন তারা যা করেছিলেন তারা যেন তা তাঁকে বলেন।

[৩৬] উপেক্ষা - কোন কিছু না জানার ভান করা, কোন বিষয়ে কোন পদক্ষেপ না নেওয়া

ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করেছিলেন ফলটি খাওয়ার কারণে তারা কি জানত যে তারা উলংগ ছিল। আদম বলল, যে স্ত্রীলোকটিকে ঈশ্বর তাকে দিয়েছিলেন সে-ই তাকে ফলটি খেতে দিল। যখন ঈশ্বর স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন সে কি করেছিল, তিনি বলেছিলেন সাপটি তাকে ছলনা করেছিল। তারা যে ভুল করেছে তা তারা ঈশ্বরকে বলেন নি। তারা উভয়ই অন্য কাউকে দোষারোপ[৩৭] করার চেষ্টা করেছিলেন।

আদিপুস্তক ৩:১৪

১৪ তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর সেই সাপকে বললেন, "তোমার এই কাজের জন্য ভূমির সমস্ত গৃহপালিত আর বন্য প্রাণীদের মধ্যে তুমি সবচেয়ে বেশী অভিশপ্ত। তুমি সারা জীবন পেটের উপর ভর করে চলবে এবং ধুলা খাবে।

ঈশ্বর সাপটির সাথে কথা বললেন। তিনি বলেছিলেন এখন থেকে এটি ধুলাই হামাগুড়ি দিবে। আমরা জনতাম না সেই সাপ দেখতে কেমন ছিল। কিন্তু আমরা জানি, ঈশ্বর সাপের সাথে এটা করেছিলেন, কারণ শয়তান আদম এবং তার স্ত্রীর সাথে ছলনা করার জন্য একটি সাপের দেহ ব্যবহার করেছিল। ঈশ্বর যখন এখানে সাপের সাথে কথা বলছেন, তখন তিনি শয়তানের সাথেও কথা বলছেন।

তারপর ঈশ্বর শয়তানকে অন্য কিছু বলেছেন।

পর্ব ৪: ঈশ্বর আদম এবং তার স্ত্রীকে বাগান থেকে বের করে দিলেন

আদিপুস্তক ৩:১৫

১৫ আমি তোমার ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এবং তোমার বংশ ও স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে আসা বংশের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করব। সেই বংশের একজন তোমার মাথা পিষে দেবে আর তুমি তার পায়ের গোড়ালীতে ছোবল মারবে।"

ঈশ্বর বললেন তিনি শয়তান এবং স্ত্রীলোকটির মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করবেন। তার মানে তারা হবে শত্রু। এবং ঈশ্বর বললেন তার বংশধরেরা হবে শয়তানের শত্রু। যখন তার বংশধরদের কথা বলা হচ্ছে তার মানে কোনো ব্যক্তি পরবর্তীতে জন্মগ্রহণ করবে। এই মানুষটি শয়তানের শত্রু হবে।

ঈশ্বর বললেন যে তিনি তোমার মাথায় আঘাত করবেন এবং তুমি তার পায়ের গোড়ালীতে ছোবল মারবে। ঈশ্বর বললেন, একজন মানুষ পরবর্তীতে জন্মগ্রহণ করবে, যে শয়তানের মাথায় আঘাত করবে, এবং সেই শয়তান তাঁর পায়ের গোড়ালিতে আঘাত করবে। এর মানে হল ভবিষ্যতে একজন মানুষ আসবেন এবং শয়তানের সাথে যুদ্ধ করবেন। ঈশ্বর বলেছিলেন শয়তান যেকোনোভাবেই এই লোকটিকে আঘাত করবে। কিন্তু শয়তান তাকে ধ্বংস[৩৮] করবে না। যার মানে ঈশ্বর বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মানুষটির কেবলমাত্র গোড়ালিতে আঘাত করা হবে। কিন্তু ঈশ্বর বললেন, সে মানুষটি শয়তানের মাথায়

[৩৭] দোষারোপ - কোনো কিছু ঘটার জন্য অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে দায়ী করা

[৩৮] ধ্বংস - কোনো কিছু মেরে ফেলা, বিনাশ করা, অথবা শেষ করে ফেলা যাতে সেটা আর না থাকে

আঘাত করতে যাচ্ছেন। ঈশ্বর শয়তানকে বললেন এই মানুষটি জয়ী হতে চলেছেন। ঈশ্বর যখন বললেন সে তোমার মাথা পিষে দেবে এর দ্বারা তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। শয়তান তাঁর কাছে পরাজিত[৩৯] হতে যাচ্ছিল।

দেখা যাক, ঈশ্বর আর কি বললেন।

আদিপুস্তক ৩:১৬

১৬ তারপর তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "আমি তোমার গর্ভকালীন অবস্থায় তোমার কষ্ট অনেক বাড়িয়ে দেব। তুমি যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সন্তান প্রসব করবে। স্বামীর জন্য তোমার খুব কামনা হবে, আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে।"

ঈশ্বর স্ত্রীলোকটিকে বলেছিলেন এই সময়ের পর থেকে সন্তান প্রসবের সময় সে আরও বেশি যন্ত্রনা ভোগ করবে। তিনি আরও বলেছিলেন সে নিজের বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে না। তার স্বামী তাকে যা বলে তাকে তা-ই করতে হবে।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

আদিপুস্তক ৩:১৭-১৯

১৭ তারপর তিনি আদমকে বললেন, "যে গাছের ফল খেতে আমি নিষেধ করেছিলাম তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনে তা খেয়েছ। তাই তোমার দরুন মাটি অভিশপ্ত হল। সারা জীবন ভীষণ পরিশ্রম করে তবে তুমি মাটির ফসল খাবে। ১৮ তোমার জন্য মাটিতে কাঁটাগাছ ও শিয়ালকাঁটা গজাবে, কিন্তু তোমার খাবার হবে ক্ষেতের ফসল। ১৯ যে মাটি থেকে তোমাকে তৈরী করা হয়েছিল সেই মাটিতে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমাকে খেতে হবে। তোমার এই ধুলার দেহ ধুলাতেই ফিরে যাবে।"

ঈশ্বর আদমকে বলেছিলেন তখন কি ঘটতে চলেছিল। পৃথিবীতে আদমকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে খাবার সংগ্রেহের জন্য। ঈশ্বর বলেছিলেন, পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল এবং এখন এটি হবে বসবাসের জন্য একটি কঠিন জায়গা। তাদের জীবন কঠিন ৪০ এবং বেদনাদায়ক হবে। কেবলমাত্র কঠোর পরিশ্রম করেই তারা খাবার সংগ্রহ করতে পারবেন।

আদিপুস্তক ৩:২০

২০ আদম তাঁর স্ত্রীর নাম দিলেন হবা (যার মানে "জীবন"), কারণ তিনি সমস্ত জীবিত লোকদের মা হবেন।

[৩৯] পরাজিত - যুদ্ধে যে ব্যক্তি হেরে যায়

তারপর *আদম তার স্ত্রীর নাম দিলেন হবা*। হবা নামের অর্থ 'জীবন' বা 'শ্বাস নেওয়া'। হবা সকল জীবিত লোকদের মা এবং পূর্বপুরুষ হবেন। ঈশ্বর তাঁর বাক্যে তার নাম উল্লেখ করেছিলেন কারণ তিনি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানাতে চেয়েছিলেন। তিনি আমাদের জানাতে চেয়েছিলেন এখন সমস্ত মানুষের জন্য জীবন যাপন করা কঠিন[৪০] হবে। সকল মানুষই আদম এবং হবার বংশধর। তাদের পরে যে সমস্ত লোক এসেছিল তাদের জন্য থাকবে বেদনা এবং জীবন হবে কঠিন। আদম এবং হবা থেকে যারা এসেছিল তারা হবে তাদের মত যেমনটি তারা ছিল। তারা বৃদ্ধ হবে এবং মারা যাবে। তারা ঈশ্বরের শত্রু হবে। তাদের শারীরিক মৃত্যুর পরে তারা মৃত্যুস্থানে নেমে যাবে।

আদিপুস্তক ৩:২১

২১ আদম ও তাঁর স্ত্রীর জন্য সদাপ্রভু ঈশ্বর পশুর চামড়ার পোশাক তৈরী করে তাঁদের পরিয়ে দিলেন।

আদম এবং হবা জানতেন যে তারা উলংগ এবং লজ্জিত ছিলেন। তাই তারা পাতা দিয়ে পোষাক তৈরি করেছিলেন। কিন্তু এখন ঈশ্বর তাদের জন্য আলাদা পোষাক তৈরি করেছেন। তিনি *পশুর চামড়া* দিয়ে সেগুলো তৈরি করেছেন। তিনি আদম এবং হবাকে এই নতুন পোষাক পরতে দিলেন।

পর্ব ৪: ঈশ্বর আদম এবং তার স্ত্রীকে বাগান থেকে বের করে দিলেন

আদম এবং হবা তারা যা ভুল করেছিলেন তা সমাধান করতে চেষ্টা করেছিলেন। তারা তাদের নিজেদের কাপড় তৈরি করেছিলেন। কিন্তু আদম এবং হবা যা করেছিলেন তা সমাধান করতে পারেননি। কেবলমাত্র ঈশ্বরই তাদের সাহায্য করতে পারেন।

ঈশ্বর পশুর চামড়া দিয়ে কাপড় তৈরি করলেন। এর মানে হল কাপড় বানানোর জন্য ঈশ্বরকে কিছু প্রাণী হত্যা করতে হল। ঈশ্বরের বাক্যে এটাই প্রথম যেখানে প্রাণীরা মারা গিয়েছিল। প্রাণীরা কোনো ভুল করে নি। আদম ও হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার কারণেই এরা মারা গেল। আদমকে পশুদের যত্ন নেওয়ার কাজ দেওয়া হয়েছিল। তিনি প্রত্যেটিকে একটি করে নাম দিয়েছিলেন। এখন আদম এবং হবা যা করেছিলেন তার জন্য কিছু প্রাণী মারা গিয়েছিল।

ঈশ্বর আদম ও হবাকে তাদের নিজের উপর ছেড়ে যান নি। তারা তাঁর অবাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু তখনও তিনি তাদের সাহায্য করে গেছেন। তারা তাঁর অবাধ্য হওয়ার পরেও ঈশ্বর তাদের ভালবেসেছিলেন এবং সাহায্য করেছিলেন। তিনি তাদেরকে তাদের লজ্জা ঢাকানোর জন্য সাহায্য করেছিলেন। তিনি তাঁর মত করে এটা করেছিলেন, কেননা এটাই ছিল একমাত্র সঠিক পথ। একমাত্র তিনিই জানতেন তাদের কাপড়ের দরকার ছিল। তারা নিজেরা তাদের নিজেদের কাপড় তৈরি করতে পারতেন না। কেবলমাত্র ঈশ্বরই এমন পোষাক তৈরি করতে পারেন, যা তারা যা করেছেন তা ঢাকতে পারে।

[৪০] কঠিন - সহজ নয়

আদিপুস্তক ৩:২২-২৪

২২ তারপর সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, "দেখ, ভাল-মন্দের জ্ঞান পেয়ে মানুষ আমাদের একজনের মত হয়ে উঠেছে। এবার তারা যেন জীবন-গাছের ফল পেড়ে খেয়ে চিরকাল বেঁচে না থাকে সেইজন্য আমাদের কিছু করা দরকার।" ২৩ এই বলে সদাপ্রভু ঈশ্বর মাটির তৈরী মানুষকে মাটি চাষ করবার জন্য এদন বাগান থেকে বের করে দিলেন। ২৪ এইভাবে তিনি তাঁদের তাড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি জীবন-গাছের কাছে যাওয়ার পথ পাহারা দেবার জন্য এদন বাগানের পূর্ব দিকে করূবদের রাখলেন, আর সেই সংগে সেখানে একখানা জ্বলন্ত তলোয়ারও রাখলেন যা অনবরত ঘুরতে থাকল।

এখন ঈশ্বরের বাক্য বলে ঈশ্বর কি ভাবছিলেন। তিনি তাঁর সৃষ্ট মানুষ সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। ঈশ্বর বললেন *''দেখ, ভাল-মন্দের জ্ঞান পেয়ে মানুষ আমাদের একজনের মত হয়ে উঠেছে।"* ঈশ্বর বললেন যে লোকেরা এখন ভাল এবং মন্দ জানে। ঈশ্বর জানতেন যদি আদম এবং হবা বাগানে থাকে, তবে তারা জীবিত থাকবেন। যদি তারা বাগানে থাকে তবে তারা জীবন গাছের ফল খেতে পারে এবং তখন তারা আর মরবে না। যখন তারা ঈশ্বরের অবাধ্য হল, তিনি তাদের জীবন গাছের ফল খাওয়ার জন্য এবং চিরকাল বেঁচে থাকার জন্য সেখানে থাকতে দিতে পারেন না।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

আদম এবং হবা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারা ঈশ্বরের পথে না গিয়ে তাদের নিজেদের পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাদের ঈশ্বরের কাছে জানতে চাওয়া উচিত ছিল কোনটা সঠিক এবং কোনটা ভুল। কিন্তু তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন নি। ঈশ্বর জানতেন যে তারা ভুল সিদ্ধান্ত নিতেই থাকবে এবং খুব খারাপ[৪১] কিছু ঘটবে। পরিস্থিতি খারাপ ৪১ থেকে আরও খারাপ হবে। তিনি জানতেন, তাদের পক্ষে এভাবে চিরকাল বেঁচে থাকা ভাল হবে না।

সুতরাং ঈশ্বর তাদেরকে বাগান থেকে বের করে দিলেন। তিনি তাদেরকে বাগান থেকে বের করে দিলেন এবং সেখানে ফিরে আসার আর কোনো পথ রাখলেন না। আদম এবং হবাকে থামানোর জন্য ঈশ্বর সেখানে শক্তিশালী স্বর্গদূত রেখেছিলেন যাতে তারা বাগানে আর ফিরে যেতে না পারেন। আদম এবং হবা সেই সুন্দর বাড়িটি হারিয়ে ফেললেন যা ঈশ্বর তাদের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ভাল যা কিছু সৃষ্টি করেছিলেন তারা আর তা খেতে পারলেন না। তারা জীবন গাছের ফল খেতে পারলেন না এবং চিরকাল বেঁচে থাকতে পারলেন না। তিনি তাদের যে কাজ দিয়েছিলেন তারা সেই ভাল কাজ আর উপভোগ

[৪১] খুব খারাপ - যখন কোনো কিছু আগের মত ভাল নয়

করতে পারেন নি। তারা বাগানে আর ঈশ্বরের সাথে থাকতে পারেন নি এবং তাঁর সাথে কথা বলতে পারেন নি। এখন থেকে তাদের জীবনে দুঃখ কষ্ট থাকবে এবং তারা বৃদ্ধ হয়ে যাবেন এবং মারা যাবেন। শারীরিক মৃত্যুর পর তারা মৃত্যুস্থানে চলে যাবেন।

?

১. আদম এবং হবা কেন ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকিয়েছিলেন?
২. ঈশ্বর যখন তাদের জিজ্ঞাসা করলেন যে তারা ফল খেয়েছিল কিনা, তখন তারা কি বলেছিলেন?
৩. ঈশ্বর কিভাবে আদম এবং হবার জন্য পোষাক তৈরি করেছিলেন ?
৪. আদম এবং হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার পর যে সমস্ত বিষয় বদলে গিয়েছিল সেগুলোর নাম উল্লেখ করুন।

পর্ব ৫

কয়িন এবং হেবল বাগানের বাইরে জন্মেছিলেন

ঈশ্বরের গল্প আমাদের বলে আদম এবং হবাকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর কি ঘটেছিল।

আদিপুস্তক ৪:১,২

১ আদম তাঁর স্ত্রী হবার কাছে গেলে পর হবা গর্ভবতী হলেন, আর কয়িন নামে তাঁর
একটি ছেলে হল। তখন হবা বললেন, "সদাপ্রভু আমাকে একটি পুরুষ সন্তান
দিয়েছেন।" ২ পরে তাঁর গর্ভে কয়িনের ভাই হেবলের জন্ম হল। হেবল ভেড়ার পাল
চরাত আর কয়িন জমি চাষ করত।

হবা গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং কয়িন নামে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তার হেবল নামে আরও একটি পুত্র সন্তান হয়।

ঈশ্বর আদম এবং হবাকে বাগান থেকে বের করে দিয়েছিলেন কিন্তু তারপরেও তিনি তাদের সন্তান ধারণের অনুমতি দিলেন। সন্তান ধারণের মাধ্যমে তাদের নতুন জীবনের শুরু করতে পারার উপহার দিয়েছেন। ঈশ্বরই সেই জন যিনি জীবন দান করেন, এবং তিনি পৃথিবীতে আরও দুইজন মানুষকে জীবন দান করেছিলেন। তারা ছিল কয়িন ও হেবল।

জীবন ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি উপহার। কেবলমাত্র ঈশ্বরই জীবন দান করতে পারেন। তিনি আদম ও হবাকে জীবন দান করেছিলেন। ঈশ্বরের গল্পের আরেকটি অংশ আমাদের বলে যে আমরা ঈশ্বরের, কেননা তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছিলেন। বাইবেলে গীতসংহিতা পুস্তকে ঈশ্বর সম্পর্কে অনেক গান লেখা হয়েছিল যেন আমরা পড়তে পারি।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

এই পদটি গীতসংহিতা ১০০ অধ্যায় থেকে।

গীতসংহিতা ১০০:১-৩

১ হে পৃথিবীর সমস্ত লোক, তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর।
২ খুশী মনে সদাপ্রভুর সেবা কর;
আনন্দের গান গাইতে গাইতে তাঁর সামনে উপস্থিত হও।
৩ তোমরা জেনো সদাপ্রভুই ঈশ্বর।
তিনিই আমাদের তৈরী করেছেন, আমরা তাঁরই;
আমরা তাঁরই লোক, তাঁরই চারণ ভূমির ভেড়া।

অনেক শত শত বছর পরে ঈশ্বরের দাসদের মধ্যে একজন, পৌল, ঈশ্বর সম্পর্কে নিম্নলিখিত কথাগুলো বলেছিলেন। তার কথাগুলো বাইবেলে প্রেরিত পুস্তকে লেখা আছে।

প্রেরিত ১৭:২৫

২৫ তাঁর কোন অভাব নেই, সেইজন্য মানুষের হাত থেকে পূজা গ্রহণ করবারও তাঁর দরকার নেই, কারণ তিনিই সব মানুষকে জীবন, প্রাণবায়ু আর অন্যন্য সব কিছু দান করেন।

প্রত্যেকটি জীবন ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। এই বিষয়ে চিন্তা করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের মালিক, আমরা তাঁরই।

কয়িন এবং হেবল বাগানের বাইরের জগতে জন্মেছিলেন। তারা সেই সুন্দর বাগানটি দেখেননি যেখানে ঈশ্বর চেয়েছিলেন তারা বসবাস করুক। আদম এবং হবা যেভাবে ঈশ্বরের কাছে যেতে পারতেন এবং ঈশ্বরের সাথে কথা বলতে পারতেন তারা সেইভাবে পাননি। কয়িন এবং হেবল এমন এক জগতে জন্মেছিলেন যেখানে কষ্ট ও কঠোর পরিশ্রম ছিল। তারা তখন মৃত্যুর অংশীদার হয়েছিলেন, যখন থেকে আদম এবং হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিলেন। তারা ঈশ্বরের শত্রু হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের ভাল-মন্দ জ্ঞান ছিল এবং তারা নিজেরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলেন। তারা সাধারণ মানুষের মত জন্মগ্রহণ করেছিলেন যারা মৃত্যু পথযাত্রী এবং তাদের শারীরিক মৃত্যুর পর তারা মৃত্যুস্থানে যাবেন।

ঈশ্বরের শত্রু শয়তানও সেখানে ছিল। ঈশ্বর বলেছিলেন যে শেষ পর্যায়ে শয়তানকে শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু আপাতত সে ছিল পৃথিবীর লোকদের নেতা। লোকেরা তাকে অনুস্বরণ করেছিল এবং তারা ঈশ্বরের কথা শোনে নি। শয়তান সব সময় মানুষকে প্রতারিত করার চেষ্টা করে। সে চাইত মানুষ যেন তার কথা শোনে এবং ঈশ্বরের কথা না শোনে। শয়তান ঈশ্বরের শত্রু এবং সে চাইত মানুষও যেন ঈশ্বরের শত্রু হয়। সে মানুষকে মনে করিয়ে দেয় তারা স্বাধীন, কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাওয়া সবময় খুব খারাপ। এটা মানুষকে স্বাধীন করে না। ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসেন এবং তিনি তাদের জন্য সেরাটাই চান। শয়তান সবসময় মানুষের জন্য যা খারাপ তাই করতে চায়।

পর্ব ৫: কয়িন এবং হেবল বাগানের বাইরে জন্মেছিলেন

তাঁর গল্পে ঈশ্বর আমাদের বলেন কয়িন এবং হেবলের সাথে কি ঘটেছিল।

আদিপপুস্তক ৪:৩,৪

৩ পরে এক সময়ে কয়িন সদাপ্রভুর কাছে তার জমির ফসল এনে উৎসর্গ করল।
৪ হেবলও তার পাল থেকে প্রথমে জন্মেছে এমন কয়েকটা ভেড়া এনে তার চর্বিযুক্ত অংশগুলো উৎসর্গ করল। সদাপ্রভু হেবল ও তার উৎসর্গ গ্রাহ্য করলেন,

আদম, হবা, কয়িন ও হেবল এখন ঈশ্বরের শত্রু হয়ে গেলেন কেননা তারা তাঁকে অমান্য করাটাই বেছে নিল। কিন্তু ঈশ্বর তাদের জন্য তাঁর কাছে ফিরে আসার পথ করে দিলেন। ঈশ্বর তাদের ভালবাসতেন এবং চাইতেন তারা যেন তাঁর কাছে ফিরে আসে। ঈশ্বর তাদের দেখিয়েছিলেন কি করতে হবে। তাদেরকে একটি পশু হত্যা করতে হবে যাতে এর রক্তপাত হয়। পূর্বে ঈশ্বর পশুর চামড়া দিয়ে আদম ও হবার জন্য পোশাক তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেই পোষাকগুলো তৈরি করার জন্য তিনি পশু হত্যা করেছিলেন। এইভাবে ঈশ্বর দেখিয়েছিলেন কিভাবে তাঁর কাছে ফিরে আসতে হয়। সেক্ষেত্রে মৃত্যু ও রক্তপাত

হতে হবে। এটা হল কারণ তারা নিজেরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের শত্রুতে পরিণত করেছিলেন। ঈশ্বর তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে তারা মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছিলেন। সুতরাং তাদেরকে একটি পশু বলি দিতে হবে এবং রক্তপাত করতে হবে। এটাই ছিল ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার একমাত্র উপায়।

ঈশ্বরের গল্প বলে যে কয়িন এবং হেবল উভয়ই ঈশ্বরের কাছে উপহার নিয়ে এসেছিলেন। কয়িন এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি শাকসবজি[৪২] ও শষ্য[৪৩] জাতীয় ফসল ফলাতেন। তাই তিনি প্রভুকে উৎসর্গ হিসেবে দেওয়ার জন্য তার ফলানো ফসল থেকে শষ্য নিয়ে এসেছিলেন। হেবল ছিলেন একজন রাখাল[৪৪]। তাই তিনি প্রভুকে উৎসর্গ হিসেবে দেওয়ার জন্য তার ভেড়ার পাল থেকে সবচেয়ে উত্তম মেষশাবকটি[৪৫] নিয়ে এসেছিলেন। মেষশাবকদের হত্যা করতে হেবল তাদের গলা কাটবে। তাদের রক্তপাত হবে। ঈশ্বরের গল্প বলে যে, হেবল এবং তার উৎসর্গ প্রভুর কাছে গৃহীত[৪৬] হয়েছিল।

আদিপুস্তক ৪:৫-৭

৫ কিন্তু কয়িন ও তার উৎসর্গ গ্রাহ্য করলেন না। এতে কয়িনের খুব রাগ হল আর সে মুখ কালো করে রইল। ৬ এই অবস্থা দেখে সদাপ্রভু কয়িনকে বললেন, "কেন তুমি রাগ করেছ আর কেনই বা মুখ কালো করে আছ? ৭ যদি তুমি ভাল কাজ কর তাহলে কি তোমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না? কিন্তু যদি ভাল কাজ না কর তবে তো পাপ তোমাকে পাবার জন্য তোমার দরজায় এসে বসে থাকবে; কিন্তু তাকে তোমার বশে আনতে হবে।"

তাঁর গল্প: উদ্ধার

ঈশ্বর কয়িনের উৎসর্গ গ্রহণ করেন নি। কেন? কারণ যেভাবে ঈশ্বর তাকে দেখিয়েছিলেন তার কি করা উচিত, কয়িন সেইভাবে ঈশ্বরের কাছে আসেননি । কয়িন কোন পশু বলি দেননি এবং সেখানে কোনো মৃত্যু কিম্বা কোনো রক্তপাত ঘটেনি। সেক্ষেত্রে মৃত্যু এবং রক্তপাত হওয়া উচিত ছিল, কেননা কয়িন এবং হেবল ছিলেন ঈশ্বরের শত্রু। তারা বাগানের বাইরে জন্মেছিলেন। তারা যে পৃথিবীতে জন্মেছিলেন তা বদলে গিয়েছিল। তখন সেখানে দুঃখ কষ্ট ও মৃত্যু এসেছিল কেননা লোকেরা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল। ঈশ্বর তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে তারা মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের এও জানাতে চেয়েছিলেন যে তিনি তাদের জন্য তার কাছে ফিরে আসার উপায়ও করে রেখেছিলেন। যখনই তারা তাঁর কাছে আসবে তখন সেখানে মৃত্যু এবং রক্তপাত থাকতে হবে। এছাড়া ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার আর কোন উপায় ছিল না।

ঈশ্বর সর্বদা যা ভাল এবং সঠিক তাই করেন। তিনি সর্বদা সত্য কথা বলেন এবং তিনি সব সময় এমন কিছু করেন যা সত্য এবং বাস্তব। লোকেরা তখন ঈশ্বরের শত্রু হয়ে গিয়েছিল তাই তারা আর স্বাধীনভাবে তাঁর কাছে যেতে পারত না। যদি তারা

[৪২] শাকসবজি - উদ্ভিদ থেকে যে সকল খাদ্য আসে, যেমন গাজর, আলু এবং পেঁয়াজ
[৪৩] শস্য - শস্য জাতীয় উদ্ভিদ থেকে যে সকল খাদ্য পাওয়া যায়, যেমন গম এবং ধান
[৪৪] রাখাল - যে ব্যক্তি ভেড়ার দেখাশোনা করে
[৪৫] মেষশাবক - ভেড়ার বাচ্চা
[৪৬] গৃহীত - তিনি এটা গ্রহণ করলেন

তা করত তাহলে তা হত মিথ্যা[৪৭]। তাহলে সেটা ঈশ্বরের সাথে প্রকৃত কিম্বা সত্যিকার সম্পর্ক[৪৮] হত না। ঈশ্বর মানুষের কাছে এবং তিনি যা কিছু করেন তার সবকিছুতে সত্য এবং বাস্তব। তাই ঈশ্বর বলেছিলেন যারা তাঁর কাছে আসতে চায়, অবশ্যই সেক্ষেত্রে মৃত্যু এবং রক্তপাত হতে হবে। কিন্তু কয়িন ঈশ্বরের কথা শোনেননি। ঈশ্বর যা বলেছিলেন তিনি তা করেননি। কয়িন ঈশ্বরের কথা শোনেননি বা মনে করেননি ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা সত্য।

হেবল যে মেষশাবকদের হত্যা করেছিলেন তারা কোনো অন্যায় করেনি। হেবল ছিলেন সেই ব্যক্তি যার মারা যাওয়া উচিত ছিল। তিনি ঈশ্বরের শত্রু ছিলেন, মেষশাবকেরা নয়। হেবল তাদের হত্যা করেছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে তারই মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাকে বাঁচানোর জন্য এই উপায় করে রেখেছিলেন। হেবল ঈশ্বরের শত্রু ছিলেন, কিন্তু তিনি মেষশাবককে হত্যা করে ঈশ্বরের কাছে যেতে পারতেন। হেবল ঈশ্বরের কথা শুনেছিলেন এবং ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা-ই করেছিলেন।

ঈশ্বর হেবলের উৎসর্গ গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তিনি কয়িনের উৎসর্গ গ্রহণ করেন নি। কয়িন খুবই রেগে গিয়েছিলেন। ঈশ্বর কয়িনকে বলেছিলেন, তাকে অবশ্যই সঠিক কাজটি করতে হবে। ঈশ্বর বলেছিলেন কয়িন যদি সঠিক কাজ করে তবে তাকে গ্রহণ করা হবে। ঈশ্বর চেয়েছিলেন কয়িন যেন তাঁর কথা শোনে এবং যেভাবে তাকে আসতে বলেছিলেন সেইভাবে যেন সে তাঁর কাছে যায়। সেটাই হবে তার জন্য উত্তম। ঈশ্বর কয়িনের কাছে গিয়েছিলেন এবং তার সাথে কথা বলেছিলেন, কারণ ঈশ্বর মানুষদের ভালবাসতেন এবং মানুষের সর্বোচ্চ ভাল চাইতেন। কয়িন ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু তবুও ঈশ্বর তার কাছে এসেছিলেন তাকে সাহায্য করার জন্য। ঈশ্বর কয়িনকে সেই পাপের চেয়ে শক্তিশালী হতে বলেছিলেন যা তাকে নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করছিল।

আদিপুস্তক ৪:৮

৮ এর পর একদিন মাঠে থাকবার সময় কয়িন তার ভাই হেবলের সংগে কথা বলছিল,
আর তখন সে হেবলকে আক্রমণ করে মেরে ফেলল।

পর্ব ৫: কয়িন এবং হেবল বাগানের বাইরে জন্মেছিলেন

কয়িন ঈশ্বরের কথা শোনেন নি। সে তার ভাই হেবলকে তার সাথে মাঠের বাইরে যেতে বলেছিলেন। তারপর কয়িন হেবলকে হত্যা করেছিলেন। কয়িন হেবলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শয়তান খুবই খুশি হয়েছিল যখন কয়িন তা করেছিল কারণ সে ঈশ্বর ও লোকদের ঘৃণা করত। শয়তান জীবন ধ্বংস করতে ভালবাসে।

আদিপুস্তক ৪: ৯

৯ তখন সদাপ্রভু কয়িনকে বললেন, "তোমার ভাই হেবল কোথায়?" কয়িন
বলল, "আমি জানি না। আমার ভাইয়ের দেখাশোনার ভার কি আমার উপর?"

ঈশ্বর আবার কয়িনের কাছে এসেছিলেন তার সাথে কথা বলতে। ঈশ্বর কয়িনকে জিজ্ঞাসা করলেন, হেবল কোথায় আছে? ঈশ্বর জানতেন হেবল কোথায় ছিলেন। কিন্তু তবুও ঈশ্বর চেয়েছিলেন কয়িন যেন তাঁর কাছে সত্যি কথা বলে। ঈশ্বর চেয়েছিলেন কয়িন যা করেছিল তা তাঁকে বলুক। কয়িন ঈশ্বরকে উত্তর দিলেন *"আমি জানি না .... আমি কি আমার ভাইয়ের*

[৪৭] মিথ্যা - বাস্তব বা সত্য নয়

[৪৮] সম্পর্ক - এমন পদ্ধতি যার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক মানুষ একসাথে সংযুক্ত থাকে, একটি বন্ধুত

অভিভাবক?" কয়িন ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা বলেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে তিনি একটুও দুঃখিত নন তার ভাইকে হত্যা করার জন্য।

আদিপুস্তক ৪:১০-১৫

১০ তখন সদাপ্রভু বললেন, "এ তুমি কি করেছ? দেখ, জমি থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত
আমার কাছে কাঁদছে। ১১ জমি যখন তোমার হাত থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত গ্রহণ
করবার জন্য মুখ খুলেছে তখন জমির অভিশাপই তোমার উপর পড়ল। ১২ তুমি যখন
জমি চাষ করবে তখন তা আর তোমাকে তেমন ফসল দেবে না। তুমি পলাতক হয়ে
পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে। ১৩ তখন কয়িন সদাপ্রভুকে বলল, "এই শাস্তি আমার সহ্যের
বাইরে। ১৪ আজ তুমি আমাকে জমি থেকে তাড়িয়ে দিলে, যার ফলে আমি তোমার
চোখের আড়াল হয়ে যাব। পলাতক হয়ে যখন আমি পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াব তখন যার
সামনে আমি পড়ব সে-ই আমাকে খুন করতে পারে।" ১৫ তখন সদাপ্রভু তাকে বললেন,
"তাহলে যে তোমাকে খুন করবে তার উপর সাতগুণ প্রতিশোধ নেওয়া হবে।" এই বলে
সদাপ্রভু কয়িনের জন্য এমন একটা চিহ্নের ব্যবস্থা করলেন যাতে কেউ তাকে হাতে
পেয়েও খুন না করে।

ঈশ্বর আমাদের বলেন যে, তিনি ভেবেছিলেন কয়িন এক ভয়ানক কাজ করেছিলেন। এটাই ছিল প্রথমবার যখন একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। ঈশ্বর মানুষকে জীবন দান করেছিলেন এবং তিনি হেবলের কাছ থেকে জীবন কেড়ে নেওয়ার জন্য কয়িনকে শাস্তি দেবেন। ঈশ্বর কয়িনকে বলেছিলেন তার কোনো বাড়ি থাকবে না। তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে এবং তিনি এক জায়গায় থাকতে পারবেন না।

কয়িন যা করেছিলেন তার জন্য তিনি অনুতপ্ত হননি বরং তিনি বলেছিলেন, তার শাস্তিটা খুব বড় ছিল। তিনি ঈশ্বর কিম্বা তার ভাইয়ের কথা ভাবেন নি। তিনি কেবল তার নিজের কথাই ভেবেছিলেন।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

ঈশ্বরের গল্প আমাদের কয়িনের বাকি জীবনের কথা বলে। এটা আমাদের তার পরিবার সম্পর্কে বলে যারা তার থেকে এসেছিলেন। তারা ঈশ্বরের কথা শুনতেন না এবং তাঁর বিষয়ে চিন্তা করতেন না। ঈশ্বর যা বলতেন তা তারা করতেন না। তারা কেবলমাত্র নিজেদের বিষয়ে এবং তাদের নিজেদের জীবন নিয়ে ভাবতেন। আপনারা কয়িনের জীবন সম্পর্কে আদিপুস্তক ৪:১৬-২৪ পদ পড়ে দেখতে পারেন।

তারপর ঈশ্বরের গল্প আদম এবং হবা সম্পর্কে আরও বলে।

আদিপুস্তক ৪:২৫.২৬

২৫ পরে আদম আবার তাঁর স্ত্রীর কাছে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীর একটি ছেলে হল।
তাঁর স্ত্রী তার নাম রাখলেন শেথ। হবা বললেন, "কয়িন হেবলকে খুন করেছে

বলে ঈশ্বর হেবলের জায়গায় আমাকে আর একটি সন্তান দিলেন।" ২৬ পরে শেথের একটি ছেলে হল। তিনি তার নাম রাখলেন ইনোশ। সেই সময় থেকে লোকেরা সদাপ্রভুকে তাঁর যোগ্য সম্মান দিতে শুরু করল।

ঈশ্বর আদম এবং হবাকে আরও একটি পুত্র সন্তান দিয়েছিলেন কেননা হেবল মারা গিয়েছিলেন। তাদের নতুন পুত্র সন্তানের নাম ছিল শেথ। শেথ বড় হয়ে একটি পরিবার শুরু করেছিলেন যারা ঈশ্বর সম্পর্কে জানতেন। তারা প্রভুর উপাসনা করতে শুরু করলেন। শেথ এবং তার পরিবার ঈশ্বরের কাছে আসতে সক্ষম হলেন কেননা তিনি যেভাবে শিখিয়েছিলেন সেভাবেই তারা তা করতেন। তারা ঈশ্বরের শত্রু হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তবুও তারা তাঁর কাছে যেতে পারতেন এবং তাঁর উপাসনা[৪৯] করতে পারতেন। ঈশ্বর তাদের জন্য তাঁর কাছে আসার উপায় করে দিয়েছিলেন কেননা তিনি তাদের ভালবাসতেন এবং তিনি চাইতেন তাদের সাথে একটি গভীর সম্পর্ক রাখতে।

?

১. কয়িন এবং হেবল কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? সেখানে কেমন ছিল?
২. কয়িন ও হেবল ঈশ্বরের কাছে কি ভিন্ন উৎসর্গ নিয়ে এসেছিলেন?
৩. যেহেতু লোকেরা ঈশ্বরের শত্রু ছিল, তাই তাঁর কাছে আসার জন্য তাদের কি করতে হত?
৪. ঈশ্বর যেভাবে বলেছিলেন কয়িন কেন ঈশ্বরের কাছে সেইভাবে আসেননি?

পর্ব ৬

ঈশ্বর একটি বন্যা দিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করেছিলেন

[৪৯] উপাসনা - ঈশ্বরকে ভালবাসা প্রদর্শন করা, ঈশ্বরকে নিয়ে আনন্দ করা, ঈশ্বর কেমন মঙ্গলময় তা নিয়ে কথা বলা এবং তিনি যা কিছু করেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া

আদিপুস্তক ৫ অধ্যায়ে, ঈশ্বরের গল্পে শেথের পরিবারের প্রতিটি প্রজন্ম[৫০] সম্বন্ধে বলে। আপনি প্রত্যেক প্রজন্মের প্রধানের নাম, তারা প্রত্যেককে যত বছর বেঁচে ছিল এবং তাদের সন্তানের নাম জানতে পাববেন। ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন আমরা শেথের পরিবারের লোকদের নামগুলো জানি তাই তিনি বাইবেলে তাদের নামগুলো লেখা হয়েছিল কিনা তা নিশ্চিত করেছিলেন। শেথের পরিবার ঈশ্বরের কথা শুনেছিলেন এবং তিনি যেভাবে বলেছিলেন সেইভাবে তারা তাঁর কাছে গিয়েছিলেন।

এই অধ্যায়ে শেথের পরিবারের প্রত্যেক জনের কথা বলা হয়েছে এবং পরবর্তীতে তিনি মারা যান। তখন থেকে পৃথিবীতে মৃত্যু জীবনের একটি অংশ হয়ে গেছে। পৃথিবীতে যারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারা প্রত্যেককে মৃত্যু ও পাপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পাপ মানে ঈশ্বর যা বলেছেন তা অমান্য করা। ঈশ্বর তাদের জন্য যে বাগান তৈরি করেছিলেন তারা সেই বাগানের বাইরে, ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই তারা বৃদ্ধ হন এবং মারা যান।

প্রজন্মের তালিকা শেথের কাছ থেকে শুরু হয় এবং নোহ নামে এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে শেষ হয়। আদম এবং হবা যখন ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিলেন তখন থেকে নোহ পর্যন্ত ১০টি প্রজন্ম ছিল। ঈশ্বরের গল্প আমাদের বলে যে সেই সময় লোকেরা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা ঈশ্বরের কথা শোনে নি। তারা ভীষণ খারাপভাবে জীবন যাপন করত।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

আদিপপুস্তক ৬:৫

৫ সদাপ্রভু দেখলেন পৃথিবীতে মানুষের দুষ্টতা খুবই বেড়ে গেছে, আর তার অন্তরের সব চিন্তা-ভাবনা সব সময়ই কেবল মন্দের দিকে ঝুঁকে আছে।

ঈশ্বরের গল্প বলে যে প্রভু পৃথিবীতে মানুষের দুষ্টতার[৫১] পরিমাণ পর্যবেক্ষন করেছেন। মানুষ মোটেও ঈশ্বরের কথা শুনছিল না। তাদের যা করতে মন চাইত তারা শুধু তা-ই করত। ঈশ্বরের গল্প বলে, তারা যা-ই করত এবং যা-ই ভাবত তা-ই ছিল

[৫০] প্রজন্ম - একই সময়ে জীবিত থাকা একটি পরিবারের সদস্যদের একটি তালিকা; একটি পরিবারে সেই সময় যখন ছেলেমেয়েরা জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে এবং তাদের নিজেদের সন্তান হয়

[৫১] দুষ্টতা - খুব খারাপ বা মন্দ কিছু করা

মন্দ। লোকেরা এতটাই খারাপ ছিল যে তারা সব বিষয় নিয়ে পরিকল্পনা করত ও ভাবত। ঈশ্বর জানতেন যে তারা কি ভাবছিল। ঈশ্বর সব কিছুই জানেন, তাই তিনি তাদের সম্বন্ধেও সবকিছুই জানতেন।

আদিপুস্তক ৬:৬,৭

৬-৭ এতে সদাপ্রভু অন্তরে ব্যথা পেলেন। তিনি পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন বলে দুঃখিত হয়ে বললেন, "আমার সৃষ্ট মানুষকে আমি পৃথিবীর উপর থেকে মুছে ফেলব; আর তার সংগে সমস্ত জীবজন্তু, বুকে-হাঁটা প্রাণী ও আকাশের পাখীও মুছে ফেলব। এই সব সৃষ্টি করেছি বলে আমার মনে কষ্ট হচ্ছে।"

ঈশ্বর বলেছিলেন, তিনি খুব দুঃখিত ছিলেন মানুষকে সৃষ্টি করে এবং তাদের পৃথিবীতে রেখে। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাদেরকে ভালবেসেছিলেন। ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে একটি বাস্তব ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি মানুষের জন্য যা সবচেয়ে ভাল তা-ই চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারা তাঁর কথা শোনেনি। ঈশ্বর জানতেন যে এটা মানুষের জন্য খুব খারাপ হবে। তারা কেবল নিজেদের নিয়েই ভাবতে শুরু করবে। তারা অন্য লোকদের আঘাত করবে ও হত্যা করবে। তারা পৃথিবীর কিম্বা প্রাণীদের যত্ন নিবে না যেমনটা ঈশ্বর চাইতেন। তারপর যখন মানুষ মারা যাবে, তারা মৃত্যুস্থানে চলে যাবে। সুতরাং ঈশ্বর এইসব বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত জীবন্ত কিছু ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

আদিপুস্তক ৬:৮-১০

৮ কিন্তু নোহের উপরে সদাপ্রভু সন্তুষ্ট রইলেন। ৯ এই হল নোহের জীবনের কথা। নোহ একজন সৎ লোক ছিলেন। তাঁর সময়কার লোকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন খাঁটি। ঈশ্বরের সংগে তাঁর যোগাযোগ-সম্বন্ধ ছিল। ১০ শেম, হাম আর যেফৎ নামে নোহের তিনটি ছেলে ছিল।

পর্ব ৬: ঈশ্বর একটি বন্যা দিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করেছিলেন

পৃথিবীর লোকেরা মন্দ ছিল এবং তারা ঈশ্বরের কথা শোনে নি। কিন্তু একজন লোক ছিল যিনি ঈশ্বরের কথা শুনেছিলেন। সেই লোকটির নাম ছিল নোহ। ঈশ্বরের গল্প বলে নোহ একজন *ধার্মিক লোক* ছিলেন। ঈশ্বর বলেছিলেন নোহ ধার্মিক ছিলেন কারণ ঈশ্বর যেভাবে বলেছিলেন সেইভাবে নোহ ঈশ্বরের কাছে আসতেন। অন্যান্য লোকদের মত নোহ বাগানের বাইরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নোহ ঈশ্বরের কথা শুনতেন। তিনি বিশ্বাস[৫২] করতেন যে ঈশ্বর যা বলেছেন তা সত্যি। তাই ঈশ্বর নোহের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তিনি তার কাছাকাছি থাকতেন। নোহের তিন ছেলে ছিল যাদের নাম সেম, হাম ও যেফৎ।

১১ সেই সময় ঈশ্বরের কাছে গোটা দুনিয়াটাই পাপের দুর্গন্ধে এবং অত্যাচার-অবিচারে ভরে

[৫২] বিশ্বাস - বিশ্বাস করতে শুরু করা যে কিছু একটা সত্য

আদিপপুস্তক ৬:১১-১৭ উঠেছিল। ১২ ঈশ্বর জগতের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তা দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে, কারণ দুনিয়ার মানুষের স্বভাবে পচন ধরেছে। ১৩ এই অবস্থা দেখে ঈশ্বর নোহকে বললেন, "গোটা মানুষ জাতটাকেই আমি ধ্বংস করে ফেলব বলে ঠিক করেছি। মানুষের জন্যই পৃথিবী অত্যাচার-অবিচারে ভরে উঠেছে। মানুষের সংগে দুনিয়ার সব কিছুই আমি ধ্বংস করতে যাচ্ছি। ১৪ তুমি গোফর কাঠ দিয়ে তোমার নিজের জন্য একটা জাহাজ তৈরী কর। তার মধ্যে কতগুলো কামরা থাকবে; আর সেই জাহাজের বাইরে এবং ভিতরে আল্‌কাত্‌রা দিয়ে লেপে দেবে। ১৫ জাহাজটা তুমি এইভাবে তৈরী করবে: সেটা লম্বায় হবে তিনশো হাত, চওড়ায় পঞ্চাশ হাত, আর তার উচ্চতা হবে ত্রিশ হাত। ১৬ জাহাজটার ছাদ থেকে নীচে এক হাত পর্যন্ত চারদিকে একটা খোলা জায়গা রাখবে আর দরজাটা হবে জাহাজের এক পাশে। জাহাজটাতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা থাকবে। ১৭ আর দেখ, আমি পৃথিবীতে এমন একটা বন্যার সৃষ্টি করব যাতে আকাশের নীচে যে সব প্রাণী শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে তারা সব ধ্বংস হয়ে যায়। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীই তাতে মারা যাবে।

ঈশ্বর দেখলেন যে পৃথিবী কলুষিত হয়ে গিয়েছিল। কলুষিত মানে হল এটি খারাপ, পচা এবং ধ্বংস হয়ে গেছে। ঈশ্বর পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত জীবন্ত কিছু ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর নোহ ও তার পরিবারকে রক্ষা করতে চাইলেন। নোহ ও তার পরিবার বাগানের বাইরে তথা পাপ ও মৃত্যুর জগতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নোহ ঈশ্বরের কথা শুনেছিলেন এবং ঈশ্বর যেভাবে বলেছিলেন সেইভাবে তাঁর কাছে আসতেন। ঈশ্বরের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নোহ জানতেন তিনি ও তার পরিবার পাপ ও মৃত্যুর জগতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জানতেন যে ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া তারা মারা যাবেন এবং মৃত্যুর স্থানে চলে যাবেন। তিনি জানতেন কেবলমাত্র ঈশ্বরই তাদের রক্ষা করতে পারেন।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

নোহ ঈশ্বরের সাথে একমত হয়েছিলেন যে ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা সবই ছিল সত্য। তাই ঈশ্বর নোহকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা করলেন।

ঈশ্বর নোহকে একটি বড় জাহাজ তৈরি করতে বললেন। তিনি বলেছিলেন কিভাবে এটি নির্মাণ করতে হবে, কি কাঠ ব্যবহার করতে হবে, কতটা লম্বা হবে, কতটা উচ্চ এবং কতটা প্রসস্থ হবে। তিনি নোহকে বলেছিলেন, এর এক পাশে একটি দরজা রাখতে হবে। ঈশ্বর নোহকে বললেন পৃথিবীতে একটি বড় বন্যা আসতে চলেছে। তিনি বললেন এই বন্যা পৃথিবীকে ছেঁয়ে যাবে এবং প্রতিটি জীবন্ত কিছু মারা যাবে।

ঈশ্বর নোহকে খুব স্পষ্টভাবে সব কিছু বলেছিলেন। তিনি নোহ এবং তার ছেলেদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি দিয়েছিলেন। তাদের কঠোর প্রারিশ্রম করতে হবে। এটি সম্পন্ন করতে অনেক সময় লাগবে। কেবলমাত্র ঈশ্বর পরিকল্পনা করতে পারেন জাহাজটি কেমন হবে। একমাত্র ঈশ্বরই জানতেন এই বন্যা কতটা খারাপ হবে। তাই নোহকে ঈশ্বরের কথা শুনতে হত এবং তিনি যা বলেছিলেন তা করতে হত। ঈশ্বর যেভাবে বলেছিলেন এই জাহাজটি ঠিক সেইভাবে তৈরি করতে হবে। এর একটি মাত্র দরজা থাকবে। ঈশ্বর নোহ এবং তার ছেলেদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর যেভাবে বলেন সেইভাবে তাদের সবকিছু করতে হবে।

২২ নোহ তা-ই করলেন। ঈশ্বরের আদেশমত তিনি সব কিছুই করলেন।

আদিপপুস্তক ৬:২২

নোহ ঈশ্বরের কথা শুনেছিলেন। ঈশ্বর তাকে যেমনটি বলেছিলেন সে সব কিছু তেমনই করেছিলেন। নোহ জানতেন ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা সত্যি। তিনি জানতেন একমাত্র ঈশ্বরই তাদের রক্ষা করতে পারেন।

আদিপপুস্তক ৭:১-১৫

১ এর পরে সদাপ্রভু নোহকে আবার বললেন, “তুমি ও তোমার পরিবারের সবাই জাহাজে উঠবে।
আমি দেখতে পাচ্ছি, এখনকার লোকদের মধ্যে কেবল তুমিই সৎ আছ। ২ তুমি শুচি পশুর
প্রত্যেক জাতের মধ্য থেকে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে সাত জোড়া করে তোমার সংগে নেবে, আর অশুচি
পশুর মধ্য থেকেও স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে এক জোড়া করে নেবে। ৩ আকাশে উড়ে বেড়ায় এমন শুচি
পাখীদের মধ্য থেকেও স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে সাত জোড়া করে তোমার সংগে নেবে। পৃথিবীর উপর
তাদের বংশ বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই তুমি তা করবে। ৪ আমি আর সাত দিন পরে পৃথিবীর উপরে
বৃষ্টি পড়বার ব্যবস্থা করব। তাতে চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত ধরে বৃষ্টি পড়তে থাকবে। আমি
ভূমিতে যে সব প্রাণী সৃষ্টি করেছি তাদের প্রত্যেকটিকে পৃথিবীর উপর থেকে মুছে ফেলব।” ৫
সদাপ্রভুর আদেশ মতই নোহ সব কাজ করলেন। ৬পৃথিবীতে বন্যা শুরু হওয়ার সময় নোহের
বয়স ছিল ছ’শো বছর।

পর্ব ৬: ঈশ্বর একটি বন্যা দিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করেছিলেন

৭ বন্যা থেকে রক্ষা পাবার জন্য নোহ, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেরা এবং ছেলেদের

স্ত্রীরা সেই জাহাজে গিয়ে উঠলেন। ৮-৯ ঈশ্বর নোহকে আদেশ দেবার সময় যা বলেছিলেন সেইভাবে শুচি ও অশুচি পশু, পাখী ও বুকে-হাঁটা প্রাণীরা স্ত্রী-পুরুষ মিলে জোড়ায় জোড়ায় সেই জাহাজে নোহের কাছে গিয়ে উঠল। ১০সেই সাত দিন পার হয়ে গেলে পর পৃথিবীতে বন্যা হল।

১১ নোহের বয়স যখন ছ'শো বছর চলছিল, সেই বছরের দ্বিতীয় মাসের সতেরো দিনের দিন মাটির নীচের সমস্ত জল হঠাৎ বের হয়ে আসতে লাগল আর আকাশেও যেন ফাটল ধরল। ১২ চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত ধরে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টি পড়তে থাকল। ১৩ যেদিন বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল সেই দিন নোহ, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলে শেম, হাম ও যেফৎ এবং তাঁর তিন ছেলের স্ত্রীরা গিয়ে জাহাজে উঠেছিলেন। ১৪ তাঁদের সংগে প্রত্যেক জাতের এক এক জোড়া করে বন্য ও গৃহপালিত পশু, বুকে-হাঁটা প্রাণী আর সব রকম পাখীও উঠেছিল। ১৫ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকা সব প্রাণীরাই জোড়ায় জোড়ায় নোহের কাছে জাহাজে গিয়ে উঠেছিল।

বৃষ্টি শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ আগে, ঈশর তাদের বলেছিলেন এখন জাহাজে ওঠার সময় হয়েছে। নোহ এবং তার তিন ছেলে এবং তাদের স্ত্রীরা জাহাজে উঠলেন। তারা সেই একমাত্র দরজা দিয়ে ভিতরে গেলেন। ঈশ্বর যেভাবে বলেছিলেন ঠিক সেইভাবে তারা জীবজন্তুদের সাথে নিলেন।

আদিপুস্তক ৭:১৬

১৬ ঈশ্বর নোহকে আদেশ দেবার সময় যা বলেছিলেন সেই অনুসারে স্ত্রী-পুরুষ মিলেই তারা উঠেছিল। এর পর সদাপ্রভু জাহাজের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

ঈশ্বর বলেছেন যে তিনি, প্রভু, *তাদের পিছনের দরজাটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন*। ঈশ্বর তাদের দেখাশোনা করতে লাগলেন। তিনি নিশ্চিত করছিলেন যে তারা সুরক্ষিত আছে। তিনি তাদের উদ্ধার করবেন। তিনি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে তারা বন্যা থেকে সুরক্ষিত থাকে, যা অন্যান্য সকল জীবন্ত প্রাণী ধ্বংস করতে যাচ্ছিল।

আদিপুস্তক ৭:১৭-২৪

১৭ তারপর থেকে চল্লিশ দিন ধরে পৃথিবীতে বন্যার জল বেড়েই চলল। জল বেড়ে যাওয়াতে জাহাজটা মাটি ছেড়ে উপরে ভেসে উঠল। ১৮ পরে পৃথিবীর উপরে জল আরও বেড়ে গেল এবং জাহাজটা জলের উপরে ভাসতে লাগল। ১৯ পৃথিবীর উপরে জল কেবল বেড়েই চলল; ফলে যেখানে যত বড় বড় পাহাড় ছিল সব ডুবে গেল। ২০ সমস্ত পাহাড়-পর্বত ডুবিয়ে জল আরও পনেরো হাত উপরে উঠে গেল। ২১ এর ফলে মাটির উপরে ঘুরে বেড়ানো সমস্ত প্রাণী, পাখী, গৃহপালিত আর বন্য পশু, ঝাঁক বেঁধে চলে বেড়ানো ছোট ছোট

তাঁর গল্প: উদ্ধার

প্রাণী এবং সমস্ত মানুষ মারা গেল। ২২ শুকনা মাটির উপর যে সব প্রাণী বাস করত, অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে যারা বেঁচে ছিল তারা সবাই মরে গেল। ২৩ ঈশ্বরএইভাবে ভূমির সমস্ত

প্রাণী পৃথিবীর উপর থেকে মুছে ফেললেন। তাতে মানুষ, পশু, বুকে-হাঁটা প্রাণী এবং আকাশের পাখী পৃথিবীর উপর থেকে মুছে গেল। কেবল নোহ এবং তাঁর সংগে যাঁরা জাহাজে ছিলেন তাঁরাই বেঁচে রইলেন। ২৪ পৃথিবী একশো পঞ্চাশ দিন জলে ডুবে রইল।

ঈশ্বর যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি বন্যা এসেছিল। জাহাজের বাইরের লোকেরা ভিতরে যেতে পারল না। দরজা বন্ধ ছিল তাই তারা জল থেকে পালাতে পারল না। ঈশ্বর সবসময় যা করবেন বলেন তা-ই করেন। তিনি পৃথিবীতে মন্দতা দেখেছিলেন এবং তিনি লোকদের ও সমস্ত জীবন্ত প্রাণী ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি বললেন তিনি এটি করবেন এবং তারপর তিনি তা করেছিলেন।

পৃথিবীর সব কিছুই জলে ঢেকে গিয়েছিল। এমনকি উঁচু পাহাড়গুলো পর্যন্ত ঢেকে গিয়েছিল। নোহ যে জাহাজটি তৈরি করেছিল তা গভীর জলের উপরে নিরাপদে ভাসছিল। নোহ এবং তার ছেলেরা ও তাদের স্ত্রীরা নিরাপদে ছিল। জাহাজের ভিতরে থাকা প্রাণীরা নিরাপদে ছিল। জাহাজের বাইরে থাকা সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত জীবজন্তুকে হত্যা করা হয়েছিল। সবকিছুর মতো ঈশ্বরের গল্পে, এই সব সত্য। এটি বাস্তবেই ঘটেছিল তখনকার মানুষ এবং প্রাণীদের সাথে, বাস্তব একটি সময়ে এবং একটি বাস্তব জায়গায়।

আদিপুস্তক ৮:১-৪

১জাহাজে নোহ এবং তাঁর সংগে যে সব গৃহপালিত ও বন্য পশু ছিল ঈশ্বর তাদের কথা
ভুলে যান নি। তিনি পৃথিবীর উপরে বাতাস বহালেন, তাতে জল কমতে লাগল। ২ এর
আগেই মাটির নীচের সমস্ত জল বের হওয়া এবং আকাশের সব ফাটলগুলো বন্ধ হয়ে
গিয়েছিল এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়াও থেমে গিয়েছিল। ৩ তাতে মাটির উপরকার জল
সরে যেতে থাকল, আর বন্যা শুরু হওয়ার একশো পঞ্চাশ দিন পরে দেখা গেল জল
অনেক কমে গেছে। ৪ সপ্তম মাসের সতেরো দিনের দিন জাহাজটা অরারটের
পাহাড়শ্রেণীর উপরে গিয়ে আট্‌কে রইল।

নোহ ও তার পরিবার যে, জাহাজে ভাসছিল সেই কথা ঈশ্বর ভুলে যান নি। ঈশ্বর তাদের উদ্ধার করার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তিনি উদ্ধার করেছিলেন। জল না কমা পর্যন্ত ঈশ্বর পৃথিবীর উপর বাতাস বহালেন। জল থেকে পাহাড়ের চুড়াগুলো বেরিয়ে এসেছিল। বন্যা শুরু হওয়ার পাঁচ মাস পর জাহাজটি অরারট পাহাড়শ্রেণীর উপর আটকে রইল। অরারট, বর্তমানে তুরস্ক নামক দেশটিতে অবস্থিত। পৃথিবী শুকিয়ে যেতে অনেক সময় লেগেছিল। আপনি এটি সম্পর্কে আদিপুস্তক ৮:৫-১৪ পদ পড়ে দেখতে পারেন। পৃথিবী শুকিয়ে যাওয়ার পর, ঈশ্বর তাদের জাহাজ ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন। তিনি বললেন, তারা যেন সমস্ত প্রাণীদেরও ছেড়ে দেয়। তাই নোহ ও তার পরিবার এবং সমস্ত প্রাণীরা জাহাজ ছেড়ে চলে গেলেন।

পর্ব ৬: ঈশ্বর একটি বন্যা দিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করেছিলেন

১৫ তখন ঈশ্বর নোহকে বললেন, ১৬ "তুমি তোমার স্ত্রীকে আর তোমার ছেলেদের ও

আদিপুস্তক ৮:১৫-১৯ তাদের স্ত্রীদের নিয়ে জাহাজ থেকে বের হয়ে এস, ১৭ আর সেই সংগে সমস্ত পশু-পাখী এবং বুকে-হাঁটা প্রাণী, অর্থাৎ যত জীবজন্তু আছে তাদের সকলকেই বের করে নিয়ে এস। আমি চাই যেন পৃথিবীতে তাদের বংশ অনেক বেড়ে যায় এবং বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা দ্বারা তারা সংখ্যায় বেড়ে ওঠে।" ১৮ তখন নোহ তাঁর স্ত্রীকে আর তাঁর ছেলেদের ও তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে জাহাজ থেকে বের হয়ে আসলেন। ১৯ তাঁদের সংগে সব পশু-পাখী এবং বুকে-হাঁটা প্রাণী, অর্থাৎ মাটির উপরে ঘুরে বেড়ানো সমস্ত প্রাণী নিজের নিজের জাত অনুসারে বের হয়ে গেল।

নোহ ঈশ্বরকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ জানাতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বর মানুষকে যেভাবে তাঁর কাছে আসতে বলেছিলেন তিনি সেইভাবে ঈশ্বরের কাছে যেতে চেয়েছিলেন। কারণ মানুষ ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল, এবং তারা মৃত্যু ও পাপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। একটি প্রাণী হত্যা করার মাধ্যমে তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে যেতে হত।

আদিপুস্তক ৮:২০-২২ ২০তারপর নোহ সদাপ্রভুর উদ্দেশে একটা বেদী তৈরী করলেন এবং প্রত্যেক জাতের শুচি পশু ও পাখী থেকে কয়েকটা নিয়ে সেই বেদীর উপরে পোড়ানো-উৎসর্গের অনুষ্ঠান করলেন। ২১সদাপ্রভু সেই উৎসর্গের গন্ধে খুশী হলেন এবং মনে মনে বললেন, "মানুষের দরুন আর কখনও আমি মাটিকে অভিশাপ দেব না, কারণ ছোটবেলা থেকেই তো মানুষের মনের ঝোঁক মন্দের দিকে। এবার যেমন আমি সমস্ত জীবন্ত প্রাণীকে ধ্বংস করেছি তেমন আর কখনও করব না। ২২যতদিন এই পৃথিবী থাকবে ততদিন নিয়ম মত বীজ বোনা আর ফসল কাটা, ঠাণ্ডা আর গরম, শীতকাল আর গরমকাল এবং দিন ও রাত হতেই থাকবে।"

নোহ একটি *বেদী* তৈরি করলেন। বেদী হল পাথরের স্তুপ যার উপর একটি সমতল শীর্ষ রয়েছে। নোহ কিছু পশুপাখি হত্যা করলেন এবং সেগুলোকে বেদীতে পুড়িয়ে দিলেন। এই প্রাণীগুলো ছিল বিশেষ প্রাণী যা ঈশ্বর নোহকে জাহাজে নিয়ে আসতে বলেছিলেন। সেগুলোকে হত্যা করা এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পুড়িয়ে ফেলার জন্য নোহকে বলা হয়েছিল।

নোহ যে সমস্ত পশুপাখি বেদীতে হত্যা করেছিলেন তারা কোনো অন্যায় করে নি। তারা নোহ এবং তার পরিবারের সাথে জাহাজে ছিল। এখন, এই পশু-পাখিগুলোকে হত্যা করা হয়েছে। ঈশ্বর এইসব পশুপাখি হত্যা করেছেন। তিনি চান না তারা মারা যাক। কিন্তু তিনি নোহ ও তার পরিবার যাতে তাঁর কাছে আসতে পারে তার একটি উপায় করে দিতে চেয়েছিলেন। নোহ এবং তার পরিবার মৃত্যু ও পাপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বরের কাছে আসার জন্য একমাত্র উপায় হল তাদেরকে

তাঁর গল্প: উদ্ধার

এই পশুপাখিগুলো হত্যা করতে হত যারা কোনো ভুল করেনি। এই প্রাণীগুলোকে মরতে হয়েছিল যাতে নোহ এবং তার পরিবার ঈশ্বরের কাছ থেকে অলাদা না হয়। এদের মরতে হয়েছিল যাতে নোহ ও তার পরিবারের মরতে না হয়। নোহ দেখিয়েছিলেন যে, তিনি ঈশ্বরের সাথে একমত আছেন এবং কেবল ঈশ্বরই তাদের রক্ষা করতে পারেন। নোহ যা করেছিলেন তাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

আদিপুস্তক ৯:১১-১৩

১১ সেই ব্যবস্থা হল এই যে, বন্যার জল দিয়ে আর কখনও সমস্ত প্রাণীকে মেরে ফেলা হবে
না এবং গোটা পৃথিবী ধ্বংস করে দেবার মত বন্যাও আর হবে না।১২-১৩ঈশ্বর আরও
বললেন, ''যে ব্যবস্থা আমি তোমাদের ও তোমাদের সংগের সমস্ত প্রাণীর জন্য স্থাপন
করলাম তা বংশের পর বংশ ধরেই চলবে। সেই ব্যবস্থার চিহ্ন হিসাবে মেঘের মধ্যে আমি
আমার মেঘধনুক দেখাব। এটাই হবে পৃথিবীর জন্য আমার সেই ব্যবস্থার চিহ্ন।

ঈশ্বর বললেন তিনি আর কখনও বন্যা দিয়ে পৃথিবকে ধ্বংস করবেন না। তিনি আকাশে একটি রংধনু[৫৩] স্থাপন করলেন যাতে মানুষ তাঁর কথা মনে রাখতে পারে। এরপর বন্যা শেষ হয়ে গেল এবং বৃষ্টিও থেমে গেল। ঈশ্বর নোহ এবং তার পরিবারের জন্য একটি চিহ্ন হিসাবে আকাশে একটি রংধনু স্থাপন করেছিলেন। আমরা আজও এই চিহ্ন দেখতে পাই।

আদিপুস্তক ৯:১৮,১৯

১৮ জাহাজ থেকে নোহের ছেলে শেম, হাম আর যেফৎ বের হয়ে এসেছিলেন। পরে কনান
নামে হামের একটি ছেলে হয়েছিল। ১৯ নোহের এই তিন ছেলের বংশধরেরাই সারা
পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ঈশ্বরের গল্প বলে যে নোহের তিন ছেলে হাম,শেম ও যেফৎ হলেন সমস্ত লোকের পূর্বপুরুষ, যারা বর্তমানে পৃথিবীতে আছে। আদিপুস্তক ১০ অধ্যায়ে আপনি নোহের প্রত্যেক ছেলের পরিবার সম্পর্কে পড়ে দেখতে পারেন। এটি আমাদেরকে তাদের ছেলেমেয়েদের এবং তাদের বংশধরদের সম্পর্কে বলে। এটি আরও বলে নোহের তিনজন ছেলের মধ্য থেকে আসা বেশ কিছু জাতির[৫৪] কথা।

এখন ঈশ্বরের গল্প বন্যার পরে তিন প্রজন্মেরও বেশি সময় ধরে এগিয়ে চলেছে। এক দল জনগোষ্ঠী শিনার নামে একটি জায়গায় বসতি স্থাপন করল।

পর্ব ৬: ঈশ্বর একটি বন্যা দিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করেছিলেন

[৫৩] রংধনু - অনেক রংয়ের একটি ধনু যা আকাশে দেখা যায়
[৫৪] জাতি - একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠি যারা একই বংশধর

আদিপুস্তক ১১:১-৪

১ তখনকার দিনে সারা দুনিয়ার মানুষ কেবল একটি ভাষাতেই কথা বলত এবং তাদের
শব্দগুলোও ছিল একই। ২ পরে তারা পূর্ব দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শিনিয়র দেশে
একটা সমভূমি পেয়ে সেখানেই বাস করতে লাগল। ৩ তারা একে অন্যকে বলল, "চল,
আমরা ইট তৈরী করে আগুনে পুড়িয়ে নিই।" এই বলে তারা পাথরের বদলে ইট এবং
চুন-সুরকির বদলে আল্‌কাত্‌রা ব্যবহার করতে লাগল। ৪ তারা বলল, "এস, আমরা
নিজেদের জন্য একটা শহর তৈরী করি এবং এমন একটা উঁচু ঘর তৈরী করি যার চূড়া
গিয়ে আকাশে ঠেকবে। এতে আমাদের সুনামও হবে আর আমরা সারা জগতে
ছড়িয়েও পড়ব না।"

এই লোকেরা একটি উঁচু ঘর সহ একটি বড় শহর তৈরি করতে চেয়েছিল। তারা সবাইকে দেখাতে চেয়েছিল তারা কত মহৎ ছিল। তারা এমন একটি উঁচু ঘর তৈরি করতে চেয়েছিল যার চূড়া আকাশে গিয়ে ঠেকবে। তারা ঈশ্বরের শত্রু, শয়তানকে অনুস্বরণ করছিল, যে ঈশ্বরের স্থান দখল করতে চেয়েছিল। তারা ভাবল তারা যদি একটি উঁচু ঘর তৈরি করতে পারে তবে এটি তাদের মহৎ করে তুলবে। ঈশ্বর মানুষকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাওয়ার কাজ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই লোকেরা যেখানে ছিল সেখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং পরিবর্তে একটি বড় শহর তৈরি করার পরিকল্পনা করেছিল।

এই লোকেরা ভুলে গিয়েছিল মাত্র তিন প্রজন্ম আগে ঈশ্বর কি করেছিলেন। তারা মহাপ্লাবনের ঘটনা এবং ঈশ্বর কিভাবে নোহ ও তার তিন ছেলেকে রক্ষা করেছিলেন তা ভুলে গিয়েছিল। তারা পশু হত্যা করে ঈশ্বরের কাছে আসা বন্ধ করে দিয়েছিল, যেমনটা তিনি বলেছিলেন। তারা ঈশ্বরের কথা শোনে নি কিম্বা ঈশ্বর যা বলেছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করেনি। তারা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক রাখতে চায়নি এবং ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা নিয়ে পরোয়া করেনি।

আদিপুস্তক ১১:৫-৯

৫ মানুষ যে শহর ও উঁচু ঘর তৈরী করছিল তা দেখবার জন্য সদাপ্রভু নেমে
আসলেন। ৬ তিনি বলেছিলেন, "এরা একই জাতির লোক এবং এদের ভাষাও এক;
সেইজন্যই এই কাজে তারা হাত দিয়েছে। নিজেদের মতলব হাসিল করবার জন্য এর
পর এরা আর কোন বাধাই মানবে না। ৭ কাজেই এস, আমরা নীচে গিয়ে তাদের ভাষায়
গোলমাল বাধিয়ে দিই যাতে তারা একে অন্যের কথা বুঝতে না পারে।" ৮ তারপর
সদাপ্রভু সেই জায়গা থেকে তাদের সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিলেন। এতে তাদের সেই
শহর তৈরীর কাজও বন্ধ হয়ে গেল। ৯ এইজন্য সেই জায়গার নাম হল বাবিল, কারণ
সেখানেই সদাপ্রভু সারা পৃথিবীতে ভাষার মধ্যে গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছিলেন। সেখান
থেকেই তিনি তাদের পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

ঈশ্বর জানতেন এই লোকেরা কি করার পরিকল্পনা করছে। তিনি চাননি তারা যেখানে আছে সেখানে থাকুক। তিনি চাননি তারা সবাইকে দেখাক যে তারা মহান এবং ঈশ্বরকে তাদের প্রয়োজন নেই।

ঈশ্বর ভাষার ভিন্নতা ঘটিয়ে দিয়ে লোকদের মাঝে *বিভ্রান্ত* ছড়িয়ে দিলেন । যেন তারা একে অন্যকে বুঝতে না পারে, তারা যেন শহরের সেই উঁচু ঘর তৈরি করতে না পারে। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল যেমনটা ঈশ্বর চেয়েছিলেন। সেই জায়গাটির নাম বলা হত বাবিল। ইব্রীয় ভাষায় *বালাল* থেকে বাবিল শব্দটি এসেছে যার মানে 'বিভ্রান্ত'।

?

১. মহাপ্লাবনে সমস্ত জীবন্ত প্রাণী ধ্বংস করে দেওয়ার বিষয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?
২. আপনি কি মনে করেন, ঈশ্বর কেন নোহ এবং তার পরিবারকে রক্ষা করলেন?
৩. ঈশ্বর কেন রংধনু তৈরি করলেন?
৪. কেন মানুষ উঁচু ঘর তৈরি করতে চেয়েছিল?
৫. আজকের দিনেও কি মানুষ মনে করে যে তাদের ঈশ্বরকে প্রয়োজন নেই?
৬. যারা উঁচু ঘর তৈরি করছিল ঈশ্বর কেন তাদের মধ্যে ভাষার বিভ্রান্তি করেছিলেন?

পর্ব ৭

ঈশ্বর অব্রামকে কনানে নিয়ে গেলেন

ঈশ্বরের গল্প এখন আমাদের অব্রাম নামক এক ব্যক্তির কথা বলে। লোকেরা বাবিলে উঁচু ঘরটি তৈরি করার প্রায় দশ প্রজন্ম পর তিনি ছিলেন। দশ প্রজন্ম হল প্রায় ৩৫০ বছর। অব্রাম শেমের পরিবারের অংশ ছিলেন। শেম ছিলেন নোহের ছেলেদের একজন। আদিপুস্তক ১১:১০-২৬ পদে আপনি শেম এবং অব্রামের বংশধরদের নামগুলো সম্পর্কে পড়ে দেখতে পারেন।

অব্রাম মেসোপটেমিয়ার দক্ষিন অঞ্চলে বেড়ে উঠেছিলেন। বর্তমানে এই জায়গাটিকে আমরা ইরাক বলি। আগে ঈশ্বর বাবিলে যখন ভাষার বিভ্রান্তি ঘটিয়েছিলেন, এক দল লোক একটি ভাষায় কথা বলতে শুরু করল যা আমরা অরামীয় নামে জানি। তারা বাবিলের খুব কাছাকাছি জায়গায় ছিল এবং সেখানে বসবাস করত। যে শহর তারা শুরু করেছিল তার নাম ছিল ঊর। সেই সময় সেখানে অব্রাম জন্মেছিলেন। এই লোকেরা ঈশ্বরের উপাসনা করত না। তারা অন্য কিছুর উপাসনা করত যা তারা নিজেরা কাঠ, পাথর বা লোহা দিয়ে বানাত। তারা বলত এই সব জিনিসগুলোর মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি রয়েছে। এছাড়াও তারা ঈশ্বরের সৃষ্টির জিনিসকেও উপাসনা করত, যেমন গাছ বা পশু। তারা এইসব জিনিসগুলো থেকে সাহায্য চাইত যা শুধুমাত্র ঈশ্বরই তাদের দিতে পারতেন। ঈশ্বরের কথা শোনার পরিবর্তে এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়ার পরিবর্তে তারা এইসব জিনিসগুলো থেকে সাহায্য চাইত।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

ঈশ্বরের গল্প আমাদের অব্রামের পরিবার এবং তার স্ত্রী সম্পর্কে বলে। অব্রামের স্ত্রী, সারীর কোন সন্তান ছিল না। তিনি বন্ধ্যা ছিলেন।

আদিপপুস্তক ১১:২৭-৩০

২৭ এই হল তেরহের বংশের কথা। তেরহের ছেলেদের নাম ছিল অব্রাম, নাহোর ও হারণ, আর হারণের ছেলের নাম লোট। ২৮ হারণ তাঁর বাবা বেঁচে থাকতেই তাঁর জন্মস্থান কল্‌দীয় দেশের ঊর শহরে মারা গিয়েছিলেন। ২৯ অব্রাম আর নাহোর দু'জনেই বিয়ে করেছিলেন। অব্রামের স্ত্রীর নাম ছিল সারী আর নাহোরের স্ত্রীর নাম ছিল মিল্‌কা। মিল্‌কা আর যিষ্কা ছিল হারণের মেয়ে। ৩০ সারী বন্ধ্যা ছিলেন; তাঁর কোন ছেলেমেয়ে হয় নি।

একদিন, অব্রামের পিতা, তেরহ ঊর থেকে চলে যেতে চেয়েছিলেন।

আদিপপুস্তক ১১:৩১,৩২

৩১ অব্রাম, লোট ও সারীকে নিয়ে তেরহ কনান দেশে যাবার জন্য কল্‌দীয় দেশের ঊর শহর থেকে যাত্রা করলেন। অব্রাম ছিলেন তেরহের ছেলে, লোট ছিলেন তেরহের নাতি, অর্থাৎ হারণের ছেলে, আর সারী ছিলেন তেরহের ছেলে অব্রামের স্ত্রী। প্রথমে তাঁরা হারণ নামে এক শহর পর্যন্ত গেলেন এবং সেখানে বাস করতে লাগলেন। 32তেরহ দু'শো পাঁচ বছর বয়সে হারণ শহরেই মারা গেলেন।

তেরহ তার পরিবার নিয়ে কনান দেশে চলে যেতে চাইলেন। কনান ছিল ঊরের পশ্চিম দিকে ভূমধ্যসাগরের কাছাকাছি। অব্রাম তার স্ত্রী এবং পিতাকে নিয়ে ঊর শহর ছেড়ে বিদায় নিলেন। তার ভাইয়ের ছেলে লোটও তাদের সঙ্গে গেলেন। প্রথমে তারা উত্তরে গিয়েছিলেন কারণ ঊর এবং কনানের মাঝখানে একটি মরুভূমি[৫৫] ছিল। তারা মরুভূমির মধ্য দিয়ে যেতে পারতেন না, তাই তারা উত্তরে গেলেন এবং হারণ নামে একটি শহরে গিয়েছিলেন। তেরহ মারা গিয়েছিলেন। ঈশ্বরের গল্প বলে, ঈশ্বর অব্রামের সাথে কথা বলেছিলেন।

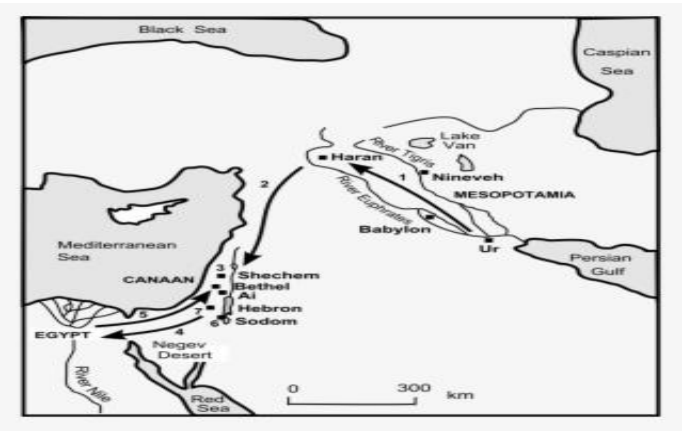

পর্ব ৭: ঈশ্বর অব্রামকে কনানে নিয়ে গেলেন

[৫৫] মরুভূমি - ভীষণ শুকনো একটি জায়গা যেখানে কোনও পানি নেই

আদিপুস্তক ১২:১

১ পরে সদাপ্রভু অব্রামকে বললেন, "তুমি তোমার নিজের দেশ, তোমার আত্মীয় স্বজন এবং তোমার বাবার বাড়ী-ঘর ছেড়ে আমি তোমাকে যে দেশ দেখাব সেই দেশে যাও।

অব্রাম ছিলেন তখনকার সকল লোকদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বেশিরভাগ লোকেরা মিথ্যা দেবতার[৫৬] উপাসনা করত। ঈশ্বরের গল্প আমাদের বলে, অব্রাম সত্য স্রষ্টা[৫৭] ঈশ্বরকে জানতেন কারণ ঈশ্বর তার সাথে কথা বলেছিলেন। ঈশ্বর অব্রামকে আবার শুরু করতে বললেন এবং এমন একটি দেশে যেতে বললেন যা ঈশ্বর তাকে দেখাবেন। এছাড়াও ঈশ্বর অব্রামকে আরও কিছু বলেছিলেন।

আদিপুস্তক ১২:২,৩

২ তোমার মধ্য থেকে আমি একটি মহা জাতি সৃষ্টি করব। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব এবং এমন করব যাতে তোমার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর তোমার মধ্য দিয়ে লোকে আশীর্বাদ পায়। ৩ যারা তোমাকে আশীর্বাদ করবে আমি তাদের আশীর্বাদ করব, আর যারা তোমাকে অভিশাপ দেবে আমি তাদের অভিশাপ দেব। তোমার মধ্য দিয়েই পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতি আশীর্বাদ পাবে।"

ঈশ্বর অব্রামকে বললেন যে তিনি অব্রামের মধ্য দিয়ে একটি মহান জাতি শুরু করবেন। ঈশ্বর বোঝাতে চেয়েছিলেন যে অব্রামের পরিবার অনেক বড় হয়ে উঠবে এবং অনেক লোকেরা এই বিষয়ে জানবে। ঈশ্বর আরও অব্রামকে বললেন যে তিনি একজন বিখ্যাত[৫৮] এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হবেন।

ঈশ্বর বলেছিলেন যে তিনি অব্রামের দেখাশোনা করবেন। ঈশ্বর বললেন, যে কেউ অব্রামকে সাহায্য করবে তিনি তাকে সাহায্য করবেন এবং যে কেউ অব্রামের বিপক্ষে যাবে তিনি তাকে অভিশাপ[৫৯] দিবেন। সবশেষে ঈশ্বর অব্রামকে বলেছিলেন তা হল তোমার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত পরিবারগুলো আশীর্বাদ পাবে। আশীর্বাদ মানে হল অব্রামের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সব লোকদের কাছে ভাল জিনিসগুলো আসবে।

মনে আছে, যখন ঈশ্বর আদম এবং হবাকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, যা তিনি তাদের জন্য তৈরি করেছিলেন? ঈশ্বর সাপের সাথে কথা বলেছিলেন এবং এও বললেন যে একজন মানুষ আসবেন যিনি শয়তানের মাথায় আঘাত করবেন। এই মানুষটি শয়তানকে পরাজিত[৬০] করবেন। তিনি আসবেন কেননা ঈশ্বর বলেছিলেন তিনি আসবেন। ঈশ্বর যখন কিছু বলেন, তা সবসময় ঘটে। যে মানুষটির কথা ঈশ্বর বলেছিলেন, যিনি শয়তানকে পরাজিত করবেন তিনি অব্রামের পরিবারের একজন সদস্য হবেন। ঈশ্বরের গল্প অনুস্বরণ করতে করতে আমরা এইসব বিষয়গুলো সম্পর্কে শুনব। সেইজন্য ঈশ্বর অব্রামকে বলেছিলেন, তোমার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত পরিবার আশীর্বাদ পাবে।

[৫৬] দেবতা - সত্য ঈশ্বর সম্পর্কে লিখতে আমরা ইংরেজীতে বড় অক্ষর '' এ'' ব্যবহার করি। কিন্তু মিথ্যা দেবতা লিখতে ছোট অক্ষর ''ম'' ব্যবহার করি

[৫৭] স্রষ্টা - যে সবকিছু সৃষ্টি বা তৈরি করেন

[৫৮] বিখ্যাত - অনেক মানুষের কাছে পরিচিত

[৫৯] অভিশাপ - কাউকে কোন আঘাত বা ক্ষতি করতে চাওয়া

[৬০] পরাজয় - যুদ্ধ বা প্রতিযোগীতার মধ্য দিয়ে কাউকে পরাজিত করে জয়লাভ করা

তাঁর গল্প: উদ্ধার

আদিপুস্তক ১২:৪,৫

৪ সদাপ্রভুর কথামতই অব্রাম তখন বেরিয়ে পড়লেন আর লোটও তাঁর সংগে গেলেন।
হারণ শহর ছেড়ে যাবার সময় অব্রামের বয়স ছিল পঁচাত্তর বছর। ৫ তিনি তাঁর স্ত্রী সারী
আর ভাইপো লোটকে নিয়ে বের হলেন। নিজেদের সব কিছু নিয়ে এবং যে সব দাস-
দাসীদের তাঁরা হারণে পেয়েছিলেন তাদের নিয়ে তিনি কনান দেশের দিকে যাত্রা করে
সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন।

অব্রাম ঈশ্বরের কথা শুনলেন এবং ঈশ্বর যা বলেছেন তিনি তা সত্য বলে বিশ্বাস করলেন। তার কোনও সন্তান ছিল না কারণ তার স্ত্রী গর্ভধারণ করতে পারতেন না। কিন্তু অব্রাম বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা ছিল সত্য। তিনি বিশ্বাস করতেন যে তিনি একটি মহান জাতির পিতা হবেন কারণ ঈশ্বর বলেছিলেন তিনি হবেন। যখন কেউ বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর যা বলেছেন তা সত্য, সেটাকে আমরা বলি 'বিশ্বাস'।

অব্রাম ঈশ্বরের কথা শুনলেন এবং হারণ শহর ত্যাগ করলেন। তিনি তার ভাইপো[৬১] লোট এবং তার পরিবার, দাসদাসী এবং তাদের সব পশুপাখি সঙ্গে নিলেন। তারা পশ্চিমে এবং তারপর দক্ষিণে যেতে শুরু করলেন। তারা ভুমধ্যসাগরের উপকূল দিয়ে কনানে চলে গেলেন।

আদিপুস্তক ১৩:৫-১৩

৫ লোট, যিনি অব্রামের সংগে গিয়েছিলেন, তাঁর নিজেরও অনেক গরু, ভেড়া, ছাগল এবং
তাম্বু ছিল। ৬ তবে জায়গাটা এমন ছিল না যাতে তাঁরা দু'জনে এক জায়গায় বাস করতে
পারেন। পশু এবং তাম্বু তাঁদের দু'জনেরই এত বেশী ছিল যে, তা নিয়ে তাঁদের এক
জায়গায় থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। ৭ ফলে অব্রাম আর লোটের রাখালদের মধ্যে ঝগড়া-
বিবাদ দেখা দিল। তা ছাড়া সেই সময় কনানীয় ও পরিষীয়েরাও সেই দেশে বাস করছিল।
৮ তখন অব্রাম লোটকে বললেন, "দেখ, আমরা দু'জনে নিকট আত্মীয়। সেইজন্য
তোমার ও আমার মধ্যে এবং তোমার ও আমার রাখালদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ না
হওয়াই উচিৎ। ৯ গোটা দেশটাই তো তোমার সামনে পড়ে আছে। তাই এস, আমরা
আলাদা হয়ে যাই। তুমি বাঁ দিকটা বেছে নিলে আমি ডান দিকে যাব, আর ডান দিকটা
বেছে নিলে আমি বাঁ দিকে যাব।" ১০ তখন লোট চেয়ে দেখলেন যর্দন নদীর দক্ষিণ
দিকের সমভূমিতে প্রচুর জল আছে এবং জায়গাটা দেখতে প্রায় সদাপ্রভুর বাগানের মত,
আর তা না হলেও অন্ততঃ সোয়রে যাবার পথে মিসর দেশের মত। তখনও সদাপ্রভু
সদোম ও ঘমোরা শহর ধ্বংস করে ফেলেন নি। ১১ তখন লোট যর্দন নদীর দক্ষিণ দিকের
সমস্ত সমভূমিটা নিজের জন্য বেছে নিয়ে পূর্ব দিকে সরে গেলেন। এইভাবে তাঁরা একে
অন্যের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। ১২ অব্রাম কনান দেশে এবং লোট সেই
সমভূমির শহরগুলোর মাঝখানে বাস করতে লাগলেন। তিনি সদোম শহরের কাছে তাম্বু
ফেলেছিলেন। ১৩ সদোমের লোকেরা খুব খারাপ ছিল এবং সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে তারা ভীষণ
পাপ করছিল।

[৬১] ভাইপো - নিজের ভাই বা বোনের ছেলে

পর্ব ৭: ঈশ্বর অব্রামকে কনানে নিয়ে গেলেন

ঈশ্বর বলেছিলেন তিনি অব্রামের দেখাশোনা করবেন এবং অব্রাম একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন কারণ ঈশ্বর তাকে সাহায্য করেছিলেন। তার অনেকগুলো পশু এবং মানুষের একটি বড় দল ছিল। তারা কনানে বসতি স্থাপন করলেন এবং পশু চরানোর[৬২] জন্য তাদের একটি বিশাল জায়গা ছিল। অব্রামের ভাইপো, লোটও একজন ধনী লোক ছিলেন এবং তার অনেক পশু ছিল। তাদের পশুদের জন্য তাদের একটি বড় জায়গার প্রয়োজন ছিল। পশুদের জন্য আরও জায়গার প্রয়োজনে অব্রাম এবং লোট একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। লোট যর্দন নদীর পাশে ভাল একটি জায়গা খুঁজে নিলেন যেখানে অনেক ঘাস ছিল। এই জায়গাটি সদোম নামে শহরের কাছাকাছি ছিল। অব্রাম আরও পশ্চিমের দিকে একটি জায়গায় গেলেন, সেই জায়গাটি শুকনো ছিল। এটি হিব্রোণ শহরের কাছেই ছিল।

আদিপুস্তক ১৩:১৪,১৫

১৪ লোট আলাদা হয়ে যাবার পর সদাপ্রভু অব্রামকে বললেন, "তুমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে
আছ সেখান থেকে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে একবার চেয়ে দেখ। ১৫ যে সব জায়গা
তুমি দেখবে তা আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে চিরকালের জন্য দেব।

লোট চলে যাওয়ার পর, ঈশ্বর অব্রামের সাথে পুনরায় কথা বললেন। তিনি অব্রামকে সেইসব জমি দিয়েছিলেন যা অব্রাম দেখেছিলেন। ঈশ্বর সেই জমিগুলো অব্রাম এবং তার বংশধরদের[৬৩] দিয়েছিলেন।

আদিপুস্তক ১৩:১৬

১৬ আমি তোমার বংশের লোকদের পৃথিবীর ধূলিকণার মত অসংখ্য করব। পৃথিবীর
ধূলিকণা যদি কেউ গুণে শেষ করতে পারে তবে তোমার বংশের লোকদেরও গোণা যাবে।

ঈশ্বর এও বলেছিলেন যে তিনি অব্রামকে *এমন বংশধর দিবেন যা পৃথিবীর ধুলিকণার মত হবে, যা গোণা যায় না!* যার মানে ঈশ্বর বোঝাতে চেয়েছিলেন অব্রামের অনেক অনেক বংশধর হবে। অব্রামের স্ত্রী সারীর কোনও সন্তান ছিল না। অব্রাম এবং সাড়ী বৃদ্ধ ছিলেন। তাই, অব্রামকে বিশ্বাস করতে হত যে ঈশ্বর যা বলেছেন তা সত্য। তার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস[৬৪] রাখা দরকার ছিল। কিছুক্ষণ পর, ঈশ্বর আবার অব্রামকে বললেন তার একটি সন্তান হবে এবং তার অনেক বংশধর হবে।

আদিপুস্তক ১৫:১-৬

১এর পর সদাপ্রভু অব্রামকে দর্শনের মধ্য দিয়ে বললেন, "অব্রাম, ভয় কোরো না। ঢালের
মত করে আমিই তোমাকে রক্ষা করব, আর তোমার পুরস্কার হবে মহান।" ২ অব্রাম
বললেন, "হে সদাপ্রভু, আমার প্রভু, তুমি আমাকে কি দেবে? আমার তো কোন ছেলেমেয়ে
নেই। আমার মৃত্যুর পরে দামেস্কের ইলীয়েষর আমার সম্পত্তির অধিকারী হবে। ৩ তুমি কি
আমাকে কোন সন্তান দিয়েছ? কাজেই আমার বাড়ীর একজন দাসই তো আমার পরে
আমার বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হবে।"

[৬২] চরানো - ঘাস খাওয়ানো

[৬৩] বংশধর - আপনার পরিবারের যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবন যাপন করেন

[৬৪] বিশ্বাস - যখন কেউ বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর যা বলেছেন তা সত্য

তাঁর গল্প: উদ্ধার

> ৪ তখন সদাপ্রভু অব্রামকে বললেন, "না, অধিকারী
> সে হবে না। তোমার নিজের সন্তানই তোমার সম্পত্তির অধিকারী হবে।" ৫ পরে সদাপ্রভু
> অব্রামকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আকাশের দিকে তাকাও এবং যদি পার ঐ
> তারাগুলো গুণে শেষ কর। তোমার বংশের লোকেরা ঐ তারার মতই অসংখ্য হবে।" ৬
> অব্রাম সদাপ্রভুর কথা বিশ্বাস করলেন আর সদাপ্রভু সেইজন্য তাঁকে নির্দোষ বলে গ্রহণ
> করলেন।

বাক্য বলে যে অব্রাম সদাপ্রভুর কথা বিশ্বাস করলেন আর সদাপ্রভু সেইজন্য *তাঁকে নির্দোষ বলে গ্রহন করলেন*। এর মানে কি? অব্রাম, অন্য সকল মানুষের মত, পাপ এবং মৃত্যুর জগতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অন্য সকল মানুষের মত, তিনিও সবকিছু ঠিকমত করতেন না। ঈশ্বর খাঁটি, তাই তিনি যা কিছু করেন তা সবই খাঁটি। কিন্তু মানুষ খাঁটি নয়। পাপী মানুষের মতই তারা জন্মেছে। পাপ মানে ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া। অব্রামেরও ঠিক সেইভাবে জন্ম হয়েছিল। আদিপুস্তক ২০:১-১৮ পদে আপনি অব্রামের এমন একটি সময় সম্পর্কে পড়তে পারেন যেখানে তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন নি। তিনি খাঁটি ছিলেন না। যদি ঈশ্বর অব্রামকে উদ্ধার না করতেন, তাহলে তিনি মৃত্যুর পর অনন্তকালীন মৃত্যুস্থানে চলে যেতেন। তিনি চিরকালের জন্য ঈশ্বর থেকে আলাদা থাকতেন।

কিন্তু ঈশ্বর মানুষের জন্য তাঁর কাছে আসার একটি উপায় তৈরি করলেন। অব্রাম সেই পথ দিয়েই ঈশ্বরের কাছে এসেছিলেন। পশু হত্যা এবং রক্তপাতের মাধ্যমে ঈশ্বর তাকে যেভাবে বলেছিলেন তিনি সেইভাবেই ঈশ্বরের কাছে এসেছিলেন। অব্রাম বিশ্বাস করেছিলেন ঈশ্বর যা বলেছেন তা সত্য। ঈশ্বর যেভাবে বলেছিলেন অব্রাম ঠিক সেইভাবে ঈশ্বরের কাছে এসে দেখিয়েছিলেন যে তিনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন। ঈশ্বর যা বলেছিলেন অব্রাম সেই সমস্তই বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক রাখতে চেয়েছিলেন এবং তিনি ঈশ্বর থেকে আলাদা হতে চান নি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর তাকে একটি সন্তান এবং অনেক বংশধর দিবেন। তাই, যেহেতু অব্রাম ঈশ্বর যা বলেছেন তা বিশ্বাস করলেন, তাই ঈশ্বর অব্রামকে 'ধার্মিক' বলেছিলেন। তার মানে হল অব্রামকে তার পাপের জন্য নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মূল্য দিতে হবে না।

অন্যান্য সকল মানুষের মত, অব্রামেরও ঈশ্বরের কাছে ঋণ[৬৫] ছিল যা তিনি শোধ করতে পারতেন না। তিনি পাপ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে জন্মেছিলেন এবং তিনি নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন না। শুধুমাত্র ঈশ্বর তাকে রক্ষা করতে পারতেন। অব্রাম তা জানতেন, তাই তিনি প্রাণী হত্যা করে রক্তপাত করলেন। তিনি এটি করেছিলেন যাতে তিনি দেখাতে

[৬৫] ঋণ - কারও কাছ থেকে আপনি কোন কিছু ঋণ নিয়েছেন এবং যা পুনরায় তাকে ফেরত দিতে হবে

পর্ব ৭: ঈশ্বর অব্রামকে কনানে নিয়ে গেলেন

পারেন যে তিনি বিশ্বাস করতেন শুধুমাত্র ঈশ্বরই তাকে উদ্ধার করতে পারেন। অব্রাম জানতেন যে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হত, সেই প্রাণীদের নয়, যারা কোনো ভুল করেনি। তাঁর কাছে আসার জন্য ঈশ্বর অব্রামের জন্য একটি উপায় বের করলেন, যেন তাকে মরতে না হয় এবং তিনি যেন ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকতে পারেন এবং তাঁর কাছ থেকে আলাদা হতে না হয়। ঈশ্বর যে উপায় বলে দিয়েছিলেন অব্রাম সেইভাবেই তাঁর কাছে আসতেন কারণ ঈশ্বর যা বলেছেন তিনি তাই বিশ্বাস করতেন।

ঈশ্বর দেখলেন অব্রাম তাকে বিশ্বাস করেছিলেন। ঈশ্বরের অব্রামকে রক্ষা করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তিনি তা করলেন কারণ তিনি চেয়েছিলেন। ঈশ্বর অব্রামকে বিনামুল্যে একটি উপহার দিলেন এবং মৃত্যুস্থানে যাওয়া থেকে তাকে রক্ষা করলেন। ঈশ্বর বললেন যে তাঁর কাছে অব্রামের যে ঋণ তা তাকে পরিশোধ করতে হবে না। অব্রামকে তার পাপের জন্য মারা যেতে হল না। বাইবেলে এটাই বোঝানো হয়েছে যে সদাপ্রভু অব্রামকে ধার্মিক বলে গণ্য করলেন।

ঈশ্বর অব্রামের বংশধর সম্পর্কে আরও কিছু বললেন।

আদিপুস্তক ১৫:১২-১৬

১২ যখন সূর্য ডুবে যাচ্ছিল তখন অব্রাম ঘুমিয়ে পড়লেন। গভীর ঘুমের মধ্যে একটা
ভয়ংকর অন্ধকার তাঁর উপর নেমে আসল। ১৩ তখন সদাপ্রভু তাঁকে বললেন, "তুমি এই
কথা নিশ্চয় করে জেনো, তোমার বংশের লোকেরা এমন একটা দেশে গিয়ে বাস করবে যা
তাদের নিজেদের নয়। সেখানে তারা অন্যদের দাস হয়ে চারশো বছর পর্যন্ত অত্যাচার ভোগ
করবে। ১৪ কিন্তু যে জাতি তাদের দাস করে রাখবে সেই জাতিকে আমি শাস্তি দেব। পরে
তারা অনেক ধন-দৌলৎ নিয়ে সেই দেশ থেকে বের হয়ে আসবে। ১৫ তবে তার আগেই তুমি
অনেক বয়সে শান্তিতে মারা গিয়ে কবর পাবে এবং তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে
যাবে। ১৬ কিন্তু তোমার বংশের চতুর্থ পুরুষের লোকেরা এখানে ফিরে আসবে, কারণ পাপ
করতে করতে ইমোরীয়েরা এখনও এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায় নি যার জন্য আমাকে
তাদের শাস্তি দিতে হবে।"

ঈশ্বর বললেন অব্রামের বংশধরেরা এমন একটা দেশে[৬৬] গিয়ে বাস করবে যা তাদের নিজেদেও নয়। তিনি বললেন তারা ৪০০ বছর ধরে দাস[৬৭] হয়ে থাকবে। ঈশ্বর বললেন যে তিনি সেই জাতিকে শাস্তি দেবেন যারা তাদের দাস করে রাখবে। তিনি বললেন তিনি অব্রামের বংশধরকে সেই দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, যেই দেশ তিনি অব্রামকে দিয়েছিলেন।

[৬৬] বিদেশী - কোন জমি যা তাদের নিজেদের ছিল না

[৬৭] দাস - যে লোকদের কোনো পারিশ্রমিক ছাড়া অন্য লোকদের জন্য কাজ করতে হয়

এর কিছুদিন পর ঈশ্বর আবার অব্রামকে বললেন, তার পরিবার অনেক জাতিতে পরিণত হবে। তিনি অব্রামকে বললেন তিনি তার সাথে একটি প্রতিজ্ঞা বা চুক্তি করতে যাচ্ছেন। চুক্তি হল খুবই শক্তিশালী একটি প্রতিজ্ঞা[৬৮], যা আপনি বলেছেন তা-ই আপনি করবেন।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

ঈশ্বর অব্রামকে জানাতে চেয়েছেন যে তিনি যা বলেন তিনি সর্বদা তা-ই করেন। তারপর ঈশ্বর অব্রামের নাম পরিবর্তন করে অব্রাহাম রাখলেন। অব্রাহাম নামের অর্থ হল 'অনেক লোকের পিতা।'

আদিপুস্তক ১৭:৪-৬

৪ তিনি বললেন, "তোমার জন্য আমার এই ব্যবস্থাতে আমার যা করবার রয়েছে তা এই: তুমি
অনেক জাতির পিতা হবে। ৫ তোমাকে অব্রাম (যার মানে 'মহান পিতা') বলে আর ডাকা
হবে না, কিন্তু এখন থেকে তোমার নাম হবে অব্রাহাম (যার মানে 'অনেক লোকের পিতা');
কারণ আমি তোমাকে অনেকগুলো জাতির আদিপিতা করে রেখেছি। ৬ আমি তোমার
বংশ অনেক বাড়িয়ে দেব। তোমার মধ্য থেকে আমি অনেক জাতির সৃষ্টি করব, আর
তোমার মধ্য থেকে অনেক রাজার জন্ম হবে।

তারপর ঈশ্বর অব্রাহামের স্ত্রী সারীর নাম পরিবর্তন করে সারা রাখলেন। সারা নামের অর্থ 'অনেক লোকের মাতা।'

আদিপুস্তক ১৭:১৫-১৭

১৫ ঈশ্বর অব্রাহামকে আরও বললেন, "তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলে ডাকবে না।
তার নাম হবে সারা। ১৬ আমি তাকে আশীর্বাদ করে তারই মধ্য দিয়ে তোমাকে একটা
পুত্রসন্তান দেব। আমি তাকে আরও আশীর্বাদ করব যাতে সে অনেক জাতির এবং তাদের
রাজাদের আদিমাতা হয়।" ১৭ এই কথা শুনে অব্রাহাম মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লেন এবং
হেসে মনে মনে বললেন, "তাহলে সত্যিই একশো বছরের বুড়োর সন্তান হবে, আর তা হবে
নব্বই বছরের স্ত্রীর গর্ভে!

ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন, সারার একটি ছেলে হবে। এটি অব্রাহামের জন্য কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। তার ইতিমধ্যে ১০০ বছর এবং সারার ৯০ বছর হয়ে গিয়েছিল। সারার আগে কোনো সন্তান ছিল না। তাই অব্রাহাম ভাবতেই পারেন নি যে তাদের একটি সন্তান হবে। কিন্তু ঈশ্বর চাইলে যেকোনো কিছু করতে পারেন। তিনিই একমাত্র যিনি জীবন দান করতে পারেন। ঈশ্বর সর্বদা যা বলেন তা-ই করেন।

?

১. ঈশ্বর অব্রামের সাথে কথা বললেন। ঈশ্বরের গল্পে ফিরে গিয়ে ভাবুন এবং মনে করতে চেষ্টা করুন ঈশ্বর সবসময় মানুষের সাথে কথা বলেছেন।
২. আজকের দিনে ঈশ্বর তাঁর লিখিত বাক্যের মাধ্যমে আমাদের কাছে কথা বলেন। কেন আপনি মনে করেন যে ঈশ্বর সর্বদা মানুষের সাথে কথা বলবার জন্য এত চেষ্টা করেছেন?

[৬৮] প্রতিজ্ঞা - আপনি কোন কিছু করবেন বলেছেন

৩. অব্রাম যেখানে বেড়ে উঠেছিলেন, অধিকাংশ মানুষই ঈশ্বরের কথা শুনত না। কিন্তু অব্রাম সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন। আপনি কি মনে করেন, সেখানে বেড়ে উঠা অব্রামের জন্য কঠিন ছিল? কেন?
৪. ঈশ্বর অব্রামকে ধার্মিক বলে গণ্য করেছেন, এর মানে কি বোঝানো হয়েছে? এর মানে কি অব্রাম সর্বদা সঠিক কাজ করতেন?

ঈশ্বর লোটকে উদ্ধার করলেন। ঈশ্বর অব্রাহামের ছেলে ইস্হাককে রক্ষা করলেন

ঈশ্বরের গল্প আমাদের অব্রাহামের ভাইপো লোট সম্পর্কেও বলে। লোট এবং তার পরিবার বসবাসের জন্য যর্দন নদীর পাশে প্রচুর ঘাসে পূর্ণ ভাল জায়গায় চলে গিয়েছিলেন। এই জায়গাটি সদোম নামে একটি শহরের কাছেই ছিল। লোট এবং তার পরিবার সদোম শহরে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। সেখানে সদোমের পাশে আরও একটি শহর ছিল যার নাম ঘমোরা।

আদিপুস্তক ১৮:২০,২১

২০ তারপর সদাপ্রভু বললেন, "সদোম ও ঘমোরার বিরুদ্ধে ভীষণ হৈ চৈ চলছে, আর তাদের পাপও জঘন্য রকমের। ২১ সেইজন্য আমি এখন নীচে গিয়ে দেখতে চাই যে, তারা যা করেছে বলে আমি শুনছি তা সত্যিই অতটা মন্দ কি না। আর যদি তা না হয় তাও আমি জানতে পারব।"

সদোম এবং ঘমোরার লোকদের জীবন যাপন ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারা ঈশ্বরের বিপক্ষে গিয়েছিল এবং তাঁর কথা শুনত না। তারা ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে কিংবা তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখতে চাইত না। ঈশ্বর বললেন তাদের পাপ ছিল ভীষণ খারাপ। তার মানে হল তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাদের পাপের ব্যাপারে পরোয়া করত না। ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তারা যা করছিল তা এতই খারাপ যে তাদেরকে এভাবে চলতে দেওয়া যাবে না। যখন মানুষ ঈশ্বরের কথা শোনে না,

তাঁর গল্প: উদ্ধার

তাদের পরিণতি খুবই খারাপ হয়। ঈশ্বর চাইতেন লোকেরা তাঁর কথা শুনুক কারণ সেটাই তাদের জন্য উত্তম। কেননা সদোম এবং ঘমোরার লোকেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা তাঁর কথা শুনবে না। তাদের জীবন যাপন এতই খারাপ ছিল যে তিনি তাদের ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ।

অব্রাহাম ঈশ্বরের সাথে শহর ধ্বংস করার পরিকল্পনার ব্যাপারে কথা বলেছিলেন।

আদিপুস্তক ১৮:২৩-২৬

২৩ পরে অব্রাহাম সদাপ্রভুর দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বললেন, "কিন্তু আপনি কি
খারাপ লোকদের সংগে সৎ লোকদেরও মুছে ফেলবেন? ২৪ শহরের মধ্যে যদি
পঞ্চাশজন সৎ লোক থাকে তবে সেই পঞ্চাশজনের দরুন গোটা শহরটাকে রেহাই না
দিয়ে কি সত্যিই আপনি তা ধ্বংস করে ফেলবেন? ২৫ এটা আপনার পক্ষে অসম্ভব।
সৎ আর খারাপের প্রতি একই রকম ব্যবহার করে তাদের একসংগে মেরে ফেলা যে
আপনার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সমস্ত দুনিয়ার যিনি বিচারকর্তা তিনি কি
ন্যায়বিচার না করে পারেন?" ২৬ তখন সদাপ্রভু বললেন, "যদি সদোম শহরে
পঞ্চাশজনও সৎ লোক পাওয়া যায়, তবে তাদের দরুন গোটা শহরটাকেই আমি রেহাই
দেব।"

অব্রাহাম ঈশ্বরকে বললেন সদোম শহরটা ধ্বংস না করার জন্য যদি সেখানে ৫০ জনের মত লোক থেকে থাকে যারা এখনও ঈশ্বরের কথা শুনে। কিন্তু অব্রাহাম জানতেন সদোমে হইত ৫০ জন লোকও নেই যারা ঈশ্বরের কথা শুনে, তাই তিনি আবার ঈশ্বরকে বললেন সদোম শহর ধ্বংস না করার জন্য যদি সেখানে ৪৫ জন লোকও থাকে যারা ঈশ্বরের কথা শুনে। তারপরেও অব্রাহাম ঈশ্বরকে বলতেই থাকলেন সদোম শহর ধ্বংস না করার জন্য যদি সেখানে ৪০ জন বা ৩০ জন বা ২০ জন লোকও থাকে যারা ঈশ্বরের কথা শুনে।

আদিপুস্তক ১৮:৩২,৩৩

৩২ তখন অব্রাহাম বললেন, "আমার প্রভু যেন অসন্তুষ্ট না হন, আমি আর একবার
মাত্র বলছি, যদি সেখানে দশজনকে পাওয়া যায়?" তিনি বললেন, "সেই দশজনের
জন্যই আমি তা ধ্বংস করব না।" ৩৩ অব্রাহামের সংগে কথা বলা শেষ করে সদাপ্রভু
সেখান থেকে চলে গেলেন আর অব্রাহামও তাঁর বাড়ীতে ফিরে গেলেন।

সদাপ্রভু বললেন যদি সেখানে শুধু ১০ জনও লোক থাকে যারা তাঁর কথা শুনে তাহলে তিনি সদোম শহর ধ্বংস করবেন না। ঈশ্বর তাঁর দাস দুইজন স্বর্গদূতকে সদোমে পাঠালেন সেখানে ১০ জনের মত মানুষ আছে কিনা তা দেখার জন্য যারা তাঁর কথা শুনে। এই স্বর্গদূতেরা যুবকের রূপ নিলেন।

আদিপুস্তক ১৯:১-৯

১ সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় সেই দু'জন স্বর্গদূত সদোম শহরে গিয়ে পৌঁছালেন। লোট
তখন শহরের ফটকের কাছে বসে ছিলেন। তাঁদের দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং

পর্ব ৮: ঈশ্বর লোটকে উদ্ধার করলেন। ঈশ্বর অব্রাহামের ছেলে ইস্হাককে রক্ষা করলেন

মাটিতে উবুড় হয়ে প্রণাম করে বললেন, ২ "দেখুন, আর এগিয়ে না গিয়ে আপনারা দয়া
করে আপনাদের এই দাসের ঘরে আসুন এবং হাত-পা ধুয়ে নিয়ে রাতটুকু কাটান। খুব
ভোরে উঠেই না হয় আবার চলতে শুরু করবেন।"

উত্তরে তাঁরা বললেন, "না, আমরা এই শহর-চকেই রাত কাটাব।"

৩ কিন্তু লোট যখন খুব সাধাসাধি করতে লাগলেন তখন
তাঁরা তাঁর সংগে গিয়ে তাঁর বাড়ীতে ঢুকলেন। পরে লোট খামিহীন রুটি সেঁকে তাঁদের
জন্য একটা ভোজের আয়োজন করলেন, আর তাঁরাও খাওয়া-দাওয়া করলেন। ৪ কিন্তু
তাঁরা শুতে যাবার আগেই সদোম শহরের সব জোয়ান ও বুড়োরা এসে বাড়ীটা ঘেরাও
করল।
৫ তারা লোটকে ডেকে বলল, "আজ রাতে যে দু'জন লোক তোমার এখানে
এসেছে তারা কোথায়? তাদের বের করে আমাদের কাছে নিয়ে এস। আমরা ঐ দু'জন
পুরুষের সংগে ব্যভিচার করব।"
৬ তখন লোট দরজার বাইরে লোকদের সামনে গেলেন এবং তাঁর পিছনে দরজা বন্ধ করে
দিয়ে বললেন, ৭ "ভাইয়েরা আমার, আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা এই রকম
খারাপ কাজ কোরো না। ৮ দেখ, আমার দু'টি মেয়ে আছে। তারা কখনও কোন পুরুষের
সংগে থাকে নি। তাদের আমি তোমাদের কাছে বের করে নিয়ে আসছি। তাদের সংগে
তোমরা যা খুশী কর, কিন্তু এই লোকদের উপর কিছু কোরো না, কারণ তাঁরা আমার ঘরে
আশ্রয় নিয়েছেন।"
৯ কিন্তু তারা বলল, "যা, যা, পথ থেকে সরে দাঁড়া!" তারা আরও বলল, "লোকটা আমাদের
এখানে এসেছে বিদেশী হিসাবে, আর তারপর থেকে আমাদের উপর কেবল মোড়লি করে
বেড়াচ্ছে। এখন আমরা ওদের চেয়েও তোর সংগে আরও খারাপ ব্যবহার করব।" এই বলে
তারা এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা ভেংগে ফেলবার উদ্দেশ্যে লোটকে
ভীষণভাবে ঠেলতে লাগল।

লোট জানতেন না এই দুইজন যুবক ঈশ্বর থেকে আসা স্বর্গদূত ছিলেন। কিন্তু তিনি চাইতেন না তাদের শহরের বাইরে রাখতে। তিনি জানতেন সদোমের লোকেরা তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক রাখতে চাইবে। তাই লোট তাদেরকে তার বাসায় থাকবার অনুরোধ করলেন। সেই রাতে, সদোমের সমস্ত লোকেরা লোটের বাড়িতে আসল। তারা লোটকে বলল সেই

দুইজনকে বেড় করে আনতে। লোট বাইরে বের হয়ে তাদের বললেন তিনি তার দুইজন কুমারী[৬৯] মেয়েকে বের করে আনবেন। কিন্তু সদোমের লোকেরা শুধুমাত্র সেই দুইজন যুবককে বের করে আনতে বলল। সেই লোকেরা ঈশ্বরের কথা শোনা বন্ধ করে দিল। তাদের জীবন যাপন এমনই ছিল যে তারা ঈশ্বরকে পরোয়া করত না।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

ঈশ্বর পুরুষ এবং নারী সৃষ্টি করলেন একসাথে থাকার জন্য যেন তাদের সন্তান হয়। মনে করে দেখুন, ঈশ্বর হবাকে আদমের সাহায্যকারী এবং সঙ্গিনী হিসাবে সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর চাইতেন আদম এবং হবা পৃথিবীর দেখাশোনা করুক এবং সন্তান জন্ম দিক। তিনি চাইতেন তারা যেন একসাথে থাকে এবং একে অপরকে সাহায্য করে, এবং তাদের সন্তানদের দেখাশোনা করে। ঈশ্বর চেয়েছিলেন যে মানুষ যেন এভাবেই পরস্পরের সাথে বসবাস করে। তিনি চেয়েছিলেন একজন পুরুষের একজন স্ত্রী থাকবে যেন তারা একে অপরকে সাহায্য করতে পারে এবং তাদের যেন ছেলেমেয়ে হয়। ঈশ্বর যেভাবে চাইতেন সদোমের লোকেরা সেইসব কিছুই পরোয়া করত না। ঈশ্বর যা চাইতেন তা তারা ভাবত না। তারা শুধুমাত্র তারা যা চাইত তা-ই নিয়ে ভাবত।

আদিপুস্তক ১৯:১০,১১

১০ তখন সেই দু'জন লোক হাত বাড়িয়ে লোটকে ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে দরজাটা
বন্ধ করে দিলেন। ১১ তারপর তাঁরা আলোর ঝলক দিলেন, আর তাতে দরজার বাইরে
দাঁড়ানো জোয়ান ও বুড়ো লোকেরা হঠাৎ চোখে আর দেখতে পেল না। ফলে সেই
লোকগুলো দরজা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে পড়ল।

সেই স্বর্গদূতেরা সদোমের লোকদের চোখ অন্ধ করে দিলেন যাতে তারা চলে যেতে পারেন।

আদিপুস্তক ১৯:১২-২৫

১২ পরে সেই দু'জন লোক লোটকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই শহরে তোমার জামাই,
ছেলে, মেয়ে কিম্বা আর কোন আত্মীয়-স্বজন আছে কি? তাদের সবাইকে নিয়ে এই
জায়গা থেকে তুমি বের হয়ে যাও, ১৩ কারণ এই এলাকা ধ্বংস করে ফেলবার জন্য
আমরা তৈরী হয়ে আছি। এই এলাকার লোকদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর কাছে এত ভীষণ
হৈ চৈ হচ্ছে যে, তিনি তা ধ্বংস করবার জন্য আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।"
১৪ তখন লোট বাইরে গিয়ে যারা তাঁর জামাই হবে তাদের বললেন, "তোমরা
তাড়াতাড়ি এই জায়গা ছেড়ে চলে যাও, কারণ সদাপ্রভু এই শহরটা ধ্বংস করবার
জন্য তৈরী হয়ে আছেন।" কিন্তু তারা মনে করল তিনি তামাশা করছেন।
১৫ সকাল হলে পর সেই স্বর্গদূতেরা লোটকে তাগাদা দিয়ে বললেন, "শীঘ্র কর।
তোমার স্ত্রী এবং তোমার দুই মেয়ে যারা এখানে আছে তাদের নিয়ে বের হয়ে যাও। তা
না হলে যে শাস্তি এই শহরের উপর নেমে আসছে তুমিও তার মধ্যে পড়ে ধ্বংস হয়ে

[৬৯] কুমারী - যে কখনও যৌন সম্পর্ক করে নি

যাবে।” ১৬ লোট কিন্তু যাই-যাচ্ছি করতে লাগলেন। কিন্তু সদাপ্রভুর দয়া তাঁর উপর ছিল বলে সেই দু'জন তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী ও মেয়েদের হাত ধরে টেনে শহরের বাইরে নিয়ে আসলেন। ১৭ সবাইকে বের করে নিয়ে আসবার পর সেই দু'জনের একজন বললেন, “বাঁচতে চাও তো পালাও। পিছনে তাকিয়ো না এবং এই সমভূমির কোন জায়গায় থেমো না। পাহাড়ে পালিয়ে যাও; তা না হলে তোমরাও মারা পড়বে।” ১৮ তখন লোট বললেন, “না, না। ১৯ দেখুন, আপনার এই দাসের উপর আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর

পর্ব ৮: ঈশ্বর লোটকে উদ্ধার করলেন। ঈশ্বর অব্রাহামের ছেলে ইস্হাককে রক্ষা করলেন

আমার প্রাণ রক্ষা করে আপনি আমার জন্য যা করবার তার চেয়েও বেশী করেছেন। কিন্তু আমি পাহাড়ে পালিয়ে যেতে পারব না। তার আগেই হয়তো এই বিপদ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে আর আমি মারা যাব। ২০ দেখুন, পালিয়ে যেতে হলে ঐ ছোট গ্রামটাই তো কাছে। প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমাকে ওখানে পালিয়ে যেতে দিন। গ্রামটা মোটেই বড় নয়।”
২১ স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, “আমি তোমার এই অনুরোধ রাখলাম।
যে গ্রামটার কথা তুমি বললে সেটা আমি ধ্বংস করব না। ২২ কিন্তু তাড়াতাড়ি করে সেখানে পালিয়ে যাও। তুমি সেখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি কিছুই করতে পারছি না।” লোটের কথার জন্যই সেই গ্রামটার নাম হল সোয়র (যার মানে “ছোট”)।
২৩ লোট যখন সোয়রে গিয়ে পৌঁছালেন তখন সূর্য উঠে গেছে। ২৪ তার পরেই সদাপ্রভু স্বর্গের সদাপ্রভুর কাছ থেকে সদোম ও ঘমোরার উপর গন্ধক ও আগুনের বৃষ্টি শুরু করলেন। ২৫ তিনি সেই শহর দু'টি, সমস্ত সমভূমিটা, শহরের সমস্ত লোক এবং সেখানকার জমির উপর জন্মেছে এমন সব কিছু ধ্বংস করে দিলেন।

ঈশ্বর লোটকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাই স্বর্গদূতেরা লোট এবং তার পরিবারকে শহর থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করলেন। তারপর জলন্ত গন্ধক[৭০] এবং আগুনের বৃষ্টি পরতে শুরু করল। শহরগুলো এবং সমস্ত লোকেরা, গাছপালা এবং সমস্ত জীব ধ্বংস হয়ে গেল।

এই সময়ের পরে, ঈশ্বরের গল্প আমাদের বলে অব্রাহাম এবং সারার একটি সন্তান হয়েছিল। অব্রামের বয়স যখন ১০০ বছর এবং সারার ৯০ বছর তখন তাদের সন্তান জন্মেছিলেন।

আদিপুস্তক ২১:১-৫

১ সদাপ্রভু তাঁর কথামতই সারার দিকে মনোযোগ দিলেন এবং তিনি তাঁর জন্য যা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা করলেন। ২ এতে সারা গর্ভবতী হলেন। অব্রাহামের বুড়ো বয়সে সারার গর্ভে তাঁর ছেলের জন্ম হল। ঈশ্বর যে সময়ের কথা বলেছিলেন সেই সময়েই তার জন্ম হল। ৩ অব্রাহাম সারার গর্ভের এই সন্তানের নাম রাখলেন ইস্হাক। ৪ ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে অব্রাহাম আট দিনের দিন তাঁর ছেলে

[৭০] গন্ধক - এক ধরনের হলুদ গুড়া যা পাথর এবং ধূলায় পাওয়া যায়, এটি জ্বলতে পারে।

ইস্হাকের সুন্নত করালেন। ৫ অব্রাহামের বয়স যখন একশো বছর তখন তাঁর ছেলে ইস্হাকের জন্ম হয়েছিল।

ঈশ্বরের গল্প আমাদের বলে ঈশ্বর যা বলেন তা-ই করেন। তিনি অব্রাহাম এবং সারাকে তখন একটি সন্তান দিয়েছিলেন যেমন তিনি বলেছিলেন তেমনই করেছেন। ঈশ্বর যা করবেন বলেন তিনি সর্বদা তা-ই করেন। অব্রাহাম এবং সারার সন্তানের নাম ছিল ইস্হাক।

ঈশ্বরের গল্প আমাদের এমন একটি ঘটনা সম্পর্কে বলে যা এর কিছু সময় পরে ঘটেছিল, যখন ইস্হাক বেড়ে উঠে এবং একজন যুবকে পরিণত হয়।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

আদিপুস্তক ২২:১,২

১ এই সমস্ত ঘটনার পর ঈশ্বর অব্রাহামকে এক পরীক্ষায় ফেললেন। ঈশ্বর তাঁকে ডাকলেন, "অব্রাহাম।" অব্রাহাম উত্তর দিলেন, "এই যে আমি।" ২ ঈশ্বর বললেন, "তোমার ছেলেকে, অদ্বিতীয় ছেলে ইস্হাককে, যাকে তুমি এত ভালবাস তাকে নিয়ে তুমি মোরিয়া এলাকায় যাও। সেখানে যে পাহাড়টার কথা আমি তোমাকে বলব তার উপরে তুমি তাকে পোড়ানো-উৎসর্গ হিসাবে উৎসর্গ কর।"

এটা বলে যে ঈশ্বর অব্রাহামের বিশ্বাস পরীক্ষা[৭১] করে দেখলেন। তার মানে এই ঈশ্বর দেখতে চাইলেন অব্রাহাম কি করেন। একদিন ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন ইস্হাককে সঙ্গে নিয়ে একটি পাহাড়ে যেতে যে স্থান ঈশ্বর তাকে দেখাবেন। ঈশ্বর বললেন যে সেখানে অব্রাহামকে ইস্হাককে হত্যা করতে হবে। তিনি বললেন সেখানে অব্রাহামকে ইস্হাকের দেহ উৎসর্গ হিসাবে পোড়াতে হবে।

অব্রাহাম সদাপ্রভুকে অনেক বছর ধরে জানতেন। তিনি ঈশ্বরের কথা শুনতেন। তিনি জানতেন যে ঈশ্বর যা বলেন তা সত্য। অব্রাহাম জানতেন ঈশ্বর যা করবেন বলেন সর্বদা তা-ই করেন। ঈশ্বর বলেছিলেন একদিন কনানের সমস্ত জায়গা অব্রাহামের বংশধরদের হবে। এই বংশধর অব্রাহাম এবং সারার সন্তান ইস্হাকের মধ্য দিয়ে শুরু হবে। ঈশ্বর বলেছিলেন অব্রাহামের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত পরিবার আশীর্বাদ পাবে।

ঈশ্বর তাঁর কথা রাখলেন এবং অব্রাহাম এবং সারাকে একটি সন্তান দিলেন। ঈশ্বর যা বললেন তাই করলেন এবং তাদের সন্তান ইস্হাক জন্ম নিলেন। অব্রাহাম এবং সারা ইস্হাকের দেখাশোনা করতে লাগলেন। তারা তার বেড়ে উঠা দেখলেন। তারা জানতেন যে ঈশ্বর বলেছিলেন তার অনেক বংশধর হবে এবং এই একজন ছেলের মধ্য দিয়েই অনেক জাতি আসবে। ঈশ্বর বললেন তিনি তা করবেন, সুতরাং অব্রাহাম জানতেন ঈশ্বর তা-ই করবেন।

[৭১] পরীক্ষা করা - এটা আসল কিংবা নকল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা

কিন্তু এখন ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন একটি পাহাড়ের উপর পাথর দিয়ে একটি বেদী বানাতে। ঈশ্বর অব্রাহামকে সেখানে ইস্হাককে হত্যা করতে বললেন। অব্রাহামকে ইস্হাকের গলা কেটে ফেলতে হত যতক্ষণ না পর্যন্ত তার রক্তপাত হয়। তারপর তাকে ইস্হাকের দেহ পোড়াতে হবে। ঈশ্বর অব্রাহামকে ইসহাককে উৎসর্গ হিসাবে হত্যা করতে বললেন।

অব্রাহাম ভেড়া দিয়ে এই কাজ অনেকবার করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ[৭২] হিসাবে তাদের হত্যা করতেন। কিন্তু এই সময় ঈশ্বর তাকে তার ছেলেকে উৎসর্গ হিসাবে চাইলেন। এই সেই ছেলে যাকে ঈশ্বর বৃদ্ধ বয়সে তাকে দিয়েছিলেন।

পর্ব ৮: ঈশ্বর লোটকে উদ্ধার করলেন। ঈশ্বর অব্রাহামের ছেলে ইস্হাককে রক্ষা করলেন

ইনি ছিলেন সেই জন যার মধ্য দিয়ে বংশের পর বংশ আসবে যা ঈশ্বর বলেছিলেন। তার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত পরিবার আশীর্বাদ পাবে। সেই সব কিছু কিভাবে হবে যদি ইস্হাক মারা যায়?

আদিপুস্তক ২২:৩-৮

৩ সেইজন্য অব্রাহাম খুব ভোরে উঠে একটা গাধার পিঠে গদি চাপালেন। তারপর তাঁর
ছেলে ইস্হাক ও দু'জন দাসকে সংগে নিলেন, আর পোড়ানো-উৎসর্গের জন্য কাঠ কেটে
নিয়ে যে জায়গার কথা ঈশ্বর তাঁকে বলেছিলেন সেই দিকে রওনা হলেন। ৪ তিন দিনের
দিন অব্রাহাম চোখ তুলে চাইতেই দূর থেকে সেই জায়গাটা দেখতে পেলেন। ৫ তখন তিনি
তাঁর দাসদের বললেন, "তোমরা গাধাটা নিয়ে এখানেই থাক; আমার ছেলে আর আমি
ওখানে যাব। ওখানে আমাদের উপাসনা শেষ করে আবার আমরা তোমাদের কাছে ফিরে
আসব।" ৬ এই বলে অব্রাহাম পোড়ানো-উৎসর্গের জন্য কাঠের বোঝাটা তাঁর ছেলে ইস্
হাকের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজে আগুনের পাত্র ও ছোরা নিলেন। তারপর তাঁরা দু'জনে
একসংগে হাঁটতে লাগলেন। ৭ তখন ইস্হাক তাঁর বাবা অব্রাহামকে ডাকলেন, "বাবা।"
অব্রাহাম বললেন, "কেন বাবা, কি বলছ?" ইস্হাক বললেন, "পোড়ানো-উৎসর্গের জন্য
কাঠ আর আগুন রয়েছে দেখছি, কিন্তু ভেড়ার বাচ্চা কোথায়?" ৮ অব্রাহাম বললেন, "বাবা,
পোড়ানো-উৎসর্গের জন্য ঈশ্বর নিজেই ভেড়ার বাচ্চা যুগিয়ে দেবেন।" এই সব কথা
বলতে বলতে তাঁরা এগিয়ে গেলেন।

[৭২] উৎসর্গ - ঈশ্বরকে একটি উপহার দেওয়া

অব্রাহাম ঈশ্বরের কথা শুনলেন এবং তিনি যা বললেন তা-ই করলেন। তিনি সবকিছু প্রস্তুত করলেন এবং ঈশ্বর তাকে যে পাহাড়টি দেখিয়েছিলেন সেখানে গেলেন। তিনি পোড়ানো উৎসর্গের জন্য কাঠ এবং আগুন নিলেন। তিনি তার দুইজন দাস এবং তার ছেলে ইস্হাককে সঙ্গে নিলেন। তারা তিন দিন ধরে হাটতে লাগলেন যতক্ষণ না তারা সেই পাহাড়ের দেখা পায়। তারপর অব্রাহাম এবং ইস্হাক তাদের দাসদের এবং গাধাটাকে রেখে চলে গেলেন। অব্রাহাম এবং ইস্হাক তারা একাই সেই পাহাড়ে গেলেন। ইস্হাক তার কাঁধে কাঠের বোজা চাপালেন। তারা যখন পাহাড়ে উঠছিলেন তখন ইস্হাক তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, *"পোড়ানো উৎসর্গের জন্য কাঠ আর আগুন রয়েছে দেখছি, কিন্তু ভেড়ার বাচ্চা কোথায়?"* ইস্হাক এর আগে অনেকবার উৎসর্গের জন্য ভেড়া হত্যা করতে দেখেছেন। তাই তিনি জানতে চাইলেন কেন তারা এই সময় তাদের সাথে কোনো

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

ভেড়া নিলেন না। অব্রাহাম তাকে বললেন, *"বাবা পোড়ানো উৎসর্গের জন্য ঈশ্বও নিজেই ভেড়ার বাচ্চা যুগিয়ে[৭৩] দেবেন।"* অব্রাহাম জানতেন যে ঈশ্বরই একমাত্র, যিনি তার ছেলেকে রক্ষা করতে পারেন।

আদিপুস্তক ২২:৯-১১

৯ যে জায়গার কথা ঈশ্বর অব্রাহামকে বলে দিয়েছিলেন তাঁরা সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন। সেখানে পৌঁছে অব্রাহাম একটা বেদী তৈরী করে তার উপর কাঠ সাজালেন। পরে ইস্হাকের হাত-পা বেঁধে তাঁকে সেই বেদীর কাঠের উপর রাখলেন। ১০ তারপর অব্রাহাম ছেলেটিকে মেরে ফেলবার জন্য ছোরা হাতে নিলেন। ১১ এমন সময় সদাপ্রভুর দূত স্বর্গ থেকে তাঁকে ডাকলেন, "অব্রাহাম, অব্রাহাম!" অব্রাহাম উত্তর দিলেন, "এই যে আমি।"

অব্রাহাম ইস্হাককে বেঁধে তাকে সেই পাথরের তৈরি বেদীর কাঠের উপর রাখলেন। তারপর সে তার ছোরা তুললেন তার সন্তানকে মেরে ফেলবার জন্য। ঈশ্বর দেখলেন যে অব্রাহাম তাঁর কথার বাধ্য হতে চলেছেন। ঈশ্বর তাকে যা বললেন অব্রাহাম তা-ই করতে চলেছেন। ইস্হাককে মেরে ফেলবার পূর্বেই, ঈশ্বরের একজন দূত অব্রাহামকে ডাকলেন।

১২ দূত বললেন, "ছেলেটিকে মেরে ফেলবার জন্য হাত তুলো না বা তার প্রতি আর কিছুই

[৭৩] যুগিয়ে দেওয়া - কোনো কিছু দেওয়া

আদিপুস্তক ২২:১২,১৩ কোরো না। তুমি যে ঈশ্বরভক্ত তা এখন বুঝা গেল, কারণ আমার উদ্দেশে তুমি তোমার ছেলেকে, অদ্বিতীয় ছেলেকেও উৎসর্গ করতে পিছ্‌পা হও নি।" ১৩ অব্রাহাম তখন চারদিকে তাকালেন এবং দেখলেন তাঁর পিছনে একটা ভেড়া রয়েছে আর তার শিং ঝোপে আট্‌কে আছে। তখন অব্রাহাম গিয়ে ভেড়াটা নিলেন এবং ছেলের বদলে সেই ভেড়াটাই তিনি পোড়ানো-উৎসর্গের অনুষ্ঠানে ব্যবহার করলেন।

ঈশ্বরের দূত অব্রাহামকে ডাকলেন এবং তাকে থামতে বললেন। তিনি বললেন যে অব্রাহামের ইস্‌হাককে আর কোনো ভাবে আঘাত করা উচিত নয়। ঈশ্বর দেখলেন যে অব্রাহাম ঈশ্বরের কথার বাধ্য হতে চাইতেন, এমনকি তার নিজের ছেলেকে মেরে ফেলতে দ্বিধা করলেন না। অব্রাহাম দেখালেন যে তিনি ঈশ্বরকে ভালবাসতেন এবং নির্ভর[৭৪] করতেন এবং ঈশ্বর যা বলতেন তা-ই করতেন।

কিন্তু তথাপি একটি উৎসর্গ হওয়া দরকার। ঈশ্বরের কাছে আসার একমাত্র পথ হল মৃত্যু। তাই ঈশ্বর পোড়ানো-উৎসর্গের জন্য একটি ভেড়া যুগিয়ে দিলেন, যেমনটি অব্রাহাম বলেছিলেন তিনি যুগিয়ে দিবেন। কাছাকাছি ঝোপের মধ্যে একটি ভেড়া[৭৫] ধরা পড়ল। তাই অব্রাহাম ইস্‌হাকের পরিবর্তে ভেড়াটিকে হত্যা করলেন। ঈশ্বর ইস্‌হাককে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন।

পর্ব ৮: ঈশ্বর লোটকে উদ্ধার করলেন। ঈশ্বর অব্রাহামের ছেলে ইস্‌হাককে রক্ষা করলেন

ইস্‌হাককে যেন মরতে না হয় তাই ঈশ্বর একটি ভেড়া হত্যার জন্য যুগিয়ে দিলেন। ঈশ্বরই একমাত্র যিনি ইস্‌হাককে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।

আদিপুস্তক ২২: ১৪-১৮ ১৪ তিনি সেই জায়গাটার নাম দিলেন যিহোবা-যিরি (যার মানে "সদাপ্রভু যোগান")। সেইজন্য আজও লোকে বলে, "সদাপ্রভুর পাহাড়ে সদাপ্রভুই যুগিয়ে দেন।" ১৫-১৬ সদাপ্রভুর দূত স্বর্গ থেকে অব্রাহামকে আবার ডেকে বললেন, "তুমি তোমার ছেলেকে, অদ্বিতীয় ছেলেকে উৎসর্গ করতে পিছ্‌পা হও নি। সেইজন্য আমি সদাপ্রভু নিজের নামেই শপথ করে বলছি যে, ১৭ আমি নিশ্চয়ই তোমাকে অনেক আশীর্বাদ করব, আর আকাশের তারার মত এবং সমুদ্র-পারের বালুকণার মত তোমার বংশের লোকদের অসংখ্য করব। তোমার বংশের লোকেরা তাদের শত্রুদের শহরগুলো জয় করে নেবে, ১৮ আর তোমার বংশের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পাবে। তুমি আমার আদেশ পালন করেছ বলেই তা হবে।"

অব্রাহাম ঈশ্বরের কথা শুনলেন এবং জানতেন যে ঈশ্বর যা বলেন তা সত্য। তার ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ছিল। তিনি জানতেন তার পরিবার নিয়ে ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা ছিল। ইস্‌হাক অব্রাহাম এবং সারার বড় ছেলে ছিলেন, তাই অব্রাহাম জানতেন ইস্‌হাককে বেঁচে থাকতে হবে। ঈশ্বর বললেন অব্রাহামের পরিবারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত পরিবার অশীর্বাদ পাবে।

[৭৪] নির্ভর করা - তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর যা বলতেন তা সত্য এবং ঈশ্বর সর্বদা উত্তমটাই করবেন
[৭৫] নির্ভর করা - তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর যা বলতেন তা সত্য এবং ঈশ্বর সর্বদা উত্তমটাই করবেন

ইস্হাকের মধ্য দিয়ে একটি জাতি শুরু হবে এবং তার পরিবারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পাবে। ঈশ্বর বললেন একজন মানুষ আসবেন এবং তিনি ইস্হাকের পরিবারেরই একজন সদস্য হবেন যিনি শয়তানকে পরাজিত করবেন। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করলেন যে এই মানুষটি আসবেন। ঈশ্বর বাগানে বলেছিলেন সেই মানুষটি শয়তানকে পরাজিত করবেন। তারপর তিনি অব্রাহামকে বললেন এই মানুষটি তার পরিবারের মধ্য দিয়েই আসবেন। তিনি অব্রাহাম এবং ইস্হাকের পরিবারের মধ্য দিয়ে আসবেন।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

?

১. ঈশ্বর কেন সদোম এবং ঘমোরা ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?
২. ঈশ্বর কেন অব্রাহামকে ইস্হাককে হত্যা করতে বলেছিলেন?
৩. ঈশ্বর অব্রাহামের পরিবারের মধ্য দিয়ে যা কিছু করবেন বলেছিলেন সেগুলো কি ছিল?
৪. ঈশ্বরের কাছে আসার জন্য মানুষের একমাত্র উপায় কি?
৫. ঈশ্বরের প্রতি তার যে বিশ্বাস ছিল অব্রাহাম কিভাবে তা দেখিয়েছিলেন?
৬. ঈশ্বর কি বুঝাতে চেয়েছিলেন অব্রাহামকে এই কথা বলে:"তোমার বংশের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পাবে?"

পর্ব ৯

ঈশ্বর যাকোবকে বেছে নিলেন। ঈশ্বর যাকোবের ছেলে যোষেফকে মিশরে পাঠালেন

অব্রাহাম যখন মারা গিয়েছিল সেই বিষয়ে ঈশ্বরের গল্প আমাদের বলে।

৭ অব্রাহাম মোট একশো পঁচাত্তর বছর বেঁচে ছিলেন। ৮একটি সুন্দর ও সুখী জীবন

আদিপুস্তক ২৫:৭-১১

কাটিয়ে অনেক বয়সে তিনি মারা গিয়ে তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছে চলে গেলেন। ৯ মম্রি শহরের পূর্ব দিকে হিত্তীয় সোহরের ছেলে ইফ্রোণের জমিতে মক্‌পেলার গুহায় তাঁর ছেলে ইস্‌হাক ও ইশ্মায়েল তাঁকে কবর দিলেন। ১০ এই জমিটাই তিনি হিত্তীয়দের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। এখানেই তাঁর স্ত্রী সারাকে এবং তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। ১১ অব্রাহামের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে ইস্‌হাককে ঈশ্বর আশীর্বাদ করলেন। ইস্‌হাক বের্‌-লহয়-রোয়ীর কাছে বাস করতে থাকলেন।

ইস্‌হাক ছিলেন অব্রাহাম এবং সারার প্রথম সন্তান। তিনিই ছিলেন সেই সন্তান যাকে ঈশ্বর তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তাই অব্রাহাম যখন মারা গেলেন, তিনি তার অর্জিত সব কিছু ইস্‌হাককে দিয়ে গেলেন। অব্রাহাম মারা যাবার পর ঈশ্বর ইস্‌হাকের দেখাশোনা করলেন। ঈশ্বর বললেন ইস্‌হাক ছিলেন সেই প্রতিজ্ঞাত ব্যক্তির পূর্বপুরুষ, যিনি পরবর্তীতে আসবেন এবং শয়তানকে পরাজিত করবেন।

ঈশ্বরের গল্প ইস্‌হাকের জীবন সম্পর্কে আমাদের বলে। অব্রাহাম চাইতেন না ইস্‌হাক যেন কনান দেশের কোনো মেয়েকে বিয়ে করেন। তাই অব্রাহাম ইস্‌হাককে তার দেশে ফেরত পাঠালেন যেন সে তার নিজের লোকদের থেকে একজনকে স্ত্রী হিসেবে পেতে পারে। ইস্‌হাকের বয়স যখন ৪০ বছর, তিনি রিবিকা নামের একজন মেয়েকে বিয়ে করেন।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

আদিপুস্তক ২৫:১৯,২০

১৯এই হল অব্রাহামের ছেলে ইস্‌হাকের জীবনের ইতিহাস। অব্রাহামের ছেলে ইস্‌হাক। ২০ইস্‌হাক চল্লিশ বছর বয়সে রিবিকাকে বিয়েকরেছিলেন। রিবিকা ছিলেন পদ্দন-অরাম দেশের অরামীয় বথূয়েলের মেয়ে এবং অরামীয় লাবনের বোন।

ইস্‌হাকের স্ত্রী রিবিকার কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। তাই ইস্‌হাক সদাপ্রভুর কাছে সন্তান পাবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা[৭৬] করলেন।

আদিপুস্তক ২৫:২১-২৩

২১ ইস্‌হাকের স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন বলে ইস্‌হাক তাঁর জন্য সদাপ্রভুর কাছে ভিক্ষা চাইলেন। সদাপ্রভু তা মঞ্জুর করলেন এবং রিবিকা গর্ভবতী হলেন। ২২ তাঁর গর্ভের মধ্যে যমজ সন্তান ছিল এবং তারা একে অন্যের সংগে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। সেইজন্য রিবিকা বললেন, "আমার এই রকম হচ্ছে কেন?" এই বলে ব্যাপারটা কি, তা জানবার জন্য তিনি সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে গেলেন।

[৭৬] প্রার্থনা করা - প্রার্থনা করা মানে কোনো বিষয় নিয়ে ঈশ্বরের সাথে কথা বলা

২৩ সদাপ্রভু তাঁকে বললেন, "তোমার গর্ভে দু'টি ভিন্ন জাতির শুরু হয়েছে,
জন্ম থেকেই তারা দু'টি ভিন্ন বংশ হবে। একটির চেয়ে আর একটির শক্তি বেশী
হবে, বড়টি তার ছোটটির দাস হবে।"

তার সাথে যা ঘটছিল তার জন্য রিবিকা দুঃশ্চিন্তিত[৭৭] ছিলেন। তাই তিনি সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন এই রকম হচ্ছে কেন। সদাপ্রভু বললেন, "তোমরা গর্ভে[৭৮] দুটি ভিন্ন জাতির শুরু হয়েছে।" তিনি তাকে বললেন তার গর্ভে দুটি সন্তান আছে। দুটি সন্তানই বেড়ে উঠবে এবং তাদের প্রত্যেকের পরিবার হবে, যার থেকে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি হবে। এই দুই জাতি একে অন্যের সাথে যুদ্ধ করবে। ঈশ্বর বললেন বড় ছেলের থেকে আসা যে জাতি সৃষ্টি হবে তা ছোট ছেলের থেকে আসা জাতিকে সেবা করবে।

ঈশ্বর দুই সন্তানের সম্পর্কে সবকিছু জানতেন। কেবলমাত্র ঈশ্বরই তাদের সম্পর্কে সবকিছুই জানতেন। তিনি জানতেন তারা বেড়ে উঠবেন এবং তাদের পরিবার হবে। তিনি জানতেন দুটি পরিবার থেকে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি হবে। তিনি জানতেন এই দুইটি জাতি পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করবে। ঈশ্বর সবকিছুই জানেন, তাই তিনি এই দুই সন্তানের সম্পর্কে সবকিছু জানতেন এমনকি তাদের জন্মের আগে থেকেও। ঈশ্বর একই সময়ে সব জায়গায় থাকতে পারেন। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সবকিছুই জানেন।

পর্ব ৯: ঈশ্বর যাকোবকে বেছে নিলেন। ঈশ্বর যাকোবের ছেলে যোষেফকে মিশরে পাঠালেন

ঈশ্বরের গল্প বলে যে রিবিকা ঈশ্বরকে একটি প্রশ্ন করলেন। রিবিকা একজন নারী হয়েও তিনি সদাপ্রভুর কাছে যেতে পারতেন এবং তাকে একটি প্রশ্ন করতে পারতেন। তিনি ঈশ্বরের কাছে যেতে পারতেন কারণ ঈশ্বর যেভাবে তাঁর কাছে যেতে বলেছিলেন তিনি ঠিক সেইভাবেই তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। তিনি এবং তার স্বামী পশু হত্যা করে রক্তপাত করলেন। তা করে তারা ঈশ্বরকে দেখালেন যে তারা তাঁর সাথে একমত আছেন। তারা এটা করে দেখালেন যে, তারা জানতেন তারা মৃত্যুর যোগ্য। তারা জানতেন যে শুধুমাত্র ঈশ্বরই তাদের রক্ষা করতে পারেন। ঈশ্বর তাদের উৎসর্গ গ্রহণ করলেন। যেহেতু রিবিকার ঈশ্বরের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল তাই তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন করতে যেতে পারতেন।

আদিপুস্তক ২৫:২৪-২৮

২৪ সন্তান প্রসবের সময় দেখা গেল সত্যিই তাঁর গর্ভে যমজ সন্তান রয়েছে। ২৫ প্রথমে
যে ছেলেটির জন্ম হল তার গায়ের রং ছিল লাল এবং তার গা পশমের জামার মত
লোমে ঢাকা। এইজন্য তার নাম রাখা হল এষৌ (যার মানে "লোমশ")। ২৬ তারপর
এষৌর পায়ের গোড়ালি-ধরা অবস্থায় তার ভাইয়ের জন্ম হল। এইজন্য তার নাম রাখা
হল যাকোব (যার মানে "গোড়ালি-ধরা")। ইস্হাকের ষাট বছর বয়সে তাঁর স্ত্রীর গর্ভে

[৭৭] দুঃশ্চিন্তিত - খারাপ কিছু হবে মনে করে চিন্তা করা
[৭৮] গর্ভ - শিশু জন্মের পূর্বে মহিলাদের শরীরে এমন একটি স্থান যেখানে শিশু বেড়ে উঠে

এদের জন্ম হয়েছিল। ২৭ এই ছেলেরা বড় হলে পর এষৌ খুব ভাল শিকারী হলেন। তিনি বাইরে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতেন, কিন্তু যাকোব ছিলেন শান্ত স্বভাবের। তিনি বাড়ীতে থাকতেই ভালবাসতেন। ২৮ শিকার করা মাংস খাওয়ার দিকে ইস্‌হাকের একটা ঝোঁক ছিল বলে তিনি এষৌকে বেশী ভালবাসতেন, কিন্তু রিবিকা বেশী ভালবাসতেন যাকোবকে।

রিবিকার যমজ[৭৯] সন্তান ছিল, যেমনটি ঈশ্বর তাকে বলেছিলেন। সন্তানেরা একে অন্যের থেকে আলাদা ছিল। প্রথমে যে ছেলেটির জন্ম হল তার নাম ছিল এষৌ। তিনি লোমশ ছিলেন। ইব্রীয় ভাষায় এষৌ নামের অর্থ 'লোমশ'। এষৌ একজন খুব ভাল শিকারী[৮০] হয়ে উঠলেন। তিনি ইস্‌হাকের প্রিয়[৮১] পুত্র ছিলেন কারণ ইস্‌হাক মাংস খেতে পছন্দ করতেন। দ্বিতীয় যে ছেলেটি জন্মেছিল তার নাম ছিল যাকোব। যাকোব একজন শান্ত স্বভাবের মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠলেন যিনি বাসায় থাকতে ভালবাসতেন। রিবিকা এষৌর চেয়ে যাকোবকে বেশী ভালবাসতেন।

এষৌ প্রথমে জন্মেছিলেন। তাই ইস্‌হাক যখন মারা যাবেন, ইস্‌হাকের সবকিছুই এষৌ পাবে। তাকে ইস্‌হাকের সব কিছুই নিতে হত এবং পরিবারের প্রধান[৮২] হিসেবে ইস্‌হাকের জায়গায় তাকে দায়িত্ব নিতে হত। তখন এটাই ছিল স্বাভাবিক। এষৌ বড় সন্তান ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের গল্প আমাদের বলে ভিন্ন কিছু হয়েছিল।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

আদিপুস্তক ২৫:২৯-৩৪

২৯ একদিন যাকোব ডাল রান্না করছেন, এমন সময় এষৌ মাঠ থেকে ফিরে আসলেন। তখন তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ৩০ তিনি যাকোবকে বললেন, "আমি খুব ক্লান্ত। তোমার ঐ লাল জিনিস থেকে আমাকে কিছুটা খেতে দাও।" এই কথার জন্য এষৌর আর এক নাম হল ইদোম (যার মানে "লাল")। ৩১ যাকোব বললেন, "কিন্তু বড় ছেলে হিসাবে তোমার যে অধিকার সেটা আজ তুমি আমার কাছে বিক্রি কর।" ৩২ এষৌ বললেন, "দেখ, আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, বড় ছেলের অধিকার দিয়ে আমি কি করব?" ৩৩ যাকোব বললেন, "আগে তুমি আমার কাছে শপথ কর।" তখন এষৌ শপথ করে বড় ছেলের অধিকার যাকোবের কাছে বিক্রি করে দিলেন। ৩৪ যাকোব এর পর এষৌকে রুটি ও ডাল খেতে দিলেন, আর এষৌ খাওয়া-দাওয়া শেষ করে উঠে চলে গেলেন। এইভাবে এষৌ তাঁর বড় ছেলে হওয়ার অধিকারকে কোন দামই দিলেন না।

[৭৯] যমজ - দুটি সন্তান একই সময়ে জন্মগ্রহণ করে
[৮০] শিকারী - মাংস খাবার জন্য যে ব্যক্তি বাইরে পশু হত্যা করতে যায়
[৮১] প্রিয় - যাকে তিনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন
[৮২] প্রধান - নেতা

এষৌ মরুপ্রান্তর থেকে পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে এলেন। পরিশ্রান্ত মানে অনেক বেশি ক্লান্ত। এষৌ যাকোবকে তার রান্না করা খাবার থেকে কিছু খাবার তাকে দিতে বললেন। এটি ছিল লাল রংয়ের খাবার, সম্ভবত লাল ডাল[৮৩] দিয়ে বানানো কিছু। এষৌকে 'ইদোম' নামেও ডাকা হত যার মানে ইব্রীয় ভাষায় 'লাল'। যাকোব এষৌকে বললেন যে তিনি কিছু খাবার পেতে পারেন যদি তিনি আগে তার জন্য কিছু করেন। যাকোব এষৌকে তার জন্মাধিকার[৮৪] দিতে বললেন। এষৌ একটি প্রতিজ্ঞা করলেন। তখন এষৌ শপথ করে বড় ছেলের অধিকার যাকোবের কাছে বিক্রি করে দিলেন। তার মানে হল এষৌ একটি খুব শক্তিশালী প্রতিজ্ঞা করলেন যে তার জন্মাধিকার যাকোবকে দিবেন যদি যাকোব তাকে কিছু খাবার খেতে দেন। তারপর যাকোব যে খাবার খেতে দিয়েছিলেন তিনি তা খেলেন।

এষৌ খুব বড় বোকামি করেছিলেন। ঈশ্বরের গল্প বলে যে *এইভাবে এষৌ তার বড় ছেলে হওয়ার অধিকারকে কোন দামই দিলেন না*। অবজ্ঞা দেখানো মানে কোনো কিছু ঘৃণা করা অথবা ভাবা যে তোমার কাছে এর কোনো মূল্য নাই। ইস্হাকের মৃত্যুর পর এষৌ যা পেতে যাচ্ছিলেন সেইসব কিছু তিনি দিয়ে দিলেন। তিনি এটা করেছিলেন কেননা ঈশ্বর তার পরিবার সম্পর্কে যা বলেছিলেন তিনি তা বিশ্বাস করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন না ইস্হাকের পরিবারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পাবে। তিনি ভাবেননি যে প্রতিজ্ঞাত সেই জন এই পরিবারের মধ্য দিয়ে আসবেন। তাই এক বাটি খাবারের জন্য তিনি তার জন্মাধিকার ছেড়ে দিলেন। পরবর্তীতে, ঈশ্বরের গল্প এষৌকে 'অধার্মিক' বলে উল্লেখ করে।

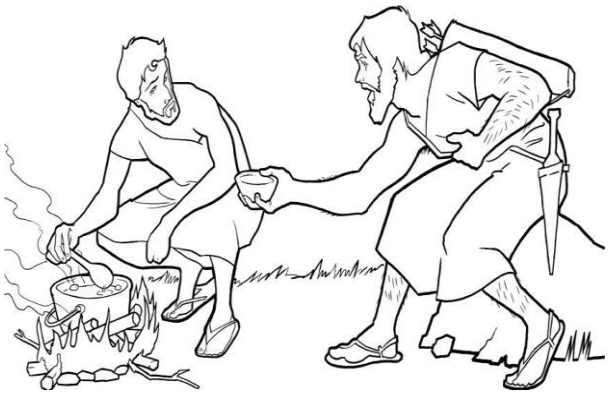

পর্ব ৯: ঈশ্বর যাকোবকে বেছে নিলেন। ঈশ্বর যাকোবের ছেলে যোষেফকে মিশরে পাঠালেন

যাকোব এষৌ থেকে ভিন্ন ছিলেন। ঈশ্বর যা বলেছিলেন তিনি তা বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি জানতেন তার ভাইয়ের জন্মাধিকার ছিল খুবই গুরুতপূর্ণ একটি বিষয়। ঈশ্বর যাকোবকে পরিবারের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। পরিবারের কর্তা হওয়া ছিল বিশেষ একটি স্থান। এটাই ছিল সেই পরিবার যেখানে প্রতিজ্ঞাত সেই ব্যক্তি জন্ম নিবেন। এই প্রতিজ্ঞাত ব্যক্তি ছিলেন সেই জন যিনি শয়তানকে পরাজিত করবেন। যিনি ভবিষ্যতে আসবেন সেই ব্যক্তির মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পাবে। যাকোবের পরিবারের জন্য ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা ছিল। তাই যাকোবকে পরিবারের কর্তা বানানোর জন্য ঈশ্বর একটা উপায় বের করলেন।

আদিপুস্তক ২৭:৪১-৪৪

৪১ যাকোব তাঁর বাবার কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন বলে এষৌ তাঁকে হিংসা
করতে লাগলেন। তিনি মনে মনে বললেন, "আমার বাবার জন্য শোক করবার দিন
ঘনিয়ে এসেছে। তার পরেই আমি আমার ভাই যাকোবকে খুন করব।" ৪২ রিবিকা তাঁর
বড় ছেলে এষৌর এই সব কথা জানতে পেরে লোক পাঠিয়ে ছোট ছেলে যাকোবকে

[৮৩] ডাল - ছোট দানা জাতীয় শস্য যা এক ধরনের উদ্ভিদ থেকে আসে এবং যা শুকানো যায় ও খাওয়া যায়

[৮৪] জন্মাধিকার - পিতার মৃত্যুর পর তার সমস্ত কিছু প্রথম পুত্র সন্তানের হবে; এমনকি পিতা বড় ছেলেকে আশীর্বাদ করে বলবে যে সে হবে পরিবারের কর্তা

ডেকে এনে বললেন, "শোন, তোমার ভাই এষৌ তোমাকে মেরে ফেলবার আশায় নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। ৪৩-৪৪ সেইজন্য বাবা আমার, তুমি আমার কথা শোন। তুমি হারণ শহরে আমার ভাই লাবনের কাছে পালিয়ে যাও আর তোমার ভাইয়ের রাগ না পড়া পর্যন্ত তাঁর কাছেই থাক।

বাক্য বলে যে এষৌ যাকোবকে ঘৃণা করতেন। এষৌ যাকোবকে তার জন্মাধিকার দিয়ে দিলেন। যখন ইস্হাক মারা গেলেন, তিনি যাকোবকে বড় ছেলের আশীর্বাদ দিয়েছিলেন। এষৌ তার বাবা ইস্হাকের মৃত্যুর পর পরই যাকোবকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। এষৌর যাকোবকে হত্যা করার পরিকল্পনাটি রিবিকা শুনেছিলেন, তাই তিনি যাকোবকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি যাকোবকে হারণে চলে যেতে বলেছিলেন। হারণ হল সেই শহর যেখানে অব্রাহাম বাস করতেন যা ছিল কনানে যাওয়ার পথে।

হারণে যাওযার পথে যাকোব বাইরে ঘুমানোর সময় একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন।

আদিপুস্তক ২৮:১০-১৬

১০ এদিকে যাকোব বের্-শেবা ছেড়ে হারণ শহরের দিকে যাত্রা করলেন। ১১ পথে এক জায়গায় বেলা ডুবে গেলে পর তিনি সেখানেই রাতটা কাটালেন। সেখানে কতগুলো পাথর পড়ে ছিল। যাকোব সেগুলোর একটা মাথার নীচে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। ১২ তিনি স্বপ্নে দেখলেন মাটির উপরে একটা সিঁড়ি দাঁড়িয়ে আছে এবং তার মাথাটা গিয়ে স্বর্গে ঠেকেছে। তিনি দেখলেন ঈশ্বরের দূতেরা তার উপর দিয়ে ওঠা-নামা করছেন, ১৩ আর সদাপ্রভু তার উপরে দাঁড়িয়ে বলছেন, "আমি সদাপ্রভু। আমি তোমার পূর্বপুরুষ অব্রাহামের ঈশ্বর এবং ইস্হাকেরও ঈশ্বর। তুমি যেখানে শুয়ে আছ সেই দেশ আমি তোমাকে এবং তোমার বংশের লোকদের দেব।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

১৪ তোমার বংশের লোকেরা পৃথিবীর ধূলিকণার মত অসংখ্য হবে। পূর্ব-পশ্চিমে এবং উত্তর-দক্ষিণে তোমার বংশ ছড়িয়ে পড়বে। পৃথিবীর সমস্ত জাতি তোমার ও তোমার বংশের মধ্য দিয়ে আশীর্বাদ পাবে। ১৫ আমি তোমার সংগে সংগে আছি; তুমি যেখানেই যাও না কেন আমি তোমাকে রক্ষা করব। এই দেশেই আবার আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনব। আমি তোমাকে যা বলেছি তা পূর্ণ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না।" ১৬ পরে যাকোব ঘুম থেকে উঠে বললেন, "তাহলে সদাপ্রভু নিশ্চয়ই এই জায়গায় আছেন অথচ আমি তা বুঝতে পারি নি।"

স্বপ্নে ঈশ্বর যাকোবের সাথে কথা বলছিলেন। তিনি যাকোবকে একটা সিঁড়ি দেখালেন। সিঁড়িটি মাটির উপর থেকে স্বর্গ[৮৫] পর্যন্ত ঠেকেছিল। ঈশ্বরের দূতেরা তার উপর ওঠা-নামা করছিলেন। তার স্বপ্নে যাকোব সিঁড়ি গুলো দেখলেন এবং তিনি শুনলেন সদাপ্রভু তার পরিবার নিয়ে কিছু বলছেন। সদাপ্রভু বললেন যাকোবের পরিবার বড় হবে এবং বিশাল জায়গায় ছড়িয়ে

[৮৫] স্বর্গ - ঈশ্বরের গল্প বলে, একটি সত্যিকার জায়গা যেখানে ঈশ্বর থাকেন

পড়বে। সদাপ্রভু বললেন পৃথিবীর সমস্ত পরিবার যাকোবের পরিবারের মধ্য দিয়ে আশীর্বাদ পাবে। ঈশ্বর সেই প্রতিজ্ঞাত ব্যক্তিকে নিয়ে আসার জন্য তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলছিলেন যিনি শয়তানকে পরাজিত করবেন। এই মানুষটি হবেন যাকোবের পরিবারের একটি অংশ যাকে ঈশ্বর পাঠাবেন। ঈশ্বর অব্রাহাম এবং ইস্হাককে পূর্বে যা বলেছিলেন যাকোবকেও সেই একই বিষয়ে বলছেন। ঈশ্বর যা করার পরিকল্পনা করেন তা কখনও ভুলে যান না। যদি ঈশ্বর কিছু করার পরিকল্পনা করেন তিনি সর্বদা তা করেন।

ঈশ্বর যাকোবকে একটি স্বপ্নের মাধ্যমে সেই সিঁড়িগুলো দেখিয়েছিলেন যা স্বর্গে গিয়ে ঠেকেছিল। ঈশ্বর যাকোবকে প্রতিজ্ঞাত ব্যক্তির সম্বন্ধে এমন কিছু বলতে চেয়েছিলেন যিনি তার পরিবারের মধ্য দিয়ে আসবেন। ঈশ্বর লোকদের জন্য তাঁর কাছে যাওয়া এবং তাঁর সাথে থাকার একটি পথ তৈরি করতে চলেছেন তাই তিনি পৃথিবী থেকে স্বর্গে ওঠার সিঁড়িগুলো দেখিয়েছিলেন।

যখন আদম এবং হবা ঈশ্বরের কথার অবাধ্য হয়েছিলেন, তখন তাদের এদন বাগান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় থেকে যতজন জন্মেছিল প্রত্যেককেই বাগানের বাইরে জন্মগ্রহণ করেছিল। তখন থেকে মানুষ পাপ এবং মৃত্যুর জগতে জন্মগ্রহণ করতে লাগল। এখনও মানুষ পাপ এবং মৃত্যুর জগতে জন্মগ্রহণ করছে। শয়তান, পাপ এবং মৃত্যু নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

ঈশ্বর যেভাবে বলেছিলেন, যাকোবের সময়ে লোকেরা কেবলমাত্র পশু হত্যার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আসতে পারত। এটা এমনই একটা বিষয় হয়ে দাঁড়াল যে তাদেরকে বার বার এটা করে যেতে হত। শয়তান, পাপ এবং মুত্যুর কারণে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যেত, তাই তাদের বার বার পশু হত্যা করে যেতে হত। কিন্তু ঈশ্বর একটি পথ তৈরি করতে চাইলেন যাতে লোকেরা স্বাধীনভাবে তাঁর কাছে আসতে পারে। তিনি সারাজীবন মানুষের সাথে থাকতে চান। ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসেন এবং তিনি চান না মানুষ যেন পাপের কারণে তাঁর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়।

পর্ব ৯: ঈশ্বর যাকোবকে বেছে নিলেন। ঈশ্বর যাকোবের ছেলে যোষেফকে মিশরে পাঠালেন

তাই ঈশ্বর যাকোবকে স্বপ্নে বললেন, তিনি লোকদের জন্য তাঁর কাছে আসার একটি চিরস্থায়ী পথ তৈরি করতে যাচ্ছেন। তাঁর সাথে থাকবার জন্য তারা তাঁর কাছে স্বাধীনভাবে আসতে পারবে। ঈশ্বর যাকোবকে দেখিয়েছিলেন, যাকোবের পরিবারের মাধ্যমে যিনি আসবেন তিনি শয়তানকে পরাজিত করবেন। ঈশ্বরের কাছে স্বাধীনভাবে যাওয়ার জন্য এই লোকটি মানুষের জন্য একটি পথ তৈরি করবেন।

আদিপুস্তক ২৯ থেকে ৩৫ অধ্যায়ে, ঈশ্বরের গল্প আমাদের বলে যাকোব উত্তর মেসোপটেমিয়ায় গেলেন। তিনি তার পরিবারের জন্য সেই জায়গায় ২০ বছর থেকে গেলেন। যখন তিনি সেখানে ছিলেন, তিনি লেয়া এবং রাহেল নামে দুই বোনকে বিয়ে করলেন। যাকোব এবং তার পরিবার কনানে ফিরে গেলেন। ফিরে আসবার সময়, ঈশ্বর যাকোবকে একটি নতুন নাম দিলেন, ইস্রায়েল।

আদিপুস্তক ৩৫:৯-১২

৯-১০ যাকোব পদ্দন-অরাম থেকে চলে আসবার পর ঈশ্বর আবার তাঁকে দেখা দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, "তোমার নাম ছিল যাকোব, কিন্তু তোমাকে আর যাকোব বলে ডাকা হবে না; তোমার নাম হবে ইস্রায়েল।" এই বলে তিনি তাঁর নাম দিলেন ইস্রায়েল। ১১ ঈশ্বর তাঁকে আরও বললেন, "আমিই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। তুমি অনেক সন্তানের পিতা হয়ে সংখ্যায় বেড়ে ওঠো। তোমার মধ্য থেকেই একটা জাতি গড়ে উঠবে, আর গড়ে উঠবে একটা বহু গোষ্ঠীর জাতি। তোমার বংশে অনেক রাজার জন্ম হবে। ১২ যে দেশ আমি অব্রাহাম আর ইস্হাককে দিয়েছিলাম সেই দেশ আমি তোমাকে দেব। সেই দেশ আমি তোমার পরে তোমার বংশের লোকদের দেব।"

ঈশ্বরের গল্পে মাঝেমধ্যে যাকোব নামটি ব্যবহার করা হয় এবং কখনও ইস্রায়েল নামটি ব্যবহার করা হয়। মাঝেমধ্যে এই নামটি ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, এবং কখনও তার পুরো পরিবারকে বোঝাতে এই নামটি ব্যবহৃত হয়। ইস্রায়েলের ১২জন ছেলে ছিল। ইস্রায়েল তার ছেলে ও পরিবার নিয়ে কনানে বসবাস করতেন। ঈশ্বর যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি ইস্রায়েলের পরিবার বড় থেকে আরও বড় হতে লাগল। ইস্রায়েলের ছেলেদের মধ্যে একজনের নাম ছিল যোষেফ।

আদিপুস্তক ৩৭:৩,৪

৩ বুড়ো বয়সের সন্তান বলে যোষেফকে ইস্রায়েল তাঁর অন্য ছেলেদের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন। তিনি তাঁকে একটা পুরো হাতার লম্বা জামা বানিয়ে দিয়েছিলেন। ৪ ভাইয়েরা যখন বুঝল যে, বাবা তাদের চেয়ে যোষেফকেই বেশী ভালবাসেন তখন তারা তাঁকে হিংসা করতে লাগল। তারা কোন কথাই তাঁর সংগে ভাল মনে বলতে পারত না।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

ঈশ্বরের গল্প যোষেফ সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু বলে। তিনি ছিলেন যাকোবের প্রিয় ছেলে। যোষেফের ভাইয়েরা তাকে ঘৃণা করত। যোষেফ ঈশ্বরের কথা শুনতেন এবং তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পরবর্তীতে, ঈশ্বরের গল্প বলে যে ঈশ্বরের প্রতি যোষেফের অগাধ বিশ্বাস ছিল। ঈশ্বরের গল্প আমাদের যোষেফের জীবন সম্পর্কে বলে। আপনি আদিপুস্তক ৩৭ থেকে ৪৭ অধ্যায়ে তার জীবনের গল্প পড়ে দেখতে পারেন। এখন থেকে আমরা গল্পের মূল বিষয়ের মধ্য দিয়ে যাব। আপনি পরে আপনার বাইবেল থেকে সম্পুর্ণ গল্পটি পড়ে দেখতে পারেন।

আদিপুস্তক ৩৭:৫-১১

যোষেফ একজন রাখাল ছিলেন। তিনি বেশ কিছু স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে তার ভাইয়েরা তাকে প্রণাম করছে। তার ভাইয়েরা এই স্বপ্নগুলোর জন্য তাকে ঘৃণা করত। স্বপ্নে ঈশ্বর যোষেফকে দেখিয়েছিলেন যে তার পরিবারে তিনিই হবেন সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি।

আদিপুস্তক ৩৭:১২-৩৬

যোষেফের ভাইয়েরা তাকে ঘৃণা করত এবং তাকে মেরে ফেলতে চাইত। একদিন তারা কিছু লোককে অন্য দেশ থেকে যেতে দেখল এবং তখনই তারা যোষেফকে দাস হিসাবে তাদের কাছে বিক্রি করে দিল। এই লোকেরা মিশরে জিনিস বিক্রি করতে যাচ্ছিল। তারা যোষেফকে তাদের সাথে মিশরে নিয়ে গেল। তারা সেখানে পৌছালে পর পোটীফর নামক এক ব্যক্তির কাছে তারা যোষেফকে বিক্রি করে দিল। পোটীফর মিশরের রাজার জন্য কাজ করতেন। মিশরের সমস্ত রাজাদের 'ফরৌণ' বলা হত। যোষেফের ভাইয়েরা তার জামায় ছাগলের রক্ত লাগিয়ে তা তাদের বাবাকে দেখাল। তারা যাকোবকে বোঝাতে চেয়েছিল যে যোষেফ বন্য পশুর আক্রমণে মারা গেছে।

আদিপুস্তক ৩৯:১-৬

যোষেফ পোটীফরের জন্য কাজ করতেন। পোটীফর ফরৌণের পাহারাদারদের প্রধান ছিলেন। ঈশ্বর বলেছিলেন তিনি যোষেফের সাথে ছিলেন এবং তাকে সাহায্য করছিলেন। ঈশ্বর যোষেফকে সাহায্য করতেন। তাকে পোটীফরের বাড়ির এবং তার যা কিছু ছিল তার সমস্ত কিছুর দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

আদিপুস্তক ৩৯:৭-২০

পোটীফরের স্ত্রী যোষেফের সাথে যৌন সম্পর্ক করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যোষেফ তার কথা শোনেন নি। তিনি এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করতে চান নি। পোটীফরের স্ত্রী তার স্বামীকে বললেন, যোষেফ তাকে ধর্ষণ[৮৬] করতে চেয়েছিলেন। পোটীফর তার স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করলেন এবং তাই যোষেফকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিলেন।

পর্ব ৯: ঈশ্বর যাকোবকে বেছে নিলেন। ঈশ্বর যাকোবের ছেলে যোষেফকে মিশরে পাঠালেন

আদিপুস্তক ৩৯:২১-২৩

সদাপ্রভু জেলখানায় যোষেফের সাথে ছিলেন। তিনি যোষেফকে সাহায্য করছিলেন। তিনি দেখালেন যে তিনি যোষেফকে ভালবাসেন এবং তিনি তার দেখাশোনা করে আসছেন। যোষেফকে জেলখানার কয়েদীদের প্রধান হিসাবে রাখা হয়েছিল।

আদিপুস্তক ৪০:১-২৩

ঈশ্বর লোকদের স্বপ্নের মানে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যোষেফকে সাহায্য করছিলেন। তিনি যোষেফকে জেলখানার দুইজন লোকের স্বপ্নের মানে বলে দেওয়ার জন্য সাহায্য করছিলেন। এই দুইজন লোক ফরৌণের হয়ে কাজ করত। যোষেফ তাদের স্বপ্নের মানে বলে দিলেন। তাদের একজন জেলখানা থেকে ছাড়া পেল এবং অপরজনকে মেরে ফেলা হল। এটাই ঘটবে বলে যোষেফ তাদের বলেছিলেন।

[৮৬] ৮৬. ধর্ষণ - অনিচ্ছার পরও যৌন সম্পর্ক করার জন্য কাউকে জোর করা

আদিপুস্তক ৪১:১-১৩

দুই বছর পর, ফরৌণ দুইটি স্বপ্ন দেখলেন। তিনি এই স্বপ্নগুলো নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন এবং সেইগুলোর মানে জানতে চাইলেন। তিনি অনেককে জিজ্ঞাসা করলেন এই স্বপ্নের মানে কি হতে পারে, কিন্তু তারা কেউই বলতে পারল না। যে লোকটি জেলখানা থেকে ছাড়া পেল সে ফরৌণকে যোষেফের সম্পর্কে বলেছিল। সে বলল যোষেফ ফরৌণের স্বপ্নের মানে বলে দিতে পারবে।

আদিপুস্তক ৪১:১৪-৩২

ফরৌণ যোষেফকে ডাকলেন এবং তাকে সাহায্য করতে বললেন। যোষেফকে জেলখানা থেকে বেড় করে আনা হল এবং ফরৌণের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। যোষেফ ফরৌণকে বললেন, তার স্বপ্নের মানে বলে দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র ঈশ্বরই সাহায্য করতে পারেন। ফরৌণ যোষেফকে তার স্বপ্ন বললেন। প্রথম স্বপ্নটি ছিল সাতটি রোগা গরু সাতটি মোটা গরুকে খেয়ে ফেলল। দ্বিতীয় স্বপ্নটি ছিল সাতটি অপুষ্ট শীষ সাতটি পুষ্ট শীষ গিলে ফেলল।

যোষেফ ফরৌণকে বলেছিলেন যে, স্বপ্নের মানে জানার জন্য ঈশ্বর তাকে সাহায্য করেছিলেন। মিশরে সাতটি ভাল বছর আসবে। এই বছরগুলোতে অনেক ফসল জন্মাবে। তারপর সাতটি খারাপ বছর আসবে। এই বছরগুলোতে কোনো ফসল জন্মাবে না।

আদিপুস্তক ৪১:৩৩-৩৬

যোষেফ বললেন কোনো একজনকে মিশরের খাবারের দায়িত্বে রাখতে হবে। যোষেফ বললেন এই ভাল বছরগুলোতে সেই ব্যক্তি খাবার সংগ্রহ করবে এবং তা সংরক্ষণ করবে। তারপর খারাপ বছরগুলোতে সেই খাবার খেতে পারবে।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

আদিপুস্তক ৪১:৩৭-৪৬

ফরৌণ দেখলেন যে যোষেফ ছিলেন খুব বুদ্ধিমান এবং ঈশ্বর তার সাথে ছিলেন। তাই ফরৌণ যোষেফকে মিশরের সমস্ত খাদ্যের দায়িত্ব দিলেন। একমাত্র ফরৌণই ছিল যোষেফের থেকে ঊর্ধ্বতন। যোষেফ মিশরের অন্য সকলের দায়িত্বে ছিলেন।

আদিপুস্তক ৪১:৪৭-৫৭

ঈশ্বর যেভাবে বলেছিলেন ঠিক সেইভাবেই সেখানে সাতটি ভাল বছর এবং সাতটি খারাপ বছর এসেছিল ভাল বছর গুলোতে যোষেফ খাদ্য সংগ্রহ করে রাখলেন। তিনি বিপুল পরিমাণ খাদ্য মজুত করেছিলেন। তারপর, খারাপ বছরগুলোতে তিনি সেই খাদ্য বিতরণ করতে লাগলেন। মিশরের আশেপাশের দেশগুলোতেও খাদ্যেও প্রয়োজন

ছিল। তাই ওই সমস্ত দেশগুলো থেকে লোকেরা মিশরে খাদ্য কিনবার জন্য এসেছিল। কনান দেশের লোকদেরও খাদ্যের প্রয়োজন দেখা দিল।

আদিপুস্তক ৪২:১-৩৮

যোষেফের বাবা যাকোব এবং তার ভাইয়েরা কনানে বাস করত যা কারণে তারাও ক্ষুধার্ত ছিল। যাকোব খাদ্য কেনার জন্য তার দশজন সন্তানকে মিশরে পাঠালেন । যোষেফের ভাইয়েরা মিশরে যোষেফের কাছে খাদ্য কিনতে এসেছিল। তারা জানত না যোষেফ তাদের ভাই ছিলেন। তারা ভেবেছিল তিনি শুধুমাত্র মিশরের একজন মানুষ। কিন্তু যোষেফ জানতেন যে তারা তার ভাই ছিল। যোষেফের ভাইয়েরা আসল এবং তাকে প্রণাম জানাল। তারা তাকে প্রণাম জানাল ঠিক যেমনটি ঈশ্বর যোষেফকে অনেক বছর আগে স্বপ্নের মাধ্যমে বলেছিলেন এমনটি হবে।

যোষেফ তার ভাইদের বললেন কনানে ফিরে গিয়ে যে ভাইকে তারা রেখে এসেছিল তাকে নিয়ে আসতে। তিনি আরও বললেন তাদের বাবা এবং পুরো পরিবারকে নিয়ে আসতে। যোষেফ চেয়েছিলেন তারা মিশরে নিরাপদে থাকুক এবং যেন তারা খাবার পায়।

আদিপুস্তক ৪৩-৪৫

তাই যোষেফের ভাইয়েরা কনানে ফিরে গেল। তারপর তারা তাদের অন্য ভাইকে নিয়ে আবার মিশরে ফিরে আসল ।কিছুক্ষণ পর, যোষেফ তাদের বললেন তিনি কে। তিনি তাদের বললেন তিনিই সেই ভাই যাকে তারা অনেক বছর আগে দাস হিসাবে বিক্রি করে দিয়েছিল। তারা ভাবল তিনি হয়ত তাদের সাথে রাগ করবেন। কিন্তু যোষেফ তাদের বললেন যে ঈশ্বরই এই সব কিছু পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। ঈশ্বর তাদের পরিবার দেখাশোনা করে আসছিলেন। যোষেফের পরিবার এসেছে দেখে ফৌরণ খুশি হলেন। তিনি যোষেফকে বললেন তার বাবাকে মিশরে নিয়ে আসতে। ফরৌণ তাদের লোকদের, পশুপাখি এবং সমস্ত কিছু নিয়ে মিশরে আসতে সাহায্য করলেন।

পর্ব ৯: ঈশ্বর যাকোবকে বেছে নিলেন। ঈশ্বর যাকোবের ছেলে যোষেফকে মিশরে পাঠালেন

আদিপুস্তক ৪৬:১-৩৩

ঈশ্বর স্বপ্নে যাকোবের সাথে কথা বলেছিলেন। তিনি যাকোবকে মিশরে যেতে বলেছিলেন। ঈশ্বর বলেছিলেন যে তিনি যাকোবের পরিবারের মধ্য দিয়ে একটি মহান জাতি সৃষ্টি করবেন। তাই যাকোব (ইস্রায়েল নামেও পরিচিত) এবং তার বিশাল পরিবার মিশরে গেলেন। তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। তারা ''ইস্রায়েলের সন্তান" নামে পরিচিত ছিল। যাকোবের বারো ছেলের প্রত্যেকেই একটি পরিবারের প্রধান হবে যা এক একটি গোষ্ঠীতে[৮৭] পরিণত হবে। এভাবে ইস্রায়েলের সন্তানেরা বারোটি গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল। তাদের নামগুলো আদিপুস্তক ৪৬:৮-২৬ পদে লেখা আছে।

[৮৭] গোষ্ঠী - একদল লোক যারা একই ভাষা এবং সংস্কৃতি ভাগ করে নেয় এবং একই পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে আসে

আমরা দেখতে পারি যে ঈশ্বর যাকোবের পরিবারকে দেখাশোনা করছিলেন। ঈশ্বরের যোষেফের জীবনের মধ্য দিয়ে তার পরিবারকে যত্ন নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। আপনাদের কি মনে আছে ঈশ্বর যাকোবের দাদু অব্রাহামের কাছে একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? ঈশ্বর বলেছিলেন, তার বংশধরেরা বিদেশে চলে যাবে যেখানে তারা অপরিচিত হিসাবে থাকবে। আদিপুস্তক ১৫ অধ্যায়ে ঈশ্বর এভাবেই বর্ণনা করেছিলেন।

আদিপুস্তক ১৫:১২-১৬

১২ যখন সূর্য ডুবে যাচ্ছিল তখন অব্রাম ঘুমিয়ে পড়লেন। গভীর ঘুমের মধ্যে একটা
ভয়ংকর অন্ধকার তাঁর উপর নেমে আসল। ১৩ তখন সদাপ্রভু তাঁকে বললেন, "তুমি
এই কথা নিশ্চয় করে জেনো, তোমার বংশের লোকেরা এমন একটা দেশে গিয়ে বাস
করবে যা তাদের নিজেদের নয়। সেখানে তারা অন্যদের দাস হয়ে চারশো বছর পর্যন্ত
অত্যাচার ভোগ করবে। ১৪ কিন্তু যে জাতি তাদের দাস করে রাখবে সেই জাতিকে
আমি শাস্তি দেব। পরে তারা অনেক ধন-দৌলৎ নিয়ে সেই দেশ থেকে বের হয়ে
আসবে। ১৫ তবে তার আগেই তুমি অনেক বয়সে শান্তিতে মারা গিয়ে কবর পাবে এবং
তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যাবে। ১৬ কিন্তু তোমার বংশের চতুর্থ পুরুষের
লোকেরা এখানে ফিরে আসবে, কারণ পাপ করতে করতে ইমোরীয়েরা এখনও এমন
অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায় নি যার জন্য আমাকে তাদের শাস্তি দিতে হবে।"

ঈশ্বরের পরিকল্পনা যেমন তিনি বলেছিলেন ঠিক তেমনই ঘটছিল। যাকোবের পরিবার এখন ভিন্ন দেশে অর্থাৎ মিশরে বসবাস করছে। সত্যিকারের মানুষদের জীবন দ্বারা ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল এমন একজন ব্যক্তিকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা যিনি শয়তানকে পরাজিত করবেন। তিনি চেয়েছিলেন যেন এই ব্যক্তি শয়তানকে পরাজিত করেন এবং একটি চিরস্থায়ী[৮৮] ব্যবস্থা করেন যাতে লোকেরা ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন এই ব্যক্তি যাকোবের পরিবারের মধ্য দিয়ে আসবেন। ঈশ্বর এই পরিকল্পনা করেছিলেন কারণ তিনি লোকদের ভালবাসতেন এবং তিনি চান তারা যেন তাঁকে জানে এবং ভালবাসে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

আপনি আদিপুস্তক ৩৭ থেকে ৪৬ অধ্যায়ে যোষেফের জীবনী সম্পর্কে নিজেই পড়ে দেখতে পারেন। যখন আপনি পড়বেন, ঈশ্বরের পরিকল্পনার কথা ভাবুন। তখনকার লোকেরা ছিল আমার এবং আপনার মত সাধারণ মানুষ। কিন্তু ঈশ্বর তাদের জীবনের মধ্য দিয়ে তাঁর উদ্ধারের পরিকল্পনা করেছেন।

[৮৮] চিরস্থায়ী - এমনকিছু যা চিরদিন থাকে

১. এষৌ এবং যাকোব সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তি ছিলেন। তারা কিভাবে আলাদা ছিলেন?

২. হারণে যাবার পথে ঈশ্বর যাকোবকে স্বপ্নে সিঁড়ির মাধ্যমে কি বলতে চেয়েছিলেন?

৩. অব্রাহাম, ইস্হাক, যাকোব ও যোষেফের সঙ্গে যা ঘটেছিল তা নিয়ে ভাবুন। ঈশ্বর সম্পর্কে এবং তিনি কিভাবে লোকদের জীবনে কাজ করেন সেই বিষয়ে কি বলে?

পর্ব ১০

ঈশ্বর মিশরে

দশটি বিপর্যয় পাঠালেন

আমরা আবার যাত্রাপুস্তকে ঈশ্বরের গল্প পড়া শুরু করব। যাকোবের পরিবার কয়েক প্রজন্ম ধরে মিশরে বসবার করে আসছিল। ততদিনে তাদের পরিবার অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল। সেখানে যাকোবের হাজার হাজার বংশধর ছিল। গোষ্ঠী হিসাবে তারা অনেক ধনী এবং শক্তিশালী ছিল। তারা সবাই ইব্রীয় ভাষায় কথা বলতেন। তারা একমাত্র সত্য সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকেই উপাসনা করতেন।

যাত্রাপুস্তক ১:৬-২২

৬ পরে যোষেফ, তাঁর ভাইয়েরা এবং তাঁদের সময়কার সবাই মারা গেলেন। ৭ কিন্তু ইস্রায়েলীয়দের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা কম ছিল না; তারা সংখ্যায় বেড়ে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং খুব শক্তিশালী হয়ে উঠল, আর তাদের দিয়ে মিসর দেশটা ভরে গেল। ৮ পরে এক সময় মিসর দেশের সমস্ত ক্ষমতা এমন একজন নতুন রাজার হাতে গেল যিনি যোষেফের বিষয় কিছুই জানতেন না। ৯ তিনি তাঁর প্রজাদের বললেন, "দেখ, ইস্রায়েলীয়েরা আমাদের চেয়ে সংখ্যায় এবং শক্তিতে বেড়ে উঠেছে। ১০ তাদের সংখ্যা যেন আর বাড়তে না পারে সেইজন্য এস, আমরা তাদের সংগে কৌশল খাটিয়ে চলি; তা না হলে যুদ্ধের সময়ে তারা হয়তো আমাদের শত্রুদের সংগে হাত মিলিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং পরে দেশ ছেড়ে চলে যাবে।"

তাঁর গল্প: উদ্ধার

১১তাই কঠিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলীয়দের উপর অত্যাচার করবার উদ্দেশ্যে মিসরীয়েরা তাদের উপর সর্দার নিযুক্ত করল। ফরৌণের শস্য মজুদ করবার জন্য ইস্রায়েলীয়েরা পিথোম ও রামিষেষ নামে দু'টা শহর তৈরী করল। ১২ কিন্তু তাদের উপর যতই অত্যাচার করা হল ততই তারা সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে দেশের সব দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এতেইস্রায়েলীয়দের দরুন মিসরীয়দের মনে খুব ভয় হল। ১৩ তারা তাদের আরও কঠিন পরিশ্রম করতে বাধ্য করল। ১৪ ক্ষেতের অন্য সব কাজের সংগে তারা তাদের উপর চুনসুরকি আর ইটের কাজের কঠিন পরিশ্রমও চাপিয়ে দিল

এবং তাদের জীবন তেতো করে তুলল। এই সব কঠিন কাজকরাতে গিয়ে মিসরীয়েরা তাদের প্রতি খুব নিষ্ঠুর ব্যবহার করত। ১৫ এছাড়া শিফ্রা ও পূয়া নামে দু'জন ইব্রীয়, অর্থাৎ ইস্রায়েলীয় ধাইকে মিসরের রাজা বলে দিলেন, ১৬ "সন্তান প্রসব করবার সময় ইব্রীয় স্ত্রীলোকদের সাহায্য করতে গিয়ে তোমরা ভাল করে লক্ষ্য করবে তাদের সন্তানেরা ছেলে না মেয়ে; ছেলে হলে তাদের মেরে ফেলবে আর মেয়ে হলে বাঁচিয়ে রাখবে।" ১৭ কিন্তু সেই ধাইয়েরা ঈশ্বরকে ভয় করে চলত। তাই মিসরের রাজার আদেশ মত কাজ না করে তারা ছেলেদেরও বাঁচিয়ে রাখতে লাগল। ১৮ তখন রাজা সেই ধাইদের ডাকিয়ে এনে বললেন, "কেন তোমরা এই কাজ করছ? ছেলেদের বাঁচিয়ে রাখছ কেন?" ১৯ উত্তরে তারা ফরৌণকে বলল, "ইব্রীয় স্ত্রীলোকেরা মিসরীয় স্ত্রীলোকদের মত নয়। তাদের শক্তি এত বেশী যে, ধাই তাদের কাছে পৌঁছাবার আগেই তাদের সন্তান হয়ে যায়।" ২০ ঈশ্বর সেই ধাইদের মংগল করলেন। ইস্রায়েলীয়দের লোকসংখ্যা বাড়তেই থাকল এবং তারা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠল। ২১ সেই ধাইয়েরা ঈশ্বরকে ভক্তি করত বলে তিনি তাদের সন্তানদের দিয়ে বংশ গড়েতুললেন। ২২ পরে ফরৌণ তাঁর প্রজাদের উপর এই আদেশ জারি করলেন, "ইব্রীয়দের মধ্যে কোন ছেলের জন্ম হলে তোমরা তাকে নীল নদীতে ফেলে দেবে, কিন্তু মেয়েদের সবাইকে বাঁচিয়ে রাখবে।"

মিশরের রাজা ফরৌণ তখন ইস্রায়েলীয়দের ভয় করতেন। তিনি ভাবলেন মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য তারা কোনো শত্রু জাতিকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু মিশরের বিল্ডিং এবং চাষাবাদের জন্য তারও তাদেরকে প্রয়োজন ছিল। সুতরাং ফরৌণ ইস্রায়েলীয়দের ক্রীতদাস হিসাবে রাখার এবং তাদের সাথে খুব খারাপ আচরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি চাননি তারা যেন মিশরের বিরুদ্ধে যায়, তাই তিনি তাদের দুর্বল করবার চেষ্টা করছেন। ঈশ্বরের গল্প বলে তাদের জীবন তেতো[৮৯] করে তোলা হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের দেখাশোনা করতেন। আরও অনেক শিশু জন্ম নিল এবং ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। সুতরাং ফরৌণ সিদ্ধান্ত নিলেন, সমস্ত ইব্রীয় নবজাতক ছেলেদের অবশ্যই নীল নদীতে ফেলে দিতে হবে।

পর্ব ১০: ঈশ্বর মিশরে দশটি বিপর্যয় পাঠালেন

ঈশ্বরের শত্রু শয়তান ফরৌণকে পরিচালনা করছিল। সে ঈশ্বরের লোকদের ধ্বংস করতে চেয়েছিল। শয়তান চায় না যাকোবের পরিবার- ইস্রায়েল জাতি- বেঁচে থাকুক। ঈশ্বর বলেছিলেন, শয়তানকে পরাজিত করার জন্য এই জাতি থেকে একজন মানুষ আসবেন এবং তিনি পৃথিবী ও লোকদের উপর থেকে তার ক্ষমতা কেড়ে নিতে আসবেন। আমরা নিশ্চিত যে শয়তান ঈশ্বরের পরিকল্পনা বন্ধ করতে চেয়েছিল।

ঈশ্বর জানতেন শয়তান কি করতে চেষ্টা করছিল এবং ইস্রায়েলীয় সন্তানদের উপর কি ঘটতে যাচ্ছিল। অনেক বছর আগে, ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন যে তার বংশধরেরা অন্য দেশে ক্রীতদাস হয়ে থাকবে। ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসেন এবং তিনি

[৮৯] তেতো - খুবই কঠিন এবং দুঃখজনক

চান না যে তারা কষ্টভোগ[৯০] করুক। তিনি দয়া দেখাতে এবং দয়ালু হতে ভালবাসেন। তিনি এমন লোকদের কাছে যান এবং এমন লোকদের উদ্ধার করেন যারা স্বীকার করে যে তাদের তাঁকে প্রয়োজন। ঈশ্বর মানুষকে উদ্ধার করার যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা শয়তানকে বন্ধ করতে দেবেন না। সুতরাং ইস্রায়েলীয়দের রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা ছিল।

যাত্রাপুস্তক ২:১-১০

১ এই সময়ে লেবির গোষ্ঠীর একজন লোক একই গোষ্ঠীর একটি মেয়েকে বিয়ে
করলেন। ২ মেয়েটি গর্ভবতী হলেন এবং তাঁর একটি ছেলে হল। ছেলেটি দেখতে খুব
সুন্দর ছিল। সেইজন্য তার মা তাকে তিন মাস পর্যন্ত লুকিয়ে রাখলেন। ৩ কিন্তু যখন
তাকে আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব হল না তখন তিনি নল দিয়ে বোনা একটা টুকরি নিয়ে
তাতে মেটে তেল ও আলকাতরা লেপে দিলেন আর ছেলেটিকে তার মধ্যে শুইয়ে সেটা
নীল নদীর পারে জলের মধ্যে একটা নলবনে রেখে আসলেন। ৪ ছেলেটির দশা কি হয়
তা দেখবার জন্য তার বোন সেখান থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। ৫ কিছুক্ষণ পরে
ফরৌণের মেয়ে নদীতে স্নান করতে আসলেন। তাঁর দাসীরা তখন নদীর পারে
ঘোরাফেরা করছিল। এমন সময় তিনি নলবনের মধ্যে সেই টুকরিটা দেখতে পেয়ে
সেটা তাঁর কাছে নিয়ে আসবার জন্য একজন দাসীকে পাঠিয়ে দিলেন। ৬ সেটা খুলে
তিনি আশ্চর্য হয়েদেখলেন একটা ছেলে তার মধ্যে কাঁদছে। ছেলেটির উপর
রাজকন্যার খুব মায়া হল। তিনি বললেন, "এটি ইব্রীয়দের কোন ছেলে।" ৭ তখন
ছেলেটির বোন এসে ফরৌণের মেয়েকে বলল, "আমি কি আপনার জন্য একজন
ইব্রীয় স্ত্রীলোক ডেকে আনব, যে একে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবে? " ৮ তিনি বললেন,
"হ্যাঁ, যাও।" তখন মেয়েটি গিয়ে ছেলেটির মাকেই ডেকে আনল। ৯ ফরৌণের মেয়ে

তাঁর গল্প: উদ্ধার

তাঁকে বললেন, "এই ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে আমার হয়ে তোমার বুকের দুধ খাইয়ে
লালন-পালন কর। এর জন্য আমি তোমাকে বেতন দেব।" তখন সেই স্ত্রীলোকটি
ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে দুধ খাইয়ে তাকে লালন-পালন করতে লাগলেন। ১০ ছেলেটি
একটু বড় হলে পর স্ত্রীলোকটি তাকে ফরৌণের মেয়ের কাছে নিয়ে গেলেন, আর তিনি
তাকে নিজের ছেলে হিসাবে গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, "ওকে আমি জল থেকে
তুলে এনেছি।" সেইজন্য তিনি তার নাম দিলেন মোশি।

[৯০] কষ্টভোগ - আপনার সাথে খারাপ বা বেদনাদায়ক বা ক্ষতিকারক কিছু ঘটা

ইস্রায়েলীয় লেবি গোষ্ঠীর এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর একটি পুত্র সন্তান হয়েছিল। যদি তাকে পাওয়া যেত, তাহলে মিশরীয়রা তাকেও নীল নদে ফেলে দিত। তাই তিন মাসের জন্য তার মা তাকে লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর তিনি তাকে একটি ঝুড়িতে রেখে নীল নদীর পাড়ে জলের মধ্যে একটি নলবনে রেখে আসলেন। তিনি ঝুড়িটি এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যাতে পানি ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।

ফরৌণের মেয়ে নদীতে গোসল করতে গেলেন। তিনি সেই ঝুড়িতে শিশুটিকে খুঁজে পেলেন এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তার নাম রাখলেন ''মোশি" এবং পরে তাকে তার নিজের সন্তান হিসাবে দত্তক[৯১] নিলেন। মোশি বেড়ে উঠতে লাগলেন এবং মিশরে খুব ভাল শিক্ষা[৯২] লাভ করলেন।

ঈশ্বর মোশিকে প্রস্তুত[৯৩] করছিলেন। তিনি মোশির মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধারের পরিকল্পনা চালিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বর বিভিন্ন লোককে গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেন। তাঁর কাজ করানোর জন্য তিনি তাদের প্রস্তুত[৯৪] করেন। তিনি চান লোকেরা যেন তাঁর উদ্ধার পরিকল্পনার অংশীদার হয়। তিনি মোশিকে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করাতে চেয়েছিলেন এবং তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যে মোশি এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

যাত্রাপুস্তক ২:১১-১৪,২৩

১১ পরে বড় হয়ে মোশি একদিন তাঁর নিজের জাতির লোকদের সংগে দেখা করতে
গিয়ে দেখলেন, কি ভীষণ পরিশ্রম তাদের করতে হচ্ছে। তাঁর চোখে পড়ল যে, তাঁর
নিজের ইব্রীয় জাতির একজন লোককে একজন মিসরীয় মারধর করছে। ১২ তিনি
এদিক ওদিক তাকিয়ে আশেপাশে কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি সেই
মিসরীয়কে মেরে ফেলে বালি চাপা দিয়ে রাখলেন। ১৩ পরদিন তিনি আবার বাইরে
গিয়ে দু'জন ইব্রীয়কে মারামারি করতে দেখলেন। যে দোষী তাকে তিনি বললেন, "কেন
তুমি তোমার ভাইকে মারছ? " ১৪ লোকটি বলল, "কে তোমাকে আমাদের নেতা ও
শাসনকর্তা করেছে? সেই মিসরীয়ের মত আমাকেও মেরে ফেলতে চাও নাকি?".....

পর্ব ১০: ঈশ্বর মিশরে দশটি বিপর্যয় পাঠালেন

.....২৩ এর অনেক দিন পরে মিসরের রাজা মারা গেলেন। এদিকে ইস্রায়েলীয়েরা
তাদের গোলামীর দরুন কাতর হয়ে হাহাকার করতে লাগল। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার
পাবার জন্য তাদের এই কান্না উপরে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে পৌঁছাল।

মোশি তার লোকদের সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। তারা যেখানে বসবাস করতেন এবং কাজ করতেন মোশি সেইসব জায়গা ঘুরে দেখলেন। একদিন তিনি দেখলেন এক মিশরীয় একজন ইব্রীয়কে মারছিল। তাই তিনি সেই মিশরীয়কে মেরে ফেললেন এবং তাকে কবর দিলেন। মোশি যা করেছিলেন ফরৌণ তা শুনতে পেলেন, তাই মোশীকে পালিয়ে যেতে হল। মোশি

[৯১] দত্তক - অন্য আর একজনের সন্তানকে নিয়ে নিজের সন্তানের মত লালন পালন করা
[৯২] শিক্ষা - বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষা অর্জন করা
[৯৩] প্রস্তুতি - কোনো একটা কিছু করানোর জন্য কাউকে প্রস্তুত করা
[৯৪] প্রস্তুত করা - কোনো কাজ করানোর জন্য কাউকে প্রস্তুত করা

মিদিয়নে গেলেন, যা ছিল মিশরের উত্তর পূর্বের কোন এক স্থানে। মোশি সেখানে বিয়ে করলেন এবং বাস করতে লাগলেন। তিনি তার নিজের লোকদের এবং মিশরীয়দের ছেড়ে অনেক বছর সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। পরে মিশরের ফরৌণ মারা গেলেন এবং তার জায়গায় অন্য আর একজন ফরৌণ আসলেন। কিন্তু তখনও ইস্রায়েলীয়দের জীবন যাপন ভীষণ কষ্টদায়ক ছিল এবং তারা ঈশ্বরকে ডাকলেন ও তাঁর কাছে সাহায্য চাইলেন।

যাত্রাপুস্তক ২:২৪,২৫

২৪ ঈশ্বর তাদের কাতর স্বর শুনলেন এবং অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের জন্য যে
ব্যবস্থা তিনি স্থাপন করেছিলেন সেই কথা ভাবলেন। ২৫ তিনি ইস্রায়েলীয়দের দিকে
চেয়ে দেখলেন এবং তাদের দিকে মনোযোগ দিলেন।

ঈশ্বর বললেন, তিনি তাদের কাতর স্বর শুনলেন। তারা যখন তাঁকে ডেকেছিল তিনি তাদের স্বর শুনেছিলেন। তিনি অব্রাহাম, ইস্হাক এবং যাকোবকে দেওয়া প্রতিজ্ঞার কথা মনে করলেন। ঈশ্বর ভালবাসা এবং মমতায় পূর্ণ[৯৫] এবং তিনি তাদের সাহায্য করতে চান যাদের তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন। ঈশ্বর যা করবেন বলেন তিনি কখনও তা ভুলে যান না; তিনি সর্বদা তা করেন।

ইস্রায়েলীয়রা মিশরে দাস হয়ে ছিলেন। তাদের পালিয়ে যাবার কোনো রাস্তা ছিল না এবং তাদের কোনো আশা ছিল না। একমাত্র ঈশ্বরই তাদের উদ্ধার করতে পারেন। মোশিকে দিয়ে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধারের করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

যাত্রাপুস্তক ৩:১-১৫
৪:১, ১০-১৭

১ একদিন মোশি তাঁর শ্বশুর যিথ্রোর, অর্থাৎ রূয়েলের ছাগল-ভেড়ার পাল চরাচ্ছিলেন।
যিথ্রো ছিলেন মিদিয়নীয়দের একজন পুরোহিত। ছাগল-ভেড়ার পাল চরাতে চরাতে
মোশি মরু-এলাকার অন্য ধারে ঈশ্বরের পাহাড় হোরেবের কাছে গিয়ে
পৌঁছালেন। ২ সেখানে একটা ঝোপের মাঝখানে জ্বলন্ত আগুনের মধ্য থেকে
সদাপ্রভুর দূত তাঁকে দেখা দিলেন। মোশি দেখলেন যে, ঝোপটাতে আগুন জ্বললেও
সেটা পুড়ে যাচ্ছে না। ৩ এই ব্যাপার দেখে তিনি মনে মনে বললেন, "আমি এক পাশে
গিয়ে এই আশ্চর্য ব্যাপারটা দেখব, দেখব ঝোপটা পুড়ে যাচ্ছে না কেন।" ৪ ঝোপটা

তাঁর গল্প: উদ্ধার

দেখবার জন্য মোশি একপাশে যাচ্ছেন দেখে সদাপ্রভু ঈশ্বর ঝোপের মধ্য থেকে
ডাকলেন, "মোশি, মোশি।" মোশি বললেন, "এই যে আমি।" ৫ সদাপ্রভু বললেন, "আর
কাছে এসো না। তুমি পবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ। তোমার পায়ের জুতা খুলে
ফেল। ৬ আমি তোমার বাবার ঈশ্বর; আমি অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের ঈশ্বর।"
তখন মোশি তাঁর মুখ ঢেকে ফেললেন, কারণ ঈশ্বরের দিকে তাকাতে তাঁর ভয় হল।
৭ সদাপ্রভু বললেন, "মিসর দেশে আমার লোকদের উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে তা
আমার নজর এড়ায় নি। মিসরীয় সর্দারদের অত্যাচারে ইস্রায়েলীয়েরা যে হাহাকার
করছে তা আমি শুনেছি। তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা আমি জানি। ৮ মিসরীয়দের হাত
থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্য আমি নেমে এসেছি। আমি তাদের সেই দেশ থেকে

[৯৫] মমতায় পূর্ণ - কাউকে ক্ষমা দেখানো যাকে আপনি শাস্তি দেওয়ার কিংবা ক্ষতি করার অধিকার আছে

বের করে কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের দেশে নিয়ে
যাব। দেশটা বেশ বড় এবং সুন্দর; সেখানে দুধ, মধু আর কোন কিছুর অভাব নেই।
৯ ইস্রায়েলীয়দের কান্না এখন আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। মিসরীয়েরা কিভাবে
তাদের উপর অত্যাচার করছে তা-ও আমি দেখেছি। ১০ কাজেই তুমি এখন যাও।
আমি তোমাকে ফরৌণের কাছে পাঠাচ্ছি। তুমি গিয়ে আমার লোকদের, অর্থাৎ
ইস্রায়েলীয়দের মিসর থেকে বের করে আনবে।" ১১ কিন্তু মোশি ঈশ্বরকে বললেন,
"আমি এমন কেউ নই যে, ফরৌণের কাছে গিয়ে মিসর থেকে ইস্রায়েলীয়দের বের
করে আনতে পারি।" ১২ ঈশ্বর বললেন, "আমিই তোমার সংগে থাকব। তুমি মিসর
থেকে লোকদের বের করে আনবে আর তোমরা এই পাহাড়েই আমার উপাসনা
করবে। আমিই যে তোমাকে পাঠালাম এটাই হবে তোমার কাছে তার চিহ্ন।" ১৩
তখন মোশি ঈশ্বরকে বললেন, "কিন্তু আমি গিয়ে ইস্রায়েলীয়দের যখন বলব তাদের
পর্বপুরুষদের ঈশ্বরই আমাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন, তখন তারা হয়তো
আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তাঁর নাম কি?' সেই সময়ে আমি তাদের কি উত্তর দেব?
" ১৪ ঈশ্বর মোশিকে বললেন, "যিনি 'আমি আছি' আমিই তিনি। তুমি
ইস্রায়েলীয়দের বলবে যে, 'আমি আছি' তাদের কাছে তোমাকে পাঠিয়েছেন। ১৫
তুমি তাদের আরও বলবে যে, তাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের
ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমার চিরকালের নাম
সদাপ্রভু। বংশের পর বংশ ধরে আমাকে এই নামেই লোকে মনে রাখবে।
... ৪:১ এই কথার উত্তরে মোশি বললেন, "কিন্তু যদি ইস্রায়েলীয়েরা আমাকে
অবিশ্বাস করে আর আমার কথা না শোনে? তারা তো বলতে পারে, 'না, সদাপ্রভু
তোমাকে দেখা দেন নি।' "

পর্ব ১০: ঈশ্বর মিশরে দশটি বিপর্যয় পাঠালেন

...১০ মোশি সদাপ্রভুকে বললেন, "কিন্তু প্রভু, আমি কোন কালেই ভাল করে কথা
বলতে পারি না। আগেও পারি নি আর তোমার এই দাসের সংগে তুমি কথা বলবার
পরেও পারছি না। আমার মুখে কথা আট্কে যায়, আমার জিভ্ ভারী।" ১১ কিন্তু
সদাপ্রভু তাকে বললেন, "মানুষের মুখ কে তৈরী করেছেন? কে তাকে বোবা, বয়রা
বা অন্ধ করেছেন? আর কে-ই বা তাকে চোখে দেখবার শক্তি দিয়েছেন? সে কি
আমি সদাপ্রভু নই? ১২ তুমি এবার যাও। আমি নিজেই তোমাকে কথা বলতে
সাহায্য করব আর যা বলবার তা তোমাকে শিখিয়ে দেব।" ১৩ উত্তরে মোশি বললেন,
"হে প্রভু, আমি মিনতি করছি, আর কাউকে দিয়ে তুমি এই খবর পাঠিয়ে দাও।"

১৪ এই কথা শুনে সদাপ্রভু মোশির উপর ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তিনি বললেন,
"তোমার ভাই লেবীয় হারোণ কি নেই? আমি জানি সে খুব ভাল করে কথা বলতে
পারে। সে তোমার সংগে দেখা করতে আসছে। তোমাকে দেখে সে খুব খুশী
হবে। ১৫ তুমি যখন তার সংগে কথা বলবে তখন তাকে বলে দেবে কি বলতে হবে।
আমি তোমাদের দু'জনকে কথা বলতে সাহায্য করব এবং কি করতে হবে তা
তোমাদের শিখিয়ে দেব। ১৬ তোমার হয়ে হারোণই লোকদের সংগে কথা বলবে,
যেন তার মুখই তোমার মুখ আর তুমিই যেন তার ঈশ্বর। ১৭ তোমার এই লাঠিটা
তুমি হাতে করে নিয়ে যাবে আর ওটা দিয়েই ঐ সব আশ্চর্য কাজ করবে।"

লোকেরা যখন তাঁকে ডেকেছিল ঈশ্বর তাদের কথা শুনেছিলেন। তিনি তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে তাদের উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসলেন। একদিন মোশি তার মেষদের নিয়ে মরুপ্রান্তরের[৯৬] মধ্য দিয়ে সিনাই নামে একটি পর্বতে গেলেন। এই পর্বতকে মাঝে মাঝে হোরেব বলা হয়। সেখানে মোশি একটি আশ্চর্য বিষয় দেখলেন। তিনি একটি ঝোপ দেখতে পেলেন যা আগুনে জ্বলছিল, কিন্তু তা পুড়ছিল না। মোশি তা দেখবার জন্য কাছে গেলেন। তিনি সেই জ্বলন্ত ঝোপ থেকে তার নাম শুনতে পেলেন। ঈশ্বরই একমাত্র কথা বলছিলেন। তিনি বললেন তিনি অব্রাহাম, ইস্হাক এবং যাকোবের ঈশ্বর। ঈশ্বর মোশিকে বললেন যে তিনি তাঁর লোকদের দুর্বিষহ জীবন দেখেছেন এবং সাহায্যের জন্য তাদের আর্তনাদ শুনেছেন। তিনি বলেছিলেন তিনি তাদের রক্ষা করবেন এবং মিশর থেকে তাদের বের করে কনানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

ঈশ্বর বললেন যে মোশি লোকদেরকে মিশর থেকে বের করে নিয়ে যাবেন। কিন্তু মোশি ভাবেননি যে ইস্রায়েলীয়রা তাকে অনুস্বরণ করবে কিংবা তার কথা শুনবে। তিনি ঈশ্বরকে বললেন, কে আমাকে পাঠিয়েছেন সেই সম্পর্কে লোকদের আমি কি বলব। ঈশ্বর মোশিকে বললেন, *"আমি যেই আছি সেই আছি। তুমি ইস্রায়েলীয়দের বলবে যে 'আমি সেই' যে তোমাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন।* ঈশ্বর বলেছেন সকল প্রজন্মের এই নামটি মনে রাখতে হবে। এই নামটি - আমি আছি - ঈশ্বর নিজেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নাম দিয়েছিলেন। ঈশ্বর বলছেন তিনি সর্বদা ছিলেন, সর্বদা আছেন এবং সর্বদা

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

থাকবেন। আমরা যে সময় সীমার মধ্যে বাঁচি তিনি তেমন নন; তিনি কারও সাহায্য ছাড়া থাকতে সক্ষম, এবং সমস্ত কিছুই তাঁর কাছ থেকে জীবন পায়।

মোশি তবুও ভাবতে লাগলেন ইস্রায়েলীয়রা তার কথা শুনবে না। তিনি বললেন ঈশ্বর তাকে দিয়ে যা করাতে চান তিনি তা করতে সক্ষম নন। ঈশ্বর মোশিকে বললেন তিনি তার সঙ্গে থাকবেন এবং তাঁর ক্ষমতার চিহ্ন দেখিয়ে তাকে সাহায্য করবেন। পরবর্তীতে আপনি আপনার বাইবেল থেকে এই চিহ্নগুলো সম্পর্কে যাত্রাপুস্তক ৩ এবং ৪ অধ্যায়ে পড়ে দেখতে

[৯৬] মরুপ্রান্তর - এমন এক জায়গা যেখানে কোনো মানুষ বসবাস করে না এবং যেখানে কোনো পশুপাল নেই

পারেন। সদাপ্রভু বললেন তিনি যে মোশির সাথে আছেন তিনি তাঁর চিহ্ন দেখাবেন। ঈশ্বর বললেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপাসনা করবার জন্য মোশি ইস্রায়েলীয়দের সিনাই পর্বতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।

ঈশ্বর তাকে যা করতে বললেন মোশি তখনও ভাবেননি যে তিনি কাজটি করতে সক্ষম হবেন। তিনি ঈশ্বরকে অন্য কাউকে পাঠাতে বললেন। মোশি এই কথা বলার পর ঈশ্বর তার উপর রেগে গেলেন। মোশি ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটি অংশ ছিলেন। কিন্তু মোশি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে পারেন নি যে তিনি তাকে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বর মোশির কথা শুনলেন এবং বললেন মোশির ভাই হারোণও তার সাথে যেতে পারবে। হারোণই তখন কথা বলবেন।

যাত্রাপুস্তক ৪:২৯-৩১

২৯ এর পরে মোশি ও হারোণ মিসরে গিয়ে সমস্ত ইস্রায়েলীয় বৃদ্ধ নেতাদের
একসংগে জড়ো করলেন। ৩০ সদাপ্রভু মোশিকে যে সব কথা বলেছিলেন তা সবই
হারোণ তাঁদের জানালেন এবং লোকদের সামনে সেই আশ্চর্য কাজগুলো করে
দেখালেন। ৩১ তাতে লোকেরা বিশ্বাস করল। তারা যখন শুনল যে, সদাপ্রভু
ইস্রায়েলীয়দের দুঃখ-দুর্দশা দেখেছেন এবং তাদের কথা ভেবেছেন তখন তারা
মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে সদাপ্রভুকে তাদের অন্তরের ভক্তি জানাল।

ঈশ্বর যা বলেছিলেন মোশি এবং হারোণ ইস্রায়েলীয়দের তা-ই বললেন। তারা ইস্রায়েলীয়দের বললেন যে ঈশ্বর বলেছেন তিনি তাদের উদ্ধার করবেন। যখন ইস্রায়েলীয়রা শুনলেন যে ঈশ্বর তাদের প্রতি খেয়াল রাখেন এবং তিনি তাদের দুর্বিষহ জীবন দেখেছেন, তখন তারা তাঁর উপাসনা করার জন্য জানু পাতলেন।

ইস্রায়েলীয়দের সাথে কথা বলার পর মোশি এবং হারোণ ফরৌণের সাথে কথা বলতে গেলেন।

যাত্রাপুস্তক ৫:১-৯

১ পরে মোশি ও হারোণ গিয়ে ফরৌণকে বললেন, “সদাপ্রভু, যিনি ইস্রায়েলীয়দের
ঈশ্বর, তিনি বলছেন, ‘আমার লোকেরা যাতে মরু-এলাকায় গিয়ে আমার উদ্দেশে
একটা উৎসবের অনুষ্ঠান করতে পারে সেইজন্য তাদের যেতে দাও।’ ” ২ কিন্তু ফরৌণ

পর্ব ১০: ঈশ্বর মিশরে দশটি বিপর্যয় পাঠালেন

বললেন, “কে আবার এই সদাপ্রভু, যে আমি তার আদেশ মেনে ইস্রায়েলীয়দের যেতে
দেব? এই সদাপ্রভুকেও আমি চিনি না আর ইস্রায়েলীয়দেরও আমি যেতে দেব না।”
৩ তখন তাঁরা বললেন, “ইব্রীয়দের ঈশ্বর আমাদের দেখা দিয়েছেন। তাই আপনি দয়া
করে আমাদের যেতে দিন যাতে আমরা মরু-এলাকায় তিন দিনের পথ গিয়ে
আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পশু উৎসর্গ করতে পারি। তা না হলে তিনি
হয়তো কোন মড়ক বা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের উপর শাস্তি আনবেন।” ৪ উত্তরে
মিসরের রাজা তাঁদের বললেন, “মোশি ও হারোণ, তোমরা কাজ থেকে লোকদের মন

সরিয়ে দিচ্ছ কেন? যাও, তোমরা কাজে ফিরে যাও। ৫ দেখ, দেশে তোমাদের লোকসংখ্যা এখন বেড়ে গেছে, আর তোমাদের দরুন তারা কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে।"

৬ ফরৌণ সেই দিনই দাসদের উপর নিযুক্ত-করা অত্যাচারী সর্দারদের ও ইস্রায়েলীয় পরিচালকদের এই হুকুম দিলেন, ৭ "ইট তৈরীর জন্য লোকদের তোমরা আর খড়কুটা দেবে না। তারা নিজেরাই নিজেদের খড় যোগাড় করে নেবে। ৮ কিন্তু তবুও তারা আগে যতগুলো ইট তৈরী করত ঠিক ততগুলোই তোমরা তাদের কাছ থেকে বুঝে নেবে, একটাও কমাবে না। লোকগুলো অলস বলেই তারা গিয়ে তাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে পশু উৎসর্গ করবার কথা নিয়ে হৈ-চৈ করছে। ৯ তোমরা তাদের উপর আরও ভারী কাজ চাপিয়ে দাও, যাতে মিথ্যা কথায় কান না দিয়ে তারা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।"

ফরৌণ মোশি এবং হারণের কথা শোনেন নি। তিনি বললেন যে তিনি সদাপ্রভুকে চেনেন না। ফরৌণ ইস্রায়েলীয়দের জীবন কঠিন থেকে আরও কঠিনতর করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বললেন এখন থেকে তাদের কাজের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হবে বরং তাদের নিজেদেরকে ঘর নির্মাণের ইট তৈরীর জন্য খড়কুটা খুঁজে নিতে হবে।

মিশরীয় লোকেরা ফরৌণকে একজন দেবতা ভাবত। ফরৌণ এবং মিশরীয়রা অনেক আগেই ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে এবং জীবন ও মৃত্যু নিয়ে তারা যা বিশ্বাস করত তা নিয়ে তারা বিভিন্ন গল্প তৈরি করেছিল। তাদের অনেক মিথ্যা দেবদেবতা ছিল এবং তারা তাদের পূজা করত। ফরৌণ ইব্রীয়দের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন না এবং তিনি যা বলেন তা অনুসরণ করতেন না। ঈশ্বর সবকিছুই জানতেন, তাই তিনি জানেন যে ফরৌণ মোশি এবং হারোণের কথা শুনবে না।

যাত্রাপুস্তক ৬:১-৮

১ সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, "তুমি দেখে নিয়ো, ফরৌণের অবস্থা এবার আমি কি করি। আমার শক্ত হাতে পড়ে সে লোকদের ছেড়ে দেবে। হ্যাঁ, আমার শক্ত হাতে পড়ে সে তার দেশ থেকে তাদের তাড়িয়ে বের করবে।" ২ ঈশ্বর মোশিকে আরও বললেন, "আমি সদাপ্রভু। ৩ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হিসাবে আমি অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবকে দেখা দিতাম, কিন্তু সদাপ্রভু হিসাবে আমি যে কি, তা তাদের কাছে প্রকাশ করতাম না। ৪ আমি তাদের জন্য আমার ব্যবস্থা স্থাপন করেছিলাম। সেই ব্যবস্থায় আমি

তাঁর গল্প: উদ্ধার

বলেছিলাম যে, তারা বিদেশী হিসাবে যেখানে বাস করত সেই কনান দেশটা আমি তাদের দেব। ৫ মিসরীয়েরা ইস্রায়েলীয়দের দাস বানিয়ে রেখেছে। তাদের কান্না শুনে সেই ব্যবস্থার কথা আমি ভাবলাম।
৬ সেইজন্য তুমি ইস্রায়েলীয়দের বল যে, সদাপ্রভু বলছেন, 'আমি সদাপ্রভু। মিসরীয়দের চাপিয়ে দেওয়া বোঝার তলা থেকে আমি তোমাদের বের করে নিয়ে আসব। তাদের দাসত্ব থেকে আমি তোমাদের উদ্ধার করব। হাত বাড়িয়ে তাদের

ভীষণ শাস্তি দিয়ে আমি
তোমাদের মুক্ত করব। ৭
তারপর আমার নিজের লোক
হিসাবে আমি তোমাদের গ্রহণ
করব আর তোমাদের ঈশ্বর
হব। তখন তোমরা জানতে
পারবে যে, আমি সদাপ্রভুই
তোমাদের ঈশ্বর, আর
মিসরীয়দের বোঝার তলা
থেকে আমিই তোমাদের বের
করে এনেছি। ৮ যে দেশ দেবার

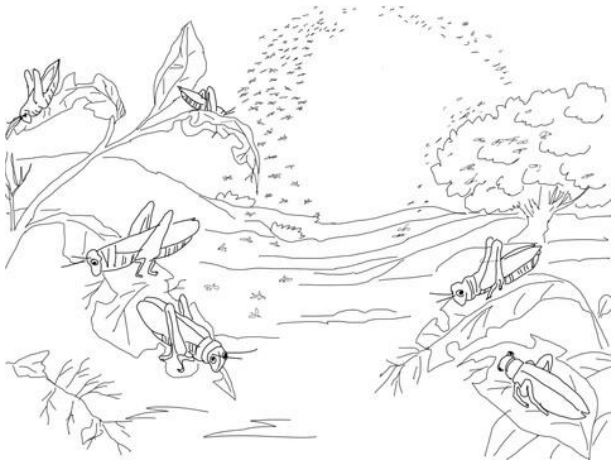

শপথ আমি অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের কাছে করেছিলাম সেই দেশেই আমি তোমাদের নিয়ে যাব এবং সেই দেশের অধিকার আমি তোমাদের দেব। আমিই সদাপ্রভু।’ ”

ঈশ্বর মোশিকে বললেন তিনি ফরৌণকে তাঁর মহৎ ক্ষমতা দেখাবেন। তারপর ফরৌণ লোকদের যেতে দেবেন। ঈশ্বর বললেন যখন ফরৌণ দেখবেন যে তিনি কত শক্তিশালী, ফরৌণ “তার দেশ থেকে তাদের তাড়িয়ে বের করবে।” ফরৌণ ইস্রায়েলীয়দেরকে মিশর থেকে যেতে বাধ্য করবেন।

ঈশ্বর বললেন তিনি ইস্রায়েলীয়দের তাঁর ক্ষমতা দেখাবেন। তারা দেখবে যে তিনিই তাদের ঈশ্বর। তিনি তাদের তাঁর নিজের লোক হিসাবে বেছে নিয়েছেন। তিনি চান তারা যেন তাঁকে জানে এবং দেখে যে তিনি তাদের উদ্ধার করবেন। তিনি তাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এটাই দেখাতে চেয়েছিলেন যে তিনি আসলে কে। তিনিই তাদের ঈশ্বর ছিলেন এবং তিনি তাদের দেখাশোনা করতেন।

ঈশ্বরের গল্প নয়টি বিপর্যয় বা আঘাত[৯৭] সম্পর্কে বলে যা ঈশ্বর মিশরীয় লোকদের এবং তাদের পশুপালের উপর এনেছিলেন। সেই সময়টা মিশরের জন্য খুবই ভয়ংকর ছিল। আপনি আপনার বাইবেলে যাত্রাপুস্তক ৭ থেকে ১০ অধ্যায়ে এই নয়টি আঘাত সম্পর্কে পড়ে দেখতে পারেন। নীল নদী রক্তে পরিণত হল, বিপুল পরিমাণে ব্যাঙের উৎপাত হল, বিপুল পরিমাণে মশার[৯৮] উৎপাত হল। পরবর্তীতে পশুর মড়ক এসে মিশরীয়দের বিপুল পরিমাণ পশুপাল মেরে ফেলল।

পর্ব ১০: ঈশ্বর মিশরে দশটি বিপর্যয় পাঠালেন

এরপরে সমস্ত মিশরীয়দের পশুপাল এবং লোকদের গায়ে ফোঁড়া[৯৯] উঠল, তারপর প্রচুর শিলাবৃষ্টি[১০০] হল, তারপর পংগপালের[১০১] উৎপাত হল এবং অবশেষে তিন দিনের গাঢ় অন্ধকার নেমে এল।

[৯৭] আঘাত - এমনকিছু যা অনেক লোকের ক্ষতি বা অসুস্থতার কারণ হতে পারে
[৯৮] মশা - মশার মত দেখতে এক ধরনের ছোট পতঙ্গ
[৯৯] ফোঁড়া - ত্বকে ফুলে যাওয়া পুঁজ-ভরা ফোলাভাব
[১০০] শিলাবৃষ্টি - বরফের টুকরো যা বৃষ্টির মত পড়ে
[১০১] পংগপাল - বড় উড়ন্ত ঘাসফড়িং যা ফসলাদি খায়

ঈশ্বর তাঁর মহৎ ক্ষমতা দেখাতে লাগলেন। ঈশ্বর মিশরীয়দের জানাতে চাইলেন যে তিনিই হলেন ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বর, একজন সত্যিকার সৃষ্টিকর্তা। মিশরীয়েরা যে মিথ্যা দেবতা বিশ্বাস করত তা তাদের রক্ষা করতে পারেনা। ঈশ্বর স্পষ্টভাবে দেখিয়েছিলেন যে তিনিই মিশরীয়দের উপর এই আঘাতগুলো এনেছিলেন। এই আঘাতগুলোর কারণে ইস্রায়েলীয়দের এবং তাদের পশুপালের কোনো ক্ষতি হয়নি। ঈশ্বর তাদেরকে তাঁর ভালবাসা এবং দয়া[১০২] দেখিয়েছিলেন যাতে তারা জানতে পারে যে তারা তাঁর মনোনীত লোক।

প্রত্যেক নতুন আঘাত আসলে পর ফরৌণ বলতেন যে তিনি ইস্রায়েলীয়দের যেতে দেবেন। কিন্তু যখনই প্রত্যেক আঘাত থেমে যেত ফরৌণ তার মন পরিবর্তন করতেন এবং তাদের যেতে দিতেন না। অবশেষে চূড়ান্ত আঘাত, অন্ধকার আসলে পর, ফরৌণ বললেন সে মোশিকে খুন করবে যদি সে ইস্রায়েলীয়দের যেতে দেবার জন্য অনুরোধ করতে আবার আসে।

তারপর সদাপ্রভু মোশিকে বললেন তিনি মিশরে আরও একটি বিপর্যয় পাঠাবেন। এরপর ফরৌণ চাইবেন ইস্রায়েলীয়রা যেন মিশর ছেড়ে চলে যায়। ঈশ্বর বলেছিলেন যে প্রতিটি মিশরীয় পরিবারের প্রথম ছেলে মারা যাবে। আপনি আপনার বাইবেলে যাত্রাপুস্তক **১১** অধ্যায়ে ঈশ্বর মোশিকে ঠিক কি বলেছিলেন তা পড়ে দেখতে পারেন।

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের বলেছিলেন যে এই সর্বশেষ বিপর্যয় আসার আগে তাদের অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করতে হবে। তিনি তাদের যা করতে বলেছিলেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে বললেন। তিনি তাদের যা বলেছিলেন যদি তারা তা করে তাহলে তাদের প্রথম ছেলে রক্ষা পাবে।

যাত্রাপুস্তক ১২:৩-৭

৩ তোমরা সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের জড়ো করে বলে দাও যেন এই মাসের দশ তারিখে প্রত্যেকটি পরিবারের কর্তা নিজের পরিবারের জন্য একটা করে ভেড়ার বাচ্চা বেছে নেয়। প্রত্যেক বাড়ীর জন্য একটা করে ভেড়ার বাচ্চা নিতে হবে। ৪ কোন পরিবারের জন্য যদি একটা গোটা ভেড়ার বাচ্চা না লাগে, তবে পাশের বাড়ীর লোকদের সংগে তা ভাগ করে নিতে হবে। দুই পরিবারের লোকসংখ্যা অনুসারে প্রত্যেকে কি পরিমাণে খেতে পারবে তা বুঝে ভেড়ার বাচ্চাটা নিতে হবে। ৫ সেই বাচ্চাটা হবে ছাগল বা ভেড়ার পাল থেকে বেছে নেওয়া একটা এক বছরের পুরুষ বাচ্চা। তার শরীরে যেন কোথাও কোন খুঁত না থাকে। ৬ বাচ্চাটা এই মাসের চৌদ্দ তারিখ পর্যন্ত রাখতে হবে।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

তারপর সেই দিন বেলা ডুবে গেলে পর গোটা ইস্রায়েল সমাজের প্রত্যেকটি পরিবার নিজের নিজের ভেড়ার বাচ্চা কাটবে। ৭ তারপর যে সব ঘরে তারা সেই ভেড়ার মাংস খাবে সেই সব ঘরের দরজার চৌকাঠের দু'পাশে এবং উপরে কিছু রক্ত নিয়ে লাগিয়ে দেবে।

[১০২] দয়া - ক্ষতি করার পরিবর্তে কাউকে ভালবাসা বা ক্ষমা দেখানো

ঈশ্বর বলেছিলেন যে ইস্রায়েলীয়দের একটি করে মেষশাবক অথবা একটি ছোট ছাগল বেছে নিতে হবে। পশুটিকে অবশ্যই নিঁখুত হতে হবে। এর কোনো খুঁত থাকবে না। অতঃপর পরেরদিন ঈশ্বর তাদের বললেন, তাদের সেই মেষশাবক বা ছাগলটিকে হত্যা করতে হবে। প্রাণীটির অবশ্যই রক্তপাত করতে হবে। ঈশ্বর এর মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন যে তারা যেন এইসমস্ত বিষয়গুলো বিশ্বাস করে। তারা যদি তা করে, তাহলে এটাই প্রকাশ পাবে যে তারা বিশ্বাস করে ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা সত্য ছিল। এটা প্রকাশ পায় যে তারা জানত যে মিশরীয়দের মত তাদেরও মারা যাওয়া উচিত ছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল মুত্যু থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল তাদের পরিবর্তে একটি মেষশাবক বা ছাগলের মৃত্যু। তারা ঈশ্বরের সাথে একমত হবে যে তারা তাদের পাপের কারণে মৃত্যুর যোগ্য ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার একটি উপায় করে দিয়েছিলেন। তাদের প্রথমজাত পুত্রের পরিবর্তে একটি প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে। ঈশ্বর আরও বলেছেন যখন তারা পশুটিকে হত্যা করবে এবং এর মাংস খাবে তখন এর হাঁড় ভাঙ্গা যাবে না।

ঈশ্বর বললেন ইস্রায়েলীয় পরিবারগুলোকে সেই মেষশাবক কিংবা ছাগলের রক্ত নিতে হবে এবং তাদের বাড়ির দরজার দুইপাশে এবং চৌকাঠে তা লাগাতে হবে। এর মানে হল তাদের বাড়ির দরজার উপরে এবং দরজার দুপাশে কিছু রক্ত লাগাতে হবে। তারপর সেই মেষশাবক এবং ছাগলের মাংস খাবার পর, তাদেরকে দরজার উপরে এবং দুপাশে রক্ত লাগানো অবস্থায় বাসার ভিতরে থাকতে হবে।

যাত্রাপুস্তক ১২:১২-১৪

১২ সেই রাতেই আমি মিসর দেশের ভিতর দিয়ে যাব এবং মানুষের প্রথম ছেলে ও
পশুর প্রথম পুরুষ বাচ্চাকে মেরে ফেলব। আমি মিসরের সব দেব-দেবতাদের শাস্তি
দেব; আমি সদাপ্রভু। ১৩ কিন্তু তোমাদের ঘরে যে রক্ত লাগানো থাকবে সেটাই হবে
তোমাদের নিশানা। আর আমি সেই রক্ত দেখে তোমাদের বাদ দিয়ে এগিয়ে যাব। তাতে
মিসর দেশের উপর আমার আঘাতের বিপদ থেকে তোমরা রেহাই পেয়ে
যাবে। ১৪ তোমাদের জন্য সেই দিনটা হবে একটা স্মরণীয় দিন। সদাপ্রভুর উদ্দেশে এই
পর্বটা একটা চিরকালের নিয়ম হিসাবে তোমরা বংশের পর বংশ ধরে পালন করবে।

পর্ব ১০: ঈশ্বর মিশরে দশটি বিপর্যয় পাঠালেন

ঈশ্বর বললেন তিনি মিশরের উপর দিয়ে যাবেন এবং প্রত্যেক পুত্র সন্তানের এবং পশুর প্রথম বাচ্চার প্রাণ নেবেন। তিনি দেখাবেন তিনিই সেই সর্বশক্তিমান, কিন্তু মিশরের মিথ্যা দেবদেবতারা নয়। তিনি বললেন তিনি যখন সেই রক্তমাখা ঘরগুলো দেখবেন, যেখানে ইস্রায়েলীয়রা ছিল, তিনি সেই সব বাড়ি অতিক্রম করে যাবেন। সেই রক্ত দেখাবে যে ইতিমধ্যে সেই বাড়িতে মৃত্যু হয়েছিল, তাই ঈশ্বর সেখানকার প্রথমজাত পুত্র সন্তানকে হত্যা করবেন না।

যাত্রাপুস্তক ১২:২৮-৩০

২৮ মোশি ও হারোণকে সদাপ্রভু যে আদেশ দিয়েছিলেন ইস্রায়েলীয়েরা ফিরে গিয়ে
সেইমত কাজ করল। ২৯ তারপর চৌদ্দ তারিখের মাঝরাতে সদাপ্রভু মিসর দেশের
প্রত্যেকটি প্রথম ছেলেকে মেরে ফেললেন। এতে রাজ-সিংহাসনের অধিকারী ফরৌণের
প্রথম ছেলে থেকে জেলখানার কয়েদীর প্রথম ছেলে পর্যন্ত, এমন কি, পশুদেরও প্রথম
পুরুষ বাচ্চা মারা পড়ল। ৩০ সেই রাতে ফরৌণ ও তাঁর সব কর্মচারী এবং মিসরের
প্রত্যেকটি লোক ঘুম থেকে জেগে উঠল; আর সারা মিসর দেশে একটা কান্নার রোল
পড়ে গেল, কারণ এমন একটাও বাড়ী ছিল না যেখানে কেউ মারা যায় নি।

ইস্রায়েলীয়া ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন এবং তিনি যা বলতেন তা-ই করতেন। তারা তাদের দরজার চৌকাঠে রক্ত লাগিয়েছিল এবং ঈশ্বর তা দেখেছিলেন। তিনি সেই সমস্ত বাড়ি অতিক্রম করে গিয়েছিলেন যেগুলোতে রক্ত লাগানো ছিল এবং তাদের প্রথম পুত্র সন্তানকে মেরে ফেলেননি। ঈশ্বর যখন রক্ত দেখলেন তখন তাদের পরিবর্তে পশুদের মৃত্যু গ্রহণ করলেন।

কিন্তু মিশরীয়রা এর থেকে রেহাই পায়নি। তাদের বাড়ির দরজায় রক্ত লাগানো ছিল না। ইতিমধ্যে সেখানে যে মৃত্যু ঘটেছিল তার কোনো চিহ্নই ছিল না। সুতরাং মধ্যরাতে ঈশ্বর মিশরের সমস্ত প্রথম পুত্র সন্তানদের এবং সমস্ত পশুর প্রথম বাচ্চাকে মেরে ফেলেছিলেন। ফরৌণের নিজের ছেলেকেও মেরে ফেলা হয়েছিল। সেই রাতেই ফরৌণ মোশি এবং হারণকে ডাকলেন।

যাত্রাপুস্তক ১২:৩১-৩৩

৩১ ফরৌণ সেই রাতেই মোশি ও হারোণকে ডাকিয়ে এনে বললেন, "তোমরা
ইস্রায়েলীয়দের সংগে নিয়ে আমার লোকদের মধ্য থেকে বের হয়ে যাও। তোমরা যেমন
বলেছ সেইভাবে গিয়ে সদাপ্রভুর উপাসনা কর। ৩২ তোমাদের কথামত যাবার সময়ে
তোমাদের গরু-ভেড়ার পালও নিয়ে যেয়ো, আর আমাকেও আশীর্বাদ কোরো।"
৩৩ মিসরীয়দেরও ভয় হল যে, তারাও হয়তো মারা পড়বে। এইজন্য তারা
ইস্রায়েলীয়দের তাগাদা দিতে লাগল যেন তারা তাড়াতাড়ি করে তাদের দেশ থেকে বের
হয়ে যায়।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

ফরৌণ মোশি এবং হারণকে ইস্রায়েলীয়দের নিয়ে তার দেশ ছেড়ে চলে যেতে বললেন। মিশরীয়রা এতটাই চেয়েছিল যে তারা চলে যাক, তাই তারা তাদের সোনা, রুপা এবং অন্যান্য মূল্যবান[১০৩] জিনিস তাদেরকে দিয়ে দিতে লাগল। ঈশ্বর মোশি এবং তাঁর লোকদের জন্য যা করবেন বলেছিলেন তা করেছেন। তিনি অব্রাহামকে ১০০ বছর পূর্বে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন

[১০৩] মূল্যবান - যে জিনিসের মূল্য অনেক টাকা

তা পূর্ণ করলেন। তিনি অব্রাহামকে বলেছিলেন যে জাতি তাদেরকে দাস করে রাখবে তাদেরই কাছ থেকে বিশাল সম্পত্তি নিয়ে তারা ফিরে আসবে এবং তা-ই ঘটেছিল।

?

১. শয়তান কেন ইস্রায়েলীয়দের ধ্বংস করতে চেয়েছিল ?

২. ঈশ্বর কিভাবে মোশির যত্ন নিলেন এবং তাকে দিয়ে তিনি যে কাজ করাতে চান তার জন্য তাকে কিভাবে প্রস্তুত করলেন?

৩. ঈশ্বর মিশরে বিপর্যয় এনেছিলেন। তাঁর নিজের সম্পর্কে তিনি মিশরীয়দের কি দেখাছেন? তাঁর নিজের সম্পর্কে তিনি ইস্রায়েলীয়দের কি দেখাছেন?

৪. কেন তিনি মিশরের কিছু বাড়ি বাদ দিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেইসব বাড়ির প্রথম সন্তানদের মেরে ফেলেন নি?

পর্ব ১১

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করলেন এবং তাদের সাথে একটি চুক্তি করলেন

ঈশ্বর যা করবেন বলেন তা-ই করেন। তিনি তাঁর মনোনীত লোকদের মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করলেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে তাঁর শক্তি দেখিয়েছিলেন এবং অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোবের সাথে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা করলেন। তিনি অব্রাহামের পরিবারের দেখাশোনা করলেন, যা একটি মহা জাতিতে পরিণত হতে যাচ্ছিল। এই সেই পরিবার যার মধ্য দিয়ে সেই প্রতিজ্ঞাত উদ্ধারকর্তা[১০৪] আসবেন। ইনিই সে ব্যক্তি যিনি শয়তানকে পরাজিত করবেন এবং লোকদের উদ্ধার করবেন। ইনিই সে-ই জন যার সম্পর্কে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি আসবেন।

পরবর্তীতে, ঈশ্বরের গল্পে আমরা দেখব কিভাবে ইস্রায়েলীয়রা আগামী ১৫০০ বছরের জন্য তাঁর গল্পকথক হয়ে ওঠে। যাদেরকে ভাববাদী[১০৫] বলা হতো তারা তাঁর কথাগুলো লোকদের কাছে বলতেন। তারপর সেই কথাগুলো পুরাতন নিয়মে লেখা হত। ইস্রায়েল জাতিরা অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীদের কাছে বলত যে কিভাবে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয়।

যাত্রাপুস্তক ১৩:১৭-২২

১৭ ফরৌণ যখন ইস্রায়েলীয়দের বিদায় করে দিলেন তখন ঈশ্বর তাদের পলেষ্টীয়দের
দেশের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলেন না, যদিও সেটাই ছিল সবচেয়ে সোজা পথ। ঈশ্বর
বলেছিলেন সেই দেশের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে যদি তারা যুদ্ধ করবার অবস্থায় পড়ে

তাঁর গল্প: উদ্ধার

তবে হয়তো মন বদলিয়ে তারা আবার মিসর দেশে ফিরে যাবে। ১৮ সেইজন্য ঈশ্বর
তাদের মরু-এলাকার মধ্য দিয়ে লোহিত সাগরের দিকে নিয়ে চললেন। ইস্রায়েলীয়েরা
সৈন্যদলের মত করে মিসর দেশ থেকে বের হয়ে গেল। ১৯ মোশি যোষেফের
হাড়গুলো সংগে নিলেন, কারণ এই ব্যাপারে যোষেফ ইস্রায়েলীয়দের শপথ করিয়ে
নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাদের দেখাশোনা করবেন। এখান
থেকে যাবার সময় তোমরা আমার হাড়গুলো তুলে সংগে করে নিয়ে যেয়ো।" ২০ এর

[১০৪] উদ্ধারকর্তা - যিনি মানুষকে রক্ষা করেন বা উদ্ধার করেন
[১০৫] ভাববাদী - ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষক বা বক্তা

পর তারা সুক্কোৎ শহর থেকে যাত্রা শুরু করে মরু-এলাকার কিনারায় এথম নামে এক জায়গায় গিয়ে তাদের ছাউনি ফেলল। ২১ সদাপ্রভু তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দিনের বেলায় মেঘের থামের মধ্যে আর রাতের বেলায় আলো দেবার জন্য আগুনের থামের মধ্যে উপস্থিত থেকে তাদের আগে আগে যেতেন। এতে তারা দিনে ও রাতে সব সময়েই চলতে পারত। ২২ দিনের বেলায় মেঘের থাম আর রাতের বেলায় আগুনের থাম সব সময় লোকদের সামনে থাকত।

ইস্রায়েল জাতিরা তখন বৃহত্তম জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। সম্ভবত সেই সময় ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে দুই লক্ষ বয়সক এবং ছেলেমেয়ে ছিল। মিশর থেকে কনানে যাওয়ার সবচেয়ে সহজ রাস্তা হল ভূমধ্য সাগরের কিনার দিয়ে। কিন্তু ঈশ্বর তাদের দক্ষিণ-পশ্চিমের মরুভূমির মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলেন। সেই পথে তাদের পলেষ্টীয়দের সাথে দেখা হবে না। পলেষ্টীয়রা ছিল খুবই শক্তিশালী সামরিক[১০৬] লোক এবং তারা খুব ভাল নাবিক[১০৭] ছিল। ঈশ্বর বললেন যদি ইস্রায়েলীয়দের পলেষ্টীয়দের সাথে দেখা হয় তাহলে তাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে যার ফলে তারা মিশরে ফিরে যেতে চাইবে।

ঈশ্বর দিনের বেলায় মেঘের থাম[১০৮] এবং রাতের বেলায় আগুনের থাম দিয়ে তাদের পরিচালনা করতেন। এই মেঘের থাম ও আগুনের থাম তাদের পুরো যাত্রায় তাদের সঙ্গে ছিল। ঈশ্বর পরিষ্কারভাবে তাদের পথ দেখাচ্ছিলেন। মোশি ছিলেন সেই ব্যক্তি যার সাথে ঈশ্বর স্পষ্টভাবে কথা বলতেন। কিন্তু ঈশ্বরই তাদের পরিচালনা করতেন।

যাত্রাপুস্তক ১৪:১-৪

১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, ২ "তুমি ইস্রায়েলীয়দের বল যেন তারা ঘুরে গিয়ে সমুদ্র ও মিগ্‌দোলের মাঝামাঝি পী-হহীরোৎ নামে জায়গাটার কাছে তাদের ছাউনি ফেলে। জায়গাটা সমুদ্রের ধারে বাল্‌-সফোনের সামনের দিকে। ৩ এ দেখে ফরৌণ মনে করবে ইস্রায়েলীয়েরা কি করবে তা ঠিক করতে না পেরে দেশের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে করতে

পর্ব ১১: ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করলেন এবং তাদের সাথে একটি চুক্তি করলেন

মরু-এলাকায় আট্‌কা পড়েছে। ৪ আমি ফরৌণের মন কঠিন করব আর সে তাদের পিছনে তাড়া করবে। কিন্তু ফরৌণ ও তার সৈন্যদল হবে আমার গৌরব প্রকাশের উপায়। এতেই মিসরীয়েরা জানতে পারবে যে, আমি সদাপ্রভু।" ইস্রায়েলীয়েরা সদাপ্রভুর কথামতই কাজ করল।

[১০৬] সামরিক - তারা প্রায়ই অন্য জাতি গোষ্ঠীদের সাথে যুদ্ধ করতেন
[১০৭] নাবিক - যারা নৌকাতে করে জলে ঘুরে বেড়ায়
[১০৮] থাম - লম্বা এমন কিছু যা ভূমির উপর দাঁড়িয়ে থাকে

ঈশ্বর তাদেরকে লোহিত সাগরের তীরে[১০৯] নিয়ে গেলেন এবং তারা সেখানে ছাউনি[১১০] ফেলল।

যাত্রাপুস্তক ১৪:৫-৯

৫ মিসরের রাজা ফরৌণকে যখন বলা হল যে, ইস্রায়েলীয়েরা পালিয়ে গেছে তখন তাদের সম্বন্ধে ফরৌণ ও তাঁর কর্মচারীদের মন বদলে গেল। তাঁরা বললেন, "এ আমরা কি করলাম? তাদের বিদায় করে দিয়ে তো আমরা আমাদের সব দাস হারালাম।" ৬ এই কথা বলে ফরৌণ তাঁর রথ সাজাবার হুকুম দিয়ে তাঁর সৈন্যদের একত্র করে সংগে নিয়ে গেলেন। ৭ তিনি ছ'শো বাছাই করা রথ তো নিলেনই, তা ছাড়া মিসরীয় অন্যান্য সব রথও সংগে নিলেন। এক একটা রথ এক একজন সেনাপতি চালাচ্ছিলেন। ৮ সদাপ্রভু মিসরের রাজা ফরৌণের মন কঠিন করে দিয়েছিলেন। ফলে ইস্রায়েলীয়েরা যখন সাহসের সংগে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি তাদের পিছনে তাড়া করে গেলেন। ৯ তাঁর সব ঘোড়া, রথ, ঘোড়সওয়ার ও সৈন্যদল নিয়ে মিসরীয়েরা তাদের পিছনে তাড়া করে তাদের কাছাকাছি এসে গেল। ইস্রায়েলীয়েরা এই সময় সমুদ্রের ধারে বাল্-সফোনের সামনের দিকে পী-হহীরোতের কাছে ছিল।

ফরৌণ শুনলেন যে, ইস্রায়েলীয়রা লোহিত সাগরের তীরে ছাউনি ফেলেছিল। তিনি তাদেরকে তার দাস হওয়ার জন্য মিশরে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তিনি তাদেরকে ধরার জন্য তার সৈন্যদের পাঠিয়ে দিলেন।

যাত্রাপুস্তক ১৪:১০-১৪

১০ ফরৌণ ও তাঁর দলবলকে তাদের পিছনে আসতে দেখে ইস্রায়েলীয়েরা খুব ভয় পেয়ে সদাপ্রভুর কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল। ১১ তারা মোশিকে বলল, "মিসরে কবর দেবার জায়গা নেই বলেই কি মরবার জন্য আপনি এই মরু-এলাকায় আমাদের এনেছেন? মিসর থেকে বের করে এনে আপনি আমাদের এ কি করলেন? ১২ মিসরে থাকতেই কি আমরা আপনাকে বলি নি, 'আমাদের এখানেই থাকতে দিন; আমরা মিসরীয়দের গোলামীই করব'? এখানে এই মরু-এলাকার মধ্যে মরবার চেয়ে মিসরীয়দের গোলামী করা আমাদের পক্ষে অনেক ভাল ছিল।" ১৩ মোশি তাদের বললেন, "ভয় কোরো না। তোমরা যেখানে আছ সেখানেই থাক এবং সদাপ্রভুর উদ্ধার করবার কাজটা একবার দেখ। তিনি আজকেই তোমাদের জন্য তা করবেন। যে মিসরীয়দের আজকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর পর তাদের আর কোন কালেই দেখতে পাবে না। ১৪ তোমরা কেবল চুপ করে থাক। সদাপ্রভুই তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করবেন।"

তাঁর গল্প: উদ্ধার

যখন ইস্রায়েলীয়রা দেখল যে মিশরীয় সৈন্যরা আসছে, তখন তারা খুব আতঙ্কিত[১১১] হয়ে গেল। তারা সাহায্যের জন্য ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল মিশর থেকে তাদেরকে বের করে আনার জন্য ঈশ্বর কি কি করেছিলেন। মিশর থেকে তাদেরকে বের করে আনার সময় তারা মোশির উপর রেগে গিয়েছিল। মোশি তাদেরকে অপেক্ষা করতে ও দেখতে

[১০৯] তীর - সাগর কিংবা হ্রদের কিনার

[১১০] ছাউনি ফেলা - অল্প কিছু সময়ের জন্য থাকার জায়গা প্রস্তুত করা

[১১১] আতঙ্কিত হওয়া - খুবই ভয় পাওয়া

বলেছিলেন ঈশ্বর কি করেন। তারা আটকে[১১২] পড়েছিল। তারা লোহিত সাগরের সামনে আসতে পারছিল না এবং মিশরীয় সৈন্যরা তাদের পিছনে আসতে লাগল। কেবলমাত্র ঈশ্বরই তাদের রক্ষা করতে পারতেন।

যাত্রাপুস্তক ১৪:১৫-৩১

১৫ এর পরে সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, "তুমি আমার কাছে কান্নাকাটি করছ কেন? ইস্রায়েলীয়দের এগিয়ে যেতে বল। ১৬ তুমি তোমার লাঠিটা তুলে নাও এবং সমুদ্রের উপর তোমার হাত বাড়িয়ে দিয়ে সমুদ্রকে দু'ভাগ কর। তাতে সমুদ্রের মধ্যে শুকনা জমির উপর দিয়ে ইস্রায়েলীয়েরা হেঁটে চলে যাবে। ১৭ কিন্তু আমি মিসরীয়দের মন এমন কঠিন করব যে, তারা ইস্রায়েলীয়দের পিছনে পিছনে সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে যাবে। এতে ফরৌণ ও তার সমস্ত সৈন্যদল, রথ ও ঘোড়সওয়ার আমার গৌরব প্রকাশের উপায় হবে। ১৮ তা দেখে মিসরীয়েরা বুঝতে পারবে যে, আমিই সদাপ্রভু।" ১৯-২০ তখন ঈশ্বরের দূত যিনি ইস্রায়েলীয় দলের আগে আগে যাচ্ছিলেন তিনি ঘুরে তাদের পিছনে চলে গেলেন। মেঘের থামটাও তাদের সামনে থেকে পিছনে সরে গিয়ে ইস্রায়েলীয় ও মিসরীয়দের দলের মাঝামাঝি দাঁড়াল। তাতে মিসরীয়দের দিকটা হয়ে রইল মেঘলা ও অন্ধকারে ঢাকা আর ইস্রায়েলীয়দের দিকটা রাতের বেলায়ও হয়ে রইল আলোময়। এতে সারা রাতের মধ্যে মিসরীয়েরা ইস্রায়েলীয়দের কাছে আসতে পারল না। ২১ পরে মোশি সমুদ্রের উপরে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন; আর সদাপ্রভু সারা রাত ধরে একটা পূবের বাতাস জোরে বইয়ে সমুদ্রের জল দু'পাশে সরিয়ে দিলেন। তিনি জলকে দু'ভাগ করে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে একটা শুকনা পথ তৈরী করলেন। ২২ ইস্রায়েলীয়েরা সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে শুকনা মাটির পথ ধরে হেঁটে চলল। তাদের ডানে বাঁয়ে সমুদ্রের জল দেয়ালের মত হয়ে দু'পাশে দাঁড়িয়ে রইল। ২৩ এই ব্যাপার দেখে মিসরীয়েরা পিছন থেকে ইস্রায়েলীয়দের তাড়া করল। ফরৌণের সব ঘোড়া, রথ ও ঘোড়সওয়ার তাদের পিছনে পিছনে সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। ২৪ ভোর রাতে সদাপ্রভু মেঘ ও আগুনের থামের মধ্য থেকে মিসরীয় সৈন্যদলের দিকে চেয়ে দেখলেন আর তাদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলেন। ২৫ এছাড়া তিনি রথের চাকাগুলোও খুলে ফেললেন; তাতে রথ চালাতে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। মিসরীয়েরা তখন বলল, "চল, আমরা ইস্রায়েলীয়দের ছেড়ে পালাই, কারণ সদাপ্রভুই ইস্রায়েলীয়দের হয়ে মিসরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন।" ২৬ তখন সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, "সমুদ্রের

পর্ব ১১: ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করলেন এবং তাদের সাথে একটি চুক্তি করলেন

উপরে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও। তাতে জল আবার ফিরে এসে মিসরীয়দের উপর এবং তাদের রথ ও ঘোড়সওয়ারদের উপর পড়বে।" ২৭ তখন মোশি তাঁর হাত সমুদ্রের উপরে বাড়িয়ে দিলেন। ভোর বেলায় সমুদ্রের জল নিজের জায়গায় ফিরে আসল। মিসরীয়েরা তখন ডানে-বাঁয়ে ছুটাছুটি করছিল, কিন্তু সদাপ্রভু তাদের সাগরের ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিয়ে

[১১২] আটকে পড়া - পালানোর পথ নেই

গেলেন। ২৮ সমুদ্রের জল ফিরে এসে রথ ও ঘোড়সওয়ারদের, অর্থাৎ ইস্রায়েলীয়দের পিছনে তাড়া করে আসা ফরৌণের গোটা সৈন্যদলটাকে ডুবিয়ে দিল। তাদের একজনও আর বেঁচে রইল না। ২৯ ইস্রায়েলীয়েরা কিন্তু সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে শুকনা পথ ধরে চলে গিয়েছিল। তাদের ডানে-বাঁয়ে জল দেয়ালের মত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ৩০ সদাপ্রভু এইভাবেই সেই দিন মিসরীয়দের হাত থেকে ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করেছিলেন। ইস্রায়েলীয়েরা মিসরীয়দের মৃতদেহ সমুদ্রের কিনারে পড়ে থাকতে দেখল। ৩১ সদাপ্রভু মিসরীয়দের বিরুদ্ধে তাঁর যে মহাশক্তি ব্যবহার করলেন তা দেখে ইস্রায়েলীয়দের মনে তাঁর প্রতি একটা ভয়ের ভাব জেগে উঠল। তারা সদাপ্রভুর ও তাঁর দাস মোশির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে চলতে লাগল।

ঈশ্বর তাঁর লোকদের রক্ষা করলেন যদিও তারা তাঁর করুণা পাওয়ার যোগ্য[১১৩] নয়। তিনি মোশিকে তার হাত উঠাতে বললেন এবং তারপর ঈশ্বর সাগরের মধ্যে একটি শুকনা পথ তৈরি করলেন। ঈশ্বরই মহাসাগর, নদী,হ্রদ এবং পানির সৃষ্টিকর্তা তাই তিনি সাগরের মধ্যে একটি শুকনা পথ তৈরি করতে পারেন। ঈশ্বর যে পথ তৈরি করেছিলেন সেই পথ দিয়ে ইস্রায়েলীয়রা তাদের পশুপাল নিয়ে হেঁটে গেলেন।

ঈশ্বর সাগরের মধ্যে যে পথ তৈরি করেছিলেন সেই পথে মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের অনুস্মরণ করতে লাগল। সকালে সদাপ্রভু মিশরীয়দের রথ[১১৪] চালানো কঠিন করে দিলেন। মিশরীয়রা তখন ভয় পেয়ে গেল, কেননা তারা দেখল যে ঈশ্বরই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। সমুদ্রের জল নিজের জায়গায় ফিরে আসল এবং সমস্ত মিশরীয়রা মারা পড়ল। ইস্রায়েলীয়রা মিশরীয়দের দেহগুলো সমুদ্রতীরে পড়ে থাকতে দেখল। তারা তাঁর মহৎ ক্ষমতা দেখে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে লাগল। ঈশ্বর সেই লোকদের রক্ষা করলেন যারা ফাঁদে আটকে পড়েছিল এবং যারা তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য কান্নাকাটি করেছিল।

যাত্রাপুস্তক ১৬ এবং ১৭ অধ্যায়ে ঈশ্বরের গল্প আমাদের সেই সময় সম্পর্কে বলে যখন ইস্রায়েলীয়রা লোহিত সাগর পাড় করেছিল। তারা মরুভূমিতে ছিল যেখানে কোনও মানুষ বা কোনও খাবার কিংবা জল ছিল না। তারা মোশি এবং হারণের

তাঁর গল্প: উদ্ধার

[১১৩] যোগ্য হওয়া - কিছু করার মধ্য দিয়ে আপনি কিছু অর্জন করেন
[১১৪] রথ - দুটি চাকার ছোট একটি গাড়ি যা ঘোড়ার দ্ধারা টানা হত

উপর রেগে গিয়েছিল এবং তারা ভূলে গিয়েছিল কেবল ঈশ্বর-ই তাদের সাহায্য করতে পারেন। তারা ভাবতে লাগল এই মরুভূমিতে অনাহারে[১১৫] মরার চেয়ে মিশরেই তারা ভাল ছিল।

যদিও ইস্রায়েলীয়রা তাঁর উপর আস্তা রাখতে পারছিল না তথাপি ঈশ্বর তাদের দেখাশোনা করতে লাগলেন। তিনি তাদের খাবার খেতে দিলেন। তিনি তাদের ছাউনিতে পাখি পাঠালেন যাতে তারা এদের মেরে খায়। যখন তারা সকালে ঘুম থেকে উঠত তিনি তাদের মান্না নামক এক ধরণের খাবার খেতে দিতেন যা মাটিতে পড়ে থাকত । ঈশ্বর যে মান্না দিয়েছিলেন তা দিয়ে তারা রুটি বানাত। পরবর্তীতে যখন তাদের খাবারের পানি কমে যেত তখনই তারা আবার অভিযোগ[১১৬] করতে থাকত। ঈশ্বর তাদেরকে তাদের প্রয়োজনীয় পানি দিতেন। তিনি সমস্ত লোকদের এবং সমস্ত প্রাণীদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিতেন। ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের দিন-রাত পরিচালনা করতে লাগলেন। তিনি তাদেরকে সিনাই পর্বতে নিয়ে গেলেন।

যাত্রাপুস্তক ১৯:১,২

১ মিসর দেশ থেকে বের হয়ে আসবার পরে তৃতীয় মাসে ইস্রায়েলীয়েরা সিনাই মরু-
এলাকায় গিয়ে পৌঁছাল। ২ তারা রফীদীম ছেড়ে এসে সিনাই পাহাড়ের সামনে সিনাই মরু-
এলাকায় ছাউনি ফেলল।

সেখানে তারা সিনাই পর্বতের সামনে মরুভূমিতে ছাউনি ফেলল। মনে আছে, অনেক বছর পূর্বে ঈশ্বর যখন বলেছিলেন ঈশ্বর যে মোশি এবং ইস্রায়েলীয়দের সাথে আছেন এটাই হবে তাঁর চিহ্ন? ঈশ্বর বলেছিলেন তাঁর আরাধনা করার জন্য তিনি মোশি এবং ইস্রায়েলীয়দের এই পর্বতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন এবং তা-ই ঘটেছিল। ঈশ্বর যা করবেন বলেন সর্বদা তা-ই করেন।

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের সাথে একটি চুক্তি করার জন্য তাদেরকে সিনাই পর্বতে নিয়ে এসেছিলেন। ইংরেজীতে চুক্তি শব্দের আরেকটি শব্দ হল 'ব্যবস্থাপত্র'। ব্যবস্থাপত্র হল এমন একটি অঙ্গীকারনামা[১১৭] যা প্রায় সময় কোন একটি চুক্তিতে[১১৮] লিখিত থাকে। একই অর্থের আরও একটি পুরানো ইংরেজী শব্দ হল '*সাক্ষ্যপত্র*'।

যাত্রাপুস্তক ১৯:৩-৮

৩ পরে মোশি পাহাড়ের উপরে ঈশ্বরের কাছে উঠে গেলেন। সেই সময় সদাপ্রভু
পাহাড়ের উপর থেকে তাঁকে ডেকে বললেন, "তুমি যাকোবের বংশধর ইস্রায়েলীয়দের

পর্ব ১১: ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করলেন এবং তাদের সাথে একটি চুক্তি করলেন

[১১৫] অনাহারে - খাবার খেতে না পেয়ে মারা যাওয়া

[১১৬] অভিযোগ করা - কোনো কিছু নিয়ে যখন আপনি খুশি না তখন সেটা নিয়ে কথা বলা অথবা কাউকে নিয়ে খারাপ কিছু বলা কেননা তারা আপনার প্রতি কিছু করেছে

[১১৭] অঙ্গীকারনামা - দুইজন ব্যক্তি বা একদল লোক কোনও কিছু করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে

[১১৮] চুক্তি - দুইজন ব্যক্তি বা একদল লোক কোনও একটা বিষয়ে একমত হলে তা লিপিবদ্ধ করা

বল যে, ৪ তারা নিজেরাই দেখেছে, মিসরীয়দের দশা আমি কি করেছি। ঈগল পাখীর
ডানায় বয়ে নেবার মত করে আমি ইস্রায়েলীয়দের নিজের কাছে নিয়ে
এসেছি। ৫ সেইজন্য যদি তারা আমার সব কথা মেনে চলে এবং আমার ব্যবস্থা পালন
করে তবে পৃথিবীর সব জাতির মধ্য থেকে তারাই হবে আমার নিজের বিশেষ সম্পত্তি,
কারণ দুনিয়ার সব লোকই আমার অধিকারে। ৬ আমার এই লোকদের দিয়েই গড়া হবে
আমার পুরোহিতদের রাজ্য এবং এই জাতিই হবে আমার উদ্দেশ্যে আলাদা করা জাতি।
এই কথাগুলো তুমি ইস্রায়েলীয়দের জানিয়ে দাও।" ৭ তখন মোশি নেমে এসে ইস্রায়েলীয়
বৃদ্ধ নেতাদের ডেকে একত্র করলেন এবং সদাপ্রভু তাঁকে যে সব কথা বলতে বলেছিলেন
তা সবই তাঁদের বললেন। ৮ এই কথা শুনে সব লোক একসংগে বলল, "সদাপ্রভু যা
বলেছেন আমরা তা সবই করব।" লোকেরা যা বলল মোশি গিয়ে তা সদাপ্রভুকে
জানালেন।

মোশি ঈশ্বরের সাথে কথা বলার জন্য পাহাড়ের উপর উঠে গেলেন। ঈশ্বর মোশিকে ইস্রায়েলীয়দের বলতে বলেছিলেন তিনি তাদের পিতা এবং তিনিই তাদের প্রভু, যিনি তাদের মিশরের দাসত্ব থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন পৃথিবীতে তারা-ই হবে তাঁর বিশেষ লোক। তারা তাঁর-ই লোক হবে এবং তারা পৃথিবীতে তাঁর-ই কাজের অংশ হবে। কিন্তু তিনি বলেছিলেন তাদেরকে অবশ্যই তাঁর কথার বাধ্য হতে হবে। এটাই হবে সেই চুক্তি যা তিনি তাদের সাথে করতে চলেছেন। মোশি যখন ইস্রায়েলীয়দের এইসব কিছু বললেন, তখন তারা বলল, প্রভু যা-ই করতে বলবেন তারা তা-ই করবে।

ইস্রায়েলীয়রা জানত না ঈশ্বরের চুক্তিনামায় কি থাকবে। অতীতে তারা তাঁকে বিশ্বাস করতে পারে নি এবং তিনি যা করতে বলেছিলেন তারা তা করতে ব্যর্থ[১১৯] হয়েছিল। তাই ঈশ্বর যা করতে বলেছিলেন তা-ই করবে বলে তাদের একমত হওয়া উচিত ছিল না। তাদের মনে রাখা উচিত ছিল তাদের জীবন ছিল পাপে পূর্ণ। তাদের ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত ছিল। তাদের মনে রাখা উচিত ছিল পাপ এবং এবং শয়তান তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছিল এবং তারা তাদের পাপের জন্য মৃত্যুর যোগ্য। তাদের মনে রাখা উচিত ছিল যে কেবলমাত্র ঈশ্বর-ই সেই প্রতিশ্রুত উদ্ধারকর্তাকে পাঠানোর মাধ্যমে তাদের রক্ষা করতে পারেন।

যাত্রাপুস্তক ১৯ অধ্যায়ে আপনি পড়ে দেখতে পারেন, ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন তিনি কি বলেন তা শুনার জন্য তাঁর লোকেরা যেন প্রস্তুত থাকে। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর চুক্তিতে যা কিছু থাকবে তা শুনার জন্য তাঁর লোকেরা যেন সব রকমভাবে প্রস্তুত থাকে। তিনি চান যেন তারা জানুক যে তাদের সাথে করা এই চুক্তি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর বললেন পর্বতকে ঘিরে তাদের একটা সীমানা[১২০] করা দরকার।

[১১৯] ব্যর্থ হওয়া - কোনো কিছু করতে সক্ষম না হওয়া
[১২০] সীমানা - এমন একটি রেখা যা কোনো একটি এলাকাকে চিহ্নিত করে

তাঁর গল্প: উদ্ধার

তিনি বললেন কোনও ব্যক্তি বা পশু এই সীমানা অতিক্রম করতে পারবে না। যদি কোনও ব্যক্তি বা পশু তা অতিক্রম করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের জানাতে চেয়েছিলেন, যেহেতু তিনি সেখানে ছিলেন তাই সেই পর্বতটি ছিল পবিত্র[১২১] স্থান। তিনি তাদেরকে তাঁর চুক্তি সম্পর্কে বলতে সেখানে আসবেন। ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে তারা ছিল পাপী এবং তারা তাঁর সাহায্য ছাড়া তাঁর কাছে যেতে পারে না। ঈশ্বর সেই পর্বতকে ঘিরে যে সীমানা তৈরি করেছিলেন যদি তারা তা অতিক্রম করে তবে তারা মারা যাবে। ঈশ্বর সর্বদা যা বাস্তব ও সত্য তা-ই করেন। সুতরাং তাঁর সাথে তাদের সম্পর্কও আসল এবং সত্যিকার অর্থে হতে হবে। যেহেতু তারা তাঁর শত্রু ছিল, তাই তারা তাদের ইচ্ছামত তাঁর কাছে যেতে পারত না। তিনি যেভাবে বলেছিলেন তাদেরকে তাঁর কাছে সেইভাবেই যেতে হবে। তবেই তাঁর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আসল এবং সত্য হবে।

তৃতীয় দিনের সকালে, একটি মেঘ পাহাড়ের উপরিভাগ ঢেকে ফেলল। ইস্রায়েলীয়রা বজ্রধ্বনি শুনতে পেল এবং বিদ্যুৎ চমকাতে দেখল। গোটা পাহাড়টা ধুমায় ঢেকে গেল এবং কাঁপতে লাগল। মোশি আতঙ্কিত লোকদের সীমানার ওপারে নিয়ে গেলেন। তারপর ঈশ্বর মোশিকে উপরে উঠে আসতে বললেন এবং তিনি পাহাড়ের উপর ধুমার মধ্যে চলে গেলেন।

তারপর ঈশ্বর পাহাড়ের উপর মোশির সাথে আবার কথা বললেন।

যাত্রাপুস্তক ২০:১-১৭

১ এর পর ঈশ্বর বললেন, ২ "হে ইস্রায়েলীয়েরা, আমি সদাপ্রভুই তোমাদের ঈশ্বর। মিসর
দেশের গোলামী থেকে আমিই তোমাদের বের করে এনেছি। ৩ "আমার জায়গায় কোন
দেবতাকে দাঁড় করাবে না। ৪ "পূজার উদ্দেশ্যে তোমরা কোন মূর্তি তৈরী করবে না, তা
আকাশের কোন কিছুর মত হোক বা মাটির উপরকার কোন কিছুর মত হোক কিম্বা
জলের মধ্যেকার কোন কিছুর মত হোক। ৫ তোমরা তাদের পূজাও করবে না, তাদের
সেবাও করবে না, কারণ কেবলমাত্র আমি সদাপ্রভুই তোমাদের ঈশ্বর। আমার পাওনা
ভক্তি আমি চাই। যারা আমাকে ঘৃণা করে তাদের পাপের শাস্তি আমি তাদের তৃতীয় ও
চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত দিয়ে থাকি। ৬ কিন্তু যারা আমাকে ভালবাসে এবং আমার সব আদেশ
পালন করে, হাজার হাজার পুরুষ পর্যন্ত তাদের প্রতি আমার বুক ভরা দয়া থাকবে।
৭ "কোন বাজে উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম নেবে না। যে তা
করবে তাকে সদাপ্রভু শাস্তি দেবেন। ৮ "বিশ্রামবার আমার উদ্দেশ্যে আলাদা করে
রাখবে এবং তা পালন করবে। ৯ সপ্তার ছয় দিন তোমরা পরিশ্রম করবে এবং তোমাদের
সমস্ত কাজ করবে, ১০ কিন্তু সপ্তম দিনটা হল তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে

[১২১] পবিত্র স্থান - ঈশ্বরের জন্য আলাদা করা একটি জায়গা

পর্ব ১১: ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করলেন এবং তাদের সাথে একটি চুক্তি করলেন

বিশ্রামের দিন। সেই দিন তোমরা, তোমাদের ছেলেমেয়ে, তোমাদের দাস-দাসী, তোমাদের পশু বা তোমাদের শহর ও গ্রামে বাস-করা অন্য জাতির লোক, মোট কথা, কারও কোন কাজ করা চলবে না। ১১ সদাপ্রভু ছয় দিনে মহাকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং সেগুলোর মধ্যেকার সব কিছু তৈরী করেছিলেন, কিন্তু সপ্তম দিনে সেই কাজ আর করেন নি। সেইজন্য তিনি এই বিশ্রাম দিনটাকে আশীর্বাদ করে তাঁর নিজের জন্য আলাদা করেছিলেন। ১২ "তোমাদের মা-বাবাকে সম্মান করে চলবে। তাতে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দেওয়া দেশে তোমরা অনেক দিন বেঁচে থাকবে।

১৩ "খুন কোরো না।

১৪ "ব্যভিচার কোরো না।

১৫ "চুরি কোরো না।

১৬ "কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না।

১৭ "অন্যের ঘর-দুয়ার, স্ত্রী, দাস-দাসী, গরু-গাধা কিম্বা আর কিছুর উপর লোভ কোরো না।

মোশি পাহাড় থেকে নেমে আসলেন এবং ঈশ্বর যা বলেছিলেন তিনি তা ইস্রায়েলীয়দের বললেন। ঈশ্বর ইস্রায়েলের সন্তানদের দশটি আজ্ঞা[১২২] দিয়েছিলেন। কিভাবে তাদের জীবন যাপন করা উচিত এবং কিভাবে তাদের তাঁর কাছে আসা উচিত সেই ব্যাপারে পরবর্তীতে তিনি আরও অনেক নিয়ম দিয়েছিলেন । কিন্তু এই দশটি আজ্ঞা ছিল তাদের বোঝার জন্য সবচেয়ে প্রাথমিক[১২৩] এবং গুরুত্বপূর্ণ।

[১২২] আজ্ঞা - ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা এমন একটি নিয়ম যা অবশ্যই পালন করতে হবে

[১২৩] প্রাথমিক - আরম্ভের স্থান বা ভিত্তি (অন্যান্য সকল নিয়মের ক্ষেত্রে)

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

ঈশ্বর তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি-ই তাদের প্রভু যিনি মিশরের দাসত্ব থেকে তাদের রক্ষা করেছিলেন। তিনি তাদের আইন প্রণেতা হওয়ার অধিকার রাখেন কেননা তিনি-ই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি তাদের উদ্ধার করেছিলেন আর তাদের যত্ন নিতেন।

১ম আজ্ঞা - ঈশ্বর বললেন তিনি ছাড়া তাদের আর কোনও দেবতা থাকবে না। এর মানে হল কোনও ব্যক্তি, কোনও জিনিস, কোনও চাহিদা এবং কোনও ধারণা ঈশ্বরের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদেরকে সাহায্য করার কিংবা যত্ন নেবার জন্য তাদের কারও উপর নির্ভর করা উচিত নয়। তাদের নিজেদের উপর কিংবা অন্য যেকোন কিছুর উপর নির্ভর করা উচিত নয়। যদি তারা একবারের জন্যও তা করে তবে তা হবে ঈশ্বরের ১ম আজ্ঞা অমান্য করা এবং ঈশ্বরের সাথে তাদের চুক্তি বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়া।

২য় আজ্ঞা - ঈশ্বর বললেন তারা কোনও মূর্তি তৈরি করতে পারবে না। মূর্তি হল মানুষের তৈরি জিনিস যা লোকেরা দেবতা হিসাবে পূজা করে। তখনকার সময় অনেক জাতি মানুষের তৈরি মূর্তি পূজা করত। যে সব লোকেরা ঈশ্বরের কথা শুনত না তারা মানুষের তৈরি মূর্তির পূজা করত। ইস্রায়েলীয়রা যদি একবার হলেও তা করত, তাহলে তারা ঈশ্বরের ২য় আজ্ঞা অমান্য করত এবং ঈশ্বরের সাথে তাদের যে চুক্তি তা ভেঙ্গে যেত।

৩য় আজ্ঞা - ঈশ্বর বললেন তাঁর নাম অনর্থক[১২৪] নেওয়া যাবে না। ঈশ্বর চান তারা যেন মনে রাখে তিনি আসলে কে। তিনি চান না যে তারা তাঁর নাম খারাপভাবে ব্যবহার করে। তিনি চান না তারা যেন কোন কিছু না ভেবে তাঁর নাম ব্যবহার করে। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে তিনি তাদের প্রভু এবং তিনিই তাদের রক্ষা করেছিলেন। মিশরীয়রা এবং অন্যান্য জাতির লোকেরা তাদের ভজন গীতিতে[১২৫] দেবতাদের নাম ব্যবহার করত। তারা ভাবত দেবতাদের নাম বললে হয়ত তারা বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। ঈশ্বর চান যেন ইস্রায়েলীয়রা এই সত্যটা মনে রাখে যে তিনি আসলে কে। তারা তাঁকে নিয়ে কি বলে এবং তাঁর নাম যেভাবে ব্যবহার করে তার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় তারা আসলে তাকে নিয়ে কি ভাবে। যদি তারা একবার হলেও তা ভুলে যায়, তাহলে তারা ঈশ্বরের ৩য় আজ্ঞা অমান্য করে।

৪র্থ আজ্ঞা - ঈশ্বর বললেন সপ্তাহের একটি দিন তাদেরকে পবিত্র রাখতে হবে। এই দিনকে বলা হবে বিশ্রামবার। এর অর্থ হল বিশ্রাম। সৃষ্টির ষষ্ঠ দিনের পর ঈশ্বর বিশ্রাম নিয়েছিলেন। ঈশ্বর চেয়েছিলেন ইস্রায়েলীয়রা যেন সমস্ত কিছুই বন্ধ রাখে এবং বিশ্রাম নেয় এবং অন্যান্য দিনের কাজকর্ম থেকে একদিন সময় রাখে যাতে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে স্মরণ করতে

[১২৪] অপব্যবহার - কোন কিছু ভুলভাবে ব্যবহার করা

[১২৫] ভজনগীতি - একধরনের সংগীত বা বাক্য যা বারবার বলতে থাকলে লোকেরা ভাবে যে তা ঘটবে

পারে। এভাবে করলে তারা ঈশ্বরের সাথে একমত হয় যে তিনিই তাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণকর্তা। ঈশ্বর জানতেন তারা তাদের জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং তাঁকে ভুলে যাবে। তাই তিনি তাকে স্মরণ করার জন্য সপ্তাহর একটি দিন আলাদা করে রাখতে বলেছেন। তারা যদি একমূহুর্তের জন্যও ঈশ্বরকে ভুলে যায় তাহলে তারা তাঁর এই আদেশ ভঙ্গ করে যা ঈশ্বর তাদের দিয়েছিলেন।

৫ম আজ্ঞা - ঈশ্বর বললেন তাদের মা বাবাকে সম্মান[১২৬] করতে হবে। ঈশ্বরের গল্পে পরবর্তীতে এটা বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর চান যেন মা বাবারা তাদের ছেলেমেয়েদের তাঁর সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। তাই ঈশ্বর জানতেন ছেলেমেয়েরা তাদের মা বাবাকে সম্মান না করলে তাঁকে সম্মান করবে না। তিনি চান প্রত্যেক প্রজন্ম যেন তাঁকে জানে, তাঁকে ভালবাসে এবং সম্মান করে। যদি কোন ইস্রায়েলীয় তাদের বাবা মায়ের সাথে একবার হলেও খারাপ ব্যবহার করে, তাহলে তারা ঈশ্বরের ৫ম আদেশ অমান্য করে।

৬ষ্ঠ আজ্ঞা - ঈশ্বর বলেছেন খুন[১২৭] করা যাবে না। সমস্ত জীবন ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসেন এবং তাদের জীবন তাঁর কাছে খুবই মূল্যবান। তিনি চান যেন ইস্রায়েলীয়রা মানুষের জীবনকে তাঁরই মত মূল্য দেয়। তিনি বললেন একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির প্রাণ কেড়ে নিতে পারে না। পরবর্তীতে ঈশ্বরের গল্পে তিনি বলেন কোনো ব্যক্তিকে ঘৃণা করা তাকে খুন করার সমান। তাই ইস্রায়েলীয়রা যদি কাউকে ঘৃণা করে তবে তারা ঈশ্বরের ৬ষ্ঠ আদেশ অমান্য করে।

৭ম আজ্ঞা - ঈশ্বর তাদের বলেছিলেন ব্যভিচার[১২৮] করবে না। মানুষ যাতে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে এবং তাদের সন্তানাদি লালন পালন করতে পারে সেইজন্য ঈশ্বর বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। বিবাহ বহির্ভূত যেকোন যৌন সম্পর্কই হল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাওয়া। ঈশ্বরের গল্প আরও বলে যে, কাউকে দেখে যৌন চিন্তা করা তার সাথে যৌন সম্পর্ক করার মতই। যদি ইস্রায়েলীয়রা একবার হলেও এই কাজ করে, তবে তারা ঈশ্বরের ৭ম আইন অমান্য করে।

৮ম আজ্ঞা - ঈশ্বর বলেছেন তারা যেন চুরি না করে। ঈশ্বর তাদের জানাতে চান যে, অন্যের জিনিস চুরি করা ভাল নয়। সেটা হতে পারে টাকা কিংবা অন্য যেকোন জিনিস। এর মানে হল কারো জিনিস তার কাছ থেকে অন্য যেকোন উপায়ে কেড়ে নেওয়া ঠিক নয়। শুধু নিজের কথা ভেবে অন্যের জিনিস নিয়ে নেওয়া ঠিক নয়। পরে ঈশ্বরের গল্প আরও বলে যে, নিজেদের কথা ভাবার আগে অন্যের কি প্রয়োজন তা-ই আগে ভাবা উচিৎ। ইস্রায়েলীয়রা যদি আগে নিজেদের প্রয়োজন নিয়ে ভাবে এবং অন্যের জিনিস চুরি করে, তবে তারা ঈশ্বরের ৮ম আদেশ অমান্য করে।

[১২৬] সন্মান - কারো কৃতকর্মের জন্য তাকে ভালবাসা এবং সন্মান দেখানো

[১২৭] খুন করা - একজন মানুষ অন্য মানুষকে হত্যা করে

[১২৮] ব্যভিচার করা - একজন বিবাহিত ব্যক্তির সাথে এমন একজনের যৌন সম্পর্ক যে তার স্বামী কিংবা স্ত্রী নয়।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

৯ম আজ্ঞা - ঈশ্বর বললেন অন্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না। ঈশ্বর মিথ্যা বলেন না; তাই ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের বললেন অন্যদের সম্পর্কে মিথ্যা বলা যাবে না। ঈশ্বর জানেন শয়তান লোকদের ক্ষতি করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং তাদের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করে। যদি ইস্রায়েলীয়রা একটা মিথ্যা বলে কিংবা একেবারে সত্য নয় এমন কিছু বলে, তাহলে তারা ঈশ্বরের ৯ম আদেশ অমান্য করে।

১০ম আজ্ঞা - ঈশ্বর অন্যের জিনিস লোভ করতে মানা করলেন। লোভ করা হল অন্যের জিনিস পাওয়ার বাসনা। ঈশ্বরই ইস্রায়েলীয়দের যত্ন নিতেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু যুগিয়ে দিতেন। তিনি তাদের উদ্ধার করেছিলেন এবং যখন তারা মরুপ্রান্তরে ছিল তখন তাদের যত্ন নিয়েছিলেন। যদি তারা অন্যের জিনিস লোভ করে তাহলে এটাই প্রকাশ পায় যে ঈশ্বর তাদের যা দিয়েছেন তা নিয়ে তারা খুশি নয়। এছাড়াও, যদি তারা অন্যের জিনিস চায়, তবে এটাই প্রকাশ পায় যে তাদের প্রয়োজনগুলি অন্য লোকদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। লোভ করার অর্থ কেবলমাত্র আরও বেশি অর্থ বা জিনিস চাওয়া নয়, কিন্তু এর মানে হল অন্যের উপর ক্ষমতা দেখানো বা অন্যের চেয়ে আরও বেশি পাওয়ার মনোভাব। যদি ইস্রায়েলীয়রা একবার হলেও অন্যের জিনিস লোভ করে থাকে তাহলে তারা ঈশ্বরের ১০ম আজ্ঞা ভঙ্গ করে।

সুতরাং এগুলো ছিল ঈশ্বরের আইন, যা মোশি পর্বত থেকে নামিয়ে এনেছিলেন। ঈশ্বর লোকদের তার চুক্তির অংশ হিসাবে কি করতে হবে তা বলেছিলেন। কিন্তু এটি পালন করা অসম্ভব[১২৯] হয়ে পড়ে। এমনকি তারা ঈশ্বরের একটি আইনও কখনও মেনে চলতে পারে নি।

ঈশ্বর তাদের দেখাতে চেয়েছিলেন যে তাদের পক্ষে তাঁর সমস্ত আইন মেনে চলা অসম্ভব। ঈশ্বর নিখুঁত এবং তিনি যে সকল আইন তৈরি করেছিলেন সেগুলো লোকদের একসঙ্গে থাকতে শিখায়। কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা খাঁটি ছিল না। তারা এদন বাগানের বাইরে পাপ ও মৃত্যুর জগতে জন্মেছিল। তারা পাপী ছিল। যদিও তারা চেষ্টা করেছিল তথাপি তারা তাঁর আইন অনুসরণ করতে পারেনি। ঈশ্বর তাদের জানাতে চেয়েছিলেন যে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের তাঁকে প্রয়োজন। তিনি তাদের সাথে সত্য এবং বাস্তবিক সম্পর্ক রাখতে চান। এটাই সত্য যে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাদের তাঁকে প্রয়োজন। ঈশ্বরের আইন পালনের মধ্য দিয়ে তারা তাদের নিজেদের পাপের মূল্য পরিশোধ করতে পারে না। তারা নিজেদের পাপের জন্য নিজ প্রচেষ্টায় পাপের মূল্য পরিশোধ করতে পারে না।

ঈশ্বর সেই প্রথম থেকেই মানুষকে এটাই বলতে চেয়েছিলেন। আদম ও হবা নগ্ন এবং লজ্জিত ছিল। একমাত্র ঈশ্বরই তাদের জন্য পশুর চামড়া থেকে পোশাক তৈরি করে দিয়েছিলেন। তারা নিজেদের জন্য যে ডুমুর পাতাগুলি খুঁজে নিয়েছিল তা তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না। যে পোশাক ঈশ্বর তাদের জন্য তৈরি করেছিলেন এর মানে হল তারা মৃত্যুর যোগ্য ছিল। তাদের জায়গায় প্রাণীরা মারা গিয়েছিল। কয়িন তার নিজের মত করে ঈশ্বরের কাছে আসার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর কয়িনের উৎসর্গ গ্রহণ করেন নি। কয়িন ঈশ্বরের সাথে একমত হতে পারেননি যে তার পাপের মূল্য পরিশোধের জন্য মৃত্যু আবশ্যিক। নোহ ও তার পরিবারের জাহাজে প্রবেশের জন্য একটি মাত্র দরজা ছিল। ঈশ্বর তাকে বলেছিলেন জাহাজটি

[১২৯] অসম্ভব - এমন কিছু যা করা যায় না

পর্ব ১১: ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করলেন এবং তাদের সাথে একটি চুক্তি করলেন

কিভাবে নির্মাণ করতে হবে এবং তিনিই একমাত্র জাহাজটির দরজা বন্ধ করবার জন্য তাদের পিছনে ছিলেন। জাহাজটির বাইরে মৃত্যু ছিল কিন্তু নোহ এবং তার পরিবার ভিতরে নিরাপদে ছিলেন। তাদের পালানোর কোন উপায় ছিল না, কিন্তু ঈশ্বর তাদের রক্ষা করলেন। ইস্হাকের বাঁচার কোনো আশা ছিল না যদি না ঈশ্বর তার জায়গায় মৃত্যুর জন্য ভেড়া যোগান দিতেন। লোহিত সাগরের তীরে ইস্রায়েলীয়দের ফরৌণের সৈন্যদের হাত থেকে পালানোর কোনো উপায় ছিল না। অতঃপর ঈশ্বর তাদের জন্য একটি রাস্তা তৈরি করে দিলেন যাতে তারা তাদের শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার পায় এবং নিরাপদে লোহিত সাগর পার হতে পারে।

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের কাছে তাঁর আইন-কানুন দিয়েছিলেন। তারা তাঁর কাছে সাহায্য এবং সুরক্ষা[১৩০] চেয়েছিল। তারা তাঁর সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক রাখতে চেয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, তারাই হবে সেই জাতি যার মধ্য দিয়ে প্রতিশ্রুত উদ্ধারকর্তা আসবেন। পৃথিবীর সমস্ত পরিবার তাদের মধ্য দিয়ে আশীর্বাদ পাবে। তাই ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের চুক্তিতে খুশি মনে রাজি হয়েছিল। তারা ভেবেছিল ঈশ্বরের আইন পালন করতে গিয়ে তাদের কোন সমস্যা হবে না। তারা ভেবেছিল তারা তা পালন করতে পারবে এবং তিনি তাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু এটা বাস্তবসম্মত বা সত্য ছিল না। তাদের এটা জানা উচিত ছিল যে এটা পালন করা তাদের জন্য অসম্ভব ছিল। ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে পবিত্র এবং তিনি সর্বদা যা ভাল তা-ই করে থাকেন। তারা কখনও তাঁর আইন পালন করে খাঁটি ভাবে জীবন যাপন করতে পারবে না। মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এবং চিরকাল তাঁর থেকে বিছিন্ন[১৩১] না হওয়ার জন্য তাদের ঈশ্বরকে প্রয়োজন ছিল।

[১৩০] সুরক্ষা - ক্ষতি বা ক্ষত হওয়া থেকে নিরাপদে রাখা

[১৩১] বিচ্ছিন্ন - কোনো কিছু থেকে আলাদা হওয়া বা আলাদা থাকা

?

১. ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের লোহিত সাগরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে তারা তাদের শত্রুদের হাত থেকে পালাতে পারবে না। তিনি কেন এটা করেছিলেন? তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে কি প্রকাশ করছিলেন?
২. ইস্রায়েলীয়দের কি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ছিল? ঈশ্বর যা বলেছিলেন তারা কি তা বিশ্বাস করত?
৩. মরু প্রান্তরে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের সাহায্য করেছিলেন। তিনি তাদের পরিচালনা দিয়েছিলেন এবং তাদের খাবার ও জলের যোগান দিয়েছিলেন। তিনি কেন তা করলেন?
৪. ঈশ্বর কিভাবে দেখালেন যে তাঁর আইন গুরুত্বপূর্ণ?
৫. ঈশ্বর কি ভেবেছিলেন যে ইস্রায়েলীয়রা তাঁর আইন মেনে চলতে পারবে?
৬. এমন কেউ কি আছে, যে ঈশ্বরের সমস্ত আইন মেনে চলতে পারবে? কেন অথবা কেন নয়?
৭. ঈশ্বর কেন ইস্রায়েলীয়দের তাঁর আইন দিয়েছিলেন যেখানে তিনি জানতেন যে তারা সেগুলো পালন করতে সক্ষম নয়?

পর্ব ১২

ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে বললেন কিভাবে তাঁর উপাসনা করতে হবে

ইস্রায়েলীয়রা বলল তারা ঈশ্বরের সাথে চুক্তি করে খুশি ছিল। মোশি যখন ঈশ্বরের আইনগুলো নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসলেন, ইস্রায়েলীয়রা পুনরায় বলল ঈশ্বর যা বলবেন তারা সেই সবকিছুই পালন করবে।

যাত্রাপুস্তক ২৪:৩

৩ মোশি যখন ফিরে গিয়ে লোকদের কাছে সদাপ্রভুর সমস্ত কথা বললেন এবং তাঁর সব আইন ঘোষণা করলেন তখন লোকেরা একসংগে বলল, “সদাপ্রভু যা যা বলেছেন আমরা তা সবই করব।”

তারপর ঈশ্বর মোশিকে আবার পাহাড়ে যেতে বললেন।

যাত্রাপুস্তক ২৪:১২

১২ তারপর সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, “তুমি পাহাড়ের উপরে আমার কাছে উঠে এসে কিছুকাল এখানেই থাক। লোকদের শিক্ষা দেবার জন্য পাথরের যে ফলকের উপর আমি আইন-কানুন ও আদেশ লিখে রেখেছি তা আমি তোমাকে দেব।”

তাঁর গল্প: উদ্ধার

এইবার ঈশ্বর মোশিকে একটা বড় সমান পাথরের ফলকে লেখা আইন দিলেন। ঈশ্বর চেয়েছিলেন তাঁর খাঁটি আইনগুলো যেন পাথরে খোদাই[১৩২] করা থাকে। তিনি চাননি সেগুলো হারিয়ে যাক কিংবা পরিবর্তিত হোক। তিনি চেয়েছিলেন ইস্রায়েলীয়রা যেন মনে রাখে তারা কি করতে একমত হয়েছিল।

ঈশ্বর মোশিকে আরও আশ্চর্য বিষয় বলেছিলেন। ঈশ্বর বললেন তিনি আসবেন এবং ইস্রায়েলীয়দের সাথে থাকবেন। তারা ঈশ্বরের চুক্তিতে রাজি হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন তিনি তাদের সম্প্রদায়ের[১৩৩] একটি অংশ হতে চলেছেন। ইস্রায়েলীয়রা ছিল যাযাবর - যার মানে হল তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াত এবং তাম্বুতে বসবাস করত। তাদের সাথে থাকবার জন্য ঈশ্বরের থাকার জায়গাটি এমনভাবে বানাতে হবে যাতে এটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়া যায়। ঈশ্বর মোশিকে বললেন তাদের একটি বড় মিলন তাম্বু বানাতে হবে যাতে তিনি সেখানে থাকতে পারেন। ইংরেজীতে এই তাম্বুর জন্য একটি শব্দ ব্যবহার করা হয় তা হল 'আবাস-তাম্বু'।

এই আবাস-তাম্বু হবে একটি বিশেষ জায়গা। এটা তৈরি করার জন্য যা করা দরকার ঈশ্বর প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মোশিকে বলেছিলেন। তিনি মোশিকে পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন এর ভিতর কি আসবাবপত্র[১৩৪] এবং কি কি জিনিসপত্র থাকবে। তিনি মোশিকে আরও বললেন কিভাবে এটি সাজাতে[১৩৫] হবে। ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের পরিষ্কারভাবে দেখাতে চেয়েছিলেন যে তিনি কতটা পবিত্র এবং কতটা খাঁটি। তিনি তাদের দেখাতে চেয়েছিলেন পাপী লোকেরা তাদের নিজেদের পথে ঈশ্বরের কাছে আসতে পারবে না। তিনি তাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি যেভাবে বলেন সেইভাবেই তাদের তাঁর কাছে আসতে হবে। তাই তিনি তাদেরকে খুব পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন কিভাবে এই বিশেষ জায়গাটা তৈরি করতে হবে যেখানে তিনি তার লোকদের সাথে বসবাস করবেন।

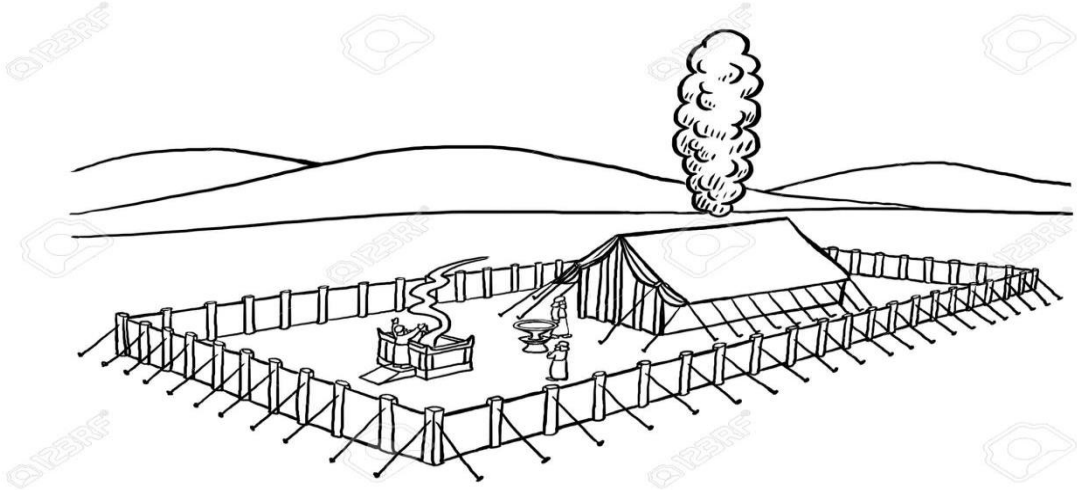

[১৩২] খোদাই করা - একটি গভীর চিহ্ন রেখে দেওয়ার জন্য ধারালো কিছু দিয়ে কোনো কিছু কাটা

[১৩৩] সম্প্রদায় - একটি জনগোষ্ঠী একই জায়গায় একসাথে বসবাস করে

[১৩৪] আসবাবপত্র - একটি ঘরে লোকদের ব্যবহারের জন্য কিছু জিনিস যেমন - টেবিল, চেয়ার এবং বাতি

[১৩৫] সাজানো - পর্দা লাগানো কিংবা রং করা বা নকশা করার মাধ্যমে কোনো কিছুকে সুন্দর দেখানো

পর্ব:১২ ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে বললেন কিভাবে তাঁর উপাসনা করতে হবে

ঈশ্বর জানতেন ইস্রায়েলীয়রা তাঁর আইন পালন করতে পারবে না। তিনি জানতেন তারা যা করবে বলে একমত হয়েছিল তা করতে পারবে না। হ্যাঁ, তারা ছিল ঈশ্বরের মনোনিত লোক, কিন্তু অন্য সকল লোকদের মত তারাও বাগানের বাইরে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং তারাও পাপী ছিল। তারা তা পরিবর্তন করতে পারবে না কিংবা নিজেরাই সমাধান করতে পারবে না। তারা পাপের জগতে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং পাপ ছিল তাদেরই অংশ। অন্য সকল লোকদের মত তারাও নিখুঁত ভাবে জীবন-যাপন করতে এবং ঈশ্বরের সকল আইন পালন করতে পারত না। উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাদের ঈশ্বরকে দরকার ছিল, কিন্তু তখন তারা তা বুঝতে পারেনি।

এবার ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের সাথে একটি চুক্তি, ব্যবস্থাপত্র, করেছিলেন। তিনি তাদের সাথে বাস করবেন। আবাস-তাম্বু হবে সেই জায়গা যেখানে তারা তাঁর কাছে আসতে পারে। এটা হবে এমন একটি জায়গা যেখানে সকল লোকেরা - প্রায় বিশ লক্ষ লোক - ঈশ্বরের কাছে সঠিকভাবে আসতে পারবে, যেভাবে তিনি চাইতেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ একটি জায়গা ছিল। ঈশ্বর তাদের বলেছিলেন ঠিক ভাবে[১৩৬] এটি বানাতে হবে। আপনি আপনার বাইবেলে যাত্রাপুস্তক ২৫ থেকে ২৭ অধ্যায় পড়ে দেখতে পারেন যেখানে ঈশ্বর বলেছিলেন কিভাবে আবাস-তাম্বু তৈরি করতে হবে। এটা সম্পর্কে ঈশ্বর যা বললেন সেইগুলো থেকে আমরা বেশ কিছু বিষয় দেখব।

ঈশ্বর তাদেরকে আবাস-তাম্বুর বাইরের দেওয়াল এবং ছাউনির জন্য পশুর চামড়া ও পশুর পশম থেকে তৈরি জিনিস ব্যবহার করতে বলেছিলেন। ইস্রায়েলীয়রা তাদের তাম্বু তৈরি করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করত এক্ষেত্রেও সেই একই জিনিস ব্যবহার করেছিল।

ঈশ্বর বলেছিলেন আবাস-তাম্বুর সীমানা চিহ্নিত করার জন্য তাম্বুর প্রাচীর সহ একটি বড় এলাকা থাকা উচিত, প্রায় ৪৬ মি X ২৩ মি[১৩৭]। তাম্বুর দেওয়ালের ভিতরে দুই কক্ষ বিশিষ্ট প্রায় ১৪ মি X ৪.৫ মিটারের[১৩৮] একটি তাম্বু থাকবে। প্রথম কক্ষটিকে, যেটা বড় কক্ষ, পবিত্র স্থান বলা হবে। পবিত্র স্থানটি হবে অন্য একটি কক্ষের পাশে যাকে মহা পবিত্রস্থান বলা হবে। এই ঘরটি পবিত্র স্থানের চেয়ে অর্ধেক বড় হবে।

মহাপবিত্র স্থান হবে ঈশ্বরের স্থান, যা তাঁর জন্য আলাদা করা স্থান। ঈশ্বর হলেন আত্মা - আমাদের মত তাঁর কোনো দেহ নেই। সুতরাং থাকার জন্য তাঁর কোনো বাড়ি কিংবা তাম্বুর দরকার নেই। কিন্তু ঈশ্বর চান যেন তাঁর লোকেরা জানতে পারে যে তিনি তাদের সঙ্গে আছেন। সেই কারণে তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন আবাস-তাম্বু তৈরি করে।

ঈশ্বর বলেছিলেন তারা যেন দুই কক্ষের মধ্যে একটি খুব পুরু পর্দা[১৩৯] ঝুলিয়ে রাখে। সেখানে পর্দা রাখার কারণ হল লোকদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া যে তারা ঈশ্বরের কাছে তাদের নিজেদের ইচ্ছামত আসতে পারে না। তিনি পবিত্র কিন্তু

[১৩৬] ঠিক ভাবে - তিনি তাদের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র বর্ণনা দিয়েছিলেন
[১৩৭] ৪৩ মি ী ২৩ মি - ১৪১ ফুট ী ৭৫ ফুট
[১৩৮] ১৪ মি ী ৪.৫ মি - ৪৬ ফুট ী ১৫ ফুট
[১৩৯] পর্দা - পর্দা বানানোর জন্য উপর থেকে ঝুলিয়ে রাখা এক টুকরো কাপড়

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

তারা পবিত্র নয়। এই পর্দা তাদের মনে করিয়ে দিবে যে তাদের পাপ ঈশ্বরের কাছ থেকে তাদেরকে আলাদা করে রেখেছে। তাদের পাপ ছিল এই পর্দার মত যা তাদের এবং সেই মহাপবিত্র স্থানের মাঝখানে ছিল, যেখানে ঈশ্বর বাস করতেন।

ঈশ্বর বলেছিলেন মহাপবিত্র স্থানের ভিতরে সোনায় মোড়ানো একটি বিশেষ কাঠের বাক্স রাখতে হবে। এটাই হবে মহাপবিত্র স্থানের মধ্যেকার একমাত্র জিনিস। ইংরেজীতে এই বাক্সটিকে 'সিন্দুক' বলা হয় । সিন্দুক হল একটি শক্ত বাক্স এবং এর ভিতরে যা কিছু রাখা হয় তা-ই সুরক্ষিত থাকে। পাথরের ফলকে লিখিত ঈশ্বরের সেই আইনগুলো এই সোনার বাক্সটিতে রাখা হবে। এই আইনগুলো হল ইস্রায়েলীয়দের সাথে করা ঈশ্বরের চুক্তি। এই সোনার বাক্সটাকে বলা হত সাক্ষ্য সিন্দুক। ঈশ্বর বলেছিলেন এই বাক্সটির উপর বিশেষ একটি ঢাকনা থাকবে। এই ঢাকনাটি পাথরের ফলকগুলো, যেখানে আইন লেখা হয়েছিল সেগুলো ঢেকে রাখবে। ঈশ্বর বলেছিলেন বাক্সটির ঠিক উপরের জায়গাটিতে তিনি থাকবেন। সোনার বাক্সটির উপরের জায়গাটি তাঁর হবে যেখানে তিনি তাঁর আইন রেখেছিলেন। তিনি বললেন সেই স্থানটি হবে দয়ার স্থান, যেখানে ভুল জিনিসগুলো ঠিক করা হবে।

ঈশ্বর জানতেন লোকেরা কখনও তাঁর আইন পালন করতে পারবে না। তিনি জানতেন তারা কখনও তাদের পাপের মুল্য দিতে পারবে না। কিন্তু তিনি তাঁর কাছে আসার জন্য একটি পথ করে দিলেন। তিনি চান না যে তারা তাদের পাপের কারণে মারা যায়। তিনি লোকদের ভালবাসতেন এবং তিনি ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন ও তাদের সাথে থাকতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন তাঁর সাথে একটি খাঁটি এবং সত্য সম্পর্ক স্থাপন করে। সোনার বাক্সটি, যার ভিতরে আইন ছিল, এটাই দেখায় যে ঈশ্বরের আইন কতটা নিখুঁত। এটা দেখায় যে, ঈশ্বরের নিখুঁত আইনগুলো কখনোও বদলাবে না। কারণ ঈশ্বর লোকদের ভালবাসেন, তিনি তাঁর আইনগুলো ''পালন" করার একটি উপায় তৈরি করবেন - যেমন করে সোনার বাক্সটির উপরের ঢাকনা পাথরের ফলকের উপর লিখিত আইনগুলো ঢেকে ফেলে। তিনি চাননি লোকেরা তাদের পাপের জন্য নিজেদের মৃত্যুর দ্বারা পাপের মূল্য দিক। ঈশ্বর চিরকালের জন্য পাপের সাথে বোঝাপড়া করার জন্য সেই উদ্ধারকর্তাকে পাঠানোর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ের আগ পর্যন্ত, তাঁর লোকেরা যেন আবাস-তাম্বুতে তাঁর কাছে আসতে পারে সেইজন্য ঈশ্বর একটি ক্ষণস্থায়ী[১৪০] ব্যবস্থা করেছিলেন।

ঈশ্বর বলেছিলেন তাদের একটি বড় বেদী তৈরি করতে হবে - পোড়ানো উৎস্বর্গের জন্য একটি জায়গা। এই বেদীটি পিতলের[১৪১] তৈরি হতে হবে। এটি তাম্বু প্রাচীরের মধ্যে স্থাপন করতে হবে। ঈশ্বর বললেন পশু হত্যা করার জন্য লোকদেরকে সেখানে পশু আনতে হবে। তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি পশু আনবে তাকে সেই পশুর মাথার উপর হাত রাখতে হবে। তারপর তাদের উচিত ঈশ্বরের কাছে তাদের নিজের পরিবর্তে প্রাণীটির মৃত্যু গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা। ঈশ্বর তাদের সর্বদা মনে করিয়ে দিতে চান যে তারা তাদের নিজেদের পাপের জন্য মৃত্যুর যোগ্য। কিন্তু তিনি তাদের তাঁর কাছে আসার এবং বেঁচে থাকার জন্য একটি উপায় তৈরি করেছিলেন।

[১৪০] ক্ষণস্থায়ী - এমনকিছু যা খুবই স্বল্প সময়ের জন্য

[১৪১] পিতল - কপার এবং জিংকের তৈরি একধরনের হলুদ পদাথ

পর্ব:১২ ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে বললেন কিভাবে তাঁর উপাসনা করতে হবে

আরও অনেক সজ্জা, আসবাবপত্র এবং বস্ত্র ছিল যা ঈশ্বর তাদের তাম্বুতে রাখবার জন্য বলেছিলেন। ঈশ্বর তাদের বলেছিলেন কিভাবে সবকিছু তৈরি করতে হবে এবং কোন্ কোন্ উপকরণ দিয়ে বানাতে হবে। আবাস-তাম্বুর সমস্ত কিছু সেখানে ছিল যা ঈশ্বরের বিশেষ জিনিসগুলো সম্পর্কে লোকদের মনে করিয়ে দেয়।

ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন যাজক[১৪২] নামে একদল লোক আবাস-তাম্বুর যত্ন নেবে। যাজকেরা নিশ্চিত করবেন যে উৎসর্গগুলো সঠিক ভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা। ঈশ্বর যেমনভাবে তাদের করতে বলেছেন তারা সবকিছুতেই লোকদের সেইভাবে করতে সাহায্য করবেন। ঈশ্বর বলেছিলেন মোশির ভাই হারোণ হবেন প্রধান মহাযাজক। মহাযাজক হবেন যাজকদের নেতা। হারোণের ছেলেরা তার সাথে কাজ করতেন। পরবর্তীতে হারোণের পরিবার থেকে যাজকেরা আসবে। আপনি যাত্রাপুস্তক ২৮ এবং ২৯ অধ্যায়ে ঈশ্বর যাজকদের সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা পড়তে পারেন। ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের খুব স্পষ্টভাবে পুরোহিতদের সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছেন। তিনি তাদের বলেছিলেন যে কিভাবে পুরোহিতদের জন্য বিশেষ ও সুন্দর পোশাক তৈরি করা যায়। তিনি তাদের দিয়ে যে কাজ করাতে চেয়েছিলেন কিভাবে তা করতে হবে তিনি তাদের বলে দিয়েছিলেন। কিভাবে উৎসর্গ প্রস্তুত করতে হবে সেই ব্যাপারে তিনি তাদের দিক নির্দেশনা[১৪৩] দিয়েছিলেন।

ঈশ্বর বলেছিলেন মহাযাজকের একটি বিশেষ কাজ ছিল। বছরে একদিন মহাযাজককে মহাপবিত্র স্থানে যেতে হবে। এই দিনটিকে বলা হয় প্রায়শ্চিত্তের দিন। প্রায়শ্চিত্ত মানে আপনি যে ভুল করেছেন তার প্রতিদান দেওয়া। ঈশ্বর বলেছেন, সেই দিন মহাযাজকের উচিত কোনও প্রাণীর রক্ত সেই বিশেষ স্থানে নিয়ে যাওয়া। যাজককে সাক্ষ্য সিন্দুকের ঢাকনার উপর রক্ত ছিটিয়ে[১৪৪] দিতে হবে। ঈশ্বর যেমনটি বলেছিলেন প্রতি বছর তাদের ঠিক সেইভাবে করা উচিত। তাহলে ইস্রায়েলীয়রা যতবার সেই বছরে আইন ভঙ্গ করবে, ঈশ্বর তাদের শাস্তি দিবেন না।

যা কিছু ঘটেছে এবং যা কিছু ঘটবে তার সবকিছুই ঈশ্বর জানেন। সুতরাং তিনি জানতেন যে ইস্রায়েলীয়রা তাঁর দেওয়া আইন-কানুন মেনে চলতে পারবে না। তিনি তাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে তাদের রক্ষা করার জন্য তাঁকে দরকার। এমনকি মোশি যখন পাহাড়ে ঈশ্বরের সাথে ছিলেন, ততক্ষণে ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের আইন ভঙ্গ করে ফেলেছে।

আপনি যাত্রাপুস্তক ৩২ অধ্যায়ে পরবর্তীতে তারা কি করেছিল তার সম্পূর্ণ গল্পটি পড়তে পারেন। মোশি দীর্ঘ সময় ধরে পাহাড়ের উপরে ছিলেন। যখন ইস্রায়েলীয়রা তার জন্য অপেক্ষা করছিল, তারা প্রচুর পরিমাণ সোনা গলাতে[১৪৫] লাগল।

[১৪২] পুরোহিত - ঈশ্বরের উপাসনা করবার জন্য যারা অন্য লোকদের সাহায্য করে
[১৪৩] নির্দেশনা - কিভাবে কি করতে হয় সে সম্পর্কে দিকনির্দেশ বা আদেশ
[১৪৪] ছিটান - কোনো কিছু ঢাকানোর জন্য ছোট ছোট (রক্তের) ফোঁটা ছিটিয়ে দেয়া
[১৪৫] গলানো - সোনা গরম করে যেন তারা অন্য আকৃতির কিছু তৈরি করতে পারে

তাঁর গল্প: উদ্ধার

সোনা দিয়ে তারা একটি প্রতিমার বাছুর[১৪৬] তৈরি করল। তারপর তারা সোনার বাছুরের পূজা করতে লাগল এবং মিশর থেকে বের করে আনার জন্য একে ধন্যবাদ দিতে লাগল। তারা ভুলে গেল যে ঈশ্বরই তাদেরকে মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন। তারা ঈশ্বরের পরিবর্তে প্রতিমার[১৪৭] উপাসনা করতে লাগল।

ঈশ্বর জানতেন যে তারা তাঁর আইন ভঙ্গ করবে, তাই তিনি তাঁর কাছে আসবার জন্য অন্য উপায় বের করলেন। তিনি বলেছিলেন আবাস-তাম্বুতে তাদের পশু উৎসর্গ করতে হবে। এর মাধ্যমে তারা জানবে যে তাদের নিজের পাপের জন্য নিজেদের মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাদেরই জায়গায় পশু হত্যা করা হবে। উদ্ধারকর্তা না আসা পর্যন্ত তাদের এটা করে যেতে হবে। তিনি শয়তানকে পরাজিত করবেন এবং সমস্ত লোকের পাপের জন্য একবারই মূল্য দিবেন।

আবাস-তাম্বুর পর্ব শেষ হলে পর ইস্রায়েলীয়রা আবার সরে যেত।

যাত্রাপুস্তক ৪০:৩৬-৩৮

৩৬ ইস্রায়েলীয়দের সারা যাত্রাপথে যখনই আবাস-তাম্বুর উপর থেকে মেঘ উঠে যেত
কেবল তখনই তারা বের হয়ে পড়ত; ৩৭ কিন্তু মেঘ উঠে না গেলে তারা বের না হয়ে মেঘ
উঠবার জন্য অপেক্ষা করে থাকত। ৩৮ ইস্রায়েলীয়দের সমস্ত যাত্রাপথে দিনের বেলায়
তাদের চোখের সামনে আবাস-তাম্বুর উপরে থাকত সদাপ্রভুর এই মেঘ আর রাতের
বেলায় সেই মেঘের মধ্যে থাকত আগুন।

ঈশ্বর আসলেন এবং তাদের সাথে বাস করলেন। দিনের বেলা, ইস্রায়েলীয় লোকেরা দেখতে পেত ঈশ্বর তাদের সাথে ছিলেন। আবাস-তাম্বুর উপর সদাপ্রভুর মেঘ থাকত। রাতের বেলা, তারা দেখতে পেত তিনি তখনও সেখানে আছেন। ঈশ্বর রাতের বেলা মেঘের মধ্যে আগুন পাঠাতেন যাতে তারা প্রত্যেকে দেখতে পারে যে তিনি তাদের সাথে আছেন। যখন এই মেঘ সরে যেত, লোকেরা বুঝতে পারত ঈশ্বর তাদের সরে যেতে বলেছিলেন।

একদিন, দশ বা এগারো মাস পরে যখন তারা প্রথমবারের মত সিনাই পর্বতে উঠলেন তখন মেঘ সরে গেল।

গণনাপুস্তক ১০:১১

১১ দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসের বিশ দিনের দিন সাক্ষ্য-তাম্বুর উপর থেকে মেঘ সরে
গেল।

[১৪৬] বাছুর - একটি ছোট গরু

[১৪৭] প্রতিমা - পূজার উদ্দেশ্যে লোকেরা লোহা বা কাঠ দিয়ে দেবতা তৈরি করল

পর্ব:১২ ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে বললেন কিভাবে তাঁর উপাসনা করতে হবে

ঈশ্বরের পরিচালনায় তারা মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারা কনানের সীমানায়[১৪৮] পৌছে গেল। এটাই সেই দেশ যা ঈশ্বর কয়েকশত বছর আগে অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তারা কাদেশ বর্ণিয়া নামে একটি জায়গায় ছাউনি ফেলল।

কনানের সেই জায়গাকে বর্তমানে আমরা ইস্রায়েল, পলেষ্টীয়দের অঞ্চল[১৪৯] লেবানন এবং যর্দনের পশ্চিম অংশ ও সিরিয়া বলে ডাকি। এটাই সেই ভূমি যা ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু যখন তারা সীমান্তে পৌছাল সেখানে ইতিমধ্যে অনেক জাতিগোষ্ঠী বসবাস করছিল। এই জাতিগোষ্ঠীরা ছিল শেমেটিক। শেমেটিক মানে হল তারা নোহের ছেলে শেমের বংশধর। এই সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কিছু গোষ্ঠী আরও জমি, টাকা পয়সা এবং ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করছিল। তারা অন্য জাতিদের সাথে যুদ্ধ করেছিল। এই সকল জাতিরা ঈশ্বরের কথা শোনেনি এবং তাঁর কথা মান্য করেনি। তারা মূর্তি পূজা করত। তিনি যে সৃষ্টিকর্তা তারা তা বিশ্বাস করত না। অনেক বছর আগে ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন যে এই সকল জাতিরা তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে শাস্তি পাবে। ঈশ্বর জানতেন মিশরীয়রা সেখানে পৌছালে কনান দেশটা কেমন হবে। তিনি জানতেন সেখানে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক বসবাস করত।

ইস্রায়েলীয়রা যখন কাদেশ বর্ণিয়ায় তাদের ছাউনি ফেলেছিল তখন কিছু মজার ঘটনা ঘটেছিল। আপনি নিজেই সেগুলো পড়ে দেখতে পারেন। এখন আমরা এই গল্পের আরও কিছু অংশে আগাব। ঈশ্বর মোশিকে ইস্রায়েলের প্রত্যেকটি গোষ্ঠী থেকে একজন করে মোট বারজনকে বেছে নিতে বলেছিলেন। তিনি তাদেরকে কনানের ভিতরে যেতে বলেছিলেন এবং ফিরে এসে লোকদের বলতে বলেছিল তারা কি দেখেছিল।

গণনাপুস্তক ১৩:২১-২৯

২১ তখন তারা গিয়ে সীন মরু-এলাকা থেকে শুরু করে হমাতের দিকে রহোব পর্যন্ত
দেশটার খোঁজ-খবর নিয়ে আসলেন। ২২ তাঁরা নেগেভের মধ্য দিয়ে গিয়ে হিব্রোণ শহরে
উপস্থিত হলেন। হিব্রোণ শহরটা গড়ে উঠেছিল মিসরের সোয়ন শহর গড়ে উঠবার সাত
বছর আগে। সেখানে অনাকের বংশের অহীমান, শেশয় ও তল্‌ময় নামে তিনজন লোক
ছিল। ২৩ নেতারা ইষ্কোল উপত্যকাতে গিয়ে এক থোকা আংগুর সুদ্ধ একটা ডাল কেটে
নিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন সেটা লাঠিতে ঝুলিয়ে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এছাড়া তাঁরা
কিছু ডালিম আর ডুমুরও নিয়ে এসেছিলেন। ২৪ ইস্রায়েলীয়েরা সেখানে সেই আংগুরের
থোকাটা কেটেছিলেন বলে সেই জায়গার নাম হয়েছিল ইষ্কোল উপত্যকা। ২৫ দেশটার
খোঁজ-খবর নিয়ে তাঁরা চল্লিশ দিন পরে ফিরে আসলেন। ২৬ সেই নেতারা পারণ মরু-

[১৪৮] সীমানা - কোনো কিছুর বাইরের কিনার
[১৪৯] অঞ্চল - কোনো রাষ্ট্র বা দেশ শাসিত এলাকা

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

> এলাকার কাদেশে মোশি, হারোণ এবং সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের কাছে ফিরে আসলেন। তাঁরা মোশি, হারোণ এবং অন্যান্য লোকদের কাছে সব কথা জানালেন এবং সেই দেশের ফল দেখালেন। ২৭ তাঁরা মোশিকে বললেন, "আপনি আমাদের যে দেশে পাঠিয়েছিলেন আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। দেশটাতে সত্যিই দুধ, মধু আর কোন কিছুর অভাব নেই। এই হল সেখানকার ফল। ২৮ কিন্তু যারা সেখানে বাস করে তাদের গায়ে শক্তি বেশী এবং তাদের শহরগুলোও বেশ বড় বড় আর দেয়াল দিয়ে ঘেরা। অনাকের বংশের লোকদেরও আমরা সেখানে দেখেছি। ২৯ অমালেকীয়েরা থাকে নেগেভে; হিত্তীয়, যিবূষীয় ও ইমোরীয়েরা থাকে পাহাড়ী এলাকায় আর কনানীয়েরা থাকে সমুদ্রের কাছে এবং যর্দন নদীর কিনারা ধরে।"

সেই বারজন লোক প্রায় ছয় সপ্তাহের জন্য কনানে গিয়েছিল। তারা সেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়েছিল। তারা দেখল কোন কিছু ফলানোর জন্য দেশটি খুবই ভাল। তারা লোকদের দেখানোর জন্য বিশাল পরিমাণ আংগুর নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা লোকদের এও বলল, সেই দেশের লোকেরা খুবই শক্তিশালী। তারা বলল সেখানকার লোকেরা অনেক বড় এবং তাদের শহরগুলো শক্তিশালী প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। কিন্তু কনানে যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে দুজন ব্যক্তি লোকদের ভয় না করতে বলেছিল। তাদের নাম ছিল কালেব এবং যিহোশূয়। তারা বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরই তাদেরকে সেখানকার বসবাসকারী লোকদের হারিয়ে দিতে সাহায্য করবেন।

গণনাপুস্তক ১৩:৩০

> ৩০ তখন মোশির সামনে যে সব লোক ছিল কালেব তাদের গোলমাল থামিয়ে বললেন, "সেখানে গিয়ে দেশটা আমাদের দখল করে নেওয়া উচিত। আমরা তা নিশ্চয়ই করতে পারব।"

লোকেরা কালেব এবং যিহোশূয়ের কথা শোনে নি। কিন্তু তারা বাকি দশজনের কথা শুনেছিল। তারা মিশরের কথা ভাবতে লাগল এবং সেখানে ফিরে যেতে চাইল। তারা রেগে গেল এবং কালেব ও যিহোশূয়কে মেরে ফেলতে চাইল। তারা আর মোশি ও হারোণকে তাদের নেতা হিসাবে মানতে চাইল না।

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তারা কনান দেশে থাকবে। কিন্তু তারা ঈশ্বরের কথা বিশ্বাস করেনি। যেহেতু ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস করে নি, তাই তিনি বললেন তাদের বংশধরেরা সেই প্রতিশ্রুত দেশে যেতেও পারবে না, থাকতেও পারবে না। ঈশ্বর বললেন তারা ৪০ বছর মরুপ্রান্তরে ঘোরা-ফেরা করবে এবং মরুপ্রান্তরেই মারা যাবে। কিন্তু তিনি বলেছিলেন তাদের সন্তানদের বংশধরেরাই সেই প্রতিশ্রুত দেশে যাবে।

পর্বঃ ১২ ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে বললেন কিভাবে তাঁর উপাসনা করতে হবে

ঈশ্বরের গল্প ইস্রায়েলীয়দের মরুপ্রান্তরে থাকার বিষয়ে আরও বলে। গণনাপুস্তক ২০ অধ্যায়ে আপনি এমন একটি সময় সম্পর্কে পড়ে দেখতে পারেন যখন তাদের কোনো জল ছিল না। তারা ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চায় নি। বরং তারা মোশি এবং হারোণকে দোষ দিতে লাগল এই বলে যে তারা তাদেরকে মেরে ফেলার জন্য মরুপ্রান্তরে নিয়ে এসেছেন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পর, ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বর এবং মোশির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগল। তারা বলল মরুপ্রান্তরে তাদের কোনো ভাল খাবার এবং জল ছিল না। তারা বলল মান্না, যে খাবার ঈশ্বর দিয়েছিলেন, তা ছিল বিরক্তিকর[১৫০]।

গণনাপুস্তক ২১:৪-৯

৪-৫ এর পর ইস্রায়েলীয়েরা ইদোম দেশের পাশ দিয়ে ঘুরে যাওয়ার জন্য হোর পাহাড়ের
কাছ থেকে আকাবা উপসাগরের পথ ধরে চলল। কিন্তু পথে তারা ধৈর্য হারিয়ে ঈশ্বর ও
মোশির বিরুদ্ধে বলতে লাগল, "এই মরু-এলাকাতে মারা পড়বার জন্য কেন তোমরা
মিসর দেশ থেকে আমাদের বের করে এনেছ? এখানে রুটিও নেই জলও নেই, আর এই
বাজে খাবার আমরা দু'চোখে দেখতে পারি না।" ৬ তখন সদাপ্রভু তাদের মধ্যে এক রকম
বিষাক্ত সাপ পাঠিয়ে দিলেন। সেগুলোর কামড়ে অনেক ইস্রায়েলীয় মারা গেল। ৭ তখন
লোকেরা গিয়ে মোশিকে বলল, "সদাপ্রভু ও আপনার বিরুদ্ধে কথা বলে আমরা পাপ
করেছি। আপনি এখন সদাপ্রভুর কাছে অনুরোধ করুন যেন তিনি এই সব সাপ
আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেন।" তখন মোশি লোকদের জন্য অনুরোধ
করলেন। ৮ এর উত্তরে সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, "তুমি একটা সাপ তৈরী করে একটা
খুঁটির উপরে রাখ। যাকে সাপে কামড়াবে সে ওটার দিকে তাকালে বেঁচে যাবে।" ৯ তখন
মোশি একটা ব্রোঞ্জের সাপ তৈরী করে একটা খুঁটির উপরে লাগিয়ে রাখলেন। কাউকে
সাপে কামড়ালে সে ঐ ব্রোঞ্জের সাপের দিকে চেয়ে দেখত আর তাতে সে বেঁচে যেত।

ইস্রায়েলীয়রা যেখানে ছাউনি ফেলেছিল ঈশ্বর সেখানে বিষাক্ত[১৫১] সাপ পাঠিয়েছিলেন। যখন সেই সাপগুলো কোনো ব্যক্তিকে কামড়াবে তখনই সে মারা পড়বে। লোকেরা জানত ঈশ্বরই এটি করেছিল কেননা তারা ঈশ্বর ও মোশির বিরুদ্ধে কথা বলেছিল। তারা মোশিকে বলেছিল ঈশ্বরের সাথে কথা বলতে এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে। ঈশ্বর মোশিকে একটি ব্রোঞ্জের সাপ বানাতে বললেন এবং তা একটি খুঁটির উপরে রাখতে বললেন। ঈশ্বর বললেন কোন ব্যক্তি যদি বিষাক্ত সাপের কামড় খায় তবে তাকে খুঁটিতে রাখা সাপের দিকে তাকাতে হবে। যদি তারা এর দিকে তাকায় তবে ঈশ্বর তাদের সুস্থ[১৫২] করবেন।

[১৫০] বিরক্তিকর - খুবই বাজে এবং অপ্রীতিকর

[১৫১] বিষাক্ত - কোনো কিছুর মধ্যে বিষ থাকা যা মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে

[১৫২] সুস্থ করা - কোনো মানুষকে আবার ভাল করে তোলা

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

ঈশ্বর সাপ পাঠিয়ে ইস্রায়েলীয়দের দেখাতে চেয়েছিলেন যে তাদের তাঁকেই প্রয়োজন। তাদের সাপের কামড় থেকে পালানোর কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর তাদের বেঁচে থাকার পথ করে দিলেন। তিনি যা বলেন যদি তারা তা না করে তাহলে তারা মারা যাবে।

ঈশ্বর আদম এবং হবাকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি শয়তানের শক্তি শেষ করার জন্য উদ্ধারকর্তা পাঠাবেন। সেই উদ্ধারকর্তা লোকদেরকে পাপের মূল্য দেওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবেন। সেই উদ্ধারকর্তা লোকদের জন্য পরবর্তীতে যা করবেন ব্রোঞ্জের সাপটি হল তারই একটি উদাহরণ। আমরা ঈশ্বরের গল্পে সেই সব সম্পর্কে পরবর্তীতে শুনব।

?

১. ঈশ্বর খুবই পরিষ্কারভাবে ইস্রায়েলীয়দের বলেছিলেন কিভাবে আবাস-তাম্বু নির্মাণ করতে হবে। কেন তিনি তা করলেন?

২. ঈশ্বর জানতেন ইস্রায়েলীয়রা তাঁর আইন পালন করবে না। কিন্তু তবুও তিনি তাদের সাথে থাকতে চেয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর কাছে আসার জন্য তাদেরকে একটি উপায় করে দিয়েছিলেন। আপনি কি মনে করেন কেন তিনি এটি করেছিলেন?

৩. ইস্রায়েলীয়দের কিভাবে তাঁর কাছে আসা উচিত সেই সম্পর্কে তিনি কি বলেন?

৪. কিভাবে ঈশ্বর দেখালেন যে তিনি ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে আছেন?

৫. খুঁটির উপরের ব্রোঞ্জের সাপ ঈশ্বর সম্পর্কে লোকদের কাছে কি প্রকাশ করে?

পর্ব ১৩

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের কনানে নিয়ে গেলেন

ঈশ্বর বললেন মিশর দেশ থেকে বের করে আনা লোকদের বংশধরেরা প্রতিশ্রুত দেশ কনানে যেতে পারবে না। তিনি বললেন কাদেশ বর্ণিয়াতে থাকতে ইস্রায়েলীয়রা তাঁকে বিশ্বাস করেনি। তারা ঈশ্বর এবং মোশির বিরুদ্ধে কথা বলেছিল।

ঈশ্বর বলেছিলেন যে তারা সেই দেশে যেতে পারবে না, এবং তা-ই ঘটেছিল। ইস্রায়েলের সেই বংশধরেরা মরুপ্রান্তরেই মারা গিয়েছিল কারণ তারা ঈশ্বরের কথা বিশ্বাস করেনি।

কিন্তু শুধুমাত্র যিহোশূয় এবং কালেব ঈশ্বরের কথা শুনেছিলেন। তারা লোকদেরকে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে বলেছিলেন। সেই প্রজন্ম থেকে কেবলমাত্র তারা দুইজনই সেই প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করতে পেরেছিল। ঈশ্বর মোশিকে ইস্রায়েলীয়দের নতুন নেতা হিসাবে যিহোশূয়কে নিযুক্ত করতে বলেছিলেন।

গণণাপুস্তক ২৭:১৮-২৩

১৮ এর উত্তরে সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, "নূনের ছেলে যিহোশূয়ের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা আছেন। তুমি তাকে এনে তার উপর তোমার হাত রাখ। ১৯ তুমি তাকে পুরোহিত ইলিয়াসর ও ইস্রায়েলীয়দের সামনে উপস্থিত করে তাদের সামনেই তাকে কাজের ভার দাও। ২০ তোমাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার কিছুটা তুমি তার হাতে দাও যাতেইস্রায়েলীয়েরা সবাই তাকে মেনে চলে। ২১ তাকে পুরোহিত ইলিয়াসরের কাছে যেতে হবে, আর ইলিয়াসর

তাঁর গল্প: উদ্ধার

তার হয়ে ঊরীমের সাহায্যে সদাপ্রভুর নির্দেশ জেনে নেবে। ইলিয়াসরের আদেশেই তাকে এবং ইস্রায়েলীয়দের অন্য সবাইকে চলতে হবে।"
২২ মোশি ঈশ্বরের আদেশ মতই কাজ করলেন। তিনি যিহোশূয়কে পুরোহিত ইলিয়াসর ও ইস্রায়েলীয়দের সামনে উপস্থিত করলেন। ২৩ তারপর সদাপ্রভুর নির্দেশ মত তাঁর উপর হাত রেখে তাঁকে কাজের ভার দিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যে ঈশ্বর মোশিকে পাহাড়ের চূড়ায় যেতে বললেন এবং কনান দেশটি ভাল করে দেখতে[১৫৩] বললেন।

দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:১-৮

১ এর পর মোশি মোয়াবের সমভূমি থেকে যিরীহোর উল্টাদিকে পিস্‌গা পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু নবো পাহাড়ে উঠে গেলেন। সেখান থেকে সদাপ্রভু তাঁকে গোটা দেশটা দেখালেন। তিনি তাঁকে গিলিয়দ থেকে দান পর্যন্ত সমস্ত জায়গা, ২ নপ্তালির সমস্ত জায়গা, ইফ্রয়িম ও মনঃশির জায়গা এবং পশ্চিম দিকে সমুদ্র পর্যন্ত যিহূদার সমস্ত জায়গাটা দেখালেন। ৩ এছাড়া তিনি তাঁকে নেগেভ এবং খেজুর-শহর যিরীহো এবং তার কাছের যর্দন নদীর দক্ষিণ দিকের সমভূমি থেকে সোয়র পর্যন্ত সমস্ত এলাকাটা দেখালেন। ৪ তারপর সদাপ্রভু তাঁকে বললেন, "এই সেই দেশ যা আমি অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের কাছে শপথ করে বলেছিলাম, 'দেশটা আমি তোমার বংশধরদের দেব।' দেশটা আমি তোমাকে নিজের চোখে দেখে নেবার সুযোগ দিলাম, কিন্তু নদী পার হয়ে তোমার সেখানে যাওয়া হবে না।" ৫ সদাপ্রভু যা বলেছিলেন সেই অনুসারে সদাপ্রভুর দাস মোশি ঐ মোয়াব দেশেই মারা গেলেন। ৬ মোয়াব দেশের বৈৎ-পিয়োরের কাছে যে উপত্যকা ছিল সেখানে সদাপ্রভুই তাঁকে কবর দিলেন, কিন্তু তাঁর কবরটা যে কোথায় তা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। ৭ মারা যাওয়ার সময়ে মোশির বয়স ছিল একশো বিশ বছর। তখনও তাঁর দেখবার শক্তি দুর্বল হয় নি কিম্বা তাঁর গায়ের জোরও কমে যায় নি। ৮ ইস্রায়েলীয়েরা মোয়াবের সমভূমিতে ত্রিশ দিন পর্যন্ত মোশির জন্য কান্নাকাটি করেছিল। তারপর তাদের কান্নাকাটি ও শোক-প্রকাশের সময় শেষ হল।

ঈশ্বর মোশিকে অব্রাহাম, ইস্‌হাক এবং যাকোবের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা মনে করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন এই সেই দেশ যা তিনি তাদের বংশধরদের দিবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ঈশ্বর মোশিকে দেশটি দেখালেন, কিন্তু মোশি সেখানে যেতে পারেন নি। মোশি সেখানেই মারা গেলেন এবং ইস্রায়েলীয়রা ৩০ দিন ধরে শোক[১৫৪] করলেন।

ঈশ্বরের গল্প আমাদের বলে, তিনি ইস্রায়েলীয়দের কনান দেশে নিয়ে যাওয়ার সময় অনেক ঘটনা ঘটেছিল। আমরা সবগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করব না, কিন্তু আপনারা পরে বাইবেলে সেগুলো পড়ে দেখতে পারেন।

[১৫৩] দেখা - উঁচু জায়গা থেকে আপনি সমস্ত জায়গা দেখতে পারেন
[১৫৪] শোক করা - কারো মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করা

পর্ব ১৩: ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের কনানে নিয়ে গেলেন

যিহোশূয় ইস্রায়েলীয়দের নিয়ে কনানে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীদের সাথে যুদ্ধ[১৫৫] করেছিলেন। কখনও কখনও তারা সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করত এবং তিনিও তাদের শত্রুদের পরাজিত করতে তাদেরকে সাহায্য করতেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তারা বিশ্বাস করত না যে ঈশ্বর তাদের সাহায্য করবেন। তারা সবসময় তাঁকে বিশ্বাস করত না বলে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হত। তাদের চারপাশে অনেক শত্রু ছিল। তারা ঈশ্বরের কথা শুনেনি বলে সেখানকার সমস্ত জমি দখল করতে পারেনি। অনেক শত্রু ছিল যারা ইস্রায়েলীয়দের শেষ করে দিতে চেয়েছিল।

এছাড়াও, ঈশ্বরের লোকেরা যেহেতু অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে থাকতে শুরু করেছিল তাই তারা তাদের মত আচরণ করতে লাগল।

বিচারকর্তৃকগণ ২:৭-১৩

৭ যিহোশূয় যত দিন বেঁচে ছিলেন এবং তাঁর পরে বৃদ্ধ নেতারা যত দিন বেঁচে ছিলেন
ততদিন ইস্রায়েলীয়েরা সদাপ্রভুর সেবা করেছিল। ইস্রায়েলীয়দের জন্য সদাপ্রভু যে সমস্ত
মহৎ কাজ করেছিলেন সেই বৃদ্ধ নেতারা তা দেখেছিলেন। ৮ সদাপ্রভুর দাস নূনের ছেলে
যিহোশূয় একশো দশ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। ৯ লোকেরা তাঁকে তাঁর নিজের
সম্পত্তির মধ্যে তিম্নৎ-হেরস নামে একটা জায়গায় কবর দিয়েছিল। জায়গাটা ছিল
ইফ্রয়িম-গোষ্ঠীর পাহাড়ী এলাকার গাশ পাহাড়ের উত্তর দিকে।১০ যিহোশূয়ের সময়কার
ইস্রায়েলীয়েরা মারা গিয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যাবার পর তাদের জায়গায়
আসল তাদের বংশধরেরা। এরা সদাপ্রভুকে জানত না এবং সদাপ্রভু ইস্রায়েলীয়দের জন্য
যা করেছিলেন তা-ও জানত না। ১১ সদাপ্রভুর চোখে যা মন্দ তারা তা-ই করত। তারা বাল
দেবতাদের পূজা করত। ১২ তাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি তাদের মিসর দেশ
থেকে বের করে এনেছিলেন তাঁকে তারা বার বার ত্যাগ করত। তারা তাদের চারপাশের
জাতিদের বিভিন্ন দেব-দেবতার দিকে ঝুঁকে পড়ত এবং সেগুলোর পূজা করত, আর তাতে
তারা সদাপ্রভুর ক্রোধ জাগিয়ে তুলত। ১৩ এইভাবে তারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করে বাল দেবতা
ও অষ্টারোৎ দেবীর পূজা করত।

যিহোশূয় মারা যাওয়ার পর ইস্রায়েলের পরবর্তী প্রজন্ম ঈশ্বরের কথা ভুলে গিয়েছিল। তারা মিথ্যা দেবতার পূঁজা করতে শুরু করেছিল। ঈশ্বরের শত্রু শয়তান, তাদেরকে ঈশ্বরকে ভুলে যাওয়ার দিকে ধাবিত করছিল। সে চায় নি যে তারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করে। ঈশ্বরের উদ্ধারের পরিকল্পনা যাতে সফল হয় সে তা চায় নি। ইস্রায়েলীয়রা ভুলে গিয়েছিল যে শুধু মাত্র ঈশ্বরই তাদের রক্ষা করতে পারেন। রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা মিথ্যা দেবতার কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে অন্য উপায় খুঁজতে লাগল। ঈশ্বরের গল্প বলে তারা সদাপ্রভুর ক্রোধ জাগিয়ে তুলেছিল। ইস্রায়েলের সন্তানদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর লোকদের উদ্ধার করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তারাই তাঁকে ভুলে গিয়েছিল। যেহেত তারা তাঁকে ভুলে গিয়েছিল, তাই তিনি তাদেরকে শত্রুদের হাতে পরাজিত হতে দিলেন।

[১৫৫] যুদ্ধক্ষেত্র - যুদ্ধে বা মারামারির মধ্যে

তাঁর গল্প: উদ্ধার

কয়েকশত বছর ধরে এমন ঘটনা অনেকবার ঘটেছিল। ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের কাছ থেকে ফিরে গিয়ে মিথ্যা দেবতাদের পূঁজা করতে শুরু করেছিল। যখন তারা এমন করছিল, ঈশ্বর তাদের শত্রুদের জয়ী হতে দিয়েছিলেন। তিনি এমনকি তাদের শত্রুদের তাদের কিছু জমিও দখল করতে দিয়েছিলেন। তারপর যখন তাদের শত্রুরা তাদের হারিয়ে দিত তখনই তারা ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসত এবং অনুতাপ[১৫৬] করত।

সেই সময় ঈশ্বর কিছু ইস্রায়েলীয়কে তাদের লোকদের উপর নেতা হতে সাহায্য করেছিলেন। ইস্রায়েলীয় গোষ্ঠীগুলোকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহায্য করার জন্য ঈশ্বর এই নেতাদের উত্থাপন করেছিলেন।

বিচারকর্তৃকগণ ২:১৬-১৯

১৬ তখন সদাপ্রভু তাদের মধ্যে শাসনকর্তা দাঁড় করাতেন। তাঁরা লুটকারীদের হাত থেকে
ইস্রায়েলীয়দের রক্ষা করতেন, ১৭ কিন্তু তবুও ইস্রায়েলীয়েরা এই শাসনকর্তাদের কথায়
কান দিত না। সদাপ্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে তারা দেব-দেবতাদের কাছে নিজেদের বিকিয়ে
দিত এবং তাদের পূজা করত। তাদের পূর্বপুরুষেরা সদাপ্রভুর আদেশ পালন করে যে
বাধ্যতার পথে চলতেন তারা সেই পথে না চলে অল্পকালের মধ্যেই সেই পথ থেকে সরে
যেত। ১৮ সদাপ্রভু যখনই তাদের জন্য কোন শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন তখন তিনি তাঁর
সংগে থাকতেন। সেই শাসনকর্তা যতদিন বেঁচে থাকতেন ততদিন পর্যন্ত সদাপ্রভু শত্রুদের
হাত থেকে ইস্রায়েলীয়দের রক্ষা করতেন। অত্যাচারীদের হাতে যন্ত্রণা ও কষ্ট পেয়ে তারা
যখন কান্নাকাটি করত তখন তাদের উপর সদাপ্রভুর দয়া হত। ১৯ কিন্তু সেই শাসনকর্তা
মারা গেলে লোকেরা আবার দেব-দেবতার দিকে ঝুঁকে পড়ত এবং তাদের সেবা ও পূজা
করে তাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে আরও জঘন্য পথে ফিরে যেত। তারা কিছুতেই তাদের
মন্দ অভ্যাস আর একগুঁয়েমির পথ ছাড়ত না।

ইংরেজীতে এই নেতাদের জন্য একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হল 'বিচারকর্তৃকগণ'। মাঝেমধ্যে তাদের জন্য আরও একটি শব্দ ব্যবহার করা হয় তা হল 'ত্রাণকর্তা' যার মানে হল 'উদ্ধারকর্তা'। ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে সাহায্য করার জন্য এই নেতাদের নিযুক্ত করেছিলেন। যদিও লোকেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু যখনই তারা তাঁর কাছে ফিরে আসত তখনই তিনি তাদের সাহায্য করতেন। ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা ছিল যা তিনি অনেক বছর আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তিনি ইস্রায়েল জাতির উপর আশা ছেড়ে দেন নি এবং তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে হাল ছেড়ে দেন নি। তিনি একজন উদ্ধারকর্তা পাঠাতে যাচ্ছেন যিনি শয়তানের ক্ষমতা, পাপ এবং মৃত্যুকে ধ্বংস করবেন।

বিচারকর্তৃগণের মধ্যে শমূয়েল ছিলেন শেষ জন। তিনি বহু বছর ধরে ঈশ্বরের বাক্য ইস্রায়েলীয়দের কাছে বলতেন। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্য বলেন তাকে নবী বলা হত। যখন শমূয়েল বৃদ্ধ হলেন, তখন দায়িত্ব নেওয়ার মত লোক ছিল না।

[১৫৬] অনুতাপ করা - ঈশ্বরের সাথে একমত হওয়া যে আপনি তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করেছেন

পর্ব ১৩: ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের কনানে নিয়ে গেলেন

১ শমূয়েল ৮:১-৭

১ শমূয়েল বুড়ো বয়সে ইস্রায়েলীয়দের শাসনকর্তা হিসাবে তাঁর ছেলেদের নিযুক্ত
করলেন। ২ তাঁর বড় ছেলের নাম ছিল যোয়েল এবং দ্বিতীয় ছেলের নাম ছিল অবিয়। তারা
বের্-শেবাতে শাসনকর্তার কাজ করত, ৩ কিন্তু তারা তাদের বাবার মত চলত না। তারা
অন্যায়ভাবে ধন লাভের আশায় ন্যায়ের পথ ছেড়ে দিয়েছিল। তারা ঘুষ নিয়ে ন্যায়কে
অন্যায় এবং অন্যায়কে ন্যায় বলে রায় দিত। ৪-৫ কাজেই ইস্রায়েলীয়দের বৃদ্ধ নেতারা
একত্র হলেন এবং রামায় গিয়ে শমূয়েলকে বললেন, "দেখুন, আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন
আর আপনার ছেলেরাও আপনার পথে চলছে না, তাই আপনি অন্যান্য জাতিদের মত
আমাদের শাসন করবার জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করুন।" ৬ "আমাদের শাসন করবার
জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করুন," লোকদের এই কথাটা শমূয়েলের কাছে ভাল মনে হল
না। সেইজন্য তিনি সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। ৭ তখন সদাপ্রভু তাঁকে
বললেন, "লোকেরা তোমাকে যা বলছে তুমি তা-ই কর। তারা তোমাকে অগ্রাহ্য করে নি,
আসলে আমাকেই অগ্রাহ্য করেছে যেন আমি তাদের উপর রাজত্ব না করি।

লোকেরা ঈশ্বরের কাছে রাজা চাইলেন। শমূয়েল ভাবলেন যে এটা একটা বাজে ধারণা। কেন? কেননা ঈশ্বরই ছিলেন ইস্রায়েল জাতির নেতা। ঈশ্বরই তাদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন। কেবলমাত্র তিনিই তাদের সাহায্য করেছিলেন। শমূয়েল এই বিষয়ে প্রভুর সাথে কথা বললেন। সদাপ্রভু বললেন লোকেরা ঈশ্বরকে তাদের রাজা হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের চারপাশের জাতিদের যেমন রাজা ছিল তারা তেমন-ই চেয়েছিল। তারা আর চায় নি ঈশ্বর তাদের পরিচালনা করুক।

ঈশ্বর তাদেরকে রাজা দিলেন যেমনটি তারা চেয়েছিল। তাদের প্রথম রাজার নাম ছিল শৌল। তিনি প্রথমদিকে খুব ভাল করেছিলেন। পরবর্তীতে শমূয়েলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যা-ই বলতেন তাতেই তিনি রেগে যেতেন।

১ শমূয়েল ১৩:১৩,১৪

১৩ শমূয়েল বললেন, "তুমি বোকার মত কাজ করেছ। তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে আদেশ
তোমাকে দিয়েছিলেন তা তুমি পালন কর নি। যদি তুমি তা করতে তবে ইস্রায়েলের উপর
তোমার রাজত্ব তিনি চিরকাল স্থায়ী করতেন। ১৪ কিন্তু এখন তোমার রাজত্ব আর বেশী দিন
টিকবে না। সদাপ্রভু তাঁর মনের মত একজন লোককে খুঁজে নিয়েছেন এবং তাঁকেই তাঁর
লোকদের নেতা নিযুক্ত করেছেন, কারণ তাঁর আদেশ তুমি পালন কর নি।"

শমূয়েলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যা বলতেন শৌল তা শুনতেন না। তাই ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য আর একজন নেতা খুঁজলেন। তার নাম ছিল দায়ূদ। দায়ূদ যুবক বয়সে একজন রাখাল ছিলেন।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

দায়ূদের জীবন নিয়ে বাইবেলে অনেক গল্প রয়েছে। যখন তিনি যুবক ছিলেন গলিয়াৎ নামে এক দানবের[১৫৭] সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। দায়ূদ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন এবং তিনি গলিয়াৎকে হারিয়ে দিয়েছিলেন।

দায়ূদ ছিলেন ইস্রায়েলের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয় রাজা। ঈশ্বরের সাথে দায়ূদের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অন্যান্য সকল লোকদের মত দায়ূদও একজন পাপী ছিলেন এবং তিনি যে সব সময় সঠিক কাজ করতেন তেমন নয়। কিন্তু তিনি সবসময় তার পাপ নিয়ে ঈশ্বরের সাথে কথা বলতেন। তিনি সবসময় জানতেন যে তার পাপের জন্য তার মারা যাওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর কাছে যাওয়ার একটি পথ করে দিয়েছিলেন। ব্যক্তি হিসেবে দায়ূদ এক উজ্জল দৃষ্টান্ত যিনি সদাপ্রভুর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে চাইতেন। ঈশ্বর দায়ূদকে ইস্রায়েলের রাজা করলেন। ঈশ্বর দায়ূদকে গল্প কথক হিসাবেও তৈরি করলেন - যিনি ঈশ্বরের কথা বলতেন। দায়ূদ ছিলেন একজন নবী। দায়ূদ একজন ভাল বাজনা বাদকও[১৫৮] ছিলেন। তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে এবং ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্ক নিয়ে অনেক গানও লিখেছিলেন। ঈশ্বরকে প্রশংসা দেয় এমন গল্পের আরেক নাম হল 'গীতসংহিতা'। দায়ূদের অনেক গান গীতসংহিতা পুস্তকে লিখে রাখা হয়েছে। এই গানগুলো পরে আপনি আপনার বাইবেলে পড়ে দেখতে পারেন। দায়ূদ যখন এইসব গান লিখতেন তখন তিনি তার অনুভূতি সম্পর্কে বেশ খোলা এবং সৎ[১৫৯] ছিলেন। ঈশ্বর চেয়েছিলেন এই গানগুলো যেন বাইবেলে লিপিবদ্ধ থাকে, যাতে আজকের দিনে আমরা সেগুলো পড়তে পারি। ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে চান। দায়ূদের গানগুলো ঈশ্বরের ভালবাসার মানুষের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত।

রাজা দায়ূদ ইস্রায়েল জাতিকে খুব ভালভাবে পরিচালনা করেছিলেন। তারা শান্তিতে বসবাস করছিল এবং শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ইস্রায়েলীয়দের আর কোথাও চলে যেতে হয়নি। দায়ূদ একটি সুন্দর প্রাসাদে[১৬০] থাকতেন। তিনি চাইতেন সদাপ্রভুও যেন সুন্দর একটি স্থানে থাকেন। দায়ূদ ভাবতে লাগলেন যে সাক্ষ্য তাম্বু ঈশ্বরের জন্য আর যথেষ্ট নয়।

২ শমূয়েল ৭:১-১৭

১ তারপর রাজা রাজবাড়ীতে থাকতে লাগলেন আর সদাপ্রভু তাঁর চারপাশের শত্রুদের হাত
থেকে তাঁকে রেহাই দিলেন। 2রাজা তখন একদিন নবী নাথনকে বললেন, "দেখুন, আমি
বাস করছি এরস কাঠের ঘরে আর ঈশ্বরের সিন্দুকটি রয়েছে তাম্বুতে।" ৩ উত্তরে নাথন
রাজাকে বললেন, "আপনার মনে যা আছে আপনি তা-ই করুন। সদাপ্রভু আপনার সংগে
আছেন।" ৪ কিন্তু সেই রাতেই সদাপ্রভুর বাক্য নাথনের কাছে উপস্থিত হলেন; তিনি
বললেন, ৫ "তুমি গিয়ে আমার দাস দায়ূদকে বল যে, সদাপ্রভুবলছেন, 'তুমি কি আমার
থাকবার জন্য একটি ঘর তৈরী করবে? ৬ মিসর দেশ থেকে ইস্রায়েলীয়দের বের করে

[১৫৭] দানব - বিশাল, অনেক লম্বা মানুষ
[১৫৮] বাজনা বাদক - যে বাজনা বাজায় এবং গান লিখে
[১৫৯] সৎ - সত্য কথা বলা এবং কারো থেকে কোনো কিছু না লুকানো
[১৬০] প্রাসাদ - একটি বড় এবং সুন্দর বাড়ি যেখানে একজন রাজা এবং শাসক থাকেন

পর্ব ১৩: ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের কনানে নিয়ে গেলেন

আনবার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তো কোন ঘরে বাস করিনি। আমি তাম্বুতে থেকেই
এক বাসস্থান থেকে অন্য বাসস্থানে গিয়েছি। ৭ যে সব নেতাদের উপর আমি আমার লোক
ইস্রায়েলীয়দের পালন করবার ভার দিয়েছিলাম, বিভিন্ন জায়গায়ইস্রায়েলীয়দের সংগে ঘুরে
বেড়াবার সময় আমি সেই নেতাদের কাউকে বলি নি যে, কেন তারা এরস কাঠ দিয়ে
আমার জন্য ঘর তৈরী করছে না।' ৮ "এখন তুমি আমার দাস দায়ূদকে বল যে, সর্বক্ষমতার
অধিকারী সদাপ্রভু এই কথা বলছেন, 'আমার লোক ইস্রায়েলীয়দের শাসনকর্তা হবার জন্য
আমিই তোমাকে পশু চরাবার মাঠ থেকে, ভেড়ার পালের পিছনথেকে নিয়ে এসেছি। ৯
তুমি যে সব জায়গায় গিয়েছ আমিও সেখানে তোমার সংগে গিয়েছি এবং তোমার সামনে
থেকে তোমার সমস্ত শত্রুদের শেষ করে দিয়েছি। আমি তোমার নাম পৃথিবীর মহান
লোকদের নামের মত বিখ্যাত করব। ১০-১১ আমার লোক ইস্রায়েলীয়দের জন্য আমি
একটা জায়গা ঠিক করে সেখানেই গাছের মত তাদের লাগিয়ে দেব, যাতে তারা নিজেদের
জায়গায় শান্তিতে বাস করতে পারে এবং আমার লোকইস্রায়েলীয়দের উপর শাসনকর্তা
নিযুক্ত করবার পর থেকে দুষ্ট লোকেরা তাদের উপর যে অত্যাচার করে আসছে তারা যেন
আর তা করতে না পারে। আমি সমস্ত শত্রুর হাত থেকে তোমাকে রেহাই দেব।"'আমি
সদাপ্রভু আরও বলছি যে, আমি নিজেই তোমার বংশকে গড়ে তুলব। ১২ তোমার আয়ু
শেষ হলে পর যখন তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যাবে তখন আমি তোমার
জায়গায় তোমার বংশেরএকজনকে, তোমার নিজের সন্তানকে বসাব এবং তার রাজ্য
স্থির রাখব। ১৩ তোমার সেই সন্তানই আমার সুনামের জন্য একটা ঘর তৈরী করবে। তার
রাজ-সিংহাসন আমি চিরকাল স্থায়ী করব। ১৪ আমি হব তার পিতা আর সে হবে আমার
পুত্র। যখন সে অন্যায় করবে তখন অন্য মানুষযেমন শাস্তি পায় তেমনিভাবেই আমি
তাকে শাস্তি দেব। ১৫ কিন্তু আমার ভালবাসা আমি কখনও তার উপর থেকে তুলে নেব
না, যেমন করে আমি শৌলের উপর থেকে তুলে নিয়েছিলাম আর তোমার পথ থেকে
তাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম। ১৬ তোমার বংশ ও রাজ্য তোমার সামনে চিরকাল স্থির
থাকবে। তোমার সিংহাসন হবে চিরস্থায়ী।' " ১৭ এই দর্শনের সমস্ত কথাগুলো নাথন
দায়ূদকে বললেন।

নাথন ভাববাদী ঈশ্বরের বাক্য বললেন। নাথনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর দায়ূদকে বললেন যে তাঁর জন্য ঘর তৈরি করার চিন্তাটা ভাল। কিন্তু ঈশ্বর বললেন দায়ূদ সেটা তৈরি করতে পারবে না। বরং দায়ূদের ছেলেই তা তৈরি করবে। ঈশ্বর আরও বললেন যে দায়ূদের রাজ সিংহাসন আমি চিরকাল স্থায়ী করব। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে দায়ূদের পরিবার থেকেই উদ্ধারকর্তা আসবেন। প্রতিশ্রুত সেইজন, যিনি শয়তানকে পরাজিত করতে আসবেন এবং তিনি দায়ূদের বংশধর হবেন।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

এটাই সেই প্রতিজ্ঞা যা ঈশ্বর অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের সঙ্গে করেছিলেন। ঈশ্বর বললেন যে তিনি এখনও তাঁর পরিকল্পনা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা ভুলে যান নি।

ঈশ্বরের ঘর তৈরি করার জন্য রাজা দায়ূদ সোনা, রুপা, বিশেষ কাঠ এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করতে লাগলেন। ঈশ্বরের এই ঘরের জন্য আমরা যে শব্দটি ব্যবহার করি তা হল 'মন্দির'। ইস্রায়েলের প্রধান শহর যিরুশালেমে এই মন্দিরটি নির্মাণ করা হবে। ঈশ্বর যেভাবে বলেছিলেন দায়ূদের ছেলে শলোমন এই মন্দিরটি নির্মাণ করবেন। সেই সম্পর্কে শলোমন এটাই বলেছিলেন।

২ বংশাবলি ২: ৫,৬

৫ "যে ঘরটি আমি তৈরী করতে যাচ্ছি সেটি হবে মহৎ, কারণ আমাদের ঈশ্বর সমস্ত দেবতার চেয়ে মহান। ৬কিন্তু তাঁর জন্য ঘর তৈরী করতে কে পারে? কারণ আকাশে, এমন কি স্বর্গেও তাঁর স্থান অকুলান হয়। কেবল তাঁর সামনে বিভিন্ন উৎসর্গের জিনিসগুলো পোড়াবার স্থান ছাড়া আমি আর কি করে তাঁর জন্য একটা ঘর তৈরী করতে পারি?

শলোমন যিরুশালেমে মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। এটি পাথর, কাঠ, সোনা এবং রূপার তৈরি একটি বড় দালান ছিল। আবাস-তাম্বুর কক্ষগুলোর মত পরিকল্পনা করে এবং একই ধরনের আসবাবপত্র ব্যবহার করে মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছিল। যখন কাজ সমাপ্ত হল, লোকেরা এখানে ঈশ্বরের কাছে অনেক পশু উৎসর্গ[১৬১] করেছিল। ঈশ্বর মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করলেন এবং লোকেরা একটি বিশাল উজ্জ্বল আলো দেখতে পেল। উজ্জ্বল আলোটি মন্দিরের মহাপবিত্র স্থানে ছিল।

দায়ূদ এবং শলোমন যখন ইস্রায়েলের রাজা ছিলেন, সেইসময় সেখানে শান্তি ছিল। ইস্রায়েলীয়রা শক্তিশালী এবং ধনী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দায়ূদ এবং শলোমনের মৃত্যুর পর ইস্রায়েল দুটি রাজ্যে[১৬২] বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল - উত্তর এবং দক্ষিণ রাজ্য। এই দুটি রাজ্যকে ইস্রায়েল এবং যিহুদা নামে ডাকা হত। সময়ের সাথে সাথে প্রতিটি রাজ্যে ২০ জন শক্তিশালী রাজা এসেছিলেন। এই রাজাদের অধিকাংশই ঈশ্বরকে অনুসরণ করতেন না। তারা অন্যান্য দেবতাদের অনুসরণ করেছিলেন এবং তাদের চারপাশের জাতিরা যা করত তারাও তা-ই করতেন। ইস্রায়েলীয়রা তাঁকে অনুসরণ করেনি বলে ঈশ্বর খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কখনো তাদের ত্যাগ করেন নি। তিনি বার বার তাদের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন এবং শাস্তির

[১৬১] উৎসর্গ - একটি পশু হত্যা করা বা ঈশ্বরকে উপহার হিসাবে কিছু দেওয়া
[১৬২] রাজ্য - একটি অঞ্চল এবং একদল লোক যারা এক রাজা দ্বারা শাসিত হয়

মাধ্যমে তাদের সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন তার কাছে ফিরে আসে। যখনই তারা তাঁর কাছে ফিরে আসত এবং সাহায্য চাইত, তখনই তিনি তাদের সাহায্য করতেন।

পর্ব ১৩: ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের কনানে নিয়ে গেলেন

ঈশ্বর তাঁর গল্পে আমাদের পরবর্তী ৫০০ বছর ইস্রায়েলে ঘটে যাওয়া অনেক কিছু সম্পর্কে বলে। ইস্রায়েলীয়রা সবসময় ঈশ্বরকে অনুসরণ করত না। অনেক সময় তারা অন্যান্য দেবদেবতার পূজা করত এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত। তারা ঈশ্বরের আইন-কানুন মেনে চলেনি এবং তারা তাঁর সাথে করা চুক্তি রক্ষা করেনি। কিন্তু ঈশ্বর সবসময় তাদের সাথে বিভিন্ন মাধ্যমে কথা বলতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাদের ভালবাসতেন এবং তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন তাঁকে স্মরণ করে। তিনি তাদের সাথে একটি সত্যিকার এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে চেয়েছিলেন।

সেই সময় ঈশ্বর ইস্রায়েল এবং যিহূদার সাথে যে প্রধান উপায়ে কথা বলেছিলেন তা হল তাঁর নবীগণ। সেই সময়ের ভাববাদীগণের মধ্যে সুপরিচিত কয়েকজন হলেন যিশাইয়, যিরমিয়, যিহিষ্কেল ও দানিয়েল। তারা লোকদের অন্য দেবতাদের অনুসরণ করতে মানা করেছিলেন। তারা বলেছিলেন এমন একটি সময় আসছে যখন লোকদের কাজের জন্য তাদের বিচার[১৬৩] করা হবে। এই ভাববাদীগণ তাদের পুস্তকেগুলোতে যা বলেছিলেন তা আপনি বাইবেলে পড়ে দেখতে পারেন।

সেই সময়ে যোনা ঈশ্বরের আর একজন ভাববাদী ছিলেন। ঈশ্বর তাকে ইস্রায়েলের চারপাশের দেশগুলোতে কথা বলার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন তারা যদি সত্যিকার সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের দিকে না ফিরে তাহলে ভয়ানক কিছু ঘটবে। আপনি বাইবেলে যোনা পুস্তকে যোনার জীবনে কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে পড়ে দেখতে পারেন।

কিছু লোক ভাববাদীদের কথা শুনেছিল এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে একজন রাজা লোকদেরকে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রায়শই এমন হত না। এই ৫০০ বছরের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ঈশ্বরের কথা ভুলে গিয়েছিল। তারা মন্দিরে ঈশ্বরকে উৎসর্গ দিতে থাকে কিন্তু তারা সত্যিকার অর্থে ঈশ্বরকে জানত না এবং ভালবাসত না। ঈশ্বর তাদের সম্পর্কে এটাই বলেছিলেন।

যিশাইয় ২৯:১৩

১৩ প্রভু বলছেন, "এই লোকেরা মুখেই আমার উপাসনা করে আর মুখেই আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের অন্তর আমার কাছ থেকে দূরে থাকে। তারা কেবল মানুষের শিখানো নিয়ম দিয়ে আমার উপাসনা করে।

ঈশ্বর সর্বদা যা কিছু করেন তা বাস্তব এবং সত্য। তিনি মানুষের সাথে বাস্তব এবং সত্যিকার সম্পর্ক রাখতে চান। তিনি জানতেন যারা মন্দিরে উৎসর্গ করত তারা সত্যিকার অর্থে তাঁকে অনুসরণ করত না। তিনি বলেছিলেন তারা যা করত তা আসলে মানুষের শিখানো নিয়ম মাত্র।

[১৬৩] বিচার - আপনি আপনার কৃতকার্যের জন্য কিভাবে সাজাপ্রাপ্ত হবেন এবং কিভাবে পুরস্কৃত হবেন।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

ঈশ্বর সর্বদা জানেন মানুষ আসলে কি ভাবছে। লোকেরা পশু উৎসর্গ করত এবং নিয়ম-কানুন মেনে চলত, কিন্তু তারা ঈশ্বরের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে নি। তারা ঈশ্বর সম্পর্কে এমনভাবে ভাবেনি যেন তিনি একজন প্রকৃত ব্যক্তি যাকে তারা জানতে এবং ভালবাসতে পারে। তারা ঈশ্বরের সাথে সত্যিকারের সম্পর্ক রাখতে চায় নি।

যিশাইয় ভাববাদী উত্তরের রাজ্যের ইস্রায়েলীয়দের কাছে ঈশ্বরের একটি বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন তারা যদি মন না ফিরায় তবে আসিরীয়রা যুদ্ধে তাদের পরাজিত করবে। আসিরীয়রা ছিল একটি শক্তিশালী শত্রু জাতি। কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের বাণী শোনে নি। সেইজন্য ৭২২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আসিরীয়রা ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় শহর শমরিয়া দখল করে নিয়েছিল। তারপর ইস্রায়েল আসিরীয়দের দ্বারা শাসিত হল। হাজার হাজার ইস্রায়েলীয় লোকদের ক্রীতদাস হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর আসিরীয়রা কনানের উত্তরাঞ্চলে বসবাসের জন্য অন্য জাতিদের নিয়ে এসেছিল। এই লোকেরা সত্য সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে জানত না। তারা অন্য দেবদেবতাদের পূজা করত।

যিরমিয় ভাববাদী এবং অন্যান্য ভাববাদীগণ ঈশ্বরের বার্তা যিহূদার দক্ষিণ রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে মন ফিরাতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঈশ্বরের সাথে তারা যে চুক্তি করেছিল তা তাদের মনে রাখা উচিত ছিল। যদি তারা তা না করে তবে শক্তিশালী বাবিলীয় জাতি তাদের ধ্বংস করে দেবে। যিহূদা ঈশ্বরের কথা শোনে নি। বাবিলীয়রা এসে যিরুশালেমের মন্দিরটি ভেঙ্গে ফেলেছিল। তারা যিরুশালেমের চারপাশের পাথরের দেওয়াল ভেঙ্গে দিয়েছিল। যিহূদা থেকে অনেক লোককে বাবিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঈশ্বরের গল্প আমাদের সেই সময়ের কথা বলে। আপনি আপনার বাইবেলে ২ রাজাবলি ২৫:১-১২ পদে এই সম্পর্কে পড়ে দেখতে পারেন।

এইসব ভয়ানক ঘটনা ঘটার পর, অনেক ইস্রায়েলীয় ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে চেয়েছিল। তারা ঈশ্বরের দেওয়া আইনগুলো পাঠ করত। এক প্রজন্মের পর, আসিরীয়া এবং বাবিল থেকে কিছু ইস্রায়েলীয় কনানে ফিরে এসেছিল। পরে তারা যিরুশালেমের প্রাচীর এবং মন্দিরটি পুনঃনির্মাণ করেছিল। এদেরকে বলা হত 'ইহুদি'। এই নামটি সম্ভবত যিহূদা নাম থেকে এসেছিল, যা ইস্রায়েলের ১২টি গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী।

ঈশ্বর চেয়েছিলেন ইহুদীরা যেন অন্য জাতির কাছে একটি উদাহরণ হয়। তাদের চারপাশের মানুষের মত তাদের হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু ইহুদীরা ঈশ্বরের সাথে সত্যিকারের সম্পর্ক রাখতে চায়নি। তারা ঈশ্বরের সমস্ত আইন অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তা অসম্ভব ছিল। এছাড়াও তারা নিজেরাই আরও অনেক নতুন নতুন আইন তৈরি করেছিল। তারা ভেবেছিল তা হয়ত ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবে এবং তাদের পাপের মূল্য পরিশোধ করবে। তারা বিশ্বাস করত না যে একমাত্র ঈশ্বরই তাদের রক্ষা করতে পারেন। অবশ্যই ঈশ্বর জানতেন যে এটি ঘটবে। অনেক বছর আগে যখন ঈশ্বর মোশির সাথে কথা বলেছিলেন, তিনি বললেনঃ

পর্ব ১৩: ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের কনানে নিয়ে গেলেন

দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:২০

২০ তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আমার শপথ করা সেই দুধ আর মধুতে ভরা দেশে যখন আমি তাদের নিয়ে যাব আর যখন তারা পেট ভরে খেয়ে সুখে থাকবে তখন তারা আমাকে তুচ্ছ করে আমার ব্যবস্থার খেলাপ করে দেব-দেবতার পিছনে গিয়ে তাদের পূজা করবে।

৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, আলেকজ্যান্ডার নামক এক বিখ্যাত ব্যক্তি কনান দেশটি দখল করেছিলেন। তিনি গ্রীসের একজন নেতা ছিলেন। সেই সময় গ্রীক ভাষা ও সংস্কৃতি ভূমধ্য-সাগরের চারপাশে বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। আলেকজ্যান্ডার মারা যাওয়ার পর সেই অঞ্চলে অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। যিহুদীরা যেখানে বসবাস করত সেখানে যুদ্ধ হয়েছিল। ৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, ইস্রায়েলীয়রা যেখানে বসবাস করত রোমীয় সৈন্যরা তা দখল করে নিয়েছিল। তখন লোকেরা রোমীয় শাসনের অধীনে চলে গিয়েছিল এবং তাদেরকে রোমীয়দের কাছে অনেক কর পরিশোধ করতে হত। যিহুদীরা তখনও মন্দিরে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ দিত। তারা তখনও ঈশ্বরের দেওয়া আইন এবং নিজেদের তৈরি আইন মেনে চলার চেষ্টা করত। তারা ঈশ্বরকে একটা মূর্তির মত-ই ভাবত। তিনি সত্যিকার অর্থে কে তারা তা জানত না এবং তাঁকে ভালবাসতও না। ঈশ্বর সম্পর্কে কোনো সত্য তারা বিশ্বাস করত না, যা ঈশ্বরই তাদের বলেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাদের উপর থেকে আশা ছেড়ে দেন নি। ঈশ্বর তাদের ভালবাসতেন এবং চাইতেন যেন তারা মনে রাখে তিনি আসলে কে। তিনি তাদের সাথে একটি সত্যিকার সম্পর্ক রাখতে চেয়েছিলেন। আর এটাই হওয়া উচিত ছিল কেননা তিনি আসলে কে এবং তারা-ই বা কারা ছিল। অন্য যেকোন সম্পর্ক মিথ্যা হতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর মিথ্যা বলেন না। এখানে ঈশ্বর নবী যিশাইয়র মধ্য দিয়ে বেশ কিছু বিষয় বলেছেন।

যিশাইয় ৫১:১২-১৬

১২ সদাপ্রভু বলছেন, "আমি, আমিই তোমাদের সান্ত্বনা দিই। তোমরা কেন মানুষকে ভয় করছ? তারা তো মরে যাবে। মানুষের সন্তানেরা ঘাসের মতই অল্পক্ষণ স্থায়ী।
১৩ তোমাদের যিনি তৈরী করেছেন তাঁকে কেন তোমরা ভুলে গেছ? তিনি তো আকাশকে বিছিয়ে দিয়েছেন আর পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করেছেন। যে অত্যাচারী ধ্বংস করবার জন্য ঝুঁকে আছে তার ভয়ংকর রাগের দরুন কেন তোমরা প্রতিদিন সব সময় ভয়ে ভয়ে বাস করছ? সেই অত্যাচারীর ভয়ংকর রাগ কিছুই নয়।
১৪ বন্দীদের শীঘ্রই ছেড়ে দেওয়া হবে। তারা তাদের জেলের গর্তে মারা যাবে না, তাদের খাবারের অভাবও হবে না।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

> ১৫ আমিই সদাপ্রভু, তোমাদের ঈশ্বর। আমি সমুদ্রকে তোলপাড় করলে তার
> ঢেউ গর্জন করে। আমার নাম সর্বক্ষমতার অধিকারী সদাপ্রভু।
>
> ১৬ আমি তোমাদের মুখে আমার বাক্য দিয়েছি আর আমার হাতের ছায়ায় তোমাদের
> ঢেকে রেখেছি। আমিই আকাশকে তার জায়গায় রেখেছি আর পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন
> করেছি। আমি সিয়োনকে বলেছি, 'তুমি আমার লোক।' "

যদিও তাঁর লোকেরা তাঁকে ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে ভুলে যান নি। শয়তান, পাপ এবং মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা তিনি ভুলে যাননি। তাহলে কিভাবে তিনি এটা করবেন?

?

১. ইস্রায়েলের যে বংশ, যারা মিশর দেশ থেকে বের হয়ে এসেছিল, সেই প্রতিশ্রুত দেশে যেতে পারেনি। কেন?
২. লোকেরা কীভাবে দেখিয়েছিল যে তারা ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গেছে?
৩. যখন লোকেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তখন ঈশ্বর কি করেছিলেন?
৪. যিহুদীরা ঈশ্বরের আইন পালন করার চেষ্টা করেছিল - তাহলে কেন ঈশ্বর সেই ব্যাপারে খুশি ছিলেন না?
৫. ইস্রায়েলীয়রা তাঁকে ভুলে যাওয়ার কারণে কি ঈশ্বর তাঁর উদ্ধারের পরিকল্পনা পরিবর্তন করেছিলেন?

পর্ব ১৪

ঈশ্বর যোহনকে ইস্রায়েলীয়দের কাছে পাঠিয়েছিলেন যাতে তারা উদ্ধারকর্তার জন্য প্রস্তুত হতে পারে

রোমীয়দের আসার ৩৪০ বছর পূর্বে, ঈশ্বর তাঁর নবীদের একজনকে যিহুদীদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তার নাম ছিল মালাখি। মালাখি ছিলেন শেষ নবী যার কথা পুরাতন নিয়েমে লেখা হয়েছিল। মালাখির মধ্য দিয়ে একজন উদ্ধারকর্তা পাঠানোর ব্যাপারে ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে যিহুদী লোকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন সেই প্রতিজ্ঞাত ব্যক্তি খুব শীঘ্রই আসবেন।

মালাখি ৩: ১,২

১.সর্বক্ষমতার অধিকারী সদাপ্রভু বলছেন, “দেখ, আমি আমার সংবাদদাতাকে পাঠাচ্ছি; সে আমার আগে গিয়ে পথ প্রস্তুত করবে। তারপর যে প্রভুর জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ তিনি হঠাৎ তাঁর ঘরে আসবেন; ব্যবস্থা কাজে পরিণতকারী সেই দূত, যাঁকে তোমরা চাইছ, তিনি আসছেন।”

২.কিন্তু তাঁর আসবার দিন কেউ সহ্য করতে পারবে না; তিনি উপস্থিত হলে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না; কারণ তিনি হবেন রূপা যাচাই করবার আগুন অথবা ধোপার সাবানের মত।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

কিন্তু ঈশ্বর বললেন, সেই উদ্ধারকর্তা আসার পূর্বে আরও একজন নবী আসবেন। উদ্ধারকর্তা আসার আগেই লোকদের প্রস্তুত করার জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি বার্তা নিয়ে আসবেন।

মালাখি ৪:৫,৬

৫."দেখ, সদাপ্রভুর সেই মহৎ ও ভয়ংকর দিন আসবার আগে আমি সদাপ্রভু তোমাদের কাছে নবী এলিয়কে পাঠিয়ে দেব। ৬. সে পিতাদের অন্তর তাদের ছেলেমেয়েদের দিকে এবং ছেলেমেয়েদের অন্তর তাদের পিতাদের দিকে ফিরাবে, যেন আমি এসে অভিশাপ দিয়ে দেশকে ধ্বংস না করি।"

মালাখির মৃত্যুর পর ঈশ্বর ৪০০ বছরে কোনও নবী পাঠান নি। ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাথে ৪০০ বছর ধরে কোনও কথা বলেন নি। তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন উদ্ধারকর্তার আসার জন্য অপেক্ষা করে।

ঈশ্বরের গল্পের প্রথম ভাগ, যা আমরা পুরাতন নিয়ম হিসাবে জানি, লিখিত হয়েছিল ইব্রীয় ভাষায়। ঈশ্বরের নবী মালাখির লেখার মধ্য দিয়ে পুরাতন নিয়ম শেষ হয়েছিল। ঈশ্বরের গল্পের দ্বিতীয় ভাগ যাকে আমরা নতুন নিয়ম বলি। নতুন নিয়মে যেসব লোকেরা ঈশ্বরের বাক্য লিখে রেখেছিল তাদের সম্পর্কে আমরা পরে আরও শুনব। নতুন নিয়ম গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছিল।

মালাখির মৃত্যুর পর এই ৪০০ বছর পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটেছিল। সমস্ত অঞ্চল[১৬৪] জুড়ে গ্রীক ভাষা বিস্তার লাভ করেছিল। তখন অনেক লোক-ই একে অন্যের সাথে গ্রীক ভাষায় কথা বলতে পারত। যার কারণে অনেক মতবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। রোমীয়রা এমনকি অনেক রাস্তাও নির্মাণ করেছিল। লোকদের জন্য এক শহর থেকে অন্য শহরে যাওয়া সহজ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে ইব্রীয় লোকেরা ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং তারা ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে বসতি স্থাপন করতে লাগল। তারা তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে যেত। তারা এই ধারণা নিয়ে চলত যে শুধুমাত্র একজনই ঈশ্বর আছেন, কোনো দেবতা নয়। অনেক ছোট-বড় শহরে যিহুদী লোকেরা বসবাস করত। তারা ঈশ্বরের সত্য গল্প জানত যা সেই উদ্ধারকর্তা সম্পর্কে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার বিষয়ে বলে। যিহুদী লোকেরা অন্যান্য লোকদের মধ্যে থাকাতে তারা ঈশ্বরের সত্য গল্প সম্পর্কে শুনতে পেয়েছিল।

এখন আমরা ঈশ্বরের গল্পে পরবর্তীতে কি ঘটেছিল সেই সম্পর্কে পড়ব। ইস্রায়েল ও যিহুদা, দেশ অনেক বছর ধরে রোমীয় শাসনের অধীনে ছিল। যিহুদী লোকেরা সেই উদ্ধারকর্তার আসার জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা তাঁকে মশীহ বলত। ইব্রীয় ভাষায় মশীহ মানে হল 'ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত উদ্ধারকর্তা।'

[১৬৪] অঞ্চল - অনেকগুলো দেশ এবং জনগোষ্ঠীর সম্বন্বয়ে গঠিত একটি বিশাল এলাকা

পর্ব ১৪: ঈশ্বর যোহনকে ইস্রায়েলীয়দের কাছে পাঠিয়েছিলেন যাতে তারা উদ্ধারকর্তার জন্য প্রস্তুত হতে পারে

সখরিয় এবং তার স্ত্রী এলিজাবেথ নামে দুইজন যিহুদী লোক মশীহের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

লূক ১:৫-২৫

৫ হেরোদ যখন যিহূদিয়া প্রদেশের রাজা ছিলেন সেই সময়ে পুরোহিত অবিয়ের দলে সখরিয় নামে যিহূদীদের একজন পুরোহিত ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল ইলীশাবেত। তিনিও ছিলেন পুরোহিত হারোণের একজন বংশধর। ৬ তাঁরা দু'জনেই ঈশ্বরের চোখে ধার্মিক ছিলেন। প্রভুর সমস্ত আদেশ ও নিয়ম তাঁরা নিখুঁতভাবে পালন করতেন। ৭ তাঁদের কোন ছেলেমেয়ে হয় নি কারণ ইলীশাবেত বন্ধ্যা ছিলেন। এছাড়া তাঁদের বয়সও খুব বেশী হয়ে গিয়েছিল। ৮ একবার নিজের দলের পালার সময় সখরিয় পুরোহিত হিসাবে ঈশ্বরের সেবা করছিলেন। ৯ পুরোহিতের কাজের চলতি নিয়ম অনুসারে গুলিবাঁট দ্বারা তাঁকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল, যেন তিনি প্রভুর উপাসনা-ঘরের পবিত্র স্থানে গিয়ে ধূপ জ্বালাতে পারেন। ১০ ধূপ জ্বালাবার সময় বাইরে অনেক লোক প্রার্থনা করছিল। ১১ এমন সময় ধূপ-বেদীর ডানদিকে প্রভুর একজন দূত হঠাৎ এসে সখরিয়কে দেখা দিলেন। ১২ স্বর্গদূতকে দেখে তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠল এবং তিনি ভয় পেলেন। ১৩ স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, "সখরিয়, ভয় কোরো না, কারণ ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনেছেন। তোমার স্ত্রী ইলীশাবেতের একটি ছেলে হবে। তুমি তার নাম রেখো যোহন। ১৪ সে তোমার জীবনে মহা আনন্দের কারণ হবে এবং তার জন্মের দরুন আরও অনেকে আনন্দিত হবে, ১৫ কারণ প্রভুর চোখে সে মহান হবে। সে কখনও আংগুর-রস বা কোন রকম মদ খাবে না এবং মায়ের গর্ভে থাকতেই সে পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হবে। ১৬ ইস্রায়েলীয়দের অনেককেই সে তাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনবে। ১৭ নবী এলিয়ের মত মনোভাব ও শক্তি নিয়ে সে প্রভুর আগে আসবে। সে বাবার মন সন্তানের দিকে ফিরাবে এবং অবাধ্য লোকদের মনের ভাব বদলে ঈশ্বরভক্ত লোকদের মনের ভাবের মত করবে। এইভাবে সে প্রভুর জন্য এক দল লোককে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করবে।" ১৮ তখন সখরিয় স্বর্গদূতকে বললেন, "কিভাবে আমি তা বুঝব? আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি এবং আমার স্ত্রীর বয়সও অনেক বেশী হয়ে গেছে।" ১৯ স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, "আমার নাম গাব্রিয়েল; আমি ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। তোমার সংগে কথা বলবার জন্য ও তোমাকে এই সুখবর দেবার জন্য ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন। ২০ দেখ, আমার কথা সময়মতই পূর্ণ হবে, কিন্তু তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর নি বলে বোবা হয়ে থাকবে। যতদিন না এই সব ঘটে ততদিন তুমি কথা বলতে পারবে না।" ২১ এদিকে লোকেরা সখরিয়ের জন্য

অপেক্ষা করছিল। উপাসনা-ঘরের পবিত্র স্থানে তাঁর দেরি হচ্ছে দেখে তারা ভাবতে

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

লাগল। ২২ পরে সখরিয় যখন বের হয়ে আসলেন তখন লোকদের সংগে কথা বলতে পারলেন না। এতে লোকেরা বুঝতে পারল পবিত্র স্থানে তিনি কোন দর্শন পেয়েছেন। তিনি লোকদের কাছে ইশারায় কথা বলতে থাকলেন এবং বোবা হয়ে রইলেন। ২৩ পুরোহিতের কাজের পালা শেষ হবার পরে সখরিয় বাড়ী চলে গেলেন। ২৪ এর পরে তাঁর স্ত্রী ইলীশাবেত গর্ভবতী হলেন এবং পাঁচ মাস পর্যন্ত বাড়ী ছেড়ে বাইরে গেলেন না। তিনি বললেন, ২৫ "এটা প্রভুরই কাজ। মানুষের কাছে আমার লজ্জা দূর করবার জন্য তিনি এখন আমার দিকে চোখ তুলে চেয়েছেন।"

সখরিয় মন্দিরের একজন পুরোহিত ছিলেন। একদিন তিনি সেখানে তার কাজ করছিলেন। ঈশ্বরের বার্তাবাহক আত্মারূপে এক স্বর্গদূত তার সাথে কথা বলতে আসলেন। সেই স্বর্গদূত সখরিয়ের সাথে কথা বলতে মানুষ রূপে আবির্ভূত হলেন। সেই স্বর্গদূত বললেন যে, সখরিয় এবং এলিজাবেথের একটি পুত্র সন্তান হবে এবং তারা তার নাম যোহন রাখবে। ইব্রীয় এবং অরামীয় ভাষায় যোহন নামের অর্থ হল 'ঈশ্বর দয়া[১৬৫] দেখালেন'।

স্বর্গদূত সখরিয়কে বলেছিলেন যোহন কি করবেন। যোহনই ছিলেন সেই নবী যার সম্পর্কে মালাখি বলেছিলেন উদ্ধারকর্তা আসার ঠিক আগেই তিনি আসবেন। প্রতিশ্রুত সেই জন আসার জন্য যোহনের বার্তা লোকদের প্রস্তুত[১৬৬] করবে। স্বর্গদূত বললেন, 'এইভাবে সে প্রভুর জন্য একদল লোককে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করবে'। সেই স্বর্গদূত বলেছিলেন সেই উদ্ধারকর্তা হবেন প্রভু নিজেই। এভাবেই ঈশ্বর তাঁর লোকদের মধ্যে এক বিশেষ উপায়ে আবির্ভূত হবেন। তিনি কিভাবে তা করবেন?

সখরিয় এবং এলিজাবেথের বুড়ো বয়সে যোহনের জন্ম হয়েছিল। ঈশ্বর বলেছিলেন তাদের একটি ছেলে হবে এবং তা-ই হয়েছিল। যোহনের জন্মের কিছুদিন পর, ঈশ্বর তাঁর হয়ে কথা বলার জন্য সখরিয়কে বিশেষ ক্ষমতা[১৬৭] দিলেন।

লূক ১:৬৭-৭৯

৬৭ পরে ছেলেটির পিতা সখরিয় পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হয়ে নবী হিসাবে এই কথা বলতে লাগলেন,

৬৮ "ইস্রায়েলের প্রভু ঈশ্বরের প্রশংসা হোক, কারণ তিনি তাঁর নিজের লোকদের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন আর তাদের মুক্ত করেছেন।

৬৯ তিনি আমাদের জন্য তাঁর দাস দায়ূদের বংশ থেকে একজন শক্তিশালী উদ্ধারকর্তা

[১৬৫] দয়া - যখন ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসেন, ক্ষমা করেন ও রক্ষা করেন যদিও মানুষ সেগুলো অর্জন করবার জন্য কোনো কিছুই করে না।

[১৬৬] প্রস্তুত করা - কোনো কিছুর জন্য প্রস্তুত হওয়া

[১৬৭] ক্ষমতা - কোনো কিছু করার ক্ষমতা

তুলেছেন।
৭০ এই কথা তাঁর পবিত্র নবীদের মুখ দিয়ে তিনি অনেক দিন আগেই বলেছিলেন।

পর্ব ১৪: ঈশ্বর যোহনকে ইস্রায়েলীয়দের কাছে পাঠিয়েছিলেন যাতে তারা উদ্ধারকর্তার জন্য প্রস্তুত হতে পারে

৭১ তিনি শত্রুদের হাত থেকে আর যারা ঘৃণা করে তাদের সকলের হাত থেকে
আমাদের রক্ষা করেছেন।
৭২ তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের করুণা করবার জন্য আর তাঁর পবিত্র ব্যবস্থা, অর্থাৎ
তাঁর শপথ পূর্ণ করবার জন্য আমাদের রক্ষা করেছেন।
৭৩-৭৫ সেই শপথ তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহামের কাছে করেছিলেন।
তিনি শত্রুদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন যেন যতদিন বেঁচে থাকি
পবিত্র ও সৎভাবে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে তাঁর সেবা করতে পারি।
৭৬ সন্তান আমার, তোমাকে মহান ঈশ্বরের নবী বলা হবে, কারণ তুমি তাঁর পথ ঠিক
করবার জন্য তাঁর আগে আগে চলবে।
৭৭-৭৮ তুমি তাঁর লোকদের জানাবে, কিভাবে আমাদের ঈশ্বরের করুণার দরুন
পাপের ক্ষমা পেয়ে পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। তাঁর করুণায় স্বর্গ থেকে এক
উঠন্ত সূর্য আমাদের উপর নেমে আসবেন,
৭৯ যাতে অন্ধকারে ও মৃত্যুর ছায়ায় যারা বসে আছে তাদের আলো দিতে পারেন,
আর শান্তির পথে আমাদের চালাতে পারেন।"

সখরিয় বলেছিলেন মশীহের বিষয়ে ঈশ্বরের যে প্রতিজ্ঞা তা পূর্ণ হতে চলেছে। ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে পৃথিবীর সমস্ত পরিবার অব্রাহামের পরিবারের মধ্য দিয়ে আশীর্বাদ পাবে। ঈশ্বর যা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা করতে চলেছেন। সখরিয় বলেছিলেন *"ইস্রায়েলের প্রভুর প্রশংসা হোক, কারণ তিনি তাঁর নিজের লোকদের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন আর তাদের মুক্ত করেছেন।"* উদ্ধার করা মানে হল কেউ একজন আপনার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছেন। সখরিয় বললেন ঈশ্বর সেটাই করতে চলেছেন।

সখরিয় আরও বললেন যোহন বড় হলে, তিনি লোকদের তাদের পাপ সম্পর্কে এবং কিভাবে পাপের ক্ষমা[১৬৮] পাওয়া যায় সেই সম্পর্কে বলবেন। উদ্ধারকর্তা আসার জন্য যোহন লোকদের প্রস্তুত করবেন।

[১৬৮] ক্ষমা - অন্যের কাছে ভুল করার কারণে তার কাছে আপনার কাছে যে ঋণ আছে তা মওকুফ করে দেওয়া

সখরিয় বললেন ঈশ্বরের দয়ায় স্বর্গ থেকে ভোরের আলো আসতে চলেছে। এই আলো যাতে *অন্ধকারেও মৃত্যুর ছায়ায় যারা বসে আছে তাদের আলো দিতে পারেন*। সেই সময়ে আদম এবং হবা শয়তানের মিথ্যা শুনেছিল এবং

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

তখন থেকেই পৃথিবীতে অন্ধকার রাজত্ব করে আসছিল। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অন্ধকারে বসবাস করছিল এবং ঈশ্বরের আলো থেকে দূরে সড়ে গিয়েছিল। তারা মৃত্যুর ছায়ায় বসবাস করছিল এবং যখন তারা মারা যাবে তখন তারা মৃত্যুস্থানে চলে যাবে। এখন ঈশ্বর বললেন তাঁর আলো এসে পড়েছে।

ঈশ্বরের গল্পের সেই প্রথম থেকেই তিনি লোকদের সত্য বলবার জন্য চেষ্টা করে আসছিলেন। তারা তাদের চারপাশের সমস্ত কিছু দেখেছিল যা তিনি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি অনেকবার তাদের সাথে কথা বলেছিলেন। তিনি তাদের সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন এবং তাদের তাঁর আইন-কানুন দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর লোক ইস্রায়েলীয়দের সাথে বসবাস করেছিলেন। তিনি তাঁর ভাববাদীগণকে পাঠিয়েছিলেন, এবং তাদের দিয়ে সেই সকল বাণী লিখে রাখলেন। কিন্তু শয়তান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করছিল এবং তাঁর বিরূদ্ধে মিথ্যা বলছিল। কিন্তু লোকেরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার পরিবর্তে শয়তানকে বিশ্বাস করতে লাগল।

যোহনের কাজ ছিল ইস্রায়েলীয়দের বলা ঈশ্বর আসতে চলেছেন। ঈশ্বর অন্ধকার জগতে নেমে আসছেন। তিনি আলো এবং সত্য নিয়ে আসছেন। তিনি দেখাতে চলেছেন যে শয়তান লোকদেরকে মিথ্যা বলেছিল। ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করার জন্য এমনভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন যা আগে কখনও ঘটেনি। যারা তাঁর কথা শুনেছিল তিনি সেই লোকদেরকে খুঁজে বের করবার জন্য আসবেন। তিনি তাদের তাঁর গল্প সম্পর্কে বলবেন, এবং তাদেরকে সম্পূর্ণ নতুন রূপে দেখাবেন যে তিনি আসলে কে। যা খুব শীঘ্রই[১৬৯] ঘটতে চলেছিল। এটা এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আগে কখনও ঘটেনি এবং ঘটবেও না।

ইস্রায়েলের উত্তর অঞ্চলের একটি শহরের নাম ছিল নাসরত। সেখানে মরিয়ম নামে এক যুবতী মেয়ে বাস করতেন। যোষেফ নামে এক ব্যক্তির সাথে তার বাগদান[১৭০] হয়েছিল। যোষেফ রাজা দায়ূদের একজন বংশধর ছিলেন। সব মানুষের মতই মরিয়মও একজন পাপী ছিলেন। কিন্তু মরিয়ম জানতেন যে তিনি একজন পাপী এবং সেই কারণে তিনি ঈশ্বর থেকে আলাদা ছিলেন। তিনি জানতেন যে উদ্ধারের জন্য তার ঈশ্বরকেই প্রয়োজন। তিনি অন্যান্য যিহূদীদের মতই উদ্ধারকর্তা আসার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

[১৬৯] শীঘ্রই - খুবই অল্প সময়ের মধ্যে
[১৭০] বাগদত্ত - কাউকে বিয়ে করার জন্য

ঈশ্বর মরিয়মের সাথে কথা বলার জন্য তার কাছে একজন দূত পাঠালেন। তিনি তাকে বললেন, ঈশ্বর তাকে উদ্ধারকর্তার মা হওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন।

লূক ১:২৬-৩৩

২৬-২৭ ইলীশাবেতের যখন ছয় মাসের গর্ভ তখন ঈশ্বর গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রামের
মরিয়ম নামে একটি কুমারী মেয়ের কাছে গাব্রিয়েল দূতকে পাঠালেন। রাজা দায়ূদের বংশের
যোষেফ নামে একজন লোকের সংগে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল। ২৮ স্বর্গদূত
মরিয়মের কাছে এসে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, "প্রভু তোমার সংগে আছেন এবং

পর্ব ১৪: ঈশ্বর যোহনকে ইস্রায়েলীয়দের কাছে পাঠিয়েছিলেন যাতে তারা উদ্ধারকর্তার জন্য প্রস্তুত হতে পারে

তোমাকে অনেক আশীর্বাদ করেছেন।" ২৯ এই কথা শুনে মরিয়মের মন খুব অস্থির হয়ে
উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন এই রকম শুভেচ্ছার মানে কি। ৩০ স্বর্গদূত তাঁকে বললেন,
"মরিয়ম, ভয় কোরো না, কারণ ঈশ্বর তোমাকে খুব দয়া করেছেন। ৩১ শোন, তুমি গর্ভবতী
হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে। ৩২ তিনি মহান হবেন।
তাঁকে মহান ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। প্রভু ঈশ্বর তাঁর পূর্বপুরুষ রাজা দায়ূদের সিংহাসন
তাঁকে দেবেন। ৩৩ তিনি যাকোবের বংশের লোকদের উপরে চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন।
তাঁর রাজত্ব কখনও শেষ হবে না।"

স্বর্গদূত মরিয়মকে বললেন তার ছেলে হলে পর তাঁর নাম যীশু রাখতে। ইয়েশুয়া নামের বাংলা নাম হল যীশু। ইব্রীয় ভাষায়, ইয়েশুয়া মানে 'সদাপ্রভু উদ্ধার করেন' বা 'ঈশ্বর উদ্ধার করেন'। স্বর্গদূত বলেছিলেন যে, *যীশু হবেন মহান ঈশ্বরের পুত্র*। তিনি ঈশ্বরের পুত্র হবেন।

মনে করে দেখুন এর আগে আমরা বলেছিলাম তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর। তিনি হলেন পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং আত্মা ঈশ্বর। স্বর্গদূত মরিয়মকে বললেন ঈশ্বরের সন্তানই হবে তোমার পুত্র। ঈশ্বর হলেন আত্মা, এবং তার কোনো শরীর নেই। ঈশ্বর যখন যেখানে চান সেখানে থাকতে পারেন। ঈশ্বর হলেন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা। স্বর্গদূত মরিয়মকে বললেন যে ঈশ্বর মানুষের সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করতে যাচ্ছেন। যীশু শিশু রূপে জন্মগ্রহণ করবেন ঠিকই কিন্তু তিনি অন্যান্য শিশুর মত হবেন না। এই শিশুটি হবেন ঈশ্বর। স্বর্গদূত মরিয়মকে আরও বললেন তার সন্তান চিরকালের রাজা হিসাবে রাজত্ব[১৭১] করবেন।

প্রায় ৬০০ বছর পূর্বে, ঈশ্বর বলেছিলেন যে এইসমস্ত কিছু ঘটবে, যা তিনি যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে বলেছিলেন।

যিশাইয় ৯:৬

৬ এই সমস্ত হবে, কারণ একটি ছেলে আমাদের জন্য জন্মগ্রহণ করবেন,
একটি পুত্র আমাদের দেওয়া হবে।
শাসন করবার ভার তাঁর কাঁধের উপর থাকবে,
আর তাঁর নাম হবে আশ্চর্য পরামর্শদাতা,

[১৭১] রাজত্ব - রাজা হিসাবে শাসন করা

শক্তিশালী ঈশ্বর, চিরস্থায়ী পিতা, শান্তির রাজা।

ঈশ্বর বললেন, একটি ছেলে আমাদের জন্য জন্মগ্রহণ করবেন, একটি পুত্র আমাদের দেওয়া হবে। তাকে এমন সব নামে ডাকা হবে, যার মানে দাঁড়ায় যে তিনি চমৎকার, প্রজ্ঞাবান, সর্বশক্তিমান এবং তিনি শান্তিদাতা।

মরিয়ম বুঝতে পারলেন না তার কিভাবে একটি সন্তান হবে। তার কোনো পুরুষের সাথে শারীরিক সম্পর্ক ছিল না। তিনি একজন কুমারী ছিলেন। স্বর্গদূত তাকে বললেন এই সমস্ত কিছুই ঈশ্বর করবেন।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

লূক ১:৩৪-৩৬

৩৪ তখন মরিয়ম স্বর্গদূতকে বললেন, "এ কেমন করে হবে? আমার তো বিয়ে হয় নি।"
স্বর্গদূত বললেন, "পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসবেন এবং মহান ঈশ্বরের শক্তির
ছায়া তোমার উপরে পড়বে। এইজন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন তাঁকে ঈশ্বরের
পুত্র বলা হবে। ৩৬ দেখ, এই বুড়ো বয়সে তোমার আত্মীয়া ইলীশাবেতের গর্ভেও ছেলের
জন্ম হয়েছে। লোকে বলত তার ছেলেমেয়ে হবে না, কিন্তু এখন তার ছয় মাস চলছে।

ঈশ্বরই সেই জন যিনি প্রথম থেকেই লোকদের জীবন দিয়ে আসছেন। তিনিই একমাত্র সেই জন যিনি জীবন দিতে পারেন। তিনি বলেছিলেন তিনি মরিয়মকে একটি পুত্র সন্তান দিবেন। তিনি তার গর্ভে শিশুটিকে ধারণ করবেন এবং শিশুটি খুব সাধারণভাবে জন্মগ্রহণ করবেন। কিন্তু সেই সন্তান সকল মনুষ্য সন্তানের মত হবেন না। তাঁর কোনো জাগতিক পিতা থাকবে না। তাঁর আদমের মত কোনো বংশধর থাকবে না, যাতে তাঁকে অন্যান্য সকল লোকের মত একজন পাপী হিসাবে জন্মগ্রহণ করতে না হয়। তিনি হবেন ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র।

স্বর্গদূত যা বললেন মরিয়ম তা শুনলেন। স্বর্গদূতের কথামত তিনি ঈশ্বরের সমস্ত কিছু বিশ্বাস করেছিলেন।

মথি নামে সেইসময় ঈশ্বরের একজন গল্পকথক ছিলেন। মথি যীশুর জীবনী বাইবেলের মথি পুস্তকটিতে লিখে রেখেছিলেন। তিনি যীশুর পরিবার নিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন। মথি তাকে *যীশু মশীহ* বলে ডাকতেন।

মথি ১:১

১ যীশু খ্রীষ্ট দায়ূদের বংশের এবং দায়ূদ অব্রাহামের বংশের লোক। যীশু খ্রীষ্টের বংশের
তালিকা এই:

মনে রাখুন ইব্রীয় ভাষায়, মশীহ মানে হল 'ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত উদ্ধারকর্তা'। তাই মথি যখন যীশু মশীহ ডাকলেন, তার মানে যীশু হলেন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত সেই জন, যিনি বিশেষ কিছু করতে যাচ্ছেন।

পনেরশ বছর পূর্বে, মোশি ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বরের একটি বার্তা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ইস্রায়েলীয়দের মধ্য থেকে তিনি একদিন একজন ভাববাদী উঠিয়ে নিয়ে আসবেন। মনে রাখুন ভাববাদী হলেন এমন একজন যিনি ঈশ্বরের হয়ে কথা বলেন।

দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫-১৮

১৫ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের ইস্রায়েলীয় ভাইদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য
আমার মত একজন নবী দাঁড় করাবেন। তাঁর কথামত তোমাদের চলতে হবে। ১৬ হোরেব
পাহাড়ের কাছে যেদিন তোমরা সবাই সদাপ্রভুর সামনে জড়ো হয়েছিলে সেই দিন তোমরা
তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে তা-ই চেয়েছিলে। তোমরা বলেছিলে, 'আর আমরা
আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কথা শুনতে কিম্বা এই মহান আগুন দেখতে চাই না; তা হলে

পর্ব ১৪: ঈশ্বর যোহনকে ইস্রায়েলীয়দের কাছে পাঠিয়েছিলেন যাতে তারা উদ্ধারকর্তার জন্য প্রস্তুত হতে পারে

আমরা মারা যাব।' ১৭ "সদাপ্রভু আমাকে বলেছিলেন, 'তারা ভালই বলেছে।
১৮ আমি তাদের ইস্রায়েলীয় ভাইদের মধ্য থেকে তাদের জন্য তোমার মত একজন
নবী দাঁড় করাব। তার মুখ দিয়েই আমি আমার কথা বলব, আর আমি যা বলতে তাকে
আদেশ দেব সে তা-ই তাদের বলবে।

ঈশ্বর বলেছিলেন তিনি এই নবীর মুখ দিয়ে তাঁর কথা বলবেন। তিনি আরও বললেন ঈশ্বর তাঁকে যা বলতে বলেছিলেন এই নবী লোকদের তা-ই বলবেন। যীশুই সেই জন যার সম্পর্কে ঈশ্বর কথা বলছিলেন। অনেক বছর আগে, ঈশ্বর সেই প্রতিজ্ঞাত ব্যক্তি সম্পর্কে কথা বলেছিলেন, যার আসবার কথা ছিল। দায়ূদ তার একটি গান বা গীতে তা লিখে রেখেছিলেন।

গীতসংহিতা ১১০:৪

৪ সদাপ্রভু শপথ করেছেন, "তুমি চিরকালের জন্য মল্কীষেদকের মত পুরোহিত।"
এই বিষয়ে তিনি তাঁর মন বদলাবেন না।

মল্কিসেদক এজজন বিশেস পুরোহিত ছিলেন যিনি অব্রাহামের সময়ে ছিলেন। দায়ূদ বলেছিলেন প্রতিশ্রুত সেই জনও একজন বিশেষ পুরোহিত হবেন। মনে করুন প্রধান পুরোহিতের কাজ ছিল পশুর রক্ত সেই সাক্ষ্য সিন্দুকের দুই করূবের উপর ছিটানো। তারা বছরে একবার এটা করত। লোকদের পাপ ঢাকানোর জন্য বংশের পর বংশ ধরে, প্রতিবছর তাদের তা করতে হত। পরবর্তীতে ঈশ্বরের গল্পে আমরা দেখতে পায় যে যীশু হলেন ঈশ্বরের সেই মনোনিত বিশেষ পুরোহিত। তিনি এমন একটি উৎসর্গ করবেন যা এতটাই মহৎ যে এর আগে কোনো পুরোহিত এমন উৎসর্গ দেন নি।

প্রায় ৭০০ বছর আগে যীশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ঈশ্বরের ভাববাদী যিশাইয় তাঁর সম্পর্কে লিখে রেখেছিলেন।

যিশাইয় ৯:৭

৭ তাঁর শাসনক্ষমতা বৃদ্ধির ও শান্তির শেষ হবে না। তিনি দায়ূদের সিংহাসন ও তাঁর রাজ্যের উপরে রাজত্ব করবেন; তিনি সেই সময় থেকে চিরকালের জন্য ন্যায়বিচার ও সততা দিয়ে তা স্থাপন করবেন ও স্থির করবেন। সর্বক্ষমতার অধিকারী সদাপ্রভুই গভীর আগ্রহে এই সমস্ত করবেন।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

যিশাইয় বলেছিলেন দায়ূদের বংশধরদের মধ্য থেকে একজন আসবেন এবং সেই সময় থেকে চিরকালের জন্য ন্যায় বিচার[172] ও সতাতা দিয়ে তা স্থাপন করবেন ও স্থির করবেন। যীশুই হলেন ঈশ্বরের সেই মনোনিত রাজা যিনি সমস্ত সৃষ্টির উপর রাজত্ব করবেন। যিশাইয় ভাববাদী তাঁর সম্পর্কেই লিখেছিলেন।

যীশু খ্রীষ্টই সেই জন যাকে ঈশ্বর তাঁর নবী, পুরোহিত এবং রাজা হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

মোশি, দায়ূদ এবং যিশাইয় যীশু সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তার মধ্য থেকে আমরা অল্পকিছু পড়ব। কিন্তু পুরাতন নিয়মে তাঁর সম্পর্কে আরও অনেক কিছু লেখা হয়েছে। যীশুর পরিবার, তাঁর জন্ম, তাঁর জীবন, তিনি কেমন মানুষ হবেন এবং তিনি কিভাবে মারা যাবেন সেই সব সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়েছে। ঈশ্বর আমাদের মত সময় সীমার মধ্যে থাকেন না। তিনি জানেন ভবিষ্যতে কি ঘটতে চলেছে। তিনি অনেক আগেই তাঁর গল্পে যীশুর জীবনে যা ঘটবে তা লিখে রেখেছিলেন। ঈশ্বর সবকিছুই জানতেন। যখন ঈশ্বর কিছু ঘটবে বলেন, তা অবশ্যই ঘটবে।

?

১. মালাখির পর ৪০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে কি কি ঘটনা ঘটেছিল?

২. সখরিয় এবং এলিজাবেথ যখন মশীহের আসবার কথা শুনেছিলেন তাদের কেমন অনুভূতি হয়েছিল?

৩. মথি কেন তাকে যীশু মশীহ বলে ডাকলেন?

৪. যীশু, সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি, সম্পর্কে পুরাতন নিয়মের নবীরা কি কি বলেছিলেন?

[১৭২] বিচার - ন্যায্য এবং

পর্ব ১৫

যীশু জন্মগ্রহণ করলেন এবং বেড়ে উঠলেন। যীশু বাপ্তিস্ম নিলেন

ঈশ্বরের গল্প আমাদের যীশু মশীহের জন্মের বিষয়ে বলে।

মথি ১:১৮-২৫

১৮ যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এইভাবে হয়েছিল। যোষেফের সংগে যীশুর মা মরিয়মের বিয়ের ঠিক হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা একসংগে বাস করবার আগেই পবিত্র আত্মার শক্তিতে মরিয়মের গর্ভ হয়েছিলেন। ১৯ মরিয়মের স্বামী যোষেফ সৎ লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি লোকের সামনে মরিয়মকে লজ্জায় ফেলতে চাইলেন না; এইজন্য তিনি গোপনে তাঁকে ছেড়ে দেবেন বলে ঠিক করলেন।
২০ যোষেফ যখন এই সব ভাবছিলেন তখন প্রভুর এক দূত স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁকে বললেন, "দায়ূদের বংশধর যোষেফ, মরিয়মকে বিয়ে করতে ভয় কোরো না, কারণ তাঁর গর্ভে যিনি জন্মেছে তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতেই জন্মেছেন। তাঁর একটি ছেলে হবে। ২১ তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।" ২২ এই সব হয়েছিল যেন নবীর মধ্য দিয়ে প্রভু এই যে কথা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়:

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

> ২৩ “একজন কুমারী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি
> ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানূয়েল।” এই নামের মানে হল, আমাদের সংগে
> ঈশ্বর। ২৪ প্রভুর দূত যোষেফকে যেমন আদেশ দিয়েছিলেন, ঘুম থেকে উঠে তিনি
> তেমনই করলেন। ২৫ তিনি মরিয়মকে বিয়ে করলেন, কিন্তু ছেলের জন্ম না হওয়া
> পর্যন্ত তাঁর সংগে মিলিত হলেন না। পরে যোষেফ ছেলেটির নাম যীশু রাখলেন।

যোষেফ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে মরিয়মের বাগদান হয়েছিল। যিহুদী আইন মতে কারো সাথে বাগদান হওয়া মানে হল তাকে বিয়ে করবে বলে তার সাথে একটি শক্তিশালী চুক্তি করা। যাদের বাগদান হয়ে যায় তারা সহজে সম্পর্ক ভাঙ্গতে পারে না। বাগদান ভেঙ্গে ফেলতে হলে তাদেরকে আইনিভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ নিতে হত। যোষেফ ও মরিয়মের বাগদান[১৭৩] হয়ে যাওয়ার পর মরিয়ম তার বাবার বাড়িতে থাকত। যোষেফ ও মরিয়মের বিয়ের পর মরিয়মকে যোষেফের বাড়িতে যেতে হত।

যোষেফ ও মরিয়মের কোনো শারীরিক সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু যোষেফ জানতে পারল যে মরিয়ম গর্ভবতী[১৭৪] হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি ভাবলেন যে মরিয়ম অন্য কোনও পুরুষের সাথে শুয়েছিলেন[১৭৫]। যদি কোনও যিহুদী মহিলা এমন কাজ করত তাহলে তা খুবই বাজে ব্যাপার হত। কখনও কখনও লোকেরা এমন মহিলাদের মেরে ফেলতেন। কিন্তু ঈশ্বরের গল্প বলে যে, যোষেফ ছিলেন একজন ভাল লোক। তাই তিনি লোকের সামনে মরিয়মকে লজ্জায় ফেলতে চান নি। তিনি চান নি যে এই বিষয়টি লোকদের মধ্যে জানাজানি হোক এবং মরিয়ম লজ্জায় পড়ুক। তাই যোষেফ গোপনে তাকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু এটা ঈশ্বরের পরিকল্পনার অংশ ছিল যে যোষেফ মরিয়মকে বিয়ে করবে। ঈশ্বর জানতেন যে যোষেফ মরিয়ম ও তার বিশেষ সন্তানের যত্ন নিবেন। তাই ঈশ্বর মরিয়মের সন্তানের ব্যাপারে বলার জন্য যোষেফের কাছে একজন স্বর্গদূতকে পাঠালেন। তিনি বললেন, মরিয়ম গর্ভবতী হয়েছিলেন, কেননা ঈশ্বরই তা ঘটিয়েছিলেন, তা কোনও মানুষের দ্ধারা হয়নি। স্বর্গদূত যোষেফকে সেই সন্তানের নাম যীশু রাখতে বললেন। মনে রাখুন ইব্রীয় ভাষায় যীশু হল *ইয়েশুয়া* যার মানে হল

[১৭৩] বিবাহ বিচ্ছেদ - কোন বিচারক বা আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য একটি বৈধ আইন
[১৭৪] গর্ভবতী - যিনি একটি সন্তান পেতে চলেছেন
[১৭৫] কারো সাথে শোয়া - কারো সাথে শারীরিক সম্পর্ক করা

'সদাপ্রভু রক্ষা করেন'। স্বর্গদূত বললেন, তাঁকে যীশু বলে ডাকা হবে কেননা তিনি তাঁর লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।

স্বর্গদূত আরও বললেন শিশুটিকে ইম্মানূয়েল বলে ডাকা হবে। দুটি ইব্রীয় শব্দ 'ঈশ্বর' এবং 'আমাদের সাথে' থেকে এই নামটি এসেছে। তাই ইম্মানূয়েল নামটির অর্থ আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর। প্রায় ৭০০ বছর আগে নবী যিশাইয় এই সমস্ত বিষয়ে লিখে রেখেছিলেন।

পর্ব ১৫: যীশু জন্মগ্রহণ করলেন এবং বেড়ে উঠলেন। যীশু বাপ্তিস্ম নিলেন

যিশাইয় ৭:১৪

১৪ কাজেই প্রভু নিজেই তোমাদের কাছে একটা চিহ্ন দেখাবেন। তা হল, একজন কুমারী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানূয়েল।

ঈশ্বরের দূত যোষেফকে যা বলেছিলেন তিনি তা বিশ্বাস করলেন। তাই স্বর্গদূত যা করতে বললেন তিনি তা-ই করলেন। তিনি মরিয়মকে বিয়ে করলেন। কিন্তু সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তিনি মরিয়মের সাথে মিলিত হন নি। সেই সন্তান জন্ম হওয়ার পর তিনি তাঁর নাম যীশু রাখলেন।

মথির লেখা সুসমাচারে যীশুর জন্মের পর যা ঘটেছিল সেই সম্পর্কে বলা হয়েছিল। শিশু জন্ম নেওয়ার সময় যোষেফ এবং মরিয়ম তাদের নিজ গ্রাম নাসরত থেকে অনেক দূরে ছিলেন। রোমীয়রা লোক গণনা করছিলেন - তাদের শ্বাসনের অধিনে যত লোক ছিল তাদের সকলের তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। তারা সকলকে তাদের নিজের গ্রামে গিয়ে নাম লেখাতে বলেছিলেন। যোষেফ দায়ূদের বংশধর ছিলেন তাই তাকে বৈৎলেহমে যেতে হয়েছিল, যেটা ছিল দায়ূদের গ্রাম। তাই যীশু বৈৎলেহম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে ফিলিস্তিনের পশ্চিম কিনার দিয়ে বৈৎলেহম শহরটি অবস্থিত।

মথি ২:১-১৮

১ যিহূদিয়া প্রদেশের বৈৎলেহম গ্রামে যীশুর জন্ম হয়েছিল। তখন রাজা ছিলেন হেরোদ। পূর্বদেশ থেকে কয়েকজন পণ্ডিত যিরূশালেমে এসে বললেন, ২ "যিহূদীদের যে রাজা জন্মেছেন তিনি কোথায়? পূর্ব দিকের আকাশে আমরা তাঁর তারা দেখে তাঁকে প্রণাম করতে এসেছি।"
৩ এই কথা শুনে রাজা হেরোদ এবং তাঁর সংগে যিরূশালেমের অন্য সকলে অস্থির হয়ে উঠলেন। ৪ হেরোদ সমস্ত প্রধান পুরোহিত ও ধর্ম-শিক্ষকদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন মশীহ কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন।
৫ তাঁরা তাঁকে বললেন, "যিহূদিয়ার বৈৎলেহম গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন, কারণ নবী এই কথা লিখেছেন:

৬ যিহূদা দেশের বৈৎলেহম, যিহূদার মধ্যে তুমি কোনমতেই ছোট নও,
কারণ তোমার মধ্য থেক এমন একজন শাসনকর্তা আসবেন
যিনি আমার ইস্রায়েল জাতিকে পরিচালনা করবেন।"
৭ তখন হেরোদ সেই পণ্ডিতদের গোপনে ডাকলেন এবং জেনে নিলেন ঠিক কোন্
সময়ে তারাটা দেখা গিয়েছিল। ৮ তিনি পণ্ডিতদের এই কথা বলে বৈৎলেহমে
পাঠিয়ে দিলেন, "আপনারা গিয়ে ভাল করে সেই শিশুটির খোঁজ করুন। তাঁকে
খুঁজে পেলে পর আমাকে জানাবেন যেন আমিও গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে
পারি।" ৯ রাজার কথা শুনে পণ্ডিতেরা চলে গেলেন। তাঁরা পূর্ব দিকে যে তারাটা

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

দেখেছিলেন সেই তারাটা তাঁদের আগে আগে চলল। শিশুটি যেখানে ছিলেন সেই
ঘরের উপরে এসে না থামা পর্যন্ত তারাটা চলতেই থাকল। ১০-১১ তারাটা দেখে
পণ্ডিতেরা খুব আনন্দিত হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন এবং সেই শিশুটিকে তাঁর মা
মরিয়মের কাছে দেখতে পেলেন। তখন তাঁরা মাটিতে উবুড় হয়ে সেই শিশুটিকে
প্রণাম করলেন এবং তাদের বাক্স খুলে তাঁকে সোনা, লোবান ও গন্ধরস উপহার
দিলেন। ১২ পরে ঈশ্বর স্বপ্নে তাঁদের সাবধান করে দিলেন যেন তাঁরা হেরোদের
কাছে ফিরে না যান। তখন তাঁরা অন্য পথে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।
১৩ পণ্ডিতেরা চলে যাবার পর প্রভুর এক দূত স্বপ্নে যোষেফকে দেখা দিয়ে বললেন,
"ওঠো, ছেলেটি ও তাঁর মাকে নিয়ে মিসর দেশে পালিয়ে যাও আর আমি যতদিন না
বলি ততদিন পর্যন্ত সেখানেই থাক, কারণ ছেলেটিকে মেরে ফেলবার জন্য হেরোদ
তাঁর খোঁজ করবে।" ১৪-১৫ তখন যোষেফ উঠে সেই ছেলে ও তাঁর মাকে নিয়ে সেই
রাতেই মিসরে রওনা হলেন এবং হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই রইলেন। এটা
ঘটল যাতে নবীর মধ্য দিয়ে প্রভু এই যে কথা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়:
আমি মিসর থেকে আমার পুত্রকে ডেকে এনেছিলাম।
১৬ পণ্ডিতেরা তাঁকে ঠকিয়েছেন দেখে হেরোদ ভীষণ রেগে গেলেন। সেই
পণ্ডিতদের কাছ থেকে যে সময়ের কথা তিনি জেনে নিয়েছিলেন সেই সময়ের
হিসাব মত দুই বছর ও তার কম বয়সের যত ছেলে বৈৎলেহম ও তাঁর আশেপাশের
জায়গাগুলোতে ছিল সকলকে মেরে ফেলবার আদেশ দিলেন। ১৭ তাতে নবী
যিরমিয়ের মধ্য দিয়ে এই যে কথা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হল:
১৮ রামায় ভীষণ কান্নাকাটির শব্দ শোনা যাচ্ছে;
রাহেল তার সন্তানদের জন্য কাঁদছে,
কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না,
কারণ তারা আর নেই।

পূর্বদেশ ফিলিস্তিন থেকে কয়েকজন পন্ডিত যিরুশালেমে এসেছিলেন। তারা যেখানে বসবাস করত সেখান থেকে একটি তারা দেখে অনুসরণ করতে লাগল। তারাটি ছিল একটি চিহ্ন যা সম্পর্কে সেই পন্ডিতেরা জানত। তারা জানত যে আকাশে সেই বিশেষ তারাটির মানে হল একটি শিশু জন্মগ্রহণ করবেন যিনি হবেন "যিহূদীদের রাজা। তাই সেই পন্ডিতেরা শিশুটিকে খুঁজতে যিরুশালেমে এসেছিলেন।

পর্ব ১৫: যীশু জন্মগ্রহণ করলেন এবং বেড়ে উঠলেন। যীশু বাপ্তিস্ম নিলেন

সেই সময় যিহুদীদের একজন রাজা ছিলেন যিনি সমস্ত যিহুদা অঞ্চল শাসন করছিলেন। তার নাম ছিল হেরোদ। রোমীয়রা তাকে যিহুদীদের রাজা করেছিল। হেরোদ পন্ডিতদের কাছ থেকে যিহুদীদের রাজা হিসাবে একটি শিশুর জন্মগ্রহণের কথা শুনেছিলেন। হেরোদ ভেবেছিলেন শিশুটি বড় হয়ে রাজা হিসাবে তার স্থান দখল করবে। তিনি সমস্ত যিহুদী ধর্মনেতাদের[১৭৬] ডাকলেন। এদের মধ্যে ছিলেন প্রধান[১৭৭] পুরোহিত এবং ধর্মশিক্ষকেরা[১৭৮]। হেরোদ তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন মশীহ কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন। পুরাতন নিয়মে যা লেখা ছিল ধর্মশিক্ষকেরা হেরোদকে তা-ই বলেছিলেন। সেখানে বলা হয়েছে ইস্রায়েলের একজন নেতা এবং মেষপালক বৈৎলেহমে জন্মগ্রহণ করবেন। হেরোদ পন্ডিতদের বৈৎলেহমে গিয়ে শিশুটির খোঁজ নিতে বললেন। তিনি বলেছিলেন তিনি এই নতুন রাজাকে প্রণাম করতে চান। তিনি তাদের বলেছিলেন বৈৎলেহমে শিশুটিকে খুঁজে পেলে ফিরে এসে যেন তাকে জানায়।

পন্ডিতেরা তারা অনুসরণ করতে করতে যীশু যেখানে জন্মেছিলেন সেই ঘরটিতে গেলেন। তারা তাঁকে উপহার দিলেন এবং নতুন রাজা হিসাবে প্রণাম জানালেন। ঈশ্বর স্বপ্নের মাধ্যমে পন্ডিতদের বললেন তারা যেন হেরোদের কাছে না যায়। তাই তারা অন্য রাস্তা দিয়ে চলে গেলেন।

ঈশ্বরের একজন স্বর্গদূত যোষেফকে বললেন, হেরোদ তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। স্বর্গদূত যোষেফকে মরিয়ম এবং যীশুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি মিশরে চলে যেতে বললেন। তারা সাথে সাথেই রওনা দিলেন। হেরোদ খুব রেগে গিয়েছিলেন এবং তিনি চান নি এই নতুন রাজা তার স্থান দখল করুক। তাই তিনি তার লোকদের বললেন বৈৎলেহমের দুই বছরের অথবা তার চেয়ে কম বয়সের শিশুদের মেরে ফেলতে। ঈশ্বর জানতেন এমন হবে। নবী যিরমিয় এই বিষয়ে লিখে গিয়েছিলেন। আমরা নিশ্চিত যে শয়তান চেয়েছিল সকল পুত্র সন্তানেরা মারা যাক। শয়তান চায়নি যে উদ্ধারকর্তা আসুক। সে জানত ঈশ্বর একজন মানুষকে

[১৭৬] যিহুদী ধর্ম নেতা - যে লোকেরা যিহুদীদের সমস্ত নিয়ম এবং আইন জানে

[১৭৭] প্রধান - নেতা

[১৭৮] ধর্ম শিক্ষক - যিহুদীদের ধর্ম নেতারা, যারা যিহুদী আইন বিশেষজ্ঞ এবং তারা লিখতে ও পড়তে জানত

পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিলেন, যিনি তাকে ধ্বংস করবেন এবং পৃথিবীর সমস্ত লোকের উপর রাজত্ব করবেন। শয়তান ঈশ্বরের উদ্ধারের পরিকল্পনা থামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

হেরোদ মারা গেলে পর ঈশ্বর যোষেফকে মিশর ছেড়ে চলে যেতে বললেন। সুতরাং যোষেফ, মরিয়ম এবং যীশু ইস্রায়েলে ফিরে গেলেন। তারা তাদের গ্রাম নাসরতে ফিরে গেলেন। সেই সময় একজন লোক যিনি ঈশ্বরের গল্প লিখছিলেন তার নাম ছিল লূক। যীশু নাসরতে বেড়ে উঠবার সময় ঈশ্বর কিভাবে তাঁর সাথে ছিলেন সে সম্পর্কে তিনি লিখে রেখেছিলেন।

লূক ২:৪০

৪০ শিশু যীশু বয়সে বেড়ে শক্তিমান হয়ে উঠলেন এবং জ্ঞানে পূর্ণ হতে থাকলেন। তাঁর উপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছিল।

লূক যীশুর বার বছর বয়সের একটি ঘটনা লিখেছিলেন। তিনি যোষেফ এবং মরিয়মের সাথে যিরুশালেমে উদ্ধারপর্ব পালন করতে গিয়েছিলেন। বছরে একবার যিরুশালেমে এই পর্বটি পালন করা হত। উদ্ধারপর্ব পালন করার সময় যিহুদী লোকেরা

তাঁর গল্প: উদ্ধার

স্মরণ করত কিভাবে ঈশ্বর মিশরীয়দের প্রথম পুত্র সন্তান এবং প্রাণীদের মেরে ফেলেছিলেন। তারা স্মরণ করত কিভাবে তিনি ইস্রায়েলীয়দের যেসব বাড়ির চৌকাঠে রক্ত লাগানো ছিল সেইসব বাড়ি-ঘর বাদ দিয়ে গিয়েছিলেন ।

লূক ২:৪১-৫২

৪১ উদ্ধার-পর্বের সময়ে যীশুর মা-বাবা প্রত্যেক বছর যিরূশালেমে যেতেন। ৪২ যীশুর বয়স যখন বারো বছর তখন নিয়ম মতই তাঁরা সেই পর্বে গেলেন। ৪৩ পর্বের শেষে তাঁরা যখন বাড়ী ফিরছিলেন তখন যীশু যিরূশালেমেই থেকে গেলেন। তাঁর মা-বাবা কিন্তু সেই কথা জানতেন না। ৪৪ তিনি সংগের লোকদের মধ্যে আছেন মনে করে তাঁরা এক দিনের পথ চলে গেলেন। পরে তাঁরা তাঁদের আত্মীয় ও জানাশোনা লোকদের মধ্যে যীশুর খোঁজ করতে লাগলেন।
৪৫ কিন্তু খুঁজে না পেয়ে তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা আবার যিরূশালেমে ফিরে গেলেন।
৪৬ শেষে তিন দিন পরে তাঁরা তাঁকে উপাসনা-ঘরে পেলেন। তিনি শিক্ষকদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন। ৪৭ যাঁরা যীশুর কথা শুনছিলেন তাঁরা সবাই তাঁর বুদ্ধি দেখে ও তাঁর উত্তর শুনে অবাক হচ্ছিলেন। ৪৮ তাঁর মা-বাবা তাঁকে দেখে আশ্চর্য হলেন। তাঁর মা তাঁকে বললেন, “বাবা, তুমি আমাদের সংগে কেন এমন করলে? তোমার বাবা ও আমি কত ব্যাকুল হয়ে তোমার খোঁজ করছিলাম।”
৪৯ যীশু তাঁদের বললেন, “তোমরা কেন আমার খোঁজ করছিলে? তোমরা কি জানতে না যে, আমার পিতার ঘরে আমাকে থাকতে হবে?” 50যীশু যা বললেন তাঁর মা-বাবা তা বুঝলেন না।

৫১ এর পরে তিনি তাঁদের সংগে নাসরতে ফিরে গেলেন এবং তাঁদের বাধ্য হয়ে রইলেন।
তাঁর মা এই সব বিষয় মনে গেঁথে রাখলেন। ৫২ যীশু জ্ঞানে, বয়সে এবং ঈশ্বর ও মানুষের
ভালবাসায় বেড়ে উঠতে লাগলেন।

যিরুশালেমে পর্বটি শেষ হলে পর যোষেফ এবং মরিয়ম নাসরতের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। তারা একদল যিহুদী লোকদের মধ্যে ছিলেন। তাই তারা খেয়াল করেন নি যে যীশু তাদের সাথে ছিলেন না। তখন তারা যিরুশালেমে ফিরে গেলেন এবং সেখানে তাঁকে খুঁজে পেলেন। যীশু মন্দিরে বসে যিহুদী ধর্ম নেতাদের সাথে কথা বলছিলেন। ঈশ্বরের গল্প বলে যে যোষেফ, মরিয়ম এবং অন্যান্য সকলে তাঁর বুদ্ধি দেখে ও তাঁর উত্তর শুনে অবাক হচ্ছিলেন। তারা খুবই অবাক[১৭৯] হয়েছিলেন কেননা যীশু ঈশ্বরের বাক্য খুব ভাল করে জানতেন। তারা বিস্মিত[১৮০] হলেন যে তিনি মাত্র বার বছর বয়সে এত কিছু জানেন। যীশু এই সমস্ত কিছুই জানতেন কেননা তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র।

পর্ব ১৫: যীশু জন্মগ্রহণ করলেন এবং বেড়ে উঠলেন। যীশু বাপ্তিস্ম নিলেন

মরিয়ম যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন তিনি এইসব করলেন। যীশু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন তারা তাঁকে খুঁজছেন। তিনি বললেন তাদের জানা উচিত তাঁকে তাঁর পিতার বাড়িতে থাকতে হবে। যীশু তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি আসলে কে- ঈশ্বরের পুত্র। যিহুদী লোকদের কাছে সেই মন্দিরটি হল ঈশ্বরের থাকবার ঘর। যীশু বলেছিলেন তিনি তাঁর পিতার বাড়িতেই ছিলেন। তিনি তাদের বলছিলেন যে ঈশ্বরই হলেন তাঁর পিতা।

ঈশ্বরের গল্প যোহন সম্পর্কে আমাদের আরও বলে। মনে রাখুন, ঈশ্বর যোহনকে মশীহের আসবার জন্য লোকদের প্রস্তুত করার কাজ দিয়েছিলেন। যোহন লোকদের যা বলেছিলেন মথি সেইসব লিখে রেখেছিলেন।

মথি ৩:১-৬

১ পরে বাপ্তিস্মদাতা যোহন যিহূদিয়ার মরু-এলাকায় এসে এই বলে প্রচার করতে
লাগলেন, 2"পাপ থেকে মন ফিরাও, কারণ স্বর্গ-রাজ্য কাছে এসে গেছে।" ৩ এই যোহনের
বিষয়েই নবী যিশাইয় বলেছিলেন, মরু-এলাকায় একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে
জানাচ্ছে, "তোমরা প্রভুর পথ ঠিক কর; তাঁর রাস্তা সোজা কর।"
৪ যোহন উটের লোমের কাপড় পরতেন এবং তাঁর কোমরে চামড়ার কোমর-বাঁধনি ছিল।
তিনি পংগপাল ও বনমধু খেতেন। ৫ যিরূশালেম, সমস্ত যিহূদিয়া এবং যর্দন নদীর
চারপাশের লোকেরা সেই সময় তাঁর কাছে আসতে লাগল। ৬ এই লোকেরা যখন নিজেদের
পাপ স্বীকার করল তখন যোহন যর্দন নদীতে তাদের বাপ্তিস্ম দিলেন।

[১৭৯] অবাক - এমন কিছু দেখতে পাওয়া যা আপনি আশা করেন নি
[১৮০] বিস্মিত - কোনো একটা কিছু দেখে আপনি অনেক বেশি আশ্চর্য হয়েছেন

যোহন যিরুশালেমের পূর্ব ও উত্তর দিকে মরুপ্রান্তরে বাস করতেন। তিনি যর্দন নদীর কাছেই থাকতেন। তিনি উটের[১৮১] লোমের কাপড় পড়তেন এবং পঙ্গপাল ও বনমধু খেতেন। তিনি লোকদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য বলতেন। অনেক দূরের লোকেরা যোহনের কথা শুনত। যোহনের কথা শোনার জন্য অনেক লোকেরা তার কাছে আসত। যোহন তাদের পাপ থেকে *মন ফিরাতে* বলতেন। মন ফিরানো মানে হল আপনার চিন্তা ভাবনা বদলানো এবং ঈশ্বর যেভাবে আপনাকে দেখেন সেইভাবে নিজেকে দেখা। যোহন লোকদের বলতেন ঈশ্বরের সমস্ত আইন পালন করার ব্যর্থ চেষ্টা না করতে, কেননা সেগুলো ছিল অসম্ভব। ঈশ্বর লোকদের বুঝাতে চেয়েছিলেন যে তারা পাপী এবং উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাদের তাঁকেই প্রয়োজন। ঈশ্বর তাদের মনে করিয়ে দিতে চান যে তাদের পাপের মূল্য পরিশোধ করার জন্য তাদের তাঁকে প্রয়োজন। তিনি এইসব বলার জন্য লোকদের কাছে যোহনকে পাঠিয়েছিলেন।

নবী যিশাইয় যোহনের বিষয়ে লিখেছিলেন। মথি বারবার ঈশ্বরের বাক্য লিখেছিলেন যেটা যিশাইয় অনেক বছর আগে লিখে রেখেছিলেন। মরু-এলাকায় একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে জানাচ্ছে, "তোমরা প্রভুর পথ ঠিক কর; তাঁর রাস্তা সোজা কর।" এই বাক্যে যোহন সম্পর্কে এবং উদ্ধারকর্তার আসার ব্যাপারে ইস্রায়েলীয়দের প্রস্তুত করার বিষয়ে বলা হয়েছিল।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

ঈশ্বরের গল্প বলে অনেক মানুষ যোহনের সুসমাচার শুনতে এসেছিল। তারা যিরুশালেম এবং যর্দনের আশেপাশের অঞ্চল থেকে এসেছিল। যোহন যা বলেছিলেন অনেক লোক তা সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। তারা যে পাপী তা তারা উপলব্ধি করেছিল এবং উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাদের ঈশ্বরকে প্রয়োজন ছিল। যোহন যা বলেছিলেন তা গ্রহণ করার পর, বাইবেল বলে যে যোহন যর্দন নদীতে তাদের বাপ্তিস্ম দিলেন। এর মানে হল যোহন তাদের পানিতে ডুবতে এবং আবার উঠে আসতে সাহায্য করলেন। পাপ থেকে মন ফিরানোর চিহ্ন হিসাবে তারা এটা করত। তারা ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করেছিল তারা পাপী এবং তারা উদ্ধার পাবার জন্য ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা মশীহের আসার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং অপেক্ষা করছিল।

মথি ৩:৭-১০

৭ পরে যোহন দেখলেন অনেক ফরীশী ও সদ্দূকী বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবার জন্য তাঁর
কাছে আসছেন। তিনি তাঁদের বললেন, "সাপের বংশধরেরা! ঈশ্বরের যে শাস্তি নেমে
আসছে তা থেকে পালিয়ে যাবার এই বুদ্ধি তোমাদের কে দিল? ৮ বেশ, তোমরা যে
পাপ থেকে মন ফিরিয়েছ তার উপযুক্ত ফল তোমাদের জীবনে দেখাও। ৯ তোমরা
অব্রাহামের বংশের লোক, এটা নিজেদের মনে বলতে পারবার কথা চিন্তাও কোরো
না। আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এই পাথরগুলো থেকে অব্রাহামের বংশধর তৈরী
করতে পারেন। ১০ গাছের গোড়াতে কুড়াল লাগানোই আছে। যে গাছে ভাল ফল ধরে
না তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।

যোহনের কথা শোনার জন্য যারা এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই তার কথা বিশ্বাস করে নি। মথি পুস্তকে লেখা আছে, অনেক ফরীশী এবং সদ্দূকী যোহনের কথা শোনার জন্য তার কাছে এসেছিলেন। ফরীশীরা ছিলেন যিহুদীদের ধর্মীয় নেতা।

[১৮১] উট - বড় লোমশ প্রাণী, যার লম্বা ঘাড় এবং লম্বা পা আছে, এরা শুকনা স্থানে বাস করে

ঈশ্বরের সমস্ত আইন এবং তাদের নিজেদের তৈরি সমস্ত আইন পালন করতে তারা লোকদের শিক্ষা দিতেন। সদ্দূকীরা ছিলেন যিহুদীদের মন্দিরের এবং পুরোহিতদের ধর্মীয় নেতা। তারা ভেবেছিলেন যে তারা অব্রাহামের বংশধর বলে ঈশ্বর তাদের নিয়ে খুশি হবেন। লোকদের উপর ফরীশী ও সদ্দূকীদের অনেক ক্ষমতা ছিল।

যোহন জানতেন যে ফরীশী এবং সদ্দূকীরা ঈশ্বরের সাথে একমত ছিলেন না। তিনি তাদের বললেন ঈশ্বরের ক্রোধের হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা সাপের ন্যায় পালানোর চেষ্টা করছে। ঈশ্বর জানতেন লোকেরা কি নিয়ে ভাবছেন। তিনি জানতেন এই ধর্ম শিক্ষকেরা সত্যিই বিশ্বাস করে না যে তারা পাপী অথবা উদ্ধার পাবার জন্য তাদের ঈশ্বরকে প্রয়োজন। যোহন তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য বলেছিলেন। তিনি বললেন, যে গাছে ফল ধরে না ঈশ্বর সেগুলো কেটে ফেলে দিবেন।

লোকদেরকে বাপ্তিস্ম দেবার সময় যোহন এমন একজনের কথা বলেছিলেন যিনি শীঘ্রই আসতে চলেছেন।

পর্ব ১৫: যীশু জন্মগ্রহণ করলেন এবং বেড়ে উঠলেন। যীশু বাপ্তিস্ম নিলেন

মথি ৩:১১,১২

১১ মন ফিরিয়েছ বলে আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি, কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী। আমি তাঁর জুতা বইবারও যোগ্য নই। তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনে তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন। ১২ কুলা তাঁর হাতেই আছে এবং তাঁর ফসল মাড়াবার জায়গা তিনি ভাল করেই পরিষ্কার করবেন। তিনি তাঁর ফসল গোলাতে জমা করবেন, কিন্তু যে আগুন কখনও নেভে না সেই আগুনে তুষ পুড়িয়ে ফেলবেন।”

যোহন বলেছিলেন তিনি তাদের যর্দন নদীতে জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন এর মাধ্যমে শুধু এটাই দেখানো যে লোকেরা পাপ থেকে মন ফিরিয়েছিল - তারা ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করেছে যে তারা পাপী। কিন্তু যোহন বললেন সেই প্রতিজ্ঞাত ব্যক্তি তার চেয়েও মহান হবেন। যিনি আসতে চলেছেন তিনি লোকদের পবিত্র আত্মা ও আগুনে বাপ্তিস্ম দিবেন। ঈশ্বরের গল্পে, পরবর্তীতে এর অর্থ পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে।

যোহন বলেছিলেন সেই প্রতিজ্ঞাত জন আসলে পর তিনি লোকদের মধ্য থেকে যারা ঈশ্বরের কথা বিশ্বাস করত এবং যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করত না তাদেরকে আলাদা করবেন। তিনি বললেন যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করত না মশীহ সেই সকল লোকদের যে আগুন কখনও নিবে না সেই আগুনে পুড়িয়ে ফেলবেন। এর মানে হল যারা ঈশ্বরের কথা বিশ্বাস করে না তারা চিরকালের জন্য শাস্তি পাবে।

মথি ৩:১৩-১৭

১৩ সেই সময় যীশু বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবার জন্য গালীল থেকে যর্দন নদীর ধারে
যোহনের কাছে আসলেন। ১৪ যোহন কিন্তু তাঁকে এই কথা বলে বাধা দিতে চেষ্টা
করলেন, "আমারই বরং আপনার কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা দরকার; আর আপনি
কিনা আসছেন আমার কাছে!"
১৫ তখন যীশু তাঁকে বললেন, "কিন্তু এবার এই রকমই হোক, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা
এইভাবেই আমাদের পূর্ণ করা উচিত।" তখন যোহন রাজী হলেন।
১৬ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবার পর যীশু জল থেকে উঠে আসবার সংগে সংগেই তাঁর
সামনে আকাশ খুলে গেল। তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কবুতরের মত হয়ে তাঁর উপরে
নেমে আসতে দেখলেন। ১৭ তখন স্বর্গ থেকে বলা হল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর
উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।"

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

যীশু বাপ্তিস্ম নেওয়ার জন্য যোহনের কাছে গিয়েছিলেন। কেন তিনি তা করলেন? যারা ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করত যে তারা পাপী যোহন তাদের বাপ্তিস্ম দিতেন। কিন্তু যীশু কখনও পাপ করেন নি। তিনি কখনও ঈশ্বরের খাঁটি আইন অমান্য করেন নি। যীশু তাঁর চিন্তায় এবং কাজে ঈশ্বরই ছিলেন। ঈশ্বর যেমন চাইতেন তিনি সর্বদা তেমনি করতেন। তাহলে কেন তিনি বাপ্তিস্ম নিতে গিয়েছিলেন? যোহন যীশুকে একই প্রশ্ন করেছিলেন। যোহন বললেন যে যীশুরই তাকে বাপ্তিস্ম দেওয়া উচিত।

যীশু যোহনকে বললেন তার কাছেই তাঁর বাপ্তিস্ম নেওয়া দরকার কেননা এটাই ঈশ্বর চেয়েছিলেন। যদিও যীশুর অনুতাপ করার প্রয়োজন ছিল না তথাপি তিনি ঈশ্বর যা বলেছিলেন তা-ই করেছিলেন। যদি তিনি সেটা না করতেন তাহলে লোকেরা বলত যে তিনি সর্বতভাবে ঈশ্বরের বাধ্য ছিলেন না। তাই যোহন তাঁকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন।

জল থেকে উঠে আসার পর যা ঘটেছিল সে সম্পর্কে মথি লিখে রেখেছিলেন। ঈশ্বরের আত্মা কবুতরের[১৮২] মত যীশুর উপর নেমে এসেছিলেন। যীশু যে সব সময় ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে থাকবেন এটাই ছিল সেই চিহ্ন। তিনি সর্বদা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন যে, তিনি তাঁকে পরিচালনা করবেন এবং তাঁর দেখাশোনা করবেন। ঈশ্বর তাঁকে দিয়ে যে কাজ করাতে চান তা করার জন্য ঈশ্বরের আত্মা তাঁকে প্রজ্ঞা ও শক্তি দেবেন।

পিতা ঈশ্বর দেখলেন যে যীশু তাঁর সমস্ত কথার বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি যীশু সম্পর্কে যা ভাবেন তা লোকদের জানাতে চেয়েছিলেন। তিনি বললেন "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।" ঈশ্বর যীশুর সমস্ত কিছু নিয়ে খুশি ছিলেন এবং তিনি তাঁকে খুব ভালবাসতেন।

আরেকজন ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের গল্পে যীশুর জীবন সম্পর্কে লিখেছিলেন, তার নাম ছিল যোহন। ইনি হলেন, যিনি যর্দন নদীতে লোকদের বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন তার থেকে আলাদা যোহন। যীশু বাপ্তিস্ম নেওয়ার পরের দিন যা ঘটেছিল সেই বিষয়ে যোহন লিখে রেখেছিলেন।

যোহন ১:২৯

২৯ পরের দিন যোহন যীশুকে তাঁর নিজের দিকে আসতে দেখে বললেন, "ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষ-শিশু, যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করেন।

যোহন যীশুকে ডাকলেন ঈশ্বরের মেষ-শিশু, যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করেন। এক হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে ইস্রায়েলীয়রা মন্দিরের সেই আবাস-তাম্বুতে ভেড়া হত্যা করত। বছরে একবার মন্দিরের সেই মহাপবিত্র স্থানে সাক্ষ্য সিন্দুকের উপর ভেড়ার রক্ত ছিটিয়ে দিতে হত। ঈশ্বর লোকদের এটা করতে বলেছিলেন যাতে তারা দেখাতে পারে যে তারা ঈশ্বরের সাথে একমত তাদের নিজেদের পাপের জন্য তাদের মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল। তাদের পরিবর্তে পশুদের মৃত্যু হত তাই তাদের আর মরতে হত না। সুতরাং যোহন কেন যীশুকে ঈশ্বরের মেষশাবক বলে ডেকেছিলেন?

পর্ব ১৫: যীশু জন্মগ্রহণ করলেন এবং বেড়ে উঠলেন। যীশু বাপ্তিস্ম নিলেন

যোহন পরিষ্কারভাবে বলছেন যে পাপের মূল্য দিতে যীশুকে উৎসর্গ করা হবে। তাঁর এই উৎসর্গ কেবলমাত্র ইস্রায়েলীয়দের পাপের জন্য নয় কিন্তু তা পুরো পৃথিবীর পাপ তুলে নেবার জন্য।

[১৮২] কবুতর - একটি পাখি যা শান্তির চিহ্ন বা প্রতিক

?

১. ঈশ্বরের গল্প বলে যে যোষেফের সাথে কথা বলতে একজন স্বর্গদূত তার কাছে এসেছিলেন। স্বর্গদূত কারা?

২. যীশু এবং ইম্মানূয়েল এই নাম দুইটি যীশু এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে আমাদের কি বলে?

৩. অনুতাপ করার মানে কি?

৪. যীশু কেন চেয়েছিলেন যে যোহন তাঁকে বাপ্তিস্ম দিক?

৫. যোহন যখন যীশুকে ঈশ্বরের মেষশাবক বলে ডেকেছিলেন এর মানে তিনি কি বুঝিয়েছিলেন?

৬. যোহন যীশুকে ঈশ্বরের 'মেষশাবক' বলে ডাকাতে আপনি কি মনে করেন যিহুদী লোকেরা তার মানে বুঝেছিল? কেন অথবা কেন নয়?

পর্ব ১৬

যীশু তাঁর কাজ শুরু করলেন

মথি ঈশ্বরের গল্পে যীশুর সাথে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা লিখে রেখেছিলেন।

মথি ৪:১-১১

১ এর পরে পবিত্র আত্মা যীশুকে মরু-এলাকায় নিয়ে গেলেন যেন শয়তান যীশুকে লোভ
দেখিয়ে পাপে ফেলবার চেষ্টা করতে পারে। ২ সেখানে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উপবাস
করবার পর যীশুর খিদে পেল।
৩ তখন শয়তান এসে তাঁকে বলল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে এই পাথরগুলোকে
রুটি হয়ে যেতে বল।"
৪ যীশু উত্তরে বললেন, "পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না,
কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রত্যেকটি কথাতেই বাঁচে।"
৫ তখন শয়তান যীশুকে পবিত্র শহর যিরূশালেমে নিয়ে গেল এবং উপাসনা-ঘরের চূড়ার
উপর তাঁকে দাঁড় করিয়ে বলল, ৬ "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে লাফ দিয়ে নীচে পড়,
কারণ পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, ঈশ্বর তাঁর দূতদের তোমার বিষয়ে আদেশ দেবেন;তাঁরা
তোমাকে হাত দিয়ে ধরে ফেলবেন যাতে তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।"
৭ যীশু শয়তানকে বললেন, "আবার এই কথাও লেখা আছে, তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তুমি
পরীক্ষা করতে যেয়ো না।"

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

৮ তখন শয়তান আবার তাঁকে খুব উঁচু একটা পাহাড়ে নিয়ে গেল এবং জগতের সমস্ত
রাজ্য ও তাঁদের জাঁকজমক দেখিয়ে বলল,
৯ "তুমি যদি মাটিতে পড়ে আমাকে প্রণাম করে তোমার প্রভু বলে স্বীকার কর তবে এই
সবই আমি তোমাকে দেব।"

১০ তখন যীশু তাকে বললেন, "দূর হও, শয়তান। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, তুমি তোমার
প্রভু ঈশ্বরকেই ভক্তি করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।"
১১ তখন শয়তান তাঁকে ছেড়ে চলে গেল, আর স্বর্গদূতেরা এসে তাঁর সেবা-যত্ন করতে
লাগলেন।

ঈশ্বরের আত্মা যীশুকে পরিচালিত করছিলেন। বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর, ঈশ্বরের আত্মা যীশুকে মরুপ্রান্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। যীশু মরুপ্রান্তরে ৪০ দিন উপবাস করেছিলেন। আমাদের যেমন শরীর আছে যীশুরও তেমনি শরীর ছিল, তাই তিনি ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন। যীশুর সাথে কথা বলতে শয়তান তাঁর কাছে এসেছিল। মথি শয়তানকে *দিয়াবল* বলে ডেকেছিলেন। এটা শয়তানের আরেক নাম।

যীশু প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে কোনো কিছু খান নি। তিনি ভীষণ ক্ষুধার্ত এবং দুর্বল ছিলেন। তিনি মরুপ্রান্তরে একা ছিলেন। আমরা জানি না শয়তান দেখতে কেমন ছিল কিংবা সে নিজেকে কোনও শরীরে যীশুর সামনে উপস্থিত করেছিল কিনা। কিন্তু ঈশ্বরের গল্প বলে যে শয়তান যীশুর সাথে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিল। শয়তান বলল "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে এই পাথরগুলোকে রুটি হয়ে যেতে বল।" শয়তান জানত যীশু ভীষণ ক্ষুধার্ত ছিলেন। সে চেয়েছিল যীশু যেন নিজের সম্পর্কে ভাবে এবং তাঁর নিজের জন্য খাবার তৈরি করেন। সে চেয়েছিল যীশু যেন এমন কাজ করে যা ঈশ্বর তাঁকে করতে বলেন নি। শয়তান চেয়েছিল যীশু যেন ঈশ্বরের কথা না শুনে তার কথা শুনে। সে যীশুকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল, যেমন করে শয়তান আদম এবং হবাকে ফাঁদে ফেলেছিল। যীশু কিন্তু জানতেন শয়তান কি করতে চেষ্টা করছিল। তাই যীশু ঈশ্বরের গল্পে পুরাতন নিয়মে দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তক থেকে কিছু বাক্য বললেন।

দ্বিতীয় বিবরণ ৮:৩

৩ খিদেয় কষ্ট দিয়ে এবং যে মান্নার কথা তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের জানা ছিল
না তা খাইয়ে তিনি তোমাদের অহংকার ভেংগে দিয়েছেন। এতে তিনি তোমাদের এই শিক্ষা
দিতে চেয়েছেন যে, মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না, কিন্তু সদাপ্রভুর মুখের প্রত্যেকটি
কথাতেই বাঁচে।

পর্ব ১৬: যীশু তাঁর কাজ শুরু করলেন

যীশু নিজেকে বাঁচানোর জন্য তাঁর মহৎ ক্ষমতা ব্যবহার করেন নি। ঈশ্বর তাঁকে দিয়ে যে কাজ করাতে চেয়েছিলেন তা লোকদের জন্য, তাঁর নিজের জন্য নয়। যীশু ঈশ্বরের শত্রু দ্বারা পরিচালিত হবেন না। দ্বিতীয় বিবরণ থেকে তিনি যে বাক্য বলেছিলেন তা অনেক বছর আগে মোশি-ই প্রথম বলেছিলেন। মোশি যখন সেইসব কথা বলছিলেন তখন তিনি স্মরণ করছিলেন যে কিভাবে ঈশ্বর ৪০ বছর ধরে ইস্রায়েলীয়দের মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের দেখিয়েছিলেন যে তাদের তাঁর উপর নির্ভর করা উচিত। তিনি তাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে কেবলমাত্র

খাদ্যই মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। ঈশ্বর চেয়েছিলেন তারা যেন প্রতি পদে পদে তাঁর উপর বিশ্বাস করে। ঈশ্বরই একমাত্র, যিনি জীবন দিতে পারেন এবং লোকেরা যেন জানে যে তিনি তাদের যত্ন নেন।

তারপর ঈশ্বরের গল্প বলে যে, শয়তান যীশুকে যিরুশালেমের মন্দিরের চূড়ায় নিয়ে গেল। আমরা জানিনা কিভাবে সে তা করেছিল কিন্তু আমরা এটা জানি যে ঘটনাটি সত্য ছিল। শয়তান খুব শক্তিশালী এবং সে এরকম কাজ করতে পারে। তারপর শয়তান আবার যীশুর সাথে কথা বলল। সে যীশুকে মন্দিরের চূড়া থেকে লাফ দিতে বলল এবং দেখতে বলল যে ঈশ্বরের দূতেরা তাঁকে রক্ষা করে কিনা। যীশু সম্পর্কে গীতসংহিতা পুস্তকে যা লেখা হয়েছিল শয়তান সেখান থেকে ঈশ্বরের বাক্য তুলে ধরেছিল।

গীতসংহিতা ৯১:১১,১২

১১ কারণ তিনি তাঁর দূতদের তোমার বিষয়ে আদেশ দেবেন
যেন সব অবস্থায় তাঁরা তোমাকে রক্ষা করেন।
১২ তাঁরা হাত দিয়ে তোমাকে ধরে ফেলবেন
যাতে তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।

শয়তান চেয়েছিল যীশু যেন লাফ দিয়ে দেখেন ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করেন কিনা। যীশু যদি মন্দির থেকে লাফ দিতেন তাহলে দেখা যেত যে তিনি সত্যিই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন না। যদি তিনি লাফ দিতেন তাহলে তিনি পরীক্ষা করে দেখছিলেন যে ঈশ্বর তাঁকে সত্যিই ভালবাসেন কিনা। শয়তান ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করছিলেন কিন্তু সে আসলে যীশুকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছিল।

যীশু কিন্তু শয়তানের কথা শোনেন নি। তিনি জানেন ঈশ্বর তাঁকে ভালবাসেন এবং সবসময় তাঁর যত্ন নিবেন। ঈশ্বরের যীশুকে দেখানোর দরকার নেই যে তিনি তাঁর যত্ন নেন। তিনি শয়তানকে পুরাতন নিয়মে মোশির লেখা থেকে কিছু বাক্য বললেন: "আবার এই কথাও লেখা আছে, তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তুমি পরীক্ষা করতে যেয়ো না।" মোশি এই কথাগুলো ইস্রায়েলীয়দের বলেছিলেন যখন তারা মরুপ্রান্তরে তাদেরকে জল দেওয়ার জন্য ঈশ্বরকে বাধ্য করেছিল। মোশি এবং যীশু বলেছিলেন যে ঈশ্বরকে এভাবে পরীক্ষা করা অন্যায়। ঈশ্বরকে দিয়ে আমাদের ইচ্ছামত কাজ করানোর চেষ্টা করা অন্যায়। ঈশ্বর সবসময় সঠিক কাজটিই করেন। সুতরাং লোকেরা কেবল অপেক্ষা করতে পারে এবং সঠিক কাজটি করার জন্য তাঁকে বিশ্বাস করতে পারে। যীশুও তা-ই করেছিলেন।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

তখন শয়তান যীশুকে খুব উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেল। সেখান থেকে তারা জগতের সমস্ত রাজ্য ও তাঁদের জাঁকজমক দেখতে পেল। শয়তান যীশুকে লোকদের সমস্ত ক্ষমতা এবং জাঁকজমক দেখাচ্ছিল। আদম এবং হবা যখন থেকে বাগানে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিলেন তখন থেকেই শয়তান পৃথিবীর মিথ্যা শাসকে পরিণত হয়েছিল। সে যীশুকে জগতের সমস্ত রাজ্য এবং তাদের জাঁকজমক দিবে বলেছিল। শয়তান যীশুকে বলল যদি তিনি মাটিতে পড়ে উবুড় হয়ে তাকে প্রণাম করে তাহলে তিনি সেইসব কিছু পাবেন।

যীশু মোটেও শয়তানের কথা শোনেন নি। তিনি জানতেন ঈশ্বর তাঁর জন্য অন্য কাজ রেখেছেন। তিনি জগতের সমস্ত ক্ষমতা ও জাঁকজমক বেছে নেন নি। তিনি শুধুমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছামতই কাজ করতেন। তিনি শয়তানকে দূর হতে বলেছিলেন। এরপর তিনি পবিত্র শাস্ত্রের দ্বিতীয় বিবরণ থেকে কিছু বাক্য বলেছিলেন: *"দূর হও, শয়তান। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকেই ভক্তি করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।"*

সৃষ্টির শুরুতে শয়তান চায়ত লোকেরা যেন তাকে পূঁজা করে এবং ঈশ্বরকে উপাসনা না করে। শয়তান আদম এবং হবার সাথে ছলনা করেছিল। তারা তার কথা শুনেছিলেন এবং ঈশ্বরের কথার অবাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু যীশু শয়তানের কথা শোনেন নি। তিনি কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাজ নিয়েই ভেবেছিলেন। যীশু জানতেন ঈশ্বর তাঁকে দিয়ে যে কাজ করাতে চেয়েছিলেন তা খুবই কঠিন হবে। কিন্তু তবুও তিনি ঈশ্বরের কাজ করতে সম্মত ছিলেন। যীশু দেখালেন যে তিনি ঈশ্বরের অবাধ্য হন নি।

ঈশ্বরের মেষশাবক হওয়ার জন্য এবং লোকদেরকে তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বর যীশুকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি পৃথিবীর সমস্ত লোকদের উদ্ধারকর্তা হবেন। তিনি কেবল তখনই সেই কাজটি করতে পারবেন যদি তিনি কখনও পাপ না করেন, এবং কখনও ঈশ্বরের অবাধ্য না হন। কেবলমাত্র একজন খাঁটি ব্যক্তি-ই পারেন ঈশ্বরের বিশেষ, মনোনীত নবী, পুরোহিত এবং রাজা হতে। শুধুমাত্র একজন খাঁটি মানুষই পারেন লোকদেরকে শয়তান, পাপ এবং মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে। সেই কারণে শয়তান চেষ্টা করছিল যীশু যেন ঈশ্বরের অবাধ্য হয়। ঈশ্বর যীশুকে দিয়ে যে কাজটি করাতে চেয়েছিলেন শয়তান চায় নি তিনি কাজটি করতে সক্ষম হন।

কিন্তু এটা ঈশ্বরের গল্প এবং এটাই তাঁর উদ্ধারের পরিকল্পনা। ঈশ্বর যা করবেন বলেন তা-ই করেন। যীশু ঈশ্বরের পুত্র এবং তাই তিনি যা করবেন বলেন সর্বদা তা-ই করেন।

যীশু শয়তানকে চলে যেতে বলার পর সে চলে গিয়েছিল। তারপর ঈশ্বরের গল্পে বলে যে ঈশ্বরের দূতেরা এসে যীশুর সেবা-যত্ন করতে লাগলেন। শয়তানের সাথে যুদ্ধে যীশু জয়ী হয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরের সত্য বাক্য ব্যবহার করেছিলেন এবং ঈশ্বরের উপর তাঁর বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে শয়তানকে পরাজিত করেছিলেন।

পর্ব ১৬: যীশু তাঁর কাজ শুরু করলেন

আমরা এখন ঈশ্বরের গল্প থেকে মার্ক পুস্তক পড়ব। মার্ক হলেন আরও একজন ব্যক্তি যিনি যীশুর সময়ে ছিলেন। যীশুর জীবনে যা কিছু ঘটেছিল সেইসব কিছু লিখে রাখার জন্য ঈশ্বর চারজন ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন। তাদের লেখাগুলো নতুন নিয়মে প্রথম চারটি বইয়ে পাওয়া যায় - মথি, মার্ক, লূক এবং যোহন। এই লোকেরা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত

হয়েছিলেন। তিনি তাদের যেভাবে বলেছিলেন তারা হুবহু সেইভাবে সেই সমস্ত কিছু লিখে রেখেছিলেন। যীশু মশীহের জীবন ও তাঁর কাজ সম্পর্কে বাইবেলের এই চারটি বই খুব পরিষ্কার ধারণা দেয়।

মার্ক ১:১৪,১৫

১৪ যোহন জেলখানায় বন্দী হবার পরে যীশু গালীল প্রদেশে গেলেন। সেখানে তিনি এই
কথা বলে ঈশ্বরের দেওয়া সুখবর প্রচার করতে লাগলেন, ১৫ "সময় হয়েছে, ঈশ্বরের রাজ্য
কাছে এসে গেছে। আপনারা পাপ থেকে মন ফিরান এবং এই সুখবরে বিশ্বাস করুন।"

যোহনের জেলখানায় বন্দী[১৮৩] হবার ব্যাপারে মার্ক লিখেছিলেন। যীশুর আসবার জন্য লোকদেরকে প্রস্তুত করতে ঈশ্বরই যোহনকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি যীশুকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের গল্প বলে যে, যোহন হেরোদের বিরুদ্ধে এবং তার চলাফেরা নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন বলে তাকে জেলখানায় বন্দী করা হয়েছিল। হেরোদ যোহনকে কিছুদিনের জন্য বন্দী করে রাখলেন তারপর তিনি তার মাথা কেটে তাকে হত্যা করলেন। ঈশ্বর তাকে যে কাজ দিয়েছিলেন যোহন সেটাই করেছিলেন। তিনি লোকদের পাপ থেকে মন ফিরাতে বলেছিলেন। যখন তারা স্বীকার করত যে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাদের ঈশ্বরকে প্রয়োজন, তখন যোহন তাদেরকে বাপ্তিস্ম দিতেন। ঈশ্বর যোহনকে মশীহের আসার জন্য লোকদের প্রস্তুত করার যে কাজ দিয়েছিলেন তা তিনি সম্পন্ন করেছিলেন।

সেই সময় যীশুর বয়স ৩০ বছর হয়েছিল। মার্ক লিখেছিলেন যে যীশু গালীল প্রদেশে গেলেন, সেখানে তিনি এই কথা বলে ঈশ্বরের দেওয়া সুখবর প্রচার[184] করতে লাগলেন| ঈশ্বরের সুখবর হল, যীশুই হলেন মশীহ যার জন্য যিহুদী লোকেরা অপেক্ষা করছিল। যীশু গালীলের শহরে এবং গ্রামগুলোতে গেলেন, যা বর্তমানে উত্তর ফিলিস্তিনে অবস্থিত। যোহন যেভাবে বলতেন যীশুও সেইভাবে লোকদের পাপ থেকে মন ফিরাতে বলেছিলেন। যীশু তাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে পাপ ও মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে যাওয়ারা[১৮৫] জন্য তারা নিজেরা কিছুই করতে পারবে না। কেবলমাত্র ঈশ্বরই তাদের অবাধ্যতার ঋণ পরিশোধ করতে পারেন। একমাত্র ঈশ্বরই তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য পথ তৈরি করতে পারেন, যাতে লোকেরা পুনরায় তাঁর সাথে সত্যিকার একটি সম্পর্ক রাখতে পারে।

যীশু বললেন, *"সময় হয়েছে, ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে।"* তিনি বুঝিয়েছেন মৃত্যু থেকে পালিয়ে যাবার উপায় চলে এসেছে। সেই শুরু থেকে যখন লোকেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে মন ফিরিয়ে নিয়েছিল তখন থেকেই শয়তান পৃথিবীর উপর রাজত্ব করছিল। কিন্তু এখন যীশু বলছেন যে শয়তানের রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। একজন উদ্ধারকর্তা আসার ব্যাপারে ঈশ্বর অনেক আগেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এখন যীশু বললেন যে ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে। ঈশ্বর লোকদের সাথে একটি

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

ঘনিষ্ঠ এবং সত্যিকার সম্পর্ক রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি তাদের নেতা এবং তাদের রাজা হতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তারা তাঁকে জানুক এবং তাঁকে অনুসরণ করুক। লোকদের উদ্ধার করার জন্য তাঁর একটি পরিকল্পনা ছিল। যীশু আসার কারণে এইসব ঘটতে চলেছিল। যীশু লোকদেরকে ঈশ্বরের এইসব সুখবর বিশ্বাস করতে বলেছিলেন।

[১৮৩] বন্দী - কারাগারে বা জেলে রাখা

[১৮৪] প্রচার করা - তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে লোকদের কাছে শিক্ষা দিচ্ছিলেন

[১৮৫] পালিয়ে যাওয়া - কোনো কিছু থেকে পালানো

মার্ক ১:১৬-২০

১৬ একদিন যীশু গালীল সাগরের পার দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি শিমোন ও তাঁর
ভাই আন্দ্রিয়কে সাগরে জাল ফেলতে দেখলেন। সেই দু'জন ছিলেন জেলে। ১৭ যীশু
তাঁদের বললেন, "আমার সংগে চল। আমি তোমাদের মানুষ-ধরা জেলে করব।" ১৮ তখনই
তাঁরা জাল ফেলে রেখে যীশুর সংগে গেলেন। ১৯ সেখান থেকে কিছু দূরে গেলে পর তিনি
সিবদিয়ের দুই ছেলে যাকোব ও যোহনকে দেখতে পেলেন। তাঁরা তাঁদের নৌকায় বসে জাল
ঠিক করছিলেন। ২০ যীশু তাঁদের দেখামাত্র ডাক দিলেন, আর তাঁরা তাঁদের বাবা
সিবদিয়কে মজুরদের সংগে নৌকায় রেখে যীশুর সংগে গেলেন।

তাঁকে অনুসরণ করার জন্য যীশু কিভাবে লোকদেরকে ডেকেছিলেন সেই বিষয়ে মার্ক লিখেছিলেন। তিনি শিমন এবং আন্দ্রিয়ের কাছে গেলেন। এরা দুই ভাই ছিলেন যারা গালীল সাগরে মাছ ধরতেন। যীশু শিমন এবং আন্দ্রিয়কে বললেন তিনি তাদের মানুষ-ধরা জেলে করবেন। যীশু তাদের শিখাবেন কিভাবে লোকদেরকে ঈশ্বরের কাছে এবং উদ্ধারকর্তা অর্থাৎ তাঁর কাছে নিয়ে আসতে হবে। তখনই তারা জাল ফেলে রেখে যীশুর সঙ্গে গেলেন।

সেখান থেকে কিছু দূর গেলে পর, তারা দুই ভাই যাকোব এবং যোহনকে দেখতে পেলেন। তারা তাদের জাল ঠিক করছিলেন। যীশু তাদের ডাকলেন এবং তারাও তাঁকে অনুসরণ করলেন। তাঁর কাজের অংশ হিসাবে যীশু পরবর্তী তিন বছর এই লোকদের শিক্ষা দিবেন। আরও অনেকেই এভাবে তাঁকে অনুসরণ করবে। তিনি এমন কিছু মানুষ চেয়েছিলেন যারা জানুক ঈশ্বর তাঁকে কি কাজ দিয়েছিলেন।

যীশু কিভাবে তাঁর আসল পরিচয় প্রকাশ করছিলেন সেই বিষয়ে মার্ক লিখেছিলেন। তিনি লোকদের কাছে প্রকাশ করতে লাগলেন যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র, প্রতিশ্রুত সেই মশীহ।

মার্ক ১:২১-৩৯

২১ যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা কফরনাহূম শহরে গেলেন। পরে বিশ্রামবারে যীশু
সমাজ-ঘরে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। ২২ লোকেরা তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য হয়ে
গেল, কারণ তিনি ধর্ম-শিক্ষকদের মত শিক্ষা দিচ্ছিলেন না বরং যাঁর অধিকার
আছে সেই রকম লোকের মতই শিক্ষা দিচ্ছিলেন।
২৩ সেই সময় মন্দ আত্মায় পাওয়া একজন লোক সেই সমাজ-ঘরের মধ্যে
ছিল। ২৪ সে চিৎকার করে বলল, "ওহে নাসরতের যীশু, আমাদের সংগে আপনার
কি দরকার? আপনি কি আমাদের সর্বনাশ করতে এসেছেন? আমি জানি আপনি
কে; আপনিই তো ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন।"

পর্ব ১৬: যীশু তাঁর কাজ শুরু করলেন

২৫ যীশু তখন সেই মন্দ আত্মাকে ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ কর, ওর মধ্য থেকে
বের হয়ে যাও।" ২৬ সেই মন্দ আত্মা তখন লোকটাকে মুচড়ে ধরল এবং জোরে
চিৎকার করে তার মধ্য থেকে বের হয়ে গেল।

২৭ এই ঘটনা দেখে লোকেরা এমন আশ্চর্য হল যে, তারা নিজেদের মধ্যে বলতে
লাগল, “এই সব কি ব্যাপার? এই অধিকার-ভরা নতুন শিক্ষাই বা কি? এমন কি,
মন্দ আত্মাদেরও তিনি আদেশ দেন আর তারা তাঁর কথা শুনতে বাধ্য হয়।”
২৮ এতে গালীল প্রদেশের সব জায়গায় যীশুর কথা খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ল।
২৯ পরে তাঁরা সমাজ-ঘর থেকে বের হয়ে শিমোন ও আন্দ্রিয়ের বাড়ীতে গেলেন।
যাকোব এবং যোহনও তাঁদের সংগে ছিলেন। ৩০ শিমোনের শাশুড়ীর জ্বর হয়েছিল
বলে তিনি শুয়ে ছিলেন। যীশু আসামাত্রই তাঁর কথা তাঁকে বলা হল।
৩১ তখন যীশু তাঁর কাছে গিয়ে হাত ধরে তাঁকে তুললেন। তাতে তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল
এবং তিনি তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।
৩২ সেই দিন সূর্য ডুবে গেলে পর সন্ধ্যাবেলা লোকেরা সব রোগীদের ও মন্দ আত্মায়
পাওয়া লোকদের যীশুর কাছে আনল।
৩৩ শহরের সব লোক তখন সেই বাড়ীর দরজার কাছে এসে জড়ো হল।
৩৪ যীশু অনেক রকমের রোগীকে সুস্থ করলেন এবং অনেক মন্দ আত্মা ছাড়ালেন।
তিনি মন্দ আত্মাদের কথা বলতে দিলেন না, কারণ সেই মন্দ আত্মারা জানত তিনি
কে। ৩৫ পরদিন খুব ভোরে অন্ধকার থাকতেই যীশু উঠলেন এবং ঘর ছেড়ে একটা
নির্জন জায়গায় গিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন।
৩৬ শিমোন ও তাঁর সংগীরা যীশুকে খুঁজছিলেন।
৩৭ পরে তাঁকে খুজে পেয়ে বললেন, “সবাই আপনাকে খুঁজছে।”
৩৮-৩৯ যীশু তাঁদের বললেন, “চল, আমরা কাছের গ্রামগুলোতে যাই যেন আমি
সেখানেও প্রচার করতে পারি, কারণ সেইজন্যই তো আমি এসেছি।” এইভাবে যীশু
গালীলের সব জায়গায় গিয়ে যিহূদীদের সমাজ- ঘরগুলোতে প্রচার করলেন এবং
মন্দ আত্মা দূর করলেন।

যীশু কফরনাহুম নামে জেলেদের এক গ্রামে গেলেন, যেটা ছিল গালীল সাগরের উত্তরের উপকূলে। এখানে শিমন, আন্দ্রিয়, যাকোব এবং যোহন বাস করতেন। যীশু বিশ্রামবারে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সমাজ-ঘরে যেতেন। সমাজ-ঘর ছিল যিহুদীদের সভা কেন্দ্র। বিশ্রামবার ছিল যিহুদীদের বিশ্রামের দিন। মোশি এবং অন্যান্য নবীদের লেখা নিয়ে যীশু যেভাবে ব্যাখ্যা[১৮৬] করতেন তা দেখে লোকেরা অবাক হয়েছিল।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

অতীতে লেখকেরা সমাজ-ঘরে লোকদের শিক্ষা দিতেন। লেখকেরা হলেন সেই লোকেরা যারা ঈশ্বরের বাক্য অনুলিপি করতেন। তারা যিহুদী ধর্মের আইন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। লোকেরা যাতে ঈশ্বরের সমস্ত আইন এবং তাদের নিজেদের তৈরি

[১৮৬] ব্যাখ্যা - কোনো কিছুর আসল অর্থ নিয়ে কিছু বলা

সকল আইন পালন করতে পারে সেই জন্য তারা সব সময় চেষ্টা করতেন। তাই এই লোকেরা যখন শুনল যে যীশু সমাজ-ঘরে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তারা দেখল তা ধর্মনেতাদের দেওয়া শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যীশু *সত্যিকার অধিকারের* সাথে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এর মানে হল যখন তিনি কথা বলছিলেন তিনি খুব স্পষ্টভাবে এবং ক্ষমতার সাথে কথা বলছিলেন। *অধিকার* মানে হল আপনার কিছু বলার অধিকার আছে। যীশুর ঈশ্বরের বাক্য বলার অধিকার ছিল, কেননা তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র।

সমাজ-ঘরে এক ব্যক্তির মধ্যে মন্দ আত্মা বাস করছিল। মনে আছে, শুরুতে কিভাবে অনেক স্বর্গদূত শয়তানকে অনুসরণ করেছিল? এদের মধ্যে কিছু স্বর্গদূত, যারা শয়তানকে অনুসরণ করেছিল, মানুষের মধ্যে বাস করত এবং তাদের দিয়ে শয়তানের ইচ্ছামত কাজ করাত। এই লোকটির মধ্যে বসবাসকারী মন্দ আত্মা যীশুকে ডাক দিয়েছিল। সেই মন্দ আত্মা যীশুকে দেখে খুব ভয় পেয়েছিল। সে জানত যীশু আসলে কে ছিলেন। সে বলেছিল, *"আমি জানি আপনি কে; আপনিই তো ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন।"* সে যীশুকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে তিনি তাদের ধ্বংস করতে এসেছেন কিনা।

যীশু এমন একজন হতে চেয়েছিলেন যাতে লোকেরা দেখতে পায় তিনি আসলে কে। তিনি চান না যে মন্দ আত্মারা তাঁর সম্পর্কে লোকদেরকে বলে। তাই যীশু সেই মন্দ আত্মাকে চুপ করতে বললেন এবং লোকটির মধ্য থেকে বেড় হয়ে যেতে বলেছিলেন। মন্দ আত্মা লোকটিকে ছেড়ে যাওয়ার সময় তাকে মুচ্ড়ে[১৮৭] ধরেছিল এবং জোড়ে চিৎকার করেছিল। লোকেরা খুবই অবাক হয়েছিল। তারা দেখল যে মন্দ আত্মারাও এমনকি যীশুর কথা শুনে। ঈশ্বর মন্দ আত্মাদের চেয়েও অনেক, অনেক বেশী শক্তিশালী। তিনি যা বলেন তাদের তা-ই করতে হবে।

যীশু অনেক শহর ও গ্রামে গিয়েছিলেন। তিনি কখনও দলে দলে এবং কখনও ব্যক্তিগতভাবে লোকদের সাথে কথা বলতেন। যীশু লোকদের দেখাতে চেয়েছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র। মার্ক যীশুর সম্পর্কে আরও অনেক কিছু লিখেছিলেন।

মার্ক ১:৪০-৪২

৪০ পরে একজন চর্মরোগী যীশুর কাছে এসে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে বলল, "আপনি
ইচ্ছা করলেই আমাকে ভাল করতে পারেন।
৪১ লোকটির উপর যীশুর খুব মমতা হল। তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বললেন,
"আমি তা-ই চাই, তুমি শুচি হও।" ৪২ আর তখনই তার চর্মরোগ ভাল হয়ে গেল।

পর্ব ১৬: যীশু তাঁর কাজ শুরু করলেন

এক ব্যক্তি খুব খারাপ চর্মরোগ নিয়ে যীশুর কাছে এসেছিলেন। সে যীশুর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। সম্ভবত এই লোকটির কুষ্ঠরোগ হয়েছিল। কুষ্ঠরোগ এমনই একটি খারাপ রোগ ছিল যা সহজে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে ছড়িয়ে যেত।

[১৮৭] মুচ্ড়ে পড়া - মাটিতে পড়ে শরীরে এমনভাবে ঝাঁকুনি খাওয়া যা সহজে বন্ধ করা যায় না

তাই কুষ্ঠরোগীদের শহরের বাইরে থাকতে হত, যাতে তারা সুস্থ মানুষদের কাছাকাছি না থাকে। ঈশ্বরের গল্প বলে, যীশুর খুব মমতা হল। তার মানে হল যীশু এই লোকটির খেয়াল রাখেন এবং তাকে সাহায্য করতে চাইলেন। যীশু এগিয়ে গিয়ে লোকটিকে স্পর্শ করলেন। যীশু তাঁকে স্পর্শ করলেন এবং তারপর তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। তার অসুস্থতা পুরোপুরিভাবে ভাল হয়ে গিয়েছিল।

যীশু যেখানেই যেতেন, সেখানে তিনি অসুস্থ এবং মন্দ আত্মায় পাওয়া লোকদের সুস্থ করতেন। মথি, মার্ক, লূক এবং যোহন অনেকবার যীশুর অন্য লোকদের সুস্থ ও সাহায্য করবার ঘটনা লিখে রেখেছিলেন। কিন্তু যীশুর প্রকৃত কাজ কেবল সেখানকার লোকদের শারীরিক অসুস্থতাকে সুস্থ করা-ই ছিল না। যীশু ঈশ্বরের দেওয়া যে কাজটি করতে এসেছিলেন তা হল লোকদেরকে তাদের পাপের মূল্য পরিশোধ করার হাত থেকে রক্ষা করা। কুষ্ঠরোগী লোকটির নিজেকে সুস্থ করার কোনো ক্ষমতা ছিল না। কেবল ঈশ্বরই তাকে রক্ষা করতে পারেন। শুধুমাত্র যীশুই তাকে সুস্থ করতে পারেন। এটি লোকদের কাছে একটি বাস্তব উদাহরণ কিভাবে ঈশ্বর তাঁদের উদ্ধার করেন।

৭. শয়তান যীশুকে দিয়ে কি করাতে [illegible]? কেন ?

৮. যীশু কিভাবে শয়তানকে পরাজিত করেছিলেন যখন শয়তান তাঁকে ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিল ?

৯. যীশু অনেক অসুস্থ লোককে সুস্থ করে তুলেছিলেন। তিনি লোকদের তাঁর নিজের সম্পর্কে কি দেখাতে চেয়েছেন ?

১০. মন্দ আত্মারা কেন যীশুর কথা বাধ্য হয়েছিল ?

পর্ব ১৭

যীশু বলেছিলেন মানুষকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে

যোহনের লেখা সুসমাচারে ঈশ্বরের গল্প সম্পর্কে আমরা আরও পড়ব। এই যোহন ছিলেন যাকোবের ভাই, যিনি একজন জেলে ছিলেন, যাকে যীশু শিষ্য হওয়ার জন্য ডেকেছিলেন। যোহন যীশুর সম্পর্কে লিখেছিলেন।

যোহন ৩:১-১৯

১ ফরীশীদের মধ্যে নীকদীম নামে যিহূদীদের একজন নেতা ছিলেন। ২একদিন রাতে
তিনি যীশুর কাছে এসে বললেন, “গুরু, আমরা জানি আপনি একজন শিক্ষক হিসাবে
ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন, কারণ আপনি যে সব আশ্চর্য কাজ করছেন, ঈশ্বর সংগে
না থাকলে কেউ তা করতে পারে না।”
৩যীশু নীকদীমকে বললেন, “আমি আপনাকে সত্যিই বলছি, নতুন করে জন্ম না হলে
কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পায় না।”
৪তখন নীকদীম তাঁকে বললেন, “মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে কেমন করে তার আবার জন্ম
হতে পারে? দ্বিতীয় বার মায়ের গর্ভে ফিরে গিয়ে সে কি আবার জন্মগ্রহণ করতে পারে?”
৫উত্তরে যীশু বললেন, “আমি আপনাকে সত্যিই বলছি, জল এবং পবিত্র আত্মা থেকে
জন্ম না হলে কেউই ঈশ্বরের রাজ্যে ঢুকতে পারে না। ৬মানুষ থেকে যা জন্মে তা মানুষ,
আর যা পবিত্র আত্মা থেকে জন্মে তা আত্মা। ৭আমি যে আপনাকে বললাম, আপনাদের
নতুন করে জন্ম হওয়া দরকার, এতে আশ্চর্য হবেন না। ৮বাতাস যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে
বয় আর আপনি তাঁর শব্দ শুনতে পান, কিন্তু কোথা থেকে আসে এবং কোথায়ই বা যায়
তা আপনি জানেন না। পবিত্র আত্মা থেকে যাদের জন্ম হয়েছে তাদেরও ঠিক সেই রকম
হয়।”

তাঁর গল্প: উদ্ধার

৯নীকদীম যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এ কেমন করে হতে পারে?”
১০তখন যীশু তাঁকে বললেন, “আপনি ইস্রায়েলীয়দের শিক্ষক হয়েও কি এই সব বোঝেন
না? ১১আপনাকে সত্যিই বলছি, আমরা যা জানি তা-ই বলি এবং যা দেখেছি সেই সম্বন্ধে
সাক্ষ্য দিই, কিন্তু আপনারা আমাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করেন। ১২আমি আপনাদের কাছে

জাগতিক বিষয়ে কথা বললে যখন বিশ্বাস করেন না তখন স্বর্গীয় বিষয়ে কথা বললে কেমন করে বিশ্বাস করবেন?
১৩"যিনি স্বর্গে থাকেন এবং স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন সেই মনুষ্যপুত্র ছাড়া আর কেউ স্বর্গে ওঠে নি। ১৪মোশি যেমন মরু-এলাকায় সেই সাপকে উঁচুতে তুলেছিলেন তেমনি মনুষ্যপুত্রকেও উঁচুতে তুলতে হবে, ১৫যেন যে কেউ তাঁর উপরে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন পায়।
১৬"ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। ১৭ঈশ্বর মানুষকে দোষী প্রমাণ করবার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে পাঠান নি, বরং মানুষ যেন পুত্রের দ্বারা পাপ থেকে উদ্ধার পায় সেইজন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন। ১৮যে সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে তার কোন বিচার হয় না, কিন্তু যে বিশ্বাস করে না তাকে দোষী বলে আগেই স্থির করা হয়ে গেছে, কারণ সে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে নি। ১৯তাকে দোষী বলে স্থির করা হয়েছে কারণ জগতে আলো এসেছে, কিন্তু মানুষের কাজ মন্দ বলে মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশী ভালবেসেছে।

নীকদীমের সঙ্গে যীশুর কথোপকথন নিয়ে যোহন লিখেছিলেন। নীকদীম একজন ফরীশী ছিলেন - একজন যিহুদী ধর্মনেতা। একদিন রাতে নীকদীম কথা বলার জন্য যীশুর কাছে এসেছিলেন। সম্ভবত তার রাতে আসার কারণ হল যাতে অন্যান্য যিহুদী ধর্মনেতারা তাকে যীশুর সাথে কথা বলতে না দেখে।

যিহুদী নেতারা যীশুর শিক্ষা পছন্দ করতেন না। যীশুর কথা শুনার জন্য অনেক লোক তাঁর কাছে আসত। যীশু লোকদের বলতেন যে ঈশ্বর তাঁকে লোকদেরকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নেওয়ার কাজ দিয়েছেন। যিহুদী নেতারা লোকদেরকে সমস্ত যিহুদী নিয়ম পালন করতে বলতেন। তারা লোকদের বলতেন যে, যদি তারা সমস্ত আইন পালন করে, তাহলে ঈশ্বর তাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন। লোকদের যিহুদী নিয়ম পালন করতে বলার মাধ্যমেই যিহুদী নেতারা ক্ষমতা পেয়েছিলেন। তারা আইনের প্রত্যেকটি শব্দ খুব ভাল করে শিখেছিলেন। আইন সম্পর্কে তাদের খুব ভাল ধারণা ছিল। তারা আইন বিশেষজ্ঞ হওয়াতে লোকদের উপর তাদের ক্ষমতা ছিল।

পর্ব ১৭: যীশু বলেছিলেন মানুষকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে

যীশু লোকদের বলতেন সব মানুষ-ই পাপী। তিনি তাদের বলতেন উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাদের ঈশ্বরকেই প্রয়োজন। যিহুদী নেতারা ভাবতে লাগলেন যদি লোকেরা যীশুর কথা শুনে, তাহলে তারা আর তাদের কথা শুনবে না। তারা ভেবেছিলেন যীশু হয়ত লোকদের উপর তাদের ক্ষমতা শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন।

যিহুদী নেতারা যীশুর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলতে লাগলেন। তারা বললেন মন্দ আত্মারা যেন তাঁর কথা শুনে তাই শয়তান তাঁকে সাহায্য করছিল। তারা তাঁর কাছে গিয়ে ঈশ্বরের আইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা তাঁকে দিয়ে ভুল করাতে এবং ভুল বলাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যীশু ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য-ই জানতেন এবং তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন। লোকেরা যিহুদী নেতাদের কথা না শুনে, যীশুর কথা শুনতে লাগল।

তাই হয়ত সেই কারণেই নীকদীম রাতের বেলায় যীশুর সাথে কথা বলতে এসেছিলেন। তিনি চান নি যেন অন্য যিহুদী নেতারা জানে যে তিনি যীশুর সাথে কথা বলতে এসেছিলেন। নীকদীম যীশুর সাথে কথা বলার সময় তাকে গুরু বলে ডাকলেন। গুরু হলেন সেই যিহূদী লোক যিনি ঈশ্বর সম্পর্কে লোকদেরকে শিক্ষা দেন। নীকদীম বললেন যীশু ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন এবং ঈশ্বর নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে আছেন বলে তিনি এতসব আশ্চর্য কাজ করছেন।

যীশু বললেন, নীকদীমকে ঈশ্বরের একজন লোক হতে হলে এবং ঈশ্বরের নিয়মে চলতে হলে, তাকে অবশ্যই পুনরায় *জন্মগ্রহণ করতে হবে।* কিন্তু এর মানে কি? নীকদীম তা বুঝতে পারেন নি। তিনি যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন মানুষ কিভাবে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে পারে।

যীশু বললেন শয়তানের শাসন থেকে তথা পাপ ও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেতে হলে এবং ঈশ্বরের লোক হতে হলে আপনাকে অবশ্যই পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে। তিনি বললেন এই জন্ম কোনো শারীরিকভাবে নয়, কিন্তু তা আধ্যাত্মিকভাবে। তিনি বললেন পুনরায় জন্ম নেওয়া বলতে এমন কিছু বোঝানো হয়েছে যা পবিত্র আত্মা-ই করবেন। যীশু ঈশ্বরের আত্মাকে বোঝানোর প্রসঙ্গে শক্তিশালী বাতাসের সঙ্গে তুলনা করলেন। তিনি বললেন বাতাস যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে বয়। যীশু বোঝাতে চেয়েছেন যে পুনরায় জন্ম নেওয়ার মানে হল এমন কিছু যা কেবলমাত্র ঈশ্বর-ই লোকদের জন্য করতে পারেন। কোনও ব্যক্তি ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ কিনা তা বিবেচ্য নয়, বরং একজন ব্যক্তি আসলে কি ভাবেন তা-ই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ আসলে কি বিশ্বাস করেন তা ঈশ্বরই জানেন। তিনি জানতেন লোকেরা আসলে এটা ভাবে কিনা কেবলমাত্র ঈশ্বরই তাদের উদ্ধার করতে পারেন।

যখন কোনও মানুষ প্রথম বারের মত জন্মগ্রহণ করে, তারা কয়িন ও হেবলের মত বাগানের বাইরে জন্মগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে পাপ থাকে। তারা এটা থেকে পালাতে পারে না। যারা প্রথমবার জন্মগ্রহণ করেছেন তারা প্রত্যেকে ঈশ্বরের শত্রু শয়তানের শাসনের অধীনে আছে। অব্রাহামের বংশধর নীকদীমের ক্ষেত্রেও তা-ই।

নীকদীম তবুও এসব বুঝতে পারেন নি। যীশু বললেন নীকদীমের মত একজন যিহুদী শিক্ষক কেন ঈশ্বরের বিষয়ে বুঝতে পারে না। যীশু বললেন ঈশ্বর সম্পর্কে তিনি যা জানেন তা-ই বলেন। যীশু ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছিলেন সুতরাং তিনি যা বলেন তা-ই সত্যি।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

যীশু নিজেকে *মনুষ্যপুত্র* বললেন। তিনি নিজেকে এভাবে বলার কারণ হল তিনি ঈশ্বরের পুত্র যিনি মানুষ রূপে এসেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের কথা পূর্ণ করতে পৃথিবীতে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি সত্যিকার অর্থে একজন মানুষও ছিলেন বটে। তিনি নীকদীমকে বললেন, তাঁকে উঁচুতে তোলা হবে যেমন মোশি সেই ব্রোঞ্জের সাপটি উঁচুতে তুলেছিলেন। মনে করে দেখুন,

ইস্রায়েলীয়রা যখন মরুপ্রান্তরে ছিল তখন কিছু বিষাক্ত সাপ এসেছিল এবং সেগুলো যখন লোকদেরকে কামড়াত তখন তারা মারা যেত। ঈশ্বর মোশিকে একটি ব্রোঞ্জের সাপ বানাতে বলেছিলেন এবং তা খুঁটির উপর রাখতে বলেছিলেন। যখনই ইস্রায়েলীয়রা সেই সাপটির দিকে তাকাত তারা মারা পড়ত না। যীশু বললেন, তাঁকেও ব্রোঞ্জের সাপটির মত উঁচুতে তোলা হবে। নীকদীম ঈশ্বরের বাক্য খুব ভাল ভাবেই জানতেন, তাই তিনি এই গল্পটিও ভালভাবে জানেন। কিন্তু এখন যীশু তাকে যা বলছেন তা একেবারে নতুন। যীশু বললেন যে সেই ব্রোঞ্জের সাপটি হল যীশু এবং এটা তাঁর কাজের একটি উদাহরণ মাত্র।

যীশু বললেন যখন তাঁকে উঁচুতে তোলা হবে তখন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তারা সকলে অনন্তজীবন[১৮৮] পাবে। ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে কেউ যদি সাপের কামড় খেত তাহলে তাদের বাঁচার উপায় ছিল না। ঠিক একইভাবে জগতের লোকেরাও নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না। তারা পাপ ও মৃত্যুর জগতে জন্মগ্রহণ করেছে বলে তারা সকলে পাপী। তাদের পাপের অর্থ হবে যে তারা যখন মারা যাবে তখন তারা ঈশ্বরের সাথে থাকবে না, তবে তারা শাস্তি ও মৃত্যুর জায়গায় থাকবে। কিন্তু যীশু বললেন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তারা পুনরায় ঈশ্বরের পরিবারে জন্ম নিবে এবং অনন্তজীবন লাভ করবে।

যীশু তারপর নীকদীমকে বললেন ঈশ্বর এই জগতকে ভালবাসেন। তিনি বললেন তাঁর ভালবাসার কারণেই তিনি তাঁর পুত্র যীশুকে অর্থাৎ সেই উদ্ধারকর্তা মশীহকে পাঠিয়েছিলেন। ঈশ্বর এটা করেছিলেন, যাতে যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের কারো পাপের মূল্য দিতে না হয়, যাতে তারা মারা না যায় এবং ঈশ্বরের থেকে আলাদা না হয়। যীশু বললেন ঈশ্বর তাদেরকে রক্ষা করবেন, উদ্ধার করবেন এবং অনন্তজীবন দান করবেন।

ঈশ্বরের পুত্র যীশু সম্পর্কে এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে মার্ক লিখেছিলেন। যীশু যিহুদার বিভিন্ন শহরে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি পুনরায় কফরনাহূমে ফিরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বেশ কিছু বছর আরও অনেক লোকের সঙ্গে থেকেছিলেন।

মার্ক ২:১-১২

১ কয়েকদিন পরে যীশু আবার কফরনাহূমে গেলেন। লোকেরা শুনল তিনি ঘরে আছেন।
২ তখন এত লোক সেখানে জড়ো হল যে, ঘর তো দূরের কথা, দরজার বাইরেও আর জায়গা
রইল না। যীশু লোকদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করছিলেন। ৩ এমন সময় কয়েকজন
লোক একজন অবশ-রোগীকে তাঁর কাছে নিয়ে আসল। চারজন লোক তাকে বয়ে
আনছিল, ৪ কিন্তু ভিড়ের জন্য তারা তাকে যীশুর কাছে নিয়ে যেতে পারল না। এইজন্য যীশু

পর্ব ১৭: যীশু বলেছিলেন মানুষকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে

[১৮৮] অনন্তকাল - যা চিরজীবন থাকে এবং যার কোনও শেষ নেই

যেখানে ছিলেন ঠিক তার উপরের ছাদের কিছু অংশ তারা সরিয়ে ফেলল। তারপর সেই খোলা জায়গা দিয়ে মাদুর সুদ্ধই সেই অবশ-রোগীকে নীচে নামিয়ে দিল।

৫ যীশু তাদের বিশ্বাস দেখে সেই অবশ-রোগীকে বললেন, "তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।"

৬ সেখানে কয়েকজন ধর্ম-শিক্ষক বসে ছিলেন। তাঁরা মনে মনে ভাবছিলেন,

৭ "লোকটা এই রকম কথা বলছে কেন? সে তো ঈশ্বরকে অপমান করছে। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?"

৮ তাঁরা যে ঐ সব কথা ভাবছেন তা যীশু নিজের অন্তরে তখনই বুঝতে পারলেন। এইজন্য তিনি তাঁদের বললেন, "আপনারা কেন মনে মনে ঐ সব কথা ভাবছেন?

৯ এই অবশ-রোগীকে কোন্‌টা বলা সহজ-'তোমার পাপ ক্ষমা করা হল,' না, 'ওঠো, তোমার মাদুর তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও'?

১০ কিন্তু আপনারা যেন জানতে পারেন পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করবার ক্ষমতা মনুষ্যপুত্রের আছে"-এই পর্যন্ত বলে তিনি সেই অবশ-রোগীকে বললেন,

১১ "আমি তোমাকে বলছি, ওঠো, তোমার মাদুর তুলে নিয়ে বাড়ী চলে যাও।"

১২ তখনই সেই লোকটি উঠে তার মাদুর তুলে নিল এবং সকলের সামনেই বাইরে চলে গেল। এতে সবাই আশ্চর্য হয়ে ঈশ্বরের গৌরব করে বলল, "আমরা কখনও এই রকম দেখি নি।"

কফরনাহুমের লোকেরা শুনল যে যীশু সেখানে এসেছেন। যীশু যে ঘরে ছিলেন, অনেক লোক সেখানে আসতে লাগল। তিনি তাদের সাথে বসলেন এবং কথা বললেন। তিনি নবীদের কথাগুলো খুব পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি অধিকারের সাথে কথা বলছিলেন। সেখানে কিছু যিহদী ধর্ম-নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। তারা যীশুর কথা শুনে মোটেও খুশী হন নি। তারা চান নি যে লোকেরা তাঁর কথা শোনে। ঘরটি অনেক লোকে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সেই ঘরটি এত লোকে পূর্ণ ছিল যে দরজা দিয়ে আর কারো ভিতরে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

যীশু যে ঘরটিতে ছিলেন কিছু লোক এক ব্যক্তিকে নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন। লোকটি ছিল অবশ রোগী। তার মানে হল সে নড়াচড়া কিংবা হাঁটতে পারত না। যারা সেই অবশ রোগীকে নিয়ে এসেছিল তারা কোনও মতেই সেই ঘরে প্রবেশ করতে পারছিল না। তাই তারা তাকে সেই ঘরের ছাদে নিয়ে গেল। তারা ছাদের কিছু অংশ সরিয়ে ফেলে সেখানে একটা খোলা জায়গা তৈরি করল এবং সেই খোলা জায়গা দিয়ে লোকটিকে নিচে নামিয়ে দিল। তারা বিশ্বাস করত যীশুই তাকে সুস্থ করতে পারেন। তাই তারা তাকে ছাদের মধ্য দিয়ে নিচে নামিয়ে দিল। যীশু জানতেন যে সেই লোকেরা বিশ্বাস করত যে তিনি তাকে সুস্থ করতে পারেন। তারা জানত যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র। যীশু লোকটিকে বললেন "বৎস, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।"

তাঁর গল্প: উদ্ধার

সেই ঘরে উপস্থিত থাকা ধর্ম-শিক্ষকেরা খুবই রেগে গেলেন। যীশু যা বলেছিলেন তারা তা শুনেছিল। তারা জানত কেবলমাত্র ঈশ্বরই পাপ ক্ষমা করতে পারেন। এখন কিনা যীশু বলছেন যে লোকটির পাপ ক্ষমা করা হল। এই ধর্ম শিক্ষকেরা বিশ্বাস করতেন না যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র। তাই তারা ভাবল যীশুর এমন বলা উচিত নয় যে লোকটির পাপ ক্ষমা করা হল।

যীশু তাদের বললেন পাপ ক্ষমা করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। কেন ? কেননা তিনি ঈশ্বরের পুত্র। তারপর যীশু লোকটিকে উঠে দাঁড়াতে বললেন। যীশু বলার পরপরই লোকটি উঠে দাঁড়াল। সে উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল। সেখানে যতজন ছিল প্রত্যেককে অবাক হল। তিনি যা বললেন তা দেখে অনেকেই ঈশ্বরের গৌরব করতে লাগলেন।

পরে, সাগরের কাছে, রাস্তার পাশে যীশু একজন কর্-আদায়কারীকে[১৮৯] দেখলেন। তার নাম ছিল লেবি। রোমীয় সম্রাটকে দেওয়ার জন্য সে লোকদের কাছ থেকে টাকা তুলত। এই ধরনের লোকদের যিহুদী লোকেরা পছন্দ করত না। এরা রোমীয়দের জন্য কাজ করত এবং লোকদের থেকে অনেক টাকা আদায় করত। যীশু লেবিকে তাঁর শিষ্য হওয়ার জন্য ডাকলেন।

মার্ক ২:১৩-১৭

১৩ পরে যীশু আবার গালীল সাগরের ধারে গেলেন। তখন অনেক লোক তাঁর কাছে আসল,
আর তিনি তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। ১৪ এর পরে তিনি পথে যেতে যেতে দেখলেন
আল্ফেয়ের ছেলে লেবি কর্ আদায় করবার ঘরে বসে আছেন। যীশু তাঁকে বললেন, "এস,
আমার শিষ্য হও।" তখন লেবি উঠে যীশুর সংগে গেলেন।
১৫ পরে যীশু লেবির বাড়ীতে খেতে বসলেন। তখন অনেক কর্- আদায়কারী ও খারাপ
লোকেরাও যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সংগে খেতে বসল, কারণ অনেক লোক যীশুর সংগে
সংগে যাচ্ছিল। ১৬ ফরীশী দলের ধর্ম-শিক্ষকেরা যখন দেখলেন যীশু কর্-আদায়কারী ও
খারাপ লোকদের সংগে খাচ্ছেন তখন তাঁরা তাঁর শিষ্যদের বললেন, "উনি কর্-আদায়কারী ও
খারাপ লোকদের সংগে খাওয়া-দাওয়া করেন কেন?"
১৭ এই কথা শুনে যীশু সেই ধর্ম-শিক্ষকদের বললেন, "সুস্থদের জন্য ডাক্তারের দরকার নেই
বরং অসুস্থদের জন্যই দরকার আছে। আমি ধার্মিকদের ডাকতে আসি নি বরং পাপীদেরই
ডাকতে এসেছি।"

পর্ব ১৭: যীশু বলেছিলেন মানুষকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে

[১৮৯] কর-আদায়কারী - সরকারের জন্য যারা লোকদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে

লেবি কর্-আদায়ের কাজ ছেড়ে দিয়ে যীশুর সঙ্গে গেলেন। পরবর্তীতে লেবিকে মথি বলে ডাকা হত। তিনিই যীশুর জীবন সম্পর্কে সমস্ত কিছু লিখে রেখেছিলেন। তার লেখা বইটি হল বাইবেলের মথি পুস্তক।

যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা[১৯০] লেবির বাড়িতে খেতে গিয়েছিলেন। সেখানে আরও অনেক লোক উপস্থিত ছিল। ঈশ্বরের গল্প বলে যে, এই লোকেরা ছিলেন *কর্-আদায়কারী এবং পাপী।* যিহুদী নেতারা এই সমস্ত লোকদের খারাপ লোক হিসেবে গণ্য করতেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ রোমীয়দের জন্য কাজ করত এবং এরা যিহুদী নিয়ম মেনে চলত না। যিহুদী ধর্ম-নেতারা এবং ফরীশীরা দেখল যে যীশু এই সব লোকদের সাথে খেতে বসেছেন। ফরীশীরা কখনো এদের মত লোকদের সাথে খেতে বসতেন না। এই রকম করা মানে তাদের যিহুদী নিয়মের বিরোধীতা করা। তারা বললেন যীশু কেন এদের মত খারাপ লোকদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন।

যীশু তাদের বললেন, "সুস্থদের জন্য ডাক্তারের দরকার নেই বরং অসুস্থদের জন্যই দরকার আছে। আমি ধার্মিকদের[191] ডাকতে আসি নি বরং পাপীদেরই ডাকতে এসেছি।" তিনি বললেন, যারা নিজেদের অসুস্থ মনে করে কেবল তারা-ই ডাক্তারের কাছে যায়। তিনি বললেন যারা নিজেদের পাপী মনে করে কেবল তারা-ই তাঁর কাছে আসবে। যারা মনে করে যে তারা ঈশ্বরের সমস্ত আইন কানুন পালন করতে পারবে তারা তাঁর কাছে আসবে না। উদ্ধার পাবার জন্য তাদের যে ঈশ্বরকে প্রয়োজন সেটা ভেবে তারা ঈশ্বরের কাছে আসে না

যিহুদী ধর্ম-নেতারা চেয়েছিলেন যে যীশু যেন তাদের একটা নিয়ম ভাঙ্গে। তবেই তারা বলতে পারবে যে তিনি একজন খারাপ মানুষ, কেননা তিনি ঈশ্বরের আইন অমান্য করেছেন।

মা[illegible]-৬

১ এর পরে যীশু আবার সমাজ-ঘরে গেলেন। সেখানে একজন লোক ছিল যার একটা হাত
শুকিয়ে গিয়েছিল। ২ ফরীশীদের মধ্যে কয়েকজন যীশুকে দোষ দেবার অজুহাত
খুঁজছিলেন। বিশ্রামবারে যীশু লোকটাকে সুস্থ করেন কি না তা দেখবার জন্য তাঁরা তাঁর
উপর ভাল করে নজর রাখতে লাগলেন। ৩ যীশু সেই শুকনা-হাত লোকটিকে বললেন,
"সকলের সামনে এসে দাঁড়াও। ৪ তারপর যীশু ফরীশীদের জিজ্ঞাসা করলেন, "বিশ্রামবারে
ভাল কাজ করা উচিত, না মন্দ কাজ করা উচিত? প্রাণ রক্ষা করা উচিত, না নষ্ট করা
উচিত?" ফরীশীরা কিন্তু কোনই উত্তর দিলেন না। ৫ তখন যীশু বিরক্ত হয়ে তাঁদের দিকে
তাকিয়ে দেখলেন এবং তাঁদের অন্তরের কঠিনতার জন্য গভীর দুঃখের সংগে সেই
লোকটিকে বললেন, "তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।" লোকটি হাত বাড়িয়ে দিলে পর তার হাত

তাঁর গল্প: উদ্ধার

একেবারে ভাল হয়ে গেল। 6তখন ফরীশীরা বাইরে গেলেন এবং কিভাবে যীশুকে মেরে

---

[১৯০] শিষ্যরা - যারা কোনো এক ব্যক্তিকে অনুসরণ করে; কাউকে অনুসরণ করা মানে হল তার কথা শোনা, তার সাথে থাকা এবং তার কথা বিশ্বাস করা

[১৯১] ধার্মিক - ঈশ্বরের সমস্ত আইন পালন করার মাধ্যমে তাঁর প্রতি ন্যায় থাকা

ফেলা যায় সেই বিষয়ে রাজা হেরোদের দলের লোকদের সংগে পরামর্শ করতে লাগলেন।

এক বিশ্রামবারে যীশু যখন সমাজঘরে ছিলেন সেই ঘটনা নিয়ে মার্ক লিখেছিলেন। সেখানে একজন লোক ছিল যার একটি হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম-নেতারা খুব ভালভাবে নজর রাখছিলেন। তারা চেয়েছিলেন যীশু যিহুদী নিয়ম ভঙ্গ করার মত কিছু করুক। বিশ্রামবারকে ঘিরে যিহুদীদের অনেক নিয়ম ছিল। তাদের আইনে ছিল বিশ্রামবারে লোকেরা কোনও কাজ করতে পারবে না। তারা চেয়েছিলেন যীশু যেন সেই লোকটিকে সুস্থ করেন যাতে তারা এটা বলতে পারে যে যীশু বিশ্রামবারে কাজ করেছেন। ঈশ্বরের আইন ভঙ্গ করেছে বলে তারা তাঁকে দোষারোপ করতে চেয়েছিলেন।

যীশু জানতেন সেই ধর্ম-নেতারা কি ভাবছিলেন। তিনি জানতেন তারা চাইত তিনি যেন যিহুদীদের আইন ভঙ্গ করেন। তাই তিনি তাদের কিছু প্রশ্ন করলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন বিশ্রামবারে ভাল কাজ করা উচিৎ না মন্দ কাজ করা উচিৎ। তারা তাঁকে কোনও উত্তর দিলেন না।

ঈশ্বরের গল্প বলে যে, যীশু বিরক্ত হলেন এবং যিহুদী নেতাদের অন্তরের কঠিনতা দেখে গভীর দুঃখ পেলেন। ঈশ্বর তাদের যে আইন দিয়েছিলেন তারা এর সত্যিকার অর্থ জানতেন না। উপরন্তু তারা নিজেরাই আরও অনেক নিয়ম তৈরি করেছিলেন। ঈশ্বর আসলে কেমন তারা তা জানতেন না। তারা মনে করেছিলেন যে তারা ঈশ্বরের সমস্ত আইন পালন করতে পারবে। কিন্তু তা অসম্ভব ছিল।

যীশু লোকটিকে তার হাত বাড়িয়ে দিতে বললেন। যীশু তার হাত ভাল করে দিলেন। সেই ধর্ম-নেতারা দেখলেন যে যীশু লোকটির হাত ভাল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তারা বিশ্বাস করেন নি যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র। তখন ফরীশীরা বাইরে গেলেন এবং কিভাবে যীশুকে মেরে ফেলা যায় সেই বিষয়ে রাজা হেরোদের দলের লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন।

কিভাবে লোকেরা অনেক দূর থেকে যীশুর কাছে আসতে শুরু করেছিলেন সেই বিষয়ে মার্ক লিখেছিলেন। ফিলিস্তিনের সমস্ত জায়গা এবং অন্যান্য জায়গা থেকে লোকেরা তাঁর কাছে আসতে লাগল। তারা বর্তমানে লেবাননের মত উত্তরের দেশ থেকে আসতে লাগল। সেই সময় অনেক লোক যীশুকে দেখতে এসেছিল। তারা তাঁর আশ্চর্য কাজের কথা শুনেছিল। তারা তাদের অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করতে চেয়েছিল। তারা যীশুর কাছ থেকে ঈশ্বর সম্পর্কে শুনতে চেয়েছিল।

মা[illegible]-১২

৭-৮ এর পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের সংগে সাগরের ধারে গেলেন। গালীল প্রদেশের অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলল। যীশু যে সব কাজ করছিলেন সেগুলোর কথা শুনে যিহূদিয়া, যিরূশালেম, ইদোম, যর্দন নদীর ওপার এবং সোর ও সীদোন শহরের চারদিক থেকে অনেক লোক তাঁর কাছে আসল। ৭যীশু নিজের জন্য একটা ছোট নৌকা তাঁর শিষ্যদের ঠিক করে রাখতে বললেন যেন ভিড়ের দরুন লোকে চাপাচাপি করে তাঁর উপর

পর্ব ১৭: যীশু বলেছিলেন মানুষকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে

না পড়ে। ১০ তিনি অনেক লোককে সুস্থ করেছিলেন বলে রোগীরা তাঁকে ছোঁবার জন্য
ঠেলাঠেলি করছিল। ১১ মন্দ আত্মারা যখনই তাঁকে দেখত তখনই তাঁর সামনে মাটিতে
পড়ে চিৎকার করে বলত, "আপনিই ঈশ্বরের পুত্র।" ১২ কিন্তু তিনি খুব কড়াভাবে তাদের
আদেশ দিতেন যেন তারা কাউকে না বলে তিনি কে।

মন্দ আত্মারা জানত যীশু আসলে কে। তারা বলত যে যীশুই ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু যীশু চান নি মন্দ আত্মারা লোকদের বলে দেয় যে তিনি আসলে কে।

যীশুর অনেক শিষ্য ছিল। কিন্তু তিনি তাঁর খুব কাছের সঙ্গী হওয়ার জন্য বারো জনকে বেছে নিয়েছিলেন।

মার্ক ৩:১৩-১৯

১৩-১৫ এর পরে যীশু পাহাড়ের উপরে উঠলেন এবং নিজের ইচ্ছামত কিছু লোককে তাঁর
কাছে ডেকে নিলেন। তাঁরা যীশুর কাছে আসলে পর তিনি বারোজনকে প্রেরিত্-পদে নিযুক্ত
করলেন যেন তাঁরা তাঁর সংগে সংগে থাকেন এবং মন্দ আত্মা ছাড়াবার ক্ষমতা দিয়ে তিনি
তাঁদের প্রচার-কাজে পাঠাতে পারেন।
১৬ যে বারোজনকে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন তাঁরা হলেন শিমোন, যাঁর নাম তিনি দিলেন
পিতর;
১৭ সিবদিয়ের দুই ছেলে যাকোব ও যোহন (এঁদের নাম তিনি দিলেন বোয়ানের্গিস, অর্থাৎ
বজ্রধ্বনির পুত্রেরা);
১৮ আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বর্থলময়, মথি, থোমা, আলফেয়ের ছেলে যাকোব, থদ্দেয়, মৌলবাদী
শিমোন,
১৯ আর যিহূদা ইষ্কারিয়োৎ, যে যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।

যীশু এই বারোজনকে *প্রেরিত* নাম দিয়েছিলেন। প্রেরিত হলেন ঈশ্বরের একজন মনোনীত লোক যাকে বিশেষ কাজের জন্য ডাকা হয়েছে। যীশু বললেন এই প্রেরিতেরা তাঁর সঙ্গে থাকবেন। তিনি বললেন তাদেরকে প্রচারে পাঠানো হবে। তাদের লোকদের মধ্য থেকে মন্দ আত্মা ছাড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা থাকবে।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

যীশু ঈশ্বরের শত্রুকে পরাজিত করার জন্য এই জগতে এসেছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে তাঁর কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ঈশ্বর সবসময় চান লোকেরা যেন তাঁর সঙ্গে কাজ করে। তিনি চান লোকেরা যেন তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তাঁর উদ্ধারের পরিকল্পনায় তাঁর সাথে কাজ করে। তাই যীশু তাঁর সঙ্গে কাজ করার জন্য এই বারোজনকে বেছে নিয়েছিলেন।

যিহুদা ইষ্কারিয়োৎ ছিলেন এই বারোজনের মধ্যে একজন। যীশু হলেন ঈশ্বর। তাই তিনি লোকদের চিন্তা সকল জানতেন। কি ঘটতে চলেছে সেই সমস্ত কিছুই তিনি জানতেন। তিনি জানতেন যে যিহুদা ইষ্কারিয়োৎ পরবর্তীতে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা[১৯২] করবে। কিন্তু ঈশ্বরের একটি উদ্ধারের পরিকল্পনা ছিল এবং যিহুদাও ঈশ্বরের পরিকল্পনার অংশ ছিলেন। তাই যদিও যীশু জানতেন যে যিহুদা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, তবুও তিনি তাকে প্রেরিত হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। যীশু জানতেন এটাও ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটি অংশ ছিল।

?

১. ঈশ্বরের আইন সম্পর্কে ফরীশীরা কি ভাবতেন ?
২. নীকদীমকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে এর মধ্য দিয়ে যীশু কি বুঝাতে চেয়েছিলেন ?
৩. যীশু কেন নিজেকে ব্রোঞ্জের সাপের সাথে তুলনা করেছিলেন, যেটা মোশি উচুতে তুলেছিলেন ?
৪. প্রেরিত বলতে কি বোঝায় ?
৫. যিহুদা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন জেনেও, কেন যীশু তাকে বেছে নিয়েছিলেন ?

পর্ব ১৮

[১৯২] বিশ্বাসঘাতকতা - শত্রুদের কাছে কাউকে ধরিয়ে দেওয়া, যা

যীশু তাঁর মহৎ ক্ষমতা দেখালেন

মার্ক এবং অন্যান্য শিষ্যেরা যীশুর সাথে সব জায়গায় যেতেন। এক সন্ধাবেলায়[১৯৩] যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা নৌকায় করে গালীল সাগরের ওপারে যাচ্ছিলেন এবং মার্ক এই ঘটনা লিখে রেখেছিলেন।

মার্ক ৪:৩৫-৪১

৩৫ সেই দিন সন্ধ্যাবেলা যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "চল, আমরা সাগরের ওপারে যাই।"
৩৬ তখন শিষ্যেরা লোকদের ছেড়ে যীশু যে নৌকায় ছিলেন সেই নৌকাতে করে তাঁকে নিয়ে চললেন। অবশ্য সেখানে আরও অন্য নৌকাও ছিল। ৩৭ নৌকা যখন চলছিল তখন একটা ভীষণ ঝড় উঠল এবং ঢেউগুলো নৌকার উপর এমনভাবে আছড়ে পড়ল যে, নৌকা জলে ভরে উঠতে লাগল। ৩৮ যীশু কিন্তু নৌকার পিছন দিকে একটা বালিশের উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। শিষ্যেরা তাঁকে জাগিয়ে বললেন, "গুরু, আমরা যে মারা পড়ছি সেদিকে কি আপনার খেয়াল নেই?"
৩৯ যীশু উঠে বাতাসকে ধমক দিলেন এবং সাগরকে বললেন, "থাম, শান্ত হও।" তাতে বাতাস থেমে গেল ও সব কিছু খুব শান্ত হয়ে গেল।
৪০ তিনি শিষ্যদের বললেন, "তোমরা ভয় পাও কেন? এখনও কি তোমাদের বিশ্বাস হয় নি?" ৪১ এতে শিষ্যেরা ভীষণ ভয় পেলেন এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, "ইনি কে যে, বাতাস এবং সাগরও তাঁর কথা শোনে?"

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

[১৯৩] সন্ধাবেলা - দিনের শেষ সময়, প্রায় ৬টা থেকে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সময়

সেই যীশু অনেক লোককে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। সাগরের পাড়ে, প্রায় সারাদিন তিনি লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। বিকাল শেষে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন তাদের এখন সাগরের ওপারে যাওয়া উচিৎ। তাই যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা সাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য একটি নৌকায় উঠলেন। সেখানে তাদের কাছাকাছি আরও অন্য নৌকাও ছিল। যীশু নৌকার পিছন দিকে গিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন।

গালীল সাগর খুব বিশাল ছিল। সাগরে ভীষণ ঝড়[১৯৪] হতে পারত। সেই সন্ধায়, যখন যীশু নৌকায় ছিলেন খুব বড় একটা ঝড় শুরু হল। খুব শক্তিশালী বাতাস বইতে লাগল। নৌকার উপর ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল। নৌকা ডুবে[১৯৫] যাবে বলে শিষ্যেরা ভয় পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ জেলে ছিলেন এবং অনেকবার সাগরে গিয়েছিলেন। এই ঝড় দেখে তারা ভয় পেয়েছিলেন। তাই বলা যায় এই ঝড় আসলেই খুব ভীষণ ছিল। তারা যীশুকে জাগিয়ে তুলে বলল "গুরু, আমরা যে মারা পড়ছি সেদিকে কি আপনার খেয়াল নেই?"

যীশু উঠে বাতাস এবং সাগরকে ধমক দিলেন। তিনি বাতাস এবং সাগরকে থামতে এবং শান্ত হতে বললেন। যীশুর কথায় বাতাস এবং সাগর শান্ত[১৯৬] হয়ে গেল। তারপর তিনি নৌকায় থাকা লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন কেন তারা ভয় পেয়েছিল। তিনি বললেন, "এখনও কি তোমাদের বিশ্বাস হয় নি?"

শিষ্যরা দেখেছিলেন যীশু কি করেছিলেন। যীশু তাদেরকে তাঁর মহৎ ক্ষমতা দেখালেন। তারা দেখলেন যে বাতাস এবং সাগরের উপরেও যীশুর ক্ষমতা আছে। বাতাস এবং সাগরের উপরে কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তারই ক্ষমতা থাকে। সেই লোকেরা যীশুর কাজ দেখেছিলেন এবং যীশুর এত ক্ষমতা দেখে তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

তাদের নৌকা সাগরের ওপারে যাওয়ার পর যা ঘটেছিল সে বিষয়েও মার্ক লিখেছিলেন। সেখানে যীশু এমন এক লোকের দেখা পেলেন যার মধ্যে অনেক বছর ধরে অনেক মন্দ আত্মা বাস করছিল। কি ঘটেছিল তা জানতে হলে আপনি আপনার বাইবেলে তা পড়ে দেখতে পারেন। মার্ক ৫:১-২০ পদে এই ঘটনা দেওয়া অছে। মন্দ আত্মারা জানত যীশু আসলে কে।

[১৯৪] ঝড় - ভয়ানক কিংবা খারাপ আবহাওয়া

[১৯৫] ডুবে যাওয়া - পানিতে পূর্ণ হয়ে সেটা পানির গভীরে চলে যাওয়া

[১৯৬] শান্ত - শান্ত এবং শান্তিপূর্ণ এবং স্থির

পর্ব ১৮: যীশু তাঁর মহৎ ক্ষমতা দেখালেন

তারা তাঁকে *"মহান ঈশ্বরের পুত্র যীশু,"* বলে ডাকল। যীশু দেখালেন তিনি শয়তান এবং তার খারাপ অনুসারীদের চেয়ে কত বেশি শক্তিশালী। যীশু লোকটিকে সুস্থ করলেন এবং সেই মন্দ আত্মাদের তার মধ্য থেকে বের হয়ে যেতে বলেছিলেন। যীশু তাদেরকে একদল শূকরের পালের মধ্যে যেতে দিলেন, যার সংখ্যা ছিল ২০০০। তারপর সেই শূকরগুলো সাগরের মধ্যে গিয়ে মারা পড়ল। সেখানকার লোকেরা যীশুর কাজ দেখে খুবই ভয় পেলেন। তারা চেয়েছিল যীশু যেন তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যান। যাকে মন্দ আত্মায় পেয়েছিল সে যীশুর সঙ্গে যেতে চাইল। কিন্তু যীশু বললেন ঈশ্বর তার জন্য যা করেছেন তা গিয়ে তার বাড়ির লোকদেরকে বলতে।

যীশু গালীল সাগরের ওপারে ফিরে গেলেন। এরপর যা ঘটেছিল এই বিষয়ে যোহন লিখেছিলেন।

যোহন ৬:১-১৫

১ এর পর যীশু সেই জায়গা ছেড়ে নিজের গ্রামে গেলেন, ২ আর তাঁর শিষ্যেরাও তাঁর
সংগে গেলেন। বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-ঘরে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। অনেক লোক
তাঁর কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল, "এই লোক কোথা থেকে এই সব পেল? এই যে
জ্ঞান তাকে দেওয়া হয়েছে, এ-ই বা কি? আবার সে আশ্চর্য আশ্চর্য কাজও করছে। ৩ এ
কি সেই ছুতার মিস্ত্রি নয়? এ কি মরিয়মের ছেলে নয়? যাকোব, যোষেফ, যিহূদা ও
শিমোনের ভাই নয়? তার বোনেরা কি এখানে আমাদের মধ্যে নেই?" এইভাবে যীশুকে
নিয়ে লোকদের মনে বাধা আসতে লাগল। ৪ তখন যীশু তাদের বললেন, "নিজের গ্রাম,
নিজের আত্মীয়-স্বজন ও নিজের বাড়ী ছাড়া আর সব জায়গাতেই নবীরা সম্মান
পান।" ৫ তারপর তিনি কয়েকজন অসুস্থ লোকের উপর হাত রেখে তাদের সুস্থ করলেন,
কিন্তু সেখানে আর কোন আশ্চর্য কাজ করা সম্ভব হল না। ৬ লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস করল
না দেখে তিনি খুব আশ্চর্য হলেন। এর পরে যীশু গ্রামে গ্রামে গিয়ে লোকদের শিক্ষা দিতে
লাগলেন। ৭ পরে তিনি তাঁর সেই বারোজন শিষ্যকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং প্রচার
করবার জন্য দু'জন দু'জন করে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি মন্দ আত্মাদের উপরে তাঁদের
ক্ষমতা দিলেন। ৮ যাত্রাপথের জন্য একটা লাঠি ছাড়া আর কিছুই তিনি শিষ্যদের নিতে
দিলেন না। রুটি, থলি, কোমর-বাঁধনিতে পয়সা পর্যন্ত নিতে তিনি তাঁদের বারণ
করলেন। ৯ তিনি তাঁদের জুতা পরতে বললেন বটে, কিন্তু একটার বেশী জামা পরতে
নিষেধ করলেন। ১০ তিনি তাঁদের আরও বললেন, "তোমরা যে বাড়ীতে ঢুকবে সেই গ্রাম
ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত সেই বাড়ীতেই থেকো। ১১ কোন জায়গার লোকেরা যদি তোমাদের
গ্রহণ না করে কিম্বা তোমাদের কথা না শোনে, তবে সেই জায়গা ছেড়ে চলে যাবার সময়ে
তোমাদের পায়ের ধুলা ঝেড়ে ফেলো যেন সেটাই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হয়।"
১২ তখন শিষ্যেরা গিয়ে প্রচার করতে লাগলেন যেন লোকেরা পাপ থেকে মন
ফিরায়। ১৩ তাঁরা অনেক মন্দ আত্মা ছাড়ালেন এবং অনেক অসুস্থ লোকের মাথায় তেল
দিয়ে তাদের সুস্থ করলেন। ১৪ যীশুর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে রাজা হেরোদ
যীশুর কথা শুনতে পেয়েছিলেন। কোন কোন লোক বলছিল, "উনিই সেই বাপ্তিস্মদাতা
যোহন। তিনি মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছেন বলে এই সব আশ্চর্য কাজ করছেন।" ১৫ কেউ
কেউ বলছিল, "উনি এলিয়"; আবার কেউ কেউ বলছিল, "অনেক দিন আগেকার নবীদের
মত উনিও একজন নবী।"

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

যীশু দেখলেন এক দল জনতা[১৯৭] তাঁর দিকে আসছিল। ঈশ্বরের গল্প বলে যে তিনি তাঁর শিষ্যদের[১৯৮] নিয়ে একটি পাহাড়ে উঠে গেলেন। মাঝে মধ্যে দেখা যায় বাইবেলে শিষ্য বলতে সেই কয়জন লোকে বুঝানো হয় যাদেরকে যীশু বেছে নিয়েছেলেন। কখনো কখনো তাদেরকেও বুঝানো হয় যারা যীশুর পিছনে পিছনে ঘুরত। সেই সময় যিহুদীদের উদ্ধার পর্ব কাছে এসে গিয়েছিল। মনে আছে, প্রত্যেক বছর এই সময় যিহুদী লোকেরা স্মরণ করত মিশরে ঈশ্বর তাদের জন্য কি করেছিলেন ? তারা স্মরণ করত সেই সময়ের কথা যখন ঈশ্বর তাদের দরজায় লাগানো রক্ত দেখে তাদের রক্ষা করেছিলেন। ঈশ্বর সেই সমস্ত বাড়ি বাদ দিয়ে গিয়েছিলেন যেসব বাড়ির দরজায় রক্ত লাগানো ছিল। তাই প্রতি বছর যিহুদীরা ঈশ্বরের উদ্ধারের এই দিনটি স্মরণ করার জন্য একটা পর্ব উদ্‌যাপন[১৯৯] করত।

যীশু এবং তাঁর শিষ্যেরা পাহাড়ের উপর বসে ছিলেন। যীশু একদল লোককে আসতে দেখলেন। ফিলিপ নামে একজন শিষ্যও যীশুর সাথে সেখানে ছিলেন। যীশু ফিলিপকে জিজ্ঞাসা করলেন যেসব লোকেরা আসছিল তাদের জন্য তারা কোথা থেকে খাবার কিনতে পারবে।

যোহন লিখেছিলেন যে যীশু জানতেন কি ঘটতে চলেছিল। ফিলিপকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি তাকে খাবার নিয়ে প্রশ্ন করলেন। যীশু চান শিষ্যেরা যেন তাঁর আসল পরিচয় সম্পর্কে আরও বেশি জানতে পারে। তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন তাঁর কাছে সাহায্য চায়। তিনি চান তারা যেন জানতে পারে যে তিনি সবকিছুই খেয়াল করেন। কিন্তু ফিলিপের সেটা মনে ছিল না। তিনি বলেছিলেন অনেক টাকা থাকলেও এতগুলো লোকের জন্য খাবার কেনা সম্ভব নয়। তখন আন্দ্রিয় বললেন একজন ছেলের কাছে পাঁচটি ছোট রুটি[২০০] ও দুটি মাছ আছে। কিন্তু আন্দ্রিয় বললেন এই অল্প খাবার দিয়ে এতগুলো লোকের জন্য যথেষ্ট নয়।

যীশু লোকদেরকে ঘাসের উপর বসে যেতে বললেন। ঈশ্বরের গল্প বলে যে সেখানে ৫০০০ পুরুষ লোক ছিল। কিন্তু সেখানে নারী এবং শিশুরাও ছিল। তাই বলা যায় একদল বিশাল জনগোষ্ঠী সেখানে ছিল।

যীশু পিতা ঈশ্বরকে সেই খাবারের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। তারপর তিনি রুটি নিলেন এবং তাদের ভাগ করে দিলেন। ভাগ করে দেওয়ার মানে হল তিনি লোকদের তা দিলেন। লোকেরা পেট ভরে খাওয়ার পর আরও অনেক খাবার বাকী ছিল। যীশুর কাছে কেবল অল্প খাবার আনা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সমস্ত মানুষ না খাওয়া পর্যন্ত খাবার সরবরাহ করতে সক্ষম ছিলেন। যীশু তা করতে পারেন কেননা তিনি হলেন ঈশ্বর - যেখানে কোনো পর্যাপ্ত খাবার নেই তিনি সেখানেও খাবারের যোগান দিতে পারেন।

[১৯৭] জনতা - মানুষের একটি খুব বড় দল

[১৯৮] শিষ্যরা - যারা যীশুর ঘনিষ্ট অনুসারী ছিল

[১৯৯] উদ্‌যাপন - কোন ভাল ঘটনা স্মরণ করার জন্য যখন লোকেরা একত্রিত হয়

[২০০] রুটি - রুটি বানানোর পর তা সেঁকা হয় এবং খাওয়ার জন্য কাটা হয়

পর্ব ১৮: যীশু তাঁর মহৎ ক্ষমতা দেখালেন

যীশু যা করেছিলেন তা দেখে জনতা অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা বলেছিল যীশু অবশ্যই ঈশ্বরের নবী। তারা যীশুকে তাদের রাজা করতে চেয়েছিল। যীশু জানতেন কেন লোকেরা তাঁকে তাদের রাজা করতে চেয়েছিল। তিনি জানতেন লোকেরা কেবলমাত্র খাবার পাওয়ার জন্য এবং সুস্থ হওয়ার জন্য তাকে রাজা বানাতে চেয়েছিল। তারা ঈশ্বরের সাথে সত্যিকার সম্পর্ক করতে চায় নি। তারা বিশ্বাস করে নি ঈশ্বরের কাছে তাদের যে ঋণ ছিল তা থেকে মুক্ত করতে যীশু এসেছিলেন। ঈশ্বর যীশুর জন্য একটি বিশেষ কাজ রেখেছিলেন। ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা ছিল এবং যীশু ছিলেন সেই পরিকল্পনার একটি অংশ। যীশু জানেন পৃথিবীর রাজা হিসাবে থাকা ঈশ্বরের পরিকল্পনার অংশ নয়। তাই তিনি একাই পাহাড়ে উঠে গেলেন।

সেই রাতে যা ঘটেছিল সেই বিষয়ে যোহন লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

যোহন ৬:১৬-২১

১৬ সন্ধ্যা হলে পর যীশুর শিষ্যেরা সাগরের ধারে গেলেন, ১৭ আর নৌকায় উঠে কফরনাহূম
শহরে যাবার জন্য সাগর পার হতে লাগলেন। সেই সময় অন্ধকার হয়েছিল, আর তখনও
যীশু তাঁদের কাছে আসেন নি। ১৮ খুব জোরে বাতাস বইছিল বলে সাগরেও বড় বড় ঢেউ
উঠছিল। ১৯ পাঁচ-ছয় কিলোমিটার নৌকা বেয়ে যাবার পর তাঁরা দেখলেন, যীশু সাগরের
উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের নৌকার কাছে আসছেন। এ দেখে শিষ্যেরা খুব ভয়
পেলেন। ২০ তখন যীশু তাঁদের বললেন, "ভয় কোরো না; এ আমি।" ২১ শিষ্যেরা তাঁকে
নৌকায় তুলে নিতে চাইলেন, আর তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন নৌকাটা তখনই সেখানে পৌঁছে
গেল।

লোকদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে পর, শিষ্যেরা যীশুর জন্য সাগর পাড়ে অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময় অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তবুও যীশু তাদের কাছে আসেন নি। তাই শিষ্যেরা নৌকায় উঠে কফরনাহূম শহরে যাবার জন্য সাগর পাড় হতে লাগলেন। একটি বড় ঝড় আসল এবং *সাগরেও বড় বড় ঢেউ*[২০১] *উঠেছিল*। তারা দীর্ঘসময় ধরে নৌকা চালিয়ে[২০২] সাগর পাড় হওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

তারপর তারা দেখলেন যীশু সাগরের উপর দিয়ে হাঁটছেন। তিনি তাদের নৌকার কাছে আসলেন এবং তারা ভয় পেলেন। তারা ভয় পেয়েছিলেন কারণ মানুষ জলের উপর হাঁটতে পারে না কিন্তু যীশু জলের উপর হাঁটছিলেন। তিনি যে কত শক্তিশালী তা দেখে তারা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যীশু তাদের ভয় করতে বারণ করলেন। তারা তাঁকে নৌকায় তুলে নিলেন এবং তারপর তাদের নৌকা নিরাপদে তীরে পৌছাল।

পরের দিন সকালে, আগের দিনের কিছু লোক যীশুকে খুঁজতে কফরনাহূমে এসেছিল। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি সেখানে কিভাবে এসেছিলেন। তারা জানত তিনি তাঁর শিষ্যদের সাথে নৌকায় উঠেন নি।

[২০১] বড় বড় ঢেউ - সাগরে বড় বড় ঢেউ উপরে নিচে আছড়ে পড়ছিল
[২০২] নৌকা চালানো - বৈঠা দিয়ে নৌকা চালানে

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

যোহন ৬:২২-৩৫

২২ সাগরের অন্য পারে যে লোকেরা দাঁড়িয়ে ছিল, পরদিন তারা বুঝতে পারল যে, আগের
দিন সেখানে একটা নৌকা ছাড়া আর অন্য কোন নৌকা ছিল না। তারা আরও বুঝতে পারল
যে, যীশু তাঁর শিষ্যদের সংগে সেই নৌকায় ওঠেন নি বরং শিষ্যেরা একাই চলে
গিয়েছিলেন। ২৩ তবে যেখানে প্রভু ধন্যবাদ দেবার পর লোকেরা রুটি খেয়েছিল সেই
জায়গার কাছে তখন তিবিরিয়া শহর থেকে কয়েকটা নৌকা আসল। ২৪ এইজন্য লোকেরা
যখন দেখল যে, যীশু বা তাঁর শিষ্যেরা কেউই সেখানে নেই তখন তারা সেই নৌকাগুলোতে
উঠে যীশুকে খুঁজবার জন্য কফরনাহূমে গেল। ২৫ সেখানে পৌঁছে তারা যীশুকে খুঁজে
পেয়ে বলল, "গুরু, আপনি কখন এখানে এসেছেন?" ২৬ যীশু উত্তর দিলেন, "আমি
আপনাদের সত্যিই বলছি, আপনারা আশ্চর্য কাজ দেখেছেন বলেই যে আমার খোঁজ
করছেন তা নয়, বরং পেট ভরে রুটি খেতে পেয়েছেন বলেই খোঁজ করছেন। ২৭ কিন্তু যে
খাবার নষ্ট হয়ে যায় সেই খাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? যে খাবার নষ্ট হয় না বরং অনন্ত
জীবন দান করে তারই জন্য ব্যস্ত হন। সেই খাবারই মনুষ্যপুত্র আপনাদের দেবেন, কারণ
পিতা ঈশ্বর প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, এই কাজ করবার অধিকার কেবল তাঁরই আছে।
২৮ এতে লোকেরা যীশুকে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে ঈশ্বরের কাজ করবার জন্য আমাদের
কি করতে হবে?" ২৯ যীশু তাদের বললেন, "ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর উপরে বিশ্বাস
করাই হল ঈশ্বরের কাজ।" ৩০ তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে কি এমন আশ্চর্য
কাজ আপনি করবেন যা দেখে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি? আপনি কি কাজ
করবেন? ৩১ আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো মরু-এলাকায় মান্না খেয়েছিলেন। পবিত্র শাস্ত্রে
লেখা আছে, 'ঈশ্বর স্বর্গ থেকে তাদের রুটি খেতে দিলেন।' " ৩২ যীশু তাদের বললেন, "আমি
আপনাদের সত্যিই বলছি, স্বর্গ থেকে যে রুটি আপনারা পেয়েছিলেন তা মোশি আপনাদের
দেন নি, কিন্তু আমার পিতা সত্যিকারের রুটি স্বর্গ থেকে আপনাদের দিচ্ছেন। ৩৩ স্বর্গ থেকে
নেমে এসে যিনি মানুষকে জীবন দেন তিনিই ঈশ্বরের দেওয়া রুটি।" ৩৪ লোকেরা তাঁকে
বলল, "গুরু, তাহলে সেই রুটিই সব সময় আমাদের দিন।" ৩৫ যীশু তাদের বললেন,
"আমিই সেই জীবন-রুটি। যে আমার কাছে আসে তার কখনও খিদে পাবে না। যে আমার
উপর বিশ্বাস করে তার আর কখনও পিপাসাও পাবে না।

যীশু জানতেন লোকেরা কেন তাঁকে খুঁজছিল। তিনি জানতেন তারা আরও বেশি খাবার পাওয়ার জন্য তাঁকে খুঁজতে এসেছিল। তারা তাঁর ক্ষমতা দেখতে চেয়েছিল। তারা এইসব কাজ কিভাবে করতে হয় তা তাঁর কাছে জানতে চাইত। কিন্তু যীশু তাদের তাড়িয়ে দেন নি। তিনি তাদেরকে সত্য জানতে সাহায্য করেছিলেন। যীশু বললেন ঈশ্বর যাকে পাঠিয়েছেন তাদের তাঁকেই বিশ্বাস করা উচিত। তিনি তার নিজের সম্পর্কেই বলছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তারা জানুক যে তিনিই ঈশ্বরের পুত্র যাকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন।

পর্ব ১৮: যীশু তাঁর মহৎ ক্ষমতা দেখালেন

লোকেরা বলল যে তারা তাঁকে বিশ্বাস করবে যদি তিনি তাদেরকে আরও খাবার দেন। তারা বলল মোশি তাদের পূর্বপুরুষদের স্বর্গ থেকে রুটি দিয়েছিলেন। এই রুটিকে বলা হয় মান্না যা ঈশ্বর মরুপ্রান্তরে ইস্রায়েলীয়দেরকে দিয়েছিলেন। যীশু বললেন ঈশ্বরই তাদেরকে মান্না দিয়েছিলেন, মোশি নয়। তারপর যীশু বললেন এখন ঈশ্বর তাদেরকে স্বর্গ থেকে সত্যিকারের রুটি দিতে চান। তিনি বললেন যে, স্বর্গ থেকে সেই রুটির মানে হল, *স্বর্গথেকে নেমে এসে যিনি মানুষকে জীবন দেন।* যীশু তাঁর নিজের সম্পর্কে বলছিলেন।

যীশু বললেন *"আমিই সেই জীবন রুটি"* তিনি বললেন, যে তাঁর উপর বিশ্বাস করে তার আর কখনও খিদে কিংবা পিপাসা পাবে না।

যখন ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন তখন তাঁর সাথে তাদের সত্য এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। যখন মানুষেরা ঈশ্বরের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তারা ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকার প্রয়োজন অনুভব করেছিল। যদিও তারা এর অর্থ বুঝতে পারে নি তথাপি তাদের ঈশ্বরকে প্রয়োজন ছিল। কেবলমাত্র তিনিই লোকদের ভালবাসেন এবং যত্ন নেন। তিনি তাদের পিতা এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা। যখন লোকেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল এর মানে হল তারা ঈশ্বরের প্রতি আকাঙ্খিত এবং পিপাসিত হওয়ার মত। যদি মানুষ খাবার কিংবা পানি না পান করে তাহলে তারা ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত হয়ে মারা যাবে। যখন লোকেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা হয় তখন তারা মারা যায়। সেই কারণে যীশু নিজেকে জীবন রুটি বলেছেন। এর মানে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন লোকেরা যদি তাঁর উপর বিশ্বাস করে তারা আর কখনও ঈশ্বরের জন্য আকাঙ্খিত কিংবা পিপাসিত হবে না। ঈশ্বর তাঁকে পাঠানোর মাধ্যমেই পৃথিবীতে জীবন আনতে চেয়েছিলেন।

একদিন কিছু ফরীশী এবং ধর্ম শিক্ষক যীশুকে দেখতে যিরুশালেম থেকে এসেছিলেন সেই বিষয়ে মার্ক লিখেছিলেন।

মার্ক ৭:১-৭

১ যাঁরা যিরূশালেম থেকে এসেছিলেন এমন কয়েকজন ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষক যীশুর কাছে
একত্র হলেন।
২ তাঁরা দেখলেন, যীশুরশিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন হাত না ধুয়ে অশুচিভাবে
খেতে বসেছেন।
৩ ফরীশীরা ও সমস্ত যিহূদীরা পুরানো দিনের ধর্ম-শিক্ষকদের দেওয়া যে
নিয়ম চলে আসছে সেই নিয়ম মত হাত না ধুয়ে খান না।
৪ বাজার থেকে এসে তাঁরা হাত-পা না ধুয়ে কিছু খান না। এছাড়া তাঁরা আরও অনেক রকম
নিয়ম পালন করে থাকেন, যেমন ঘটি, বাটি, থালা ইত্যাদি ধোওয়া।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

৫ সেইজন্য ফরীশী ও ধর্ম-শিক্ষকেরা যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পুরানো দিনের ধর্ম-
শিক্ষকদের দেওয়া যে নিয়ম চলে আসছে আপনার শিষ্যেরা তা মেনে চলে না কেন? তারা
তো হাত না ধুয়েই খায়।"
৬ যীশু উত্তর দিলেন, "আপনারা ভণ্ড! আপনাদের বিষয়ে নবী যিশাইয় ঠিক কথাই
বলেছিলেন। তাঁর বইয়ে লেখা আছে: এই লোকেরা মুখেই আমাকে সম্মান করে, কিন্তু
তাদের অন্তর আমার কাছ থেকে দূরে থাকে।
৭ তারা মিথ্যাই আমার উপাসনা করে, তাদের দেওয়া শিক্ষা মানুষের তৈরী কতগুলো নিয়ম
মাত্র।

ফরীশী এবং ধর্ম-শিক্ষকেরা দেখল যে তাঁর শিষ্যরা হাত না ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া করতেন। পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ফরীশী এবং ধার্মিক যিহুদীদের অনেক নিয়ম ছিল। খাবার আগে হাত ধোওয়া নিয়ে তাদের খুব কড়া[২০৩] নিয়ম ছিল। পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত আইন নিয়ে মার্ক ব্যাখ্যা করেছিলেন।

যিরুশালেম থেকে আসা ফরীশী এবং ধর্ম-নেতারা দেখলেন যে যীশুর অনুসারীরা তাদের যিহুদী আইন অমান্য করেছে। তারা যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন তাঁর শিষ্যেরা *পুরানো দিনের ধর্ম শিক্ষকদেও দেওয়া যে নিয়ম চলে আসছে* তা মেনে চলে না। ঐতিহ্য হল এমন কিছু যা লোকেরা যুগ যুগ ধরে পালন করে আসে। যে ঐতিহ্যের কথা ফরীশীরা বলছিলেন তা হল তাদের তৈরি করা নিয়ম মাত্র। এই সব কিছু তারা নিজেরা তৈরি করতেন এবং সেগুলো মেনে চলতেন। তারা ভাবত যে যদি তারা এইসব নিয়ম মেনে চলতে পারে তাহলে ঈশ্বর হয়ত তাদের উপর সন্তুষ্ঠ হবেন।

যীশু তাদেরকে ভন্ড বলে ডাকলেন। 'ভন্ড' হল সেই লোকেরা যারা কিছু করবে বলে কিন্তু তা করে না। ধার্মিক যিহুদীরা এই সমস্ত নিয়ম মেনে চলে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করত। কিন্তু তারা ঈশ্বরের সাথে সত্যিকারের সম্পর্ক রাখতে চাইত না। ঈশ্বর আসলে কে তা তারা বুঝত না। ঈশ্বরের সমস্ত কথায় তারা বিশ্বাস করত না। তারা ঈশ্বরকে মূর্তি মনে করে আচরণ করত। তাই যীশু তাদেরকে ভন্ড বললেন। তিনি নবী যিশাইয়ের কিছু বাক্য বললেন। যারা বলে যে তারা ঈশ্বরকে ভালবাসে কিন্তু সত্যিকার অর্থে তা করে না সেই লোকদের বিষয়ে যিশাইয় লিখেছিলেন।

তারপর যীশু সেখানে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে কথা বললেন।

মার্ক ৭:১৪-২৩

১৪ এর পরে যীশু লোকদের আবার তাঁর কাছে ডেকে বললেন, "আপনারা সবাই আমার কথা
শুনুন ও বুঝুন। ১৫-১৬ বাইরে থেকে যা মানুষের ভিতরে যায় তা মানুষকে অশুচি করতে
পারে না, বরংমানুষের মধ্য থেকে যা বের হয়ে আসে তা-ই মানুষকে অশুচি করে।"

---

[২০৩] কড়া - একটি শক্তিশালী আইন যা ভাঙ্গা যায় না কিংবা অমান্য করা যায় না

পর্ব ১৮: যীশু তাঁর মহৎ ক্ষমতা দেখালেন

১৭ এর পরে যীশু যখন লোকদের ছেড়ে ঘরে ঢুকলেন, তখন শিষ্যেরা সেই কথার মানে
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।
১৮ যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা কি এতই অবুঝ? তোমরা কি বোঝ না যে, বাইরে থেকে যা
মানুষের ভিতরে ঢোকে তা তাকে অশুচি করতে পারে না?
১৯ এর কারণ হল, তা তো তার অন্তরে ঢোকে না কিন্তু পেটে ঢোকে এবং পরে দেহ থেকে
বের হয়ে যায়।" এই কথাতেই যীশু বুঝিয়ে দিলেন যে, সব খাবারই শুচি।
২০ যীশু আরও বললেন, "মানুষের ভিতর থেকে যা বের হয়ে আসে তা- ই মানুষকে অশুচি
করে,
২১ কারণ মানুষের ভিতর, অর্থাৎ অন্তর থেকেই মন্দ চিন্তা, সমস্ত রকম ব্যভিচার, চুরি,
খুন,
২২ লোভ, অন্যের ক্ষতি করবার ইচ্ছা, ছলনা, লমপটতা, হিংসা, নিন্দা, অহংকার এবং মূর্খতা
বের হয়ে আসে।
২৩ এই সব মন্দতা মানুষের ভিতর থেকেই বের হয়ে আসে এবং মানুষকে অশুচি করে।"

যীশু লোকদেরকে কাছে ডাকলেন এবং তাঁর কথা শুনতে বললেন। খাবার এবং পানীয়ের ব্যাপারে তিনি কথা বললেন। এইসব বিষয়ে কথা বলার কারণ হল খাবার এবং পানীয় নিয়ে যিহুদীদের অনেক নিয়ম ছিল। কোন্ খাবার তারা খেতে পারবে, কিভাবে তা রান্না করতে হবে, কে রান্না করবে এবং কিভাবে তা খেতে হবে সেই বিষয়ে তাদের অনেক নিয়ম ছিল। যীশু বললেন যে, খাবার কিংবা পানীয় কোনো মানুষকে ভাল কিংবা খারাপ করে না। তিনি বললেন বাইরে থেকে যা মানুষের ভিতরে ঢোকে তা তাঁকে অশুচি[২০৪] করতে পারে না। যীশু বললেন, *মানুষের ভিতর থেকে যা বের হয়ে আসে তা-ই মানুষকে অশুচি করে।*

তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে আমাদের হৃদয় থেকে যা বেরিয়ে আসে তার কারণে মানুষ পাপী। যীশু ধার্মিক যিহুদীদের বললেন তারা তাদের পাপ থেকে রেহাই পাবে না। তারা পরিচ্ছন্নতা এবং খাওয়া-ধাওয়া নিয়ে কড়া নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করত। কিন্তু এই সব নিয়ম মেনে চলার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের ভিতরের আসল সত্ত্বাকে পরিবর্তন করতে পারে না। তারা পাপ ও মৃত্যুর জগতে জন্মগ্রহণ করেছিল। যীশু বললেন লোকেরা সবসময় মন্দ কাজ করে এবং মন্দ চিন্তা করে। তারা আসলে ভিতরে যেমন সেই কারণেই মন্দ কাজ করে। যীশু চেয়েছিলেন যিহুদী ধর্মনেতারা জানুক যে তারা আসলে কে। তারা ঈশ্বরের দেওয়া সমস্ত আইন এবং নিজেদের তৈরি আইন সকল পালন করতে চেষ্টা করত। কিন্তু যীশু বললেন এগুলো তাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে না। তাদের ভিতরে মন্দতা ছিল। তিনি চাইতেন যেন তারা জানে যে তারা পাপী এবং উদ্ধার পাবার জন্য তাদের ঈশ্বরকে প্রয়োজন।

যীশু যে গল্প বলেছিলেন লূক তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। গল্প বলার মধ্য দিয়ে যীশু শিক্ষা দিতেন। বাংলাতে এই সব গল্পগুলোকে 'রূপক' গল্প বলা হয়। রূপক গল্প হল এমন একটি গল্প যা কোনো কিছুর উদাহরণ হিসাবে বলা হয়। যারা নিজেদেরকে ধার্মিক

[২০৪] অশুচি - কোনো কিছু ময়লা করা কিংবা যা ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণযোগ্য

তাঁর গল্প: উদ্ধার

মনে করত তাদের উদ্দেশ্যে যীশু এই রূপক গল্পটি বলেছিলেন। এই লোকেরা ভাবত যে তারা ভাল কাজ করলে ঈশ্বর তাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন। এরা নিজেদের ভাল মনে করত এবং অন্যদেরকে খারাপ ভাবত।

লূক ১৮:৯-১৪

৯ যারা নিজেদের ধার্মিক মনে করে অন্যদের তুচ্ছ করত তাদের শিক্ষা দেবার জন্য যীশু এই কথা বললেন:
১০ "দু'জন লোক প্রার্থনা করবার জন্য উপাসনা-ঘরে গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ফরীশী ও অন্যজন কর্-আদায়কারী।
১১ সেই ফরীশী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের বিষয়ে এই প্রার্থনা করলেন, 'হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে, আমি অন্য লোকদের মত ঠগ, অসৎ ও ব্যভিচারী নই, এমন কি, ঐ কর্-আদায়কারীর মতও নই।

---

১২ আমি সপ্তায় দু'বার উপবাস করি এবং আমার সমস্ত আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ তোমাকে দিই।'
১৩ সেই সময় সেই কর্-আদায়কারী কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। আকাশের দিকে তাকাবারও তার সাহস হল না; সে বুক চাপ্ড়ে বলল, 'হে ঈশ্বর! আমি পাপী; আমার প্রতি করুণা কর।'
১৪ "আমি তোমাদের বলছি, সেই কর্-আদায়কারীকে ঈশ্বর নির্দোষ বলে গ্রহণ করলেন আর সে বাড়ী ফিরে গেল। কিন্তু সেই ফরীশীকে তিনি নির্দোষ বলে গ্রহণ করলেন না। যে কেউ নিজেকে উঁচু করে তাকে নীচু করা হবে এবং যে নিজেকে নীচু করে তাকে উঁচু করা হবে।"

যীশু দুজন লোকের কথা বলেছিলেন, যারা উপাসনা ঘরে প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন। একজন ছিলেন ফরীশী এবং অন্যজন কর্-আদায়কারী। সেই ফরীশী উঠে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন যে তিনি অন্যান্য লোকদের মত নন। তিনি সেই কর্-আদায়কারীকে দেখে বললেন যে তিনি তার মত পাপী নন। সেই কর্-আদায়কারী কিছু দূর দাঁড়িয়ে ছিল। প্রার্থনা করার সময় সে এতটাই লজ্জিত ছিল যে আকাশের দিকে তাকানোর সাহস পর্যন্ত তার ছিল না। সে খুবই কষ্ট পেয়েছিল কারণ সে জানত যে সে একজন পাপী। সে জানত তার পাপের কারণে ঈশ্বরের কাছ থেকে সে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। সে জানত কেবলমাত্র ঈশ্বরই তাকে রক্ষা করতে পারেন। তাই উদ্ধার পাবার জন্য সে ঈশ্বরকে ডেকেছিল।

গল্পের শেষে যীশু বললেন: "আমি তোমাদেও বলছি, *সেই কর্ আদায়কারীকে ঈশ্বও নির্দোষ বলে গ্রহন করলেন আর সে বাড়ী ফিওে গেল। কিন্তু সেই ফরীশীকে নিনি নির্দোষ বলে গ্রহন করলেন না।* ঈশ্বর এই দুইজন লোকের সম্পর্কে কি ভাবছেন তা নিয়ে যীশু ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই গল্পের দুইজন ব্যক্তি-ই পাপী ছিলেন। সকলেই পাপ ও মৃত্যুর জগতে জন্মগ্রহণ করেছে এবং সকলেই ঈশ্বরের খাঁটি আইন অমান্য করেছে। তাই যীশুর গল্পের এই দুইজন লোকের মধ্যে কি পার্থক্য ছিল?

পর্ব ১৮: যীশু তাঁর মহৎ ক্ষমতা দেখালেন

যীশু বললেন সেই কর্-আদায়কারীকে নির্দোষ[২০৫] বলে গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু সেই ফরীশীকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হয় নি। সেই কর্-আদায়কারী ঈশ্বরের সত্য বুঝতে পেরেছিল। সে জানত যদিও সে ঈশ্বরের সমস্ত আইন পালন করার আপ্রাণ চেষ্টা করে তবুও সে তা পালন করতে ব্যর্থ হবে। তার পাপ নিয়ে সে খুবই দুঃখিত ছিল। সে জানত পাপের কারণে সে ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তাই সে ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিল। ঈশ্বরের সঙ্গে সেই কর্-আদায়কারীর একটি সত্যিকার সম্পর্ক ছিল। সে জানত ঈশ্বর আসলে কে এবং ঈশ্বর আসলে কি চিন্তা করেন। সে ঈশ্বরের সমস্ত কথা বিশ্বাস করেছিল। তাই যীশু বলেছিলেন তাকে *নির্দোষ* বলে গ্রহণ করা হয়েছিল- সেইজন্য তাকে আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপের ঋণ পরিশোধ করতে হবে না, এবং তিনি এও বলেছিলেন যে ঈশ্বরের সাথে তার ভাল সম্পর্ক ছিল।

সেই ফরীশী খুব ভালভাবে যিহুদীদের সমস্ত আইন পালন করতেন। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন না যে তিনি পাপী। পাপের কারণে তিনি যে ঈশ্বরের থেকে আলাদা ছিলেন তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। ঈশ্বর যেভাবে তাঁর কাছে আসতে বলেছিলেন তিনি সেইভাবে তাঁর কাছে যেতেন না। ঈশ্বরের সঙ্গে তার কোনো সত্যিকার সম্পর্ক ছিল না। তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের সমস্ত খাঁটি আইন পালন করতে পারবেন। কিন্তু এটা অসম্ভব। যীশু বললেন যে সেই ফরীশীকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হয় নি। তিনি ঈশ্বর এবং যীশুর সত্য বিশ্বাস করেন নি। তাই ঈশ্বরের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তার পাপের জন্য তার নিজেকেই পরিশোধ করতে হত।

[২০৫] নির্দোষ - ঈশ্বরের সাথে পুনরায় একটি সম্পর্ক স্থাপন করা কেননা তিনি আপনার পাপের জন্য মূল্য দিয়েছেন

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

?

১. গালীল সাগরে যে বড় ঝড় হয়েছিল, তা কেন যীশু থামাতে পেরেছিলেন ?

২. "এখনও কি তোমাদের বিশ্বাস হয় নি" এই কথা বলার মধ্য দিয়ে যীশু নৌকার মধ্যে থাকা লোকদেরকে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন ?

৩. যীশু ফিলিপকে কি দেখাতে চেষ্টা করছিলেন, যখন তিনি তাকে এতগুলো লোকের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন ?

৪. যীশু কেন বলেছিলেন "আমিই সেই জীবন-রুটি" ?

৫. যীশু তাঁর গল্পে বলেছিলেন সেই ফরীশীকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হয় নি। এর মানে তিনি কি বুঝিয়েছেন ?

৬. কেন সেই কর্-আদায়কারীকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হয়েছিল ?

পর্ব ১৯

যীশুই একমাত্র অনন্ত জীবনের পথ

যীশু এবং তাঁর শিষ্যেদের গালীল ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনাটি মার্ক লিখে রেখেছিলেন। তারা কৈসরিয়া-ফিলিপির উত্তরের অঞ্চলগুলোতে গিয়েছিলেন। এটি ছিল হারমন পর্বতের গোড়ায় অবস্থিত একটি শহর। তারা যখন হাঁটছিলেন, যীশু তাদের একটি প্রশ্ন করলেন।

মার্ক ৮:২৭-৩০

২৭ তারপর যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা কৈসরিয়া-ফিলিপি শহরের আশেপাশের
গ্রামে গেলেন। যাবার পথে তিনি শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কে,
এই বিষয়ে লোকে কি বলে?"
২৮ শিষ্যেরা বললেন, "কেউ কেউ বলে আপনি বাপ্তিস্মদাতা যোহন; কেউ কেউ বলে এলিয়;
আবার কেউ কেউ বলে আপনি নবীদের মধ্যে একজন।
২৯ তখন যীশু বললেন, "কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে?" পিতর উত্তর দিলেন, "আপনি
সেই মশীহ।"
৩০ যীশু তাঁদের সাবধান করে দিলেন যেন তাঁরা তাঁর সম্বন্ধে কাউকে কিছু না বলেন।

যীশু আগে থেকেই তাঁর প্রশ্নের উত্তর জানতেন। তিনি প্রশ্নটি করলেন যাতে করে তাঁর শিষ্যরা চিন্তা করতে পারে তিনি আসলে কে ।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

শিষ্যেরা যীশুকে বললেন যে কেউ কেউ বলে তিনি *বাপ্তিস্মদাতা যোহন।* ইনিই লোকদের যর্দন নদীতে বাপ্তিস্ম দিতেন এবং যাকে হেরোদ রাজা মেরে ফেলেছিলেন। এই লোকেরা মনে করে হেরোদ রাজা তাকে মেরে ফেলার পর যোহন আবার জীবিত হয়ে ফিরে এসেছে। কোনও কোনও লোকেরা বলে যে যীশু ছিলেন এলিয়। এলিয় ছিলেন পুরাতন নিয়মের একজন নবী। শিষ্যেরা বলল যে আরও অন্য লোকেরা বলে যে যীশু ছিলেন আর একজন নবী। যীশু তাদের স্পষ্টভাবে বললেন যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র। তিনি অনেক আশ্চর্য্য কাজ করে লোকদেরকে তার মহৎ ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও, অনেক লোক বিশ্বাস করতে চায় না যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র।

তারপর যীশু তার শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, *"কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে?"* যীশু শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে যা বলেন তা তারা বিশ্বাস করত কিনা। যীশু তাদের বললেন যে ঈশ্বরই তাঁকে পাঠিয়েছেন। তারা তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ দেখেছিলেন।

তাই যীশু জিজ্ঞেস করলেন তারা তাঁকে নিয়ে কি ভাবে। পিতর বলল "আপনি সেই মশীহ।" পূর্বে পিতরের নাম ছিল শিমন। তিনি ছিলেন জেলেদের মধ্যে একজন যাকে যীশু তাঁর শিষ্য হওয়ার জন্য ডেকেছিলেন। কিন্তু যীশু বললেন এখন থেকে তার নাম হবে পিতর। পিতর বলেছিলেন যীশুই হলেন মশীহ। মনে আছে মশীহ নামের মানে হল ঈশ্বরের সেই মনোনীত জন, যার বিষয়ে ঈশ্বর অনেক আগেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ? মশীহ মানে হল নবী, মহাপুরোহিত এবং দায়ূদের বংশ থেকে আসা চিরকালের রাজা। পিতর ছিলেন কফরনাহুমের একজন সামান্য জেলে। কিন্তু তিনি যীশুর সাথে বেশ কিছু বছর কাটিয়ে ছিলেন। তিনি যীশুর কাছ থেকে ঈশ্বরের বিষয়ে অনেক কিছু শুনেছিলেন। তিনি যীশুর বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ দেখেছিলেন। তাই পিতর এবং অন্যান্য শিষ্যেরা জানতেন যীশু আসলে কে। তারা জানতেন যে তিনিই ছিলেন মশীহ। কিন্তু যিহুদীরা যে মশীহের আসার জন্য অপেক্ষা করেছিল তারা ভেবেছিল তিনি হবেন মহান রাজা। তারা মশীহের আসল কাজ সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারে নি, যা ঈশ্বরই যীশুকে দিয়েছিলেন।

যীশু তাঁর বিষয়ে অন্যদের কাছে বলতে বারণ করেছিলেন। তিনি চাননি লোকেরা তাঁকে অনুসরণ করুক কেবলমাত্র এই কারণে যে তাদের নতুন রাজা দরকার। তিনি পৃথিবীতে রাজা হিসাবে কাজ করতে আসেন নি। তিনি চেয়েছিলেন লোকেরা যেন সত্যিকার অর্থে তাঁকে জানে তিনি আসলে কে - ঈশ্বরের মেষশাবক। তারপর যীশু তাঁর শিষ্যদের বলতে লাগলেন তাঁর সাথে কি ঘটবে।

মার্ক ৮:৩১-৩৩

৩১ পরে যীশু তাঁর শিষ্যদের এই বলে শিক্ষা দিতে লাগলেন যে, মনুষ্যপুত্রকে অনেক
দুঃখভোগ করতে হবে। বৃদ্ধ নেতারা, প্রধান পুরোহিতেরা এবং ধর্ম-শিক্ষকেরা তাঁকে অগ্রাহ্য
করবেন। তাঁকে মেরে ফেলা হবে এবং তিন দিন পরে তাঁকে মৃত্যু থেকে আবার জীবিত হয়ে
উঠতে হবে।

পর্ব ১৯: যীশুই একমাত্র অনন্ত জীবনের পথ

৩২ এই সব কথা তিনি স্পষ্টভাবেই বললেন। তখন পিতর যীশুকে একপাশে নিয়ে
গিয়ে অনুযোগ করতেলা গলেন।
৩৩ যীশু মুখ ফিরিয়ে শিষ্যদের দিকে তাকালেন এবং পিতরকে ধমক দিয়ে বললেন, "শয়তান,
আমার কাছ থেকে দূর হও। ঈশ্বরের যা, তা তুমি ভাবছ না, কিন্তু মানুষের যা, তা-ই ভাবছ।"

যীশু নিজেকে মনুষ্যপুত্র বলেছিলেন। মনে আছে, তিনি কিভাবে নিজের জন্য এই নামটি ব্যবহার করেছিলেন ? কেননা তিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র, যিনি সত্যিকারে একজন মানুষ হিসেবে এসেছিলেন। যীশু তাদের পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন তাঁকে অনেক বিষয়ে কষ্টভোগ করতে হবে। তিনি বলেছিলেন যিহুদী ধর্ম-নেতারা তাঁকে অগ্রাহ্য[২০৬] করবে এবং মেরে ফেলবে। তিনি বললেন যে তারা তাঁকে মেরে ফেলবে কিন্তু তিন দিন পর তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন। যীশু বোঝাতে চেয়েছিলেন যে তিনি তিন দিন পর জীবিত হবেন।

পিতর যীশুকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। পিতর যীশুকে এসব কথা বলতে মানা করলেন। তিনি জানতেন যে যীশুই মশীহ কিন্তু তিনি এর প্রকৃত মানে জানতেন না। যীশু তাদেরকে এর প্রকৃত মানে বুঝিয়ে দিলেন। তারা ভেবেছিলেন যে মশীহ হবেন একজন মহান রাজা। কিন্তু যীশু কিনা তাদের বলছেন যে তিনি কষ্টভোগ করবেন এবং মারা যাবেন।

যখন পিতর যীশুকে এসব বলতে মানা করেছিলেন, যীশু পিতরকে ধমক[২০৭] দিলেন। তিনি বললেন, *"শয়তান, আমার কাছ থেকে দূও হও। ঈশ্বরের য, তা তুমি ভাবছ না, কিন্তু মানুষের যা, তা-ই ভাবছ।"*

যীশু পিতরের সাথে খুব কড়াভাবে কথা বললেন, কেননা পিতর যা বলেছিলেন শয়তান চেয়েছিল লোকেরা যেন তা বিশ্বাস করে। শয়তান চায়ত লোকেরা যেন ভাবে যে তারা ঈশ্বরের থেকে আলাদা হয়ে যায় নি। শয়তান চায় লোকেরা যেন ভাবে একদিন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। শয়তান চায় নি লোকেরা জানুক যে তারা পাপ ও মৃত্যুর জগতে জন্মগ্রহণ করেছে।

ঈশ্বরের সাথে সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপন করার একমাত্র উপায় হল জীবন দিয়ে পাপের মূল্য দেওয়া। ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার এটাই একমাত্র সত্য পথ। মানুষকে জানতে হবে তারা তাদের পাপের কারণে ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে কেবলমাত্র ঈশ্বরই তাদের সাহায্য করতে পারেন। এটাই আসল সত্য পথ। কিন্তু শয়তান চায় লোকেরা ভাবে যে, পাপের কোনও মূল্য না দিয়ে তারা ঈশ্বরের কাছে যেতে পারবে। ঈশ্বরের উদ্ধারের গল্পে

[২০৬] অগ্রাহ্য করা - কারো কথা না শোনা, কাউকে পছন্দ কিংবা ভাল না বাসা, কারো কথায় সায় না দেয়া অথবা কেউ কিছু বললে তা ভূল বলা
[২০৭] ধমক দেওয়া - কেউ কিছু করলে তখন তাকে থামতে বলা

তাঁর গল্প: উদ্ধার

এমন হয়নি। এটা সত্য নয়। ঈশ্বরের কাছে লোকদেরকে সঠিক উপায়ে আসতে হবে এবং যা কিছু ঘটছে সমস্তই ভালভাবে বুঝতে হবে। ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসেন এবং তাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে চান। কিন্তু তাদেরকেও তিনি যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন সেই পথেই তাঁর কাছে আসতে হবে। এছাড়া আর কোন পথ নেই।

সেই কারণেই যীশু কড়াভাবে পিতরের সাথে কথা বলেছিলেন। যীশু ঈশ্বরের কাজ করতেই পৃথিবীতে এসেছিলেন। সেই কাজের মানে হল তিনি কষ্টভোগ করবেন এবং মারা যাবেন। তাই যীশু অন্য কোনও উপায়ে এসব কাজ করবেন না। তিনি পৃথিবীতে একজন মহান রাজা হতে চান নি, যার অনেক প্রজা থাকবে। তিনি শুধুমাত্র ঈশ্বরের দেওয়া কাজ সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন।

মার্ক ৮:৩৪-৯:১

৩৪ এর পরে তিনি শিষ্যদের আর অন্য লোকদের তাঁর কাছে ডেকে বললেন, "যদি কেউ
আমার পথে আসতে চায় তবে সে নিজের ইচ্ছামত না চলুক; নিজের ক্রুশ বয়ে নিয়ে সে
আমার পিছনে আসুক। ৩৫ যে কেউ তার নিজের জন্য বেঁচে থাকতে চায় সে তার সত্যিকারের
জীবন হারাবে; কিন্তু যে কেউ আমার জন্য এবং ঈশ্বরের দেওয়া সুখবরের জন্য তার প্রাণ
হারায়, সে তার সত্যিকারের জীবন রক্ষা করবে। ৩৬ যদি কেউ সমস্ত জগৎ লাভ করে তার
বিনিময়ে তার সত্যিকারের জীবন হারায় তবে তার কোন লাভ নেই, ৩৭ কারণ সত্যিকারের
জীবন ফিরে পাবার জন্য তার দেবার মত কি আছে? ৩৮ এই কালের অবিশ্বস্ত ও পাপী
লোকদের মধ্যে যদি কেউ আমাকে নিয়ে আর আমার কথা নিয়ে লজ্জাবোধ করে, তবে
মনুষ্যপুত্র যখন পবিত্র দূতদের সংগে করে তাঁর পিতার মহিমায় আসবেন, তখন তিনিও সেই
লোকের সম্বন্ধে লজ্জাবোধ করবেন।"
৯:১ তারপর যীশু শিষ্যদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এখানে এমন কয়েকজন
আছে যাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্য মহাশক্তিতে দেখা না দেওয়া পর্যন্ত তারা কোনমতেই মারা
যাবে না।"

যীশু একদিন তাঁর কথা শোনার জন্য লোকদেরকে ডাকলেন। তিনি তাদেরকে তাঁর শিষ্য হওয়ার আসল অর্থ বোঝাতে চেয়েছিলেন। তিনি বললেন যারা তাঁকে অনুসরণ করে তাদেরকে অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তারা জীবনে যা কিছু করত তাদেরকে সেসব কিছুই বন্ধ করতে হবে। তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে যা কিছু বলেন তাদেরকে তা বিশ্বাস করতে হবে। তাঁকে অনুসরণ করার জন্য তাদের মন স্থির করতে হবে। যীশু বললেন, "যে কেউ আমার জন্য এবং ঈশ্বরের দেওয়া সুখবরের জন্য তার প্রাণ হারায়, সে তার সত্যিকারের জীবন রক্ষা করবে।" তিনি বললেন, তিনি নিজের বিষয়ে যা বলেন লোকেরা যদি তা বিশ্বাস করে এবং তাঁকে অনুসরণ করে, তাহলে তাদের জীবন রক্ষা পাবে।

ছয়দিন পর যা ঘটেছিল মার্ক সেই বিষয়ে লিখে রেখেছিলেন।

মার্ক ৯:২-১০

২ এর ছয় দিন পরে যীশু কেবল পিতর, যাকোব ও যোহনকে সংগে নিয়ে একটা উঁচু পাহাড়ে
গেলেন। এই শিষ্যদের সামনে তাঁর চেহারা বদলে গেল। ৩ তাঁর কাপড়-চোপড় এমন চোখ
ঝলসানো সাদা হল যে, পৃথিবীর কোন ধোপার পক্ষে তেমন করে কাপড় কাচা সম্ভব
নয়।

৪ শিষ্যেরা সেখানে এলিয় ও মোশিকে দেখতে পেলেন। তাঁরা যীশুর সংগে কথা
বলছিলেন।
৫ তখন পিতর যীশুকে বললেন, "গুরু, ভালই হয়েছে যে, আমরা এখানে আছি।
আমরা এখানে তিনটা কুঁড়ে-ঘর তৈরী করি-একটা আপনার, একটা মোশির ও একটা এলিয়ের
জন্য।" ৬ কি যে বলা উচিত তা পিতর বুঝলেন না, কারণ তাঁরা খুব ভয় পেয়েছিলেন।
৭ এই সময় একটা মেঘ এসে তাঁদের ঢেকে ফেলল, আর সেই মেঘ থেকে এই কথা শোনা
গেল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমরা এঁর কথা শোন।" ৮ শিষ্যেরা তখনই চারদিকে তাকালেন
কিন্তু যীশু ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না।
৯ পরে পাহাড় থেকে নেমে আসবার সময় যীশু তাঁদের আদেশ দিলেন, "তোমরা যা দেখলে তা
মনুষ্যপুত্র মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে না ওঠা পর্যন্ত কাউকে বোলো না।"
১০ শিষ্যেরা যীশুর আদেশ পালন করলেন, কিন্তু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার অর্থ কি তা
নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন।

যীশু পিতর, যাকোব এবং যোহনকে সঙ্গে নিয়ে একটি উঁচু পাহাড়ে গেলেন। ঈশ্বরের গল্পে উল্লেখ নেই যে এটা কোন পাহাড় ছিল। কিন্তু কেউ কেউ বলে এটা গালীলের ট্যাবর পাহাড়। যখন তারা পাহাড়ের উপর ছিলেন যীশুর চেহারা বদলে[২০৮] গিয়েছিল। তাঁর কাপড়-চোপড় এতটাই সাদা হয়ে গিয়েছিল যে তা চোখ ঝলসানোর[২০৯] মত। তখন পিতর এবং যোহন যীশুকে মোশি ও এলিয়ের সাথে কথা বলতে দেখলেন।

শিষ্যেরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। পিতর অবাক হলেন এবং ভয় পেলেন। কি যে বলা উচিৎ তা তিনি বুঝতে পারলেন না। তাই তিনি বলে বসলেন পাহাড়ের উপরে তাদের তিনটি কুঁড়ে-ঘর তৈরি করা উচিৎ, যাতে লোকেরা সেখানে এসে যীশু, মোশি এবং এলিয়ের উপাসনা করতে পারে। এই সময় একটা মেঘ এসে তাঁদের ডেকে ফেলল এবং সেই মেঘ থেকে এই কথা শোনা গেল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমরা এঁর কথা শোন।" যখন তারা আবার তাকালেন, তখন কেবল যীশুই সেখানে ছিলেন। পাহাড় থেকে নেমে আসার সময় যীশু তাদেরকে যা ঘটেছিল তা লোকদেরকে বলতে বারণ করেছিলেন। তিনি বললেন তাঁর মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার আগ পর্যন্ত তারা যেন অপেক্ষা করে।

যীশু যে আসলে কে, তা পিতর, যাকোব এবং যোহন দেখেছিলেন। পূর্বে তারা তাঁকে কেবল মানুষ রূপেই দেখেছিলেন। কিন্তু তারা তখন এও দেখলেন যে তিনি মনুষ্য রূপে ঈশ্বরের পুত্র। ঈশ্বর মেঘের মধ্য থেকে তাদের সাথে কথা বলেছিলেন।

[২০৮] বদলে যাওয়া - অনেক বেশি পরিবর্তন হওয়া
[২০৯] ঝলসানো - এতটাই উজ্জল যে এর দিকে তাকানো যায় না

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

পিতা ঈশ্বর বললেন যীশু-ই তাঁর পুত্র এবং তাদের তাঁর কথা শোনা উচিৎ। যীশু যেমন বলেছিলেন, তেমনি তারা এই ঘটনার কথা কাউকে বলেন নি। ঈশ্বরের গল্প বলে যে, তারা *মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার অর্থ কি তা* নিয়ে কথা বলছিলেন। তারা এই ব্যাপারটি বুঝতে পারেন নি।

যীশু চেয়েছিলেন মানুষ যেন বুঝতে পারে তিনি আসলে কে। তিনি চান তারা যেন জানে ঈশ্বর তাঁকে কি কাজ দিয়েছেন। লোকদেরকে এইসব কিছু বোঝানোর জন্য তিনি বিভিন্ন উদাহরণ ব্যবহার করতেন। যীশুর এসব উদাহরণের মধ্য থেকে একটি উদাহরণ নিয়ে যোহন লিখেছিলেন।

যোহন ১০:৭-১১

৭ সেইজন্য যীশু আবার বললেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, মেষগুলোর জন্য আমিই
দরজা। ৮ আমার আগে যারা এসেছিল তারা সবাই চোর আর ডাকাত, কিন্তু মেষগুলো তাদের
কথা শোনে নি। ৯ আমিই দরজা। যদি কেউ আমার মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢোকে তবে সে উদ্ধার
পাবে। সে ভিতরে আসবে ও বাইরে যাবে আর চরে খাবার জায়গা পাবে। ১০ চোর কেবল চুরি,
খুন ও নষ্ট করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আসে। আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায়, আর সেই
জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়।
১১ "আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক তার মেষদের জন্য নিজের জীবন দেয়।

যীশু বললেন, *"মেষগুলোর জন্য আমিই পথ।"* সেখানে উপস্থিত লোকেরা জানত তিনি কি বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন। সেই এলাকার অনেকেই ভেড়া চড়াত। তাই তারা জানত কিভাবে ভেড়ার দেখাশোনা করতে হয়। রাখালেরা ভেড়া চড়ানোর জন্য এদেরকে বাইরে নিয়ে যেত। কখনও কখনও তারা এদের গ্রাম এবং শহরের বাইরে অনেক দূরে নিয়ে যেত। রাতের বেলা রাখালেরা তাদের ভেড়াগুলোকে পাথর দিয়ে ঘেরাও করা বেষ্টনীর মধ্যে রাখত। একজন ভাল রাখাল কখনও রাতের বেলা তার ভেড়াগুলোকে একা ফেলে রেখে কোথাও যায় না। সে তাদের সাথে সেখানেই থাকে। সে রাতের বেলায় খোয়াড়ের দরজার সামনে ঘুমায়। তার এমন করার কারণ হল, ভেড়াগুলো যেন বাইরে যেতে না পারে এবং চোর[২১০] যাতে ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। ভেড়াগুলো রাতের বেলায় খোয়াড়ের ভিতরেই নিরাপদে থাকে।

তাই সেখানকার লোকেরা জানত একজন ভাল রাখাল মানে কি। যখন তিনি বললেন *তিনিই দরজা* তখন তারা বুঝতে পারলেন যীশু কি নিয়ে কথা বলছিলেন। যীশু আসলে ভেড়া নিয়ে কথা বলেন নি। তিনি মানুষকে নিয়েই কথা বলছিলেন। তিনি বললেন মানুষ হল ভেড়ার মত। তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য তাদের একজন রাখালের দরকার। যীশু বললেন যদি লোকেরা, *"আমার মধ্য দিয়া ভিতরে ঢোকে,"* তবে তারা উদ্ধার পাবে। যীশু বলেছিলেন ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য তিনিই একমাত্র পথ। তিনি বললেন যদি কেউ তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসে - তাহলে সে উদ্ধার পাবে। ঈশ্বর তাদের

[২১০] চোর - যারা অন্যদের জিনিসপত্র নিয়ে ফেলে

দেখাশোনা করবেন এবং তারা ঈশ্বরের শত্রু শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাবে। যীশু বললেন, *"আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায়, আর সেই জীবন*

পর্ব ১৯: যীশুই একমাত্র অনন্ত জীবনের দরজা

যীশু আরও বললেন যে তিনি *তার মেষদের জন্য নিজের জীবন দেবেন*। এর মানে হল তিনি তাঁর লোকদের উদ্ধার করার জন্য নিজেই মৃত্যুবরণ করবেন। যীশু বলেছিলেন তিনি মানুষকে এত ভালবাসেন যে তাদের জন্য নিজের জীবনও দিতে পারেন।

পরবর্তীতে যোহন, যীশু নিজের বিষয়ে যা বলেছিলেন, তা লিখে রেখেছিলেন।

যোহন ১৪:৬ ৬ যীশু থোমাকে বললেন, "আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।

যখন তিনি এইসব বলেছিলেন, তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের সাথে কথা বলছিলেন। যীশু বললেন যে তিনি *পথ* যার মধ্য দিয়ে লোকেরা ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে। তিনি বললেন, তাঁর মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে না।

যীশু আরও বললেন তিনিই *সত্য*। যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করার জন্যই তিনি মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে এসেছিলেন। এটাই সত্য। ঈশ্বর সর্বদা সত্য কথা বলেন এবং যীশু সর্বদা সত্য কথা বলতেন। যীশু সবসময় সত্য পথে চলতেন। তিনি বলেছিলেন তিনিই সত্য। ঈশ্বরের সত্য এবং অন্যান্য সবকিছু বুঝতে হলে মানুষকে বুঝতে হবে যীশু আসলে কে। যদি তারা যীশুর আসল পরিচয় বুঝতে না পারে তবে তারা কখনও সত্য কি তা বুঝতে পারবে না।

যীশু আরও বলেছিলেন যে তিনিই *জীবন*। যীশু বোঝাতে চেয়েছেন যে, সত্যিকার জীবন আসলে তাঁর কাছ থেকেই আসে। মানুষ পৃথিবীতে অল্প সময়ের জন্য বাঁচে। মারা গেলে পর তারা তাদের পাপের কারণে ঈশ্বরের কাছ থেকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ঈশ্বর চান মানুষ যেন তাঁর সাথে চিরকাল থাকতে পারে। ঈশ্বর চান মানুষ যেন সত্যিকার জীবন পায় - অনন্ত জীবন। যীশু বলেছিলেন, তিনিই জীবন কেননা তিনিই একমাত্র পথ যার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায় এবং তাঁর মধ্য দিয়েই অনন্ত জীবন অর্থাৎ সত্যিকারের জীবন পাওয়া যায়।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

?

১. যীশু কেন তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন “তোমরা কি বল, আমি কে ?”

২. যীশু কেন পিতরকে ধমক দিয়েছিলেন ?

৩. “মেষগুলোর জন্য আমিই দরজা”- এই কথা বলার মাধ্যমে যীশু কি বুঝিয়েছিলেন ?

৪. “আমিই পথ, সত্য আর জীবন” এর মাধ্যমে যীশু কি বোঝাতে চেয়েছিলেন ?

পর্ব ২০

যীশু একজন মানুষকে জীবন দিলেন

বৈথনিয়া গ্রামের একটি আশ্চর্য ঘটনা নিয়ে যোহন লিখেছিলেন। এটি যিরুশালেমের কাছাকাছি যিহুদার একটি গ্রাম। এই গ্রামটি যিরুশালেমের পাশেই জলপাই পাহাড় নামক এক স্থানে ছিল। দুই বোন এবং এক ভাই সেখানে বাস করতেন। তাদের নাম ছিল মার্থা, মরিয়ম এবং লাসার। পবিত্র বাইবেলে মার্থা ও মরিয়মের বিষয়ে লূক আগেই লিখেছিলেন। তারা এবং তাদের ভাই লাসার যীশুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং শিষ্য ছিলেন। সেই সময় ধর্ম নেতারা যীশুর শিক্ষা বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। তারা তাঁকে মেরে ফেলার জন্য খুঁজছিলেন। তখন অনেক লোক যীশুকে অনুসরণ করত এবং যিহুদী নেতারা তা থামাতে চেষ্টা করত।

যোহন ১১:১-১৬

১ লাসার নামে বৈথনিয়া গ্রামের একজন লোকের অসুখ হয়েছিল। মরিয়ম ও তাঁর বোন
মার্থা সেই গ্রামে থাকতেন। ২ ইনি সেই মরিয়ম যিনি প্রভুর পায়ে সুগন্ধি আতর ঢেলে দিয়ে
নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দিয়েছিলেন। যে লাসারের অসুখ হয়েছিল তিনি ছিলেন
এই মরিয়মের ভাই। ৩ এইজন্য তাঁর বোনেরা যীশুকে এই কথা বলে পাঠালেন, "প্রভু,
আপনি যাকে ভালবাসেন তার অসুখ হয়েছে।"
৪ এই কথা শুনে যীশু বললেন, "এই অসুখ তার মৃত্যুর জন্য হয় নি বরং ঈশ্বরের মহিমা
প্রকাশের জন্যই হয়েছে, যেন এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পুত্রের মহিমা প্রকাশ পায়।"

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

৫ মার্থা, তাঁর বোন ও লাসারকে যীশু ভালবাসতেন। ৬ যখন যীশু লাসারের অসুখের কথা
শুনলেন তখন তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই আরও দু'দিন রয়ে গেলেন। ৭ তারপর তিনি
শিষ্যদের বললেন, "চল, আমরা আবার যিহূদিয়াতে যাই।
৮ শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, "গুরু, এই কিছুদিন আগে নেতারা আপনাকে পাথর মারতে
চেয়েছিলেন, আর আপনি আবার সেখানে যাচ্ছেন?
৯ যীশু উত্তর দিলেন, "দিনে কি বারো ঘণ্টা নেই? কেউ যদি দিনে চলাফেরা করে সে
উছোট খায় না, কারণ সে এই পৃথিবীর আলো দেখে। ১০ কিন্তু যদি কেউ রাতে চলাফেরা
করে সে উছোট খায়, কারণ তার মধ্যে আলো নেই।" ১১ এই সব কথা বলবার পরে যীশু
শিষ্যদের বললেন, "আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি তাকে জাগাতে
যাচ্ছি।"
১২ এতে শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, "প্রভু, যদি সে ঘুমিয়েই থাকে তবে সে ভাল হবে।"
১৩ যীশু লাসারের মৃত্যুর কথা বলছিলেন, কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা ভাবলেন তিনি স্বাভাবিক
ঘুমের কথাই বলছেন।
১৪ যীশু তখন স্পষ্ট করেই বললেন, "লাসার মারা গেছে, ১৫ কিন্তু আমি তোমাদের কথা
ভেবে খুশী হয়েছি যে, আমি সেখানে ছিলাম না যাতে তোমরা বিশ্বাস করতে পার। চল,
আমরা লাসারের কাছে যাই।"
১৬ তখন থোমা, যাঁকে যমজ বলা হয়, তাঁর সংগী-শিষ্যদের বললেন, "চল, আমরাও যাই,
যেন তাঁর সংগে মরতে পারি।"

মার্থা এবং মরিয়ম যীশুর কাছে তাদের ভাইয়ের অসুখের খবর পাঠিয়েছিলেন। তাই তিনি জানতেন কি হয়েছিল। তিনি বললেন, *"এই অসুখ তার মৃত্যুও জন্য হয়নি বরং ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের জন্যই হয়েছে, যেন এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পুত্রের মহিমা প্রকাশ পায়।"* কাউকে গৌরব[২১১] দেওয়ার মানে হল যে তিনি এমন কিছু আশ্চর্য্য কাজ করেছেন যার কারণে আপনি তাঁর প্রশংসা করছেন। যীশু বললেন এই অসুস্থতার মধ্য দিয়ে তিনি *গৌরবান্বিত হবেন*।

যীশু সেই সময় অন্য এক স্থানে ছিলেন। তিনি মার্থা এবং মরিয়মের কাছ থেকে লাসারের অসুস্থতার খবর পেয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি যেখানে ছিলেন সেখানে আরও ২ দিন রয়ে গেলেন। দুই দিন পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, *"চল আমরা আবার যিহূদিয়াতে যাই"*। কিন্তু শিষ্যেরা যিহূদিয়াতে যেতে চান নি। যিহূদিয়া ছিল ইস্রায়েলের একটি প্রদেশ[২১২]

[২১১] গৌরব - যীশু আসলে কে লোকেরা যেন তা দেখতে পায় এবং সেইজন্য তাঁর প্রশংসা ও আরাধনা করতে পারে
[২১২] প্রদেশ - তৎকালীন রোমীয় সরকারের অধীনস্থ এলাকা

যেখানে যিরুশালেম শহরটি অবস্থিত। যিরুশালেমেই যিহুদী নেতারা থাকতেন। তারা যীশুকে মেরে ফেলার জন্য ধরতে চেয়েছিলেন।

পর্ব ২০: যীশু একজন মানুষকে জীবন দিলেন

শিষ্যেরা যীশুকে বললেন যদি তিনি যিরুশালেমে ফিরে যান, তাহলে যিহুদীরা হয়ত তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে।

যীশু বললেন তিনি সেখানে গিয়ে লাসারকে জাগাতে চান। শিষ্যেরা ভাবলেন যীশু স্বাভাবিক অসুখের কথাই বলছেন। তাই তারা বললেন যে, যদি সে ঘুমিয়েই থাকে তবে সে ভাল হবে। কিন্তু যীশু তাদের স্পষ্ট করেই বললেন যে লাসার মারা গেছে। তিনি বললেন, তিনি খুশি যে তিনি সেখানে ছিলেন না। তিনি জানতেন কি ঘটতে চলেছে। যীশু জানতেন তাঁর শিষ্যেরা দেখবে যে তিনি কি করছেন, তখন তারা বিশ্বাস করবে যে ঈশ্বরই তাঁকে পাঠিয়েছেন।

থোমা নামে শিষ্যদের মধ্যে একজন বললেন যে, *"চল আমরাও যাই যেন তাঁর সংগে মরতে পারি।"* থোমা চেয়েছিলেন সকলে যেন যীশুর সাথে যায়। কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন যে যিহুদীরা তাদের সকলকে মেরে ফেলবে। এরপর যীশু এবং তাঁর শিষ্যেরা বৈথনিয়াতে গেলেন।

যোহন ১১:১৭-৩২

১৭ যীশু সেখানে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, চার দিন আগেই লাসারকে কবর দেওয়া
হয়েছে। 18যিরূশালেম থেকে বৈথনিয়া প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে ছিল।
১৯ যিহূদীদের মধ্যে অনেকেই মার্থা ও মরিয়মকে তাঁদের ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য সান্ত্বনা দিতে
এসেছিল। ২০ যীশু আসছেন শুনে মার্থা তাঁর সংগে দেখা করতে গেলেন, কিন্তু মরিয়ম
ঘরে বসে রইলেন। 21মার্থা যীশুকে বললেন, "প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন তবে
আমার ভাই মারা যেত না। ২২ কিন্তু আমি জানি, আপনি এখনও ঈশ্বরের কাছে যা চাইবেন
ঈশ্বর তা আপনাকে দেবেন।
২৩ যীশু তাঁকে বললেন, "তোমার ভাই আবার জীবিত হয়ে উঠবে।"
২৪ তখন মার্থা তাঁকে বললেন, "আমি জানি, শেষ দিনে মৃত লোকেরা যখন জীবিত হয়ে
উঠবে তখন সেও উঠবে।"
২৫ যীশু মার্থাকে বললেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস করে সে
মরলেও জীবিত হবে। ২৬ আর যে জীবিত আছে এবং আমার উপর বিশ্বাস করে সে কখনও
মরবে না। তুমি কি এই কথা বিশ্বাস কর?"
২৭ মার্থা তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে, জগতে যাঁর আসবার কথা আছে
আপনিই সেই মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র।" ২৮ এই কথা বলে মার্থা গিয়ে তাঁর বোন মরিয়মকে
গোপনে ডেকে বললেন, "গুরু এখানে আছেন ও তোমাকে ডাকছেন।"
২৯ মরিয়ম এই কথা শুনে তাড়াতাড়ি উঠে যীশুর কাছে গেলেন। যীশু তখনও গ্রামে এসে
পৌঁছান নি; ৩০ মার্থা যেখানে তাঁর সংগে দেখা করেছিলেন সেখানেই ছিলেন।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

৩১ যে যিহূদীরা মরিয়মের সংগে ঘরে থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল তারা মরিয়মকে
তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে যেতে দেখে তাঁর পিছনে পিছনে গেল। তারা ভাবল, মরিয়ম কবরের
কাছে কাঁদতে যাচ্ছেন।
৩২ যীশু যেখানে ছিলেন মরিয়ম সেখানে গেলেন আর তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর পায়ের
উপর পড়ে বললেন, "প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন তবে আমার ভাই মারা যেত না।"

যীশু এবং তাঁর শিষ্যেরা বৈথনিয়াতে পৌছালেন। কিন্তু তারা সেখানে পৌছানোর আগেই লাসারকে কবর[২১৩] দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। তার দেহ চার দিন ধরে কবরে ছিল। সেখানে অনেক লোক ছিল। বৈথনিয়া যিরুশালেমের খুব কাছেই ছিল। তাই অনেক যিহুদী লোকও সেখানে উপস্থিত ছিল।

মার্থা যীশুর সাথে দেখা করতে বাইরে গেলেন। তিনি বললেন যীশু যদি সেখানেই থাকতেন তাহলে লাসার মারা যেত না। কিন্তু তারপর তিনি বললেন যে যীশু যদি ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চান তাহলে ঈশ্বর তাঁকে সাহায্য করবেন। যীশু মার্থাকে বললেন, তার ভাই *আবার জীবিত হয়ে উঠবে*। এর মানে যীশু বোঝাতে চেয়েছেন যে তিনি লাসারকে জীবন দিবেন। কিন্তু মার্থা ভেবেছিলেন যীশু হয়ত সূদূর ভবিষ্যতের কথা বলছিলেন। তিনি বললেন, *"আমি জানি শেষ দিনে মৃত লোকেরা যখন জীবিত হয়ে উঠবে তখন সেও উঠবে।"* মার্থা জানতেন ঈশ্বরের গল্পে বলা হয়েছে যে, শেষ দিনে সকল মৃত লোকেরা আবার জীবিত হবে। ঈশ্বর সেই সময় তাদের সকলকে বিচার করবেন। যীশু কিন্তু এই বিষয়ে কথা বলেন নি।

যীশু মার্থাকে বললেন, *"আমিই পুনরুত্থান[214] ও জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস কওে সে মরলেও জীবিত হবে।"* যীশু বলেছিলেন কেবলমাত্র তাঁর মধ্য দিয়েই মানুষ পুনরায় জীবন পেতে পারে। তিনি বললন যে কেউ আমার উপর বিশ্বাস করে সে কখনও মরবে না। মার্থা বললেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে যীশুই সেই মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র, যাকে ঈশ্বর এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।

মার্থা মরিয়মকে আনতে বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি মরিয়মকে বললেন যে যীশু তাকে ডাকছেন। মরিয়ম যীশুর কাছে গেলেন। সেখানে উপস্থিত যিহুদীরা মরিয়মের পিছনে পিছনে যেতে লাগল। মরিয়ম কাঁদতে কাঁদতে বললে লাগলেন, *"প্রভু আপনি যদি এখানে থাকতেন তবে আমার ভাই মারা যেত না।"* মরিয়ম ভেবেছিলেন এমনকি যীশুর পক্ষেও তার ভাইকে বাঁচানো অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।

যোহন ১১:৩৩-৩৭

৩৩ যীশু মরিয়মকে এবং তাঁর সংগে যে যিহূদীরা এসেছিল তাদের কাঁদতে দেখে অন্তরে
খুব অস্থির হলেন। ৩৪ তিনি তাদের বললেন, "লাসারকে কোথায় রেখেছ? তারা বলল,

[২১৩] কবর - পাথর কাটা কক্ষ বিশেষ যেখানে মৃত দেহ রাখা হত; এর দরজা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য একটা বিশাল পাথর সেখানে রাখা হত
[২১৪] পুনরুত্থান - মৃত্যুর পরেও পুনরায় জীবন পাওয়া

"প্রভু, এসে দেখুন।" ৩৫ তখন যীশু কাঁদলেন। 36তাতে যিহূদীরা বলল, "দেখ, উনি লাসারকে কত ভালবাসতেন।" ৩৭ কিন্তু যিহূদীদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, "অন্ধের চোখ যিনি খুলে দিয়েছেন তিনি কি এমন কিছু করতে পারতেন না যাতে লোকটি মারা না যেত?"

পর্ব ২০: যীশু একজন মানুষকে জীবন দিলেন

যীশু দেখলেন মরিয়ম এবং সেখানে উপস্থিত যিহুদীরা কান্না করছিলেন। তিনি রাগান্বিত হলেন এবং খুবই দুঃখ পেলেন। যীশু দূঃখ পেয়েছিলেন কেননা ঈশ্বর চান না লোকেরা যেন মারা যায়। সৃষ্টির সময়ে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন যাতে তাদের সঙ্গে চিরকালের জন্য একটি সত্যিকার সম্পর্ক রাখতে পারেন। যীশু রেগে গিয়েছিলেন কেননা অনেক লোক এটা বিশ্বাস করে নি যে তিনি লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলতে পারেন। যীশু জানতে চাইলেন তারা লাসারের মৃত দেহ কোথায় রেখেছিল।

যোহন ১১:৩৮-৪৪

৩৮ এতে যীশু অন্তরে আবার অস্থির হলেন এবং কবরের কাছে গেলেন। কবরটা ছিল একটা গুহা। সেই গুহার মুখে একটা পাথর বসানো ছিল। ৩৯ যীশু বললেন, "পাথরখানা সরাও।" যিনি মারা গেছেন তাঁর বোন মার্থা যীশুকে বললেন, "প্রভু, এখন দুর্গন্ধ হয়েছে, কারণ চার দিন হল সে মারা গেছে।"
৪০ যীশু মার্থাকে বললেন, "আমি কি তোমাকে বলি নি, যদি তুমি বিশ্বাস কর তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে?" ৪১ তখন লোকেরা পাথরখানা সরিয়ে দিল। যীশু উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পিতা, তুমি আমার কথা শুনেছ বলে আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই।
৪২ অবশ্য আমি জানি সব সময়ই তুমি আমার কথা শুনে থাক। কিন্তু যে সব লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছ, সেইজন্যই এই কথা বললাম।"
৪৩ এই কথা বলবার পরে যীশু জোরে ডাক দিয়ে বললেন, "লাসার, বের হয়ে এস।"
৪৪ যিনি মারা গিয়েছিলেন তিনি তখন কবর থেকে বের হয়ে আসলেন। তাঁর হাত-পা কবরের কাপড়ে জড়ানো ছিল এবং তাঁর মুখ রুমালে বাঁধা ছিল। যীশু লোকদের বললেন, "ওর বাঁধন খুলে দাও আর ওকে যেতে দাও।

যীশু কবরের কাছে গেলেন। এটা ছিল একটি গুহা[২১৫] যার মুখে একটা পাথর বসানো ছিল। যীশু তাদের সেই পাথরখানা সরাতে বললেন। মার্থা বললেন যে ইতিমধ্যে চারদিন হয়ে গেছে মৃত দেহটি সেখানে আছে এবং তাই দুর্গন্ধ আসতে পারে। যীশু তাকে বললেন, আগে আমি তোমাকে কি বলেছিলাম তা মনে করে দেখ। তিনি বললেন, যদি সে বিশ্বাস করে তবে

[২১৫] গুহা - মাটির নিচে অথবা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত পাথরের সুবিস্তীর্ণ এলাকা

ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি ঈশ্বরের আশ্চর্য কাজ দেখতে পাবে। যখন তিনি ঈশ্বরের আশ্চর্য কাজ দেখবেন তখনই তিনি ঈশ্বরের গৌরব করবেন।

তখন তারা গুহার মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে দিলেন। তারপর যীশু ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি তাঁর কথা শোনার জন্য পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। এভাবে বলার কারণ হল যাতে লোকেরা শুনতে পায়। তিনি লোকদের জানাতে চান ঈশ্বরই তাঁকে পাঠিয়েছেন। তারপর তিনি জোরে[২১৬] ডাক দিয়ে বললেন, *"লাসার বের হয়ে এস!"*

তাঁর গল্প: উদ্ধার

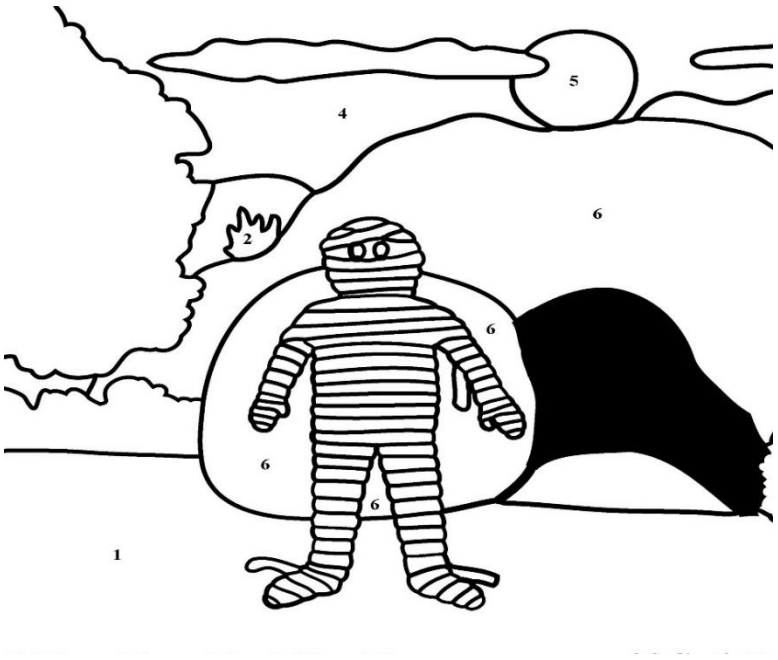

যীশু ডাকার পর লাসার কবর থেকে বের হয়ে আসলেন। লাসার কাপড়ে জড়ানো[২১৭] ছিলেন। যখন যিহুদী লোকেরা মৃতদেহ কবরে রাখে তারা প্রথমে সেগুলোকে কাপড়[২১৮] দিয়ে জড়ায়। যীশু তাদেরকে লাসারের বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে যেতে দিতে বললেন।

লাসার মারা গিয়েছিলেন এবং যীশু তাকে পুনরায় জীবন দান করেছিলেন। তিনি লোকদের দেখিয়েছিলেন তিনি আসলে কে। পূর্বেই যীশু বলেছিলেন তিনিই জীবন ও তিনিই পুনরুত্থান। তিনিই মানুষকে মৃত্যু থেকে জীবন দিতে পারেন।

এর পরে যা ঘটেছিল তা নিয়ে যোহন লিখেছিলেন। যীশু যা করেছিলেন, সেখানে উপস্থিত যিহুদীরা তা দেখেছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করেছিল যে ঈশ্বর যীশুকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বাকি লোকেরা এই বিষয়টি বলার জন্য যিহুদী ধর্ম-নেতাদের কাছে গেল।

যোহন ১১:৪৫-৫৪

৪৫ মরিয়মের কাছে যে সব যিহূদীরা এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই যীশুর এই কাজ দেখে
তাঁর উপর বিশ্বাস করল। ৪৬ কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফরীশীদের কাছে গিয়ে যীশু যা
করেছিলেন তা বলল। ৪৭ তখন প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা মহাসভার লোকদের একত্র
করে বললেন, "আমরা এখন কি করি? এই লোকটা তো অনেক আশ্চর্য কাজ
করছে। ৪৮ আমরা যদি তাকে এইভাবে চলতে দিই তবে সবাই তার উপরে বিশ্বাস করবে,

[২১৬] জোরে - তিনি উচ্চস্বরে ডাকলেন
[২১৭] জড়ানো - কোনো কিছুকে কাপড় দিয়ে সম্পূর্ণভাবে পেঁচিয়ে ফেলা
[২১৮] কাপড় - বস্ত্র বা ফেব্রিক্স যা দিয়ে পোষাক তৈরি করা হয়

আর রোমীয়েরা এসে আমাদের উপাসনা-ঘর এবং আমাদের জাতিকে ধ্বংস করে ফেলবে।”
৪৯ তাঁদের মধ্যে কাইয়াফা নামে একজন সেই বছরের মহাপুরোহিত ছিলেন। ৫০ তিনি
তাঁদের বললেন, “তোমরা কিছুই জান না, আর ভেবেও দেখ না যে, গোটা জাতিটা নষ্ট
হওয়ার চেয়ে বরং সমস্ত লোকের বদলে একজন মানুষের মৃত্যু অনেক ভাল।”
৫১ কাইয়াফা যে নিজে থেকে এই কথা বলেছিলেন তা নয় কিন্তু তিনি ছিলেন সেই বছরের
মহাপুরোহিত। সেইজন্য তিনি ভবিষ্যতের কথা বলেছিলেন যে, যিহূদী জাতির জন্য যীশুই
মরবেন। ৫২ কেবল যিহূদী জাতির জন্যই নয়, কিন্তু ঈশ্বরের যে সন্তানেরা চারদিকে ছড়িয়ে
রয়েছে তাদের জড়ো করে এক করবার জন্যও তিনি মরবেন।

পর্ব ২০: যীশু একজন মানুষকে জীবন দিলেন

৫৩ সেই দিন থেকে যিহূদী নেতারা যীশুকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করতে
লাগলেন। ৫৪ সেইজন্য যীশু খোলাখুলিভাবে যিহূদীদের মধ্যে চলাফেরা বন্ধ করে দিলেন,
আর সেই জায়গা ছেড়ে মরু-এলাকার কাছে ইফ্রয়িম নামে একটা গ্রামে চলে গেলেন।
সেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে থাকতে লাগলেন।

তখন প্রধান পুরোহিতেরা ও ফরীশীরা একত্রিত হলেন। যখন তারা একত্রিত হতেন, তাদের এই দলকে মহাসভা বলা হত। এটাই যিহুদীদের প্রধান বিচার ব্যবস্থা যেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলা হয়। তারা যীশুকে নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তিত ছিলেন। তারা ভাবতেন লোকেরা যীশুকে যিহুদীদের রাজা বানাতে পারে। ইতিমধ্যে রোমীয়দের একজন রাজা আছে। তাই যিহুদী নেতারা ভেবেছিলেন যে, রোমীয়রা হয়ত তাদের উপর রেগে গিয়ে তাদের সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নেবেন। তারা যীশুকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। যীশু যদি মারা যান, তাহলে রোমীয়রা হয়ত যিহুদী জাতিকে ধ্বংস করবে না।

যিহুদী নেতারা কি বিষয়ে কথা বলছিলেন যীশু তা জানতেন। তারা তাঁকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছিলেন। তাই তিনি যিরুশালেম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন তখনও তাঁর মৃত্যুর সময় হয় নি।

যীশু অন্যান্য এলাকায় গিয়ে লোকদের কাছে প্রচার করতে লাগলেন। যীশুর শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা ঈশ্বরের গল্প পড়ে দেখতে পারি। একদিন লোকেরা ছোট ছেলেমেয়েদেরকে যীশুর কাছে আনতে লাগল যে বিষয়ে মার্ক লিখেছিলেন।

মার্ক ১০:১৩-১৬

১৩ পরে লোকেরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যীশুর কাছে নিয়ে আসল যেন তিনি তাদের
উপর হাত রাখেন। কিন্তু শিষ্যেরা সেই লোকদের বকুনি দিতে লাগলেন।
১৪ যীশু তা দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে শিষ্যদের বললেন, “ছেলেমেয়েদের আমার কাছে আসতে
দাও, বাধা দিয়ো না; কারণ ঈশ্বরের রাজ্য এদের মত লোকদেরই।
১৫ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ছোট ছেলেমেয়ের মত করে ঈশ্বরের শাসন মেনে না নিলে
কেউ কোনমতেই ঈশ্বরের রাজ্যে ঢুকতে পারবে না।”

১৬ তারপর যীশু সেই ছেলেমেয়েদের কোলে নিলেন এবং তাদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

তখনকার সময়ে লোকেরা তাদের শিশুদেরকে ধর্ম-শিক্ষকদের কাছে নিয়ে আসত। তারা চায়ত এই লোকেরা যেন তাদের ছেলেমেয়েদের মাথার উপর হাত রাখেন। তাদের ছেলেমেয়ের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ চাইতে তারা এই লোকদেরকে অনুরোধ করত। এই কারণেই কিছু লোক তাদের ছেলেমেয়েদেরকে যীশুর কাছে এনেছিল। তারা তাঁকে গুরু অর্থাৎ যিহুদী ধর্ম শিক্ষক ভেবেছিল। তারা চেয়েছিল তিনি যেন তাদের সন্তানদের জন্য ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চান।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

যীশুর শিষ্যেরা চায়নি যে লোকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যীশুর কাছে আসুক। তারা ভেবেছিলেন তাঁর আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার আছে। শিষ্যেরা লোকদেরকে তাদের ছেলেময়েয়েদের নিয়ে চলে যেতে বললেন। কিন্তু যীশু শিষ্যদের বকুনি দিলেন। তিনি ছেলেমেয়েদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বললেন। তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি উদাহরণ দিলেন। তিনি বললেন মানুষকে ঈশ্বরের কাছে যেতে হলে ছোট ছেলেমেয়েদের মত করেই যেতে হবে। তিনি আরও বললেন, যদি কেউ এদের মত করে ঈশ্বরের কাছে না যায়, তাহলে তারা কোনমতেই তাঁর কাছে যেতে পারবে না। কিন্তু এর মানে তিনি কি বুঝিয়েছেন?

যীশু বুঝিয়েছেন যে মানুষকে ঈশ্বরকেই বিশ্বাস করতে হবে এবং তাঁকেই ভালবাসতে হবে কেননা তিনি তাদের পিতা। ছোট ছেলেমেয়েদের যেমন তাদের বাবা-মায়ের প্রতি বিশ্বাস থাকে ঠিক তদ্রুপ তাদেরও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থাকা দরকার। তাই যীশু বলেছেন লোকদেরও ঈশ্বরকে সেইভাবে ভালবাসা এবং বিশ্বাস করা উচিৎ। ঈশ্বরই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষের জীবনে ঈশ্বরের অধিকার আছে। ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসেন তাই তারা তাঁর উপর আস্থা রাখতে পারে। ঈশ্বর মানুষের সাথে খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখতে চান, যেমন করে একজন বাবা এবং সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক থাকে।

মার্ক লিখেছিলেন যে যীশু প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে কোলে নিলেন এবং তাদের মাথায় হাত রেখে তাদের প্রত্যেককেই আশীর্বাদ[২১৯] করলেন।

এর কিছুক্ষণ পরেই যীশু যিরুশালেমের উদ্দেশে রওনা হলেন। একজন লোক কথা বলার জন্য দৌড়ে তাঁর কাছে আসল। সে যীশুর সামনে হাটু[২২০] পেতে বলল, *"হে গুরু, আপনি একজন ভাল লোক। আমাকে বলুন, অনন্ত জীবন লাভ করবার[221] জন্য আমি কি করব?"*

মার্ক ১০:১৭-২৪

১৭ যীশু আবার যখন পথে বের হলেন তখন একজন লোক দৌড়ে তাঁর কাছে আসল এবং তাঁর সামনে হাঁটু পেতে বলল, "হে গুরু, আপনি একজন ভাল লোক। আমাকে বলুন, অনন্ত জীবন লাভ করবার জন্য আমি কি করব?"

[২১৯] আশীর্বাদ - তিনি ঈশ্বরের কাছে তাদের দেখাশোনার জন্য সাহায্য চাইলেন

[২২০] হাটু পাতা - নিজের হাটুতে ভর দিয়ে বসা

[২২১] লাভ করা - কারও মুত্যুর পর তার কাছ থেকে টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ অথবা কোনো কিছু পাওয়া

১৮ যীশু তাকে বললেন, "আমাকে ভাল বলছ কেন? ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই ভাল
নয়। ১৯ তুমি তো আদেশগুলো জান-'খুন কোরো না, ব্যভিচার কোরো না, চুরি কোরো না,
মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না, ঠকিয়ো না, মা-বাবাকে সম্মান কোরো।' "
২০ লোকটি যীশুকে বলল, "গুরু, ছোটবেলা থেকে আমি এই সব পালন করে আসছি।"

পর্ব ২০: যীশু একজন মানুষকে জীবন দিলেন

২১ এতে যীশু তার দিকে চেয়ে দেখলেন এবং ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে তাকে বললেন, "একটা
জিনিস তোমার বাকী আছে। যাও, তোমার যা কিছু আছে তা বিক্রি করে গরীবদের দান কর।
তাতে তুমি স্বর্গে ধন পাবে। তার পরে এসে আমার শিষ্য হও।"
২২ এই কথা শুনে লোকটির মুখ ম্লান হয়ে গেল। তার অনেক ধন-সম্পত্তি ছিল বলে সে
দুঃখিত হয়ে চলে গেল।
২৩ তখন যীশু চারদিকে তাকিয়ে তাঁর শিষ্যদের বললেন, "ধনীদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে
ঢোকা কত কঠিন!" ২৪ শিষ্যেরা যীশুর কথা শুনে আশ্চর্য হলেন। যীশু আবার বললেন,
"সন্তানেরা, যারা ধন-সম্পদের উপর নির্ভর করে তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে ঢোকা কত
কঠিন।

যীশু লোকটিকে বললেন, *"আমাকে ভাল বলছ কেন? ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ ভাল নয়।"*

এই লোকটি কি ভাবছিল যীশু তা জানতেন। মানুষ যা ভাবে ঈশ্বর তা সবই জানেন। সে একজন ধনী লোক ছিল। সে এমনকি ঈশ্বরের আইন সকল পালন করতে চেষ্টা করত। যীশু লোকটিকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মানুষ কোন মতেই ঈশ্বরের সমস্ত আইন পালন করতে পারে না। তিনি চেয়েছিলেন লোকটি যেন ঈশ্বর এবং যীশুর সম্পর্কে সত্যিটা জানেন।

লোকটি ভেবেছিল যীশু কেবল একজন ধর্মনেতা ছিলেন। সে জানত না যে যীশুই ঈশ্বরের পুত্র। তাই যখন সে যীশুকে *ভাল শিক্ষক* বলে ডাকল, এর মানে সে বোঝাতে চেয়েছিল মানুষ ভাল হতেই পারে। কিন্তু যীশু তাকে বললেন, কেবলমাত্র ঈশ্বরই ভাল। তিনি বললেন কেবলমাত্র ঈশ্বরই খাঁটি এবং মানুষ কখনও খাঁটি হতে পারে না। যীশু ঈশ্বরের কিছু আইন কানুন নিয়ে বললেন - খুন কোরো না, ব্যভিচার কোরো না, চুরি কোরো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না এবং মা-বাবাকে সম্মান কোরো। ঈশ্বর এই সব আইন দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মানুষ কখনই খাঁটি হতে পারে না। ঈশ্বরের সমস্ত খাঁটি নিয়ম পালন করা অসম্ভব। যীশু চেয়েছিলেন এই লোকটি যেন তা বুঝতে পারে।

কিন্তু লোকটি যীশুকে বলল যে সে ঈশ্বরের সমস্ত আইন কানুন পালন করে আসছে। যীশু লোকটিকে ভালবাসতেন। তিনি লোকটিকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মানুষের পক্ষে খাঁটি থাকা অসম্ভব। একমাত্র ঈশ্বরই খাঁটি তাই যীশু লোকটিকে বললেন তার সবকিছু এবং টাকা পয়সা যেন গরীদেরকে[২২২] দিয়ে দেয় এবং তারপর তাঁর শিষ্য হয়। লোকটি অনেক ধনী ছিল বলে সে লোকদেরকে সবকিছু দিয়ে দিতে চায়নি। লোকটি দুঃখিত হয়ে চলে গেল।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

যীশু লোকটিকে তার সমস্ত কিছু দিয়ে দিতে বলেছিলেন। তিনি লোকটিকে দেখাতে চেয়েছিলেন যে সে আসলে ঈশ্বরের সমস্ত আইন পালন করছে না। সে খুব ধনী ছিল এবং অন্যরা ছিল গরীব। তাই সে নিজেকে নিয়ে যতটুকু ভাবত অন্যকে নিয়ে তেমন ভাবত না। সে ঈশ্বরের একটা আইন অমান্য করেছিল।

এর কিছুক্ষণ পর যীশু ঈশ্বরের আইন নিয়ে কথা বলেছিলেন, যা মার্ক লিখে রেখেছিলেন। যীশু একজন ধর্ম যাজকের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। ঈশ্বরের আইনের মধ্যে সবচেয়ে দরকারী আইন নিয়ে যীশু কথা বলছিলেন।

মার্ক ১২:৩০,৩১

৩০ তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে।' ৩১ তার পরের দরকারী আদেশ হল এই, 'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।' এই দু'টা আদেশের চেয়ে বড় আদেশ আর কিছুই নেই।"

লোকটি ভেবেছিল ঈশ্বরের সমস্ত আইন পালন করার মধ্য দিয়ে হয়ত সে রক্ষা পাবে। যীশু তাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সেটা অসম্ভব। তাই তিনি তাকে এমন কিছু করতে বললেন এটা জেনে যে, সে তা করতে পারবে না। তিনি লোকটিকে জানাতে চেয়েছেন ঈশ্বরের আইন সকল খাঁটি এবং মানুষ তা সম্পূর্ণরূপে পালন করতে পারবে না। লোকটি নিজেকে রক্ষা করার জন্য কিছু করতে পারবে না। কেবলমাত্র ঈশ্বরই খাঁটি। লোকটির এটা বোঝা উচিৎ যে উদ্ধার পাবার জন্য তার ঈশ্বরকেই প্রয়োজন।

লোকটি চলে যাওয়ার পর যীশু তাঁর শিষ্যদের কিছু বললেন। তিনি বললেন ধনী লোকের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে ঢোকা কত কঠিন। যীশু বোঝাচ্ছেন যে, ধনী লোকেরা নিজেদেরকে নিয়ে খুশি থাকে। তাদের অর্থ এবং ক্ষমতা থাকে। তারা যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। তারা লোকদের কি করতে হবে তা বলে দেয়। এইসব লোকদের পক্ষে ছোট ছেলেমেয়ের মত হয়ে ঈশ্বরের কাছে আসা খুবই কঠিন। *ঈশ্বরের রাজ্যে ঢোকার* মানে হল এটা বুঝতে পারা যে ঈশ্বর আপনার যত্ন নেন। একমাত্র তাঁরই আপনার উপর অধিকার আছে। কেবলমাত্র তিনিই আপনাকে উদ্ধার করতে পারেন। যীশু বললেন ধনীর পক্ষে এটা বুঝতে পারা কঠিন যে ঈশ্বর তাদের উদ্ধার করতে পারেন এবং তাদের যত্ন নেন, আর সেইজনই তাদের ঈশ্বরকে প্রয়োজন।

[২২২] গরীব - জীবন যাপনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ না থাকা

?

১. যিহুদী নেতারা কেন যীশুকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন ?

২. মার্থা এবং মরিয়ম কি যীশুর আসল পরিচয় বুঝতে পেরেছিলেন ?

৩. ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থাকার সময়ে যীশু কি শিক্ষা দিয়েছিলেন ?

৪. যীশু কেন বলেছিলেন যে ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে ঢোকা কঠিন ?

পর্ব ২১

যীশু যিরুশালেমে আসলেন এবং তাঁর শত্রুরা তাঁকে আটক করলেন

এখন ঈশ্বরের গল্প আমাদেরকে যীশুর সাথে ঘটে যাওয়া কিছু বিষয় সম্পর্কে বলে। যীশু এবং তাঁর শিষ্যেরা যিরুশালেমের দিকে যাচ্ছিলেন। সেখানে কি ঘটেছিল মার্ক তা লিখেছিলেন। যীশু ঈশ্বরের কাজ করছিলেন। যেহেতু যীশু ঈশ্বর ছিলেন, তাই তিনি যা কিছু ঘটতে যাচ্ছিল তা জানতেন। যীশুর সাথে যা কিছু ঘটতে যাচ্ছিল তা ঈশ্বরের উদ্ধার পরিকল্পনার অংশ ছিল।

মার্ক ১১:১-১০

১ তাঁরা যিরূশালেমের কাছাকাছি পৌঁছে জৈতুন পাহাড়ের গায়ে বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামের কাছে আসলেন। সেখানে পৌঁছে যীশু তাঁর দু'জন শিষ্যকে এই বলে পাঠিয়ে

দিলেন, ২ "তোমরা ঐ সামনের গ্রামে যাও। গ্রামে ঢুকবার সময় দেখতে পাবে একটা গাধার বাচ্চা সেখানে বাঁধা আছে। তার উপরে কেউ কখনও চড়ে নি। ৩ তোমরা ওটা খুলে এখানে নিয়ে এস। যদি কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করে, 'কেন তোমরা এটা করছ?' তবে বোলো, 'প্রভুর দরকার আছে; তিনি ওটাকে তাড়াতাড়ি করে ফিরিয়ে দেবেন।' " ৪ তখন তাঁরা গিয়ে দেখলেন গাধার বাচ্চাটা রাস্তার উপর ঘরের দরজার কাছে বাঁধা আছে। তাঁরা যখন গাধাটার বাঁধন খুলছিলেন, ৫ তখন যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তারা বলল, "তোমরা কি

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

করছ? গাধার বাচ্চাটা খুলছ কেন?" ৬ যীশু যা বলতে বলেছিলেন শিষ্যেরা লোকদের তা-ই বললেন। তখন লোকেরা গাধাটা নিয়ে যেত দিল। ৭ তাঁরা সেই গাধার বাচ্চাটা যীশুর কাছে এনে তার উপর তাঁদের গায়ের চাদর পেতে দিলেন। যীশু তার উপরে বসলেন। ৮ অনেক লোক তাদের গায়ের চাদর রাস্তার উপরে বিছিয়ে দিল, আর অন্যেরা মাঠের গাছপালা থেকে পাতা সুদ্ধ ডাল কেটে এনে পথে ছড়িয়ে দিল। ৯ যারা যীশুর সামনে ও পিছনে যাচ্ছিল তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, "হোশান্না! প্রভুর নামে যিনি আসছেন তাঁর গৌরব হোক। ১০ আমাদের পিতা দায়ূদের যে রাজ্য আসছে তার গৌরব হোক। স্বর্গেও হোশান্না!"

যীশু ও তাঁর শিষ্যরা যিরুশালেমের কাছাকাছি আসলেন। তারা যখন জলপাই পাহাড়ের কাছে আসলেন, যীশু তাঁর দুই শিষ্যকে একটি গাধা[২২৩] বাচ্চা আনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। যীশু তাদের বললেন গ্রামের যাবার ঠিক সামনেই তারা সেটাকে বাঁধা অবস্থায় খুঁজে পাবে। শিষ্যরা গাধাটি খুঁজতে বের হল এবং যীশু যেমনটি বলেছিলেন তারা ঠিক সেই অবস্থায় গাধাটিকে খুঁজে পেয়েছিল। তারা তা যীশুর কাছে নিয়ে আসলেন এবং তিনি তার উপর বসলেন। তারপর যীশু গাধায় চড়ে যিরুশালেমের দিকে গেলেন।

যীশু যেসব আশ্চর্য কাজ করেছিলেন তা অনেক লোক দেখেছিলেন। তাই তারা তাঁকে দেখতে এসেছিল। তারা ভেবেছিল তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মশীহ। তারা ভেবেছিল তিনি যিহুদীদের রাজা হিসাবে শাসন করবেন। তারা তাঁর সামনে তাদের পোশাক[২২৪] এবং গাছের পাতা সুদ্ধ ডাল পথে ছড়িয়ে দিল। তারা যীশুকে একজন রাজা ভেবে এটা করেছিল। তারা চিৎকার করে তার কাছে গেল এবং তাদের রাজাকে পাঠানোর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল।

[২২৩] গাধা - একটি প্রাণী যা ঘোড়ার মতো দেখতে এবং লম্বা কান আছে; এর পিঠে চড়ার জন্য এবং জিনিস বহন করার জন্য ব্যবহার করা হয়
[২২৪] পোষাক - কোট এবং আলখাল্লা - বাইরের পোষাক

অনেক বছর আগে, এই ঘটনার বিষয়ে ঈশ্বরের ভাববাদী সখরিয় লিখে রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে রাজা একটি গাধার বাচ্চার উপর চড়ে যিরুশালেমে যাত্রা করবেন।

সখরিয় ৯:৯

৯ “হে সিয়োন-কন্যা, খুব আনন্দ কর।
হে যিরূশালেম, তুমি জয়ধ্বনি কর।
দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন;
তিনি ন্যায়বান ও তাঁর কাছে উদ্ধার আছে;
তিনি নম্র, তিনি গাধার উপরে,
গাধীর বাচ্চার উপরে চড়ে আসছেন।

যিহুদি ধর্ম নেতারা খুবই দুশ্চিন্তিত ছিলেন। তারা চায়নি লোকেরা তাঁকে অনুসরণ করুক। তিনি যখন যিরুশালেমে ছিলেন তারা তাঁকে আটক করতে চেয়েছিলেন এবং মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন ছিল উদ্ধারপর্ব। যিরুশালেমে লোকের

পর্ব ২১: যীশু যিরুশালেমে আসলেন এবং তাঁর শত্রুরা তাঁকে আটক করলেন

ভিড় ছিল। ধর্মীয় নেতারা ভেবেছিলেন তারা যদি যীশুকে আটক করে তাহলে লোকেরা তাদের উপর রাগান্বিত হবে। তাই তারা উদ্ধারপর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন।

মার্ক ১৪:১,২

১ উদ্ধার-পর্ব ও খামিহীন রুটির পর্বের তখন মাত্র আর দু'দিন বাকী। প্রধান পুরোহিতেরা ও
ধর্ম-শিক্ষকেরা গোপনে যীশুকে ধরে মেরে ফেলবার উপায় খুঁজছিলেন।
২ তাঁরা বললেন, “পর্বের সময়ে নয়; লোকদের মধ্যে গোলমাল হতে পারে।”

যিহুদা ইষ্কারিয়োৎও যিরুশালেমে ছিলেন। তিনি-ই সেই শিষ্য যার সম্পর্কে যীশু বলেছিলেন যে, সে তাঁকে ধরিয়ে দেবে।

মার্ক ১৪:১০

১০ এর পর যিহূদা ইষ্কারিয়োৎ নামে সেই বারোজন শিষ্যের মধ্যে একজন যীশুকে ধরিয়ে
দেবার জন্য প্রধান পুরোহিতদের কাছে গেল।

যিহুদা যিহুদী ধর্ম নেতাদের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন তিনি যীশুকে তাদের হাতে ধরিয়ে দিবেন। তিনি তাদের বলে দিয়েছিলেন কখন এবং কোথায় যীশুকে আটক করা তাদের পক্ষে সহজ হবে। যিহুদা তাদের সাহায্য করতে চেয়েছিলেন বলে তারা খুবই খুশি হলেন। তারা যিহুদাকে রুপার টাকা দিতে সম্মত হয়েছিল। মথি লিখেছিলেন, তা ছিল ৩০টি রুপার টাকা। অনেক বছর আগে, দায়ূদ মশীহের সম্বন্ধে লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

৯ এমন কি, যে আমার প্রাণের বন্ধু, যার উপর আমার এত বিশ্বাস,

গীতসংহিতা ৪১:৯ যে আমার সংগেই খাওয়া-দাওয়া করে,সে-ও আমার বিরুদ্ধে পা উঠিয়েছে।

যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা যিরুশালেমে ছিলেন। একসঙ্গে উদ্ধারপর্বের ভোজ খাওয়ার জন্য তাদের একটি জায়গা খুঁজে বের করতে হত। তারা একটি মেষশাবককে হত্যা করে এবং তারপর তা একসাথে খাবে। শিষ্যেরা যীশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোথায় তারা একসাথে খাওয়া দাওয়া করবে।

মার্ক ১৪:১২-২৬

১২ খামিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিনে উদ্ধার-পর্বের ভোজের জন্য ভেড়ার বাচ্চা কাটা হত। তাই শিষ্যেরা যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার জন্য উদ্ধার-পর্বের ভোজ কোথায় গিয়ে আমাদের প্রস্তুত করতে বলেন?"
১৩ তখন যীশু তাঁর দু'জন শিষ্যকে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, "তোমরা শহরে যাও। সেখানে এমন একজন পুরুষ লোকের দেখা পাবে, যে একটা কলসীতে করে জল নিয়ে যাচ্ছে। তোমরা তার পিছনে পিছনে যেয়ো। ১৪ সে যে বাড়ীতে ঢুকবে সেই বাড়ীর কর্তাকে বোলো,

তাঁর গল্প: উদ্ধার

'গুরু বলছেন, শিষ্যদের সংগে যেখানে আমি উদ্ধার-পর্বের ভোজ খেতে পারি আমার সেই অতিথি-ঘরটা কোথায়?' ১৫ এতে সে তোমাদের উপরতলার একটা সাজানো বড় ঘর দেখিয়ে দেবে। সব কিছু সেখানেই প্রস্তুত কোরো।"
১৬ তখন শিষ্যেরা গিয়ে শহরে ঢুকলেন, আর যীশু যেমন বলেছিলেন সব কিছু তেমনই দেখতে পেলেন এবং উদ্ধার-পর্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন।
১৭ সন্ধ্যা হলে পর যীশু সেই বারোজনকে নিয়ে সেখানে গেলেন।
১৮ তাঁরা যখন বসে খাচ্ছিলেন তখন যীশু বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে ধরিয়ে দেবে, আর সে আমার সংগে খাচ্ছে।"
১৯ শিষ্যেরা দুঃখিত হলেন এবং একজনের পরে আর একজন বলতে লাগলেন, "সে কি আমি, প্রভু?" ২০ যীশু তাঁদের বললেন, "সে এই বারোজনের মধ্যে একজন, যে আমার সংগে পাত্রের মধ্যে রুটি ডুবাচ্ছে। ২১ মনুষ্যপুত্রের মৃত্যুর বিষয়ে পবিত্র শাস্ত্রে যা লেখা আছে তিনি সেভাবেই মারা যাবেন বটে, কিন্তু হায় সেই লোক, যে তাঁকে ধরিয়ে দেয়! সেই লোকের জন্ম না হলেই বরং তার পক্ষে ভাল হত।"
২২ খাওয়া-দাওয়া চলছে, এমন সময় যীশু রুটি নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং তা টুকরা টুকরা করে শিষ্যদের হাতে দিয়ে বললেন, "এই নাও, এটা আমার দেহ।"
২৩ তারপর তিনি পেয়ালা নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং শিষ্যদের দিলেন। তাঁরা সবাই সেই পেয়ালা থেকে খেলেন। ২৪ তখন যীশু তাঁদের বললেন, "এ আমার রক্ত যা অনেকের জন্য দেওয়া হবে। মানুষের জন্য ঈশ্বরের নতুন ব্যবস্থা আমার এই রক্তের দ্বারাই বহাল করা হবে। ২৫ তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন আমি ঈশ্বরের রাজ্যে আংগুর ফলের রস আবার নতুন ভাবে না খাই ততদিন পর্যন্ত আর আমি তা খাব না।"
২৬ এর পরে তাঁরা একটা গান গেয়ে বের হয়ে জৈতুন পাহাড়ে গেলেন।

যীশু তাঁর শিষ্যদের শহরে যেতে বলেছিলেন। তিনি তাদের এমন একজন লোককে খুঁজে বের করতে বলেছিলেন যিনি একটি পানির কলসী[২২৫] বহন করছিল। তিনি তাদের সেই লোকটিকে অনুসরণ করতে বলেছিলেন। তারা শহরে প্রবেশ করে একজন লোককে কলসীতে করে জল নিতে দেখলেন এবং তারা তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। লোকটি তাদেরকে প্রস্তুত করা একটি ঘর দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সবকিছু তেমনই ছিল যেমনটি যীশু বলেছিলেন। তখন শিষ্যেরা ঘরটির ভিতরে গেলেন এবং উদ্ধারপর্বের ভোজের জন্য সমস্ত কিছু প্রস্তুত করলেন।

সন্ধ্যাবেলায় যীশু ও শিষ্যরা ঘরের ভিতর ছিলেন। তারা একসাথে উদ্ধারপর্বের ভোজ খাওয়া শুরু করলেন। তারা যখন খাওয়া দাওয়া করছিলেন যীশু তাদের কিছু বললেন। তিনি তাদের বলেছিলেন, যারা তাঁর সাথে খাওয়া দাওয়া করছিলেন তাদের মধ্যে একজন তাঁকে ধরিয়ে দিবে। যীশু যা বলছিলেন তা শুনে শিষ্যেরা খুবই দুঃখিত[২২৬] হয়েছিলেন। তারা প্রত্যেকেই যীশুকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তারা কি সেই কিনা যে তাঁকে ধরিয়ে দিবে।

পর্ব ২১: যীশু যিরুশালেমে আসলেন এবং তাঁর শত্রুরা তাঁকে আটক করলেন

যীশু শিষ্যদের বলেছিলেন যে, তাদের মধ্যে একজন তাঁকে ধরিয়ে দিবে। কিন্তু তিনি বললেন, *"মনুষ্যপুত্র মৃত্যুও বিষয়ে পবিত্র শাস্ত্রে যা লেখা আছে তিনি সেইভাবে মারা যাবেন বটে।"* যীশু জানতেন যে তাঁর মৃত্যুর সময় কাছে এসে গেছে। তিনি জানতেন তাঁকে মৃত্যুরবরণ করতে হবে। ঈশ্বর তিনি যা বলেন সব সময় তা-ই করেন। ঈশ্বরের গল্পে এই বিষয়গুলো লেখা আছে এবং যীশু জানতেন এইসব ঘটবেই। কিন্তু তিনি সেই মানুষটিকে নিয়ে কিছু বললেন যে তাঁকে ধরিয়ে দিবে। তিনি বললেন এটাই তার জন্য বরং ভাল হত যদি তার জন্ম না হত। যীশু জানতেন যে যিহুদা-ই তাঁকে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছে।

যীশু উদ্ধারপর্বের ভোজের থেকে কিছু রুটি নিলেন এবং তা আশীর্বাদ করলেন। এর মানে হল তিনি পিতা ঈশ্বরের সাথে কথা বললেন এবং তাঁকে এর জন্য ধন্যবাদ দিলেন। তারপর যীশু সেই রুটি টুকরা টুকরা করলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের সেই টুকরা গুলো দিলেন। তারপর তিনি তাদের বললেন, *"এই নাও, এঁা আমার দেহ।"* যীশু বলেছিলেন যে, এই রুটির টুকরার মত তাঁর দেহও ঠিক তেমনি হবে।

তারপর যীশু টেবিল থেকে এক কাপ দ্রাক্ষারস নিলেন। তিনি এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। অতঃপর তিনি তা তাঁর শিষ্যদের কাছে দিলেন যাতে তারা এর থেকে পান করতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে এই দ্রাক্ষারস হল তাঁর রক্ত, *মানুষের জন্য ঈশ্বরের নতুন চুক্তি*[২২৭] *আমার এই রক্তের দ্বারাই বহাল করা হবে।* যীশু বলেছিলেন অনেক লোকের জন্য তাঁর রক্ত ঝরবে। ঈশ্বর তাঁর জন্য যে কাজ রেখেছিলেন যীশু সেই কাজ নিয়েই কথা বলছিলেন। তাঁর দেহ টুকরা করা হবে এবং তাঁর

[২২৫] কলসী - জল রাখবার জন্য একটি বড় পাত্র
[২২৬] দুঃখিত - তারা খুবই চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন ছিলেন
[২২৭] চুক্তি - দুই ব্যক্তি বা দলের মধ্যে একটি প্রতিজ্ঞা

রক্ত ঢেলে দেওয়া হবে। ঈশ্বরের চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য এটা ঘটবে। ব্যবস্থা হল সেই চুক্তি যা ঈশ্বর এবং ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে হয়েছিল, যখন তারা বলেছিল যে তারা ঈশ্বরের সমস্ত আইন পালন করতে পারবে। যীশু বলেছিলেন যে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন, যাতে ঈশ্বর এবং সমস্ত লোকের সাথে যে চুক্তি হয়েছিল তা সম্পন্ন হয়।

যীশু এবং শিষ্যরা ঈশ্বরের প্রশংসার গান করছিলেন। তারপর তারা যিরুশালেমের খুব কাছে জৈতুন পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন।

তারপর কি ঘটেছিল মার্ক তা লিখে রাখলেন। যীশু এবং শিষ্যরা গেৎশিমানী নামে এক জায়গায় চলে গিয়েছিলেন। এই নামের অর্থ হল ইব্রীয় ভাষায় 'তেলের ঘানি'। ইংরেজীতে এটাকে *গেৎশিমানী* বলা হয়। এটি শহরের বাইরে একটি শান্ত জায়গা অবস্থিত ছিল, যেখানে জলপাই গাছ হত।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

মার্ক ১৪:৩২-৫২

৩২ এর পরে যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা গেৎশিমানী নামে একটা জায়গায় গেলেন। সেখানে
যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আমি যতক্ষণ প্রার্থনা করি ততক্ষণ তোমরা এখানে বসে
থাক।" ৩৩ এই বলে তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে নিজের সংগে নিলেন এবং মনে খুব
ব্যথা ও কষ্ট পেতে লাগলেন।
৩৪ তিনি তাঁদের বললেন, "দুঃখে যেন আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমরা এখানে জেগে
থাক।" ৩৫ তার পরে তিনি কিছু দূরে গিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে প্রার্থনা করলেন যেন
সম্ভব হলে এই দুঃখের সময়টা তাঁর কাছ থেকে দূর হয়।
৩৬ তিনি বললেন, "আব্বা, পিতা, তোমার কাছে তো সবই সম্ভব। এই দুঃখের পেয়ালা
আমার কাছ থেকে তুমি নিয়ে যাও। তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামত
হোক।" ৩৭ এর পরে তিনি শিষ্যদের কাছে ফিরে এসে দেখলেন তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন।
তিনি পিতরকে বললেন, "শিমোন, তুমি ঘুমাচ্ছ? এক ঘণ্টাও কি জেগে থাকতে পার
নি? ৩৮ জেগে থাক ও প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না পড়। অন্তরের ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু
দেহ দুর্বল।" ৩৯ পরে যীশু আবার গিয়ে সেই একই প্রার্থনা করলেন।
৪০ ফিরে এসে তিনি দেখলেন আবার তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন, কারণ তাঁদের চোখ ঘুমে ভারী
হয়ে গিয়েছিল। শিষ্যেরা যীশুকে কি উত্তর দেবেন বুঝলেন না।
৪১ তৃতীয় বার ফিরে এসে তিনি তাঁদের বললেন, "এখনও তোমরা ঘুমাচ্ছ আর বিশ্রাম
করছ? যথেষ্ট হয়েছে। সময় এসে পড়েছে। দেখ, মনুষ্যপুত্রকে এখন পাপীদের হাতে
ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ৪২ ওঠো, চল আমরা যাই। যে আমাকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবে
সে এসে পড়েছে।" ৪৩ যীশু তখনও কথা বলছেন, এমন সময় যিহূদা সেখানে আসল। সে
সেই বারোজন শিষ্যের মধ্যে একজন ছিল। তার সংগে অনেক লোক ছোরা ও লাঠি নিয়ে

আসল। প্রধান পুরোহিতেরা, ধর্ম-শিক্ষকেরা ও বৃদ্ধ নেতারা এই লোকদের পাঠিয়েছিলেন।
৪৪ যীশুকে যে ধরিয়ে দিয়েছিল সে ঐ লোকদের সংগে একটা চিহ্ন ঠিক করেছিল। সে বলেছিল, "যাকে আমি চুমু দেব, সে-ই সেই লোক। তোমরা তাকেই ধোরো এবং পাহারা দিয়ে নিয়ে যেয়ো।" ৪৫ তাই যিহূদা সোজা যীশুর কাছে গিয়ে বলল, "গুরু!" এই কথা বলেই সে তাঁকে চুমু দিল। ৪৬ তখন সেই লোকেরা যীশুকে ধরল।
৪৭ যাঁরা যীশুর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন তাঁর ছোরা বের করলেন এবং মহাপুরোহিতের দাসকে আঘাত করে তার একটা কান কেটে ফেললেন।
৪৮ যীশু সেই লোকদের বললেন, "আমি কি ডাকাত যে, আপনারা ছোরা ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছেন?
৪৯ আমি তো প্রত্যেক দিনই আপনাদের মধ্যে থেকে উপাসনা-ঘরে শিক্ষা দিতাম, কিন্তু তখন তো আপনারা আমাকে ধরেন নি। অবশ্য শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হতে হবে।"

পর্ব ২১: যীশু যিরুশালেমে আসলেন এবং তাঁর শত্রুরা তাঁকে আটক করলেন

৫০ সেই সময় শিষ্যেরা সবাই তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।
৫১ একজন যুবক কেবল একটা চাদর পরে যীশুর পিছনে পিছনে যাচ্ছিল।
৫২ লোকেরা যখন তাকে ধরল তখন সে চাদরখানা ছেড়ে দিয়ে উলংগ অবস্থায় পালিয়ে গেল।

যীশু জানতেন তাঁর মৃত্যুর সময় কাছে এসে গেছে। ঈশ্বরের সাথে কথা বলার জন্য তিনি একটি নীরব জায়গা অর্থাৎ গেৎশিমানী বাগানে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। যীশু তাদের অপেক্ষা করতে বলেছিলেন যতক্ষণ না তিনি প্রার্থনা করে ফিরে আসেন। তারপর তিনি পিতর, যাকোব এবং যোহনকে তাঁর সাথে প্রার্থনায় যোগ দিতে বলেছিলেন।

যীশু পিতর, যাকোব এবং যোহনের সাথে কথা বলেছিলেন। তিনি তাদের বললেন *"দু:খে যেন আমার প্রাণ রেরিয় যাচ্ছে।"* যীশু জানতেন যে খুব শীঘ্রই তিনি মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন। কিভাবে তাঁর মৃত্যু হবে এবং কি কি ঘটতে চলেছে সেইসবই তিনি জানতেন। তিনি জানতেন যে তিনিই ঈশ্বরের সেই মেষশাবক যাকে সকলের পাপের জন্য মূল্য দিতে হবে। পিতা ঈশ্বর পৃথিবীর সমস্ত পাপের জন্য তাঁকেই শাস্তিযোগ্য করেছিলেন। এটা জেনে যীশু খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। যীশু বলেছিলেন শীঘ্রই যে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এটা চিন্তা করা তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টদায়ক ছিল । তিনি পিতর, যাকোব এবং যোহনকে সেখানে জেগে[২২৮] থাকতে বলেছিলেন। তারপর তিনি তাদের থেকে কিছুটা দূরে গিয়েছিলেন। তিনি মাটিতে উবুড় হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

যীশু তাঁর পিতার সাথে কথা বলছিলেন। তিনি বললেন, *"আব্বা, পিতা, তোমার কাছে তো সবই সম্ভব। এই দু:খের পেয়ালা আমার কাছ থেকে তুমি নিয়ে যাও। তবুও আমার ইচ্ছঅমত না হোক, কেন্তু তোমার ইচ্ছামত হোক।"* যীশুই ঈশ্বরের পুত্র। তিনি জানতেন ঈশ্বর চাইলে স্বর্গ থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারেন। তিনি যে দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে যাবেন সেটা তুলে

[২২৮] জেগে থাকা - না ঘুমানো

নেওয়ার জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করেছিলেন। এই বিষয়টা বুঝানোর জন্য তিনি পেয়ালা থেকে পান করার উদাহরণটি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে তিনি সেই পাত্রটি তাঁর কাছ থেকে সড়িয়ে নেন। তাঁকে যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে তিনি সেই ভয়ানক পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলছিলেন। মানব জাতিকে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা ছিল যীশু কিন্তু তা জানতেন। তাই তিনি তাঁর পিতাকে বললেন ঈশ্বর তাঁকে যা করতে বলবেন তিনি তা-ই করবেন। তিনি জানতেন যে এটি তাঁর জন্য একটি কষ্টের সময় হতে যাচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে দিয়ে যে কাজ করাতে চেয়েছেন তিনি তা করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি জানতেন যে ঈশ্বর বুঝতে পেরেছিলেন এটি তাঁর জন্য কতটা কঠিন ছিল।

যীশু শিষ্যদের জেগে থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু তবুও তারা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। যীশু তিনবার তাদের কাছে গিয়েছিলেন। যখন তিনি তাদের কাছে যেতেন, তারা ঘুমিয়ে পড়তেন। তৃতীয়বার তিনি তাদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে সজাগ থাকতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে তাঁকে ধরিয়ে দিবে সে কাছে এসে গেছে।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

যিহুদা অনেক লোকের সাথে একটি দল নিয়ে এসে পড়েছিল। এই লোকেরা যিহুদী ধর্ম নেতাদের হয়ে কাজ করত। তাদের সাথে *ছোরা এবং লাঠি*[২২৯] ছিল। যিহুদা সেই লোকদের বলেছিলেন যে তিনি যীশুকে দেখিয়ে দিবেন। তিনি বলেছিলেন তিনি যাকে চুম্বন করবেন তিনিই হবেন যীশু। সেই সময় কারও গালে চুম্বন করা ছিল সাধারণ শুভেচ্ছা[২৩০]। যিহুদা যীশুর কাছে গিয়ে বললেন "গুরু!" এবং তারপরই তিনি যীশুকে চুম্বন করলেন।

যিহুদার সাথে যে লোকেরা ছিল তারা দেখল সে কাকে চুম্বন করে। তখন তারা জানতে পারল যীশু কে ছিলেন। তারা যীশুকে ধরেছিল এবং আটক করেছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের মধ্যে একজন তার ছোরা বের করেছিলেন। সে প্রধান পুরোহিতের একজন দাসের কান কেটে ফেলেছিল। লূক যখন এই বিষয়গুলো লিখেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যীশু সেই দাসের কান সুস্থ করে দিয়েছিলেন। তারপর যীশু বলেছিলেন লোকেরা কেন ছোরা নিয়ে তাঁকে ধরতে এসেছে। তিনি বললেন, তিনি যখন মন্দিরে ছিলেন সেখানেও তারা তাঁকে ধরতে পারত। তিনি জানতেন তারা একটি নির্জন জায়গায় তাঁকে ধরতে চেয়েছিল। লোকদের সামনে তারা কি করছে তারা তা দেখাতে চাইত না। যীশু বললেন,"অবশ্য শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হতে হবে।" তিনি বলতে চেয়েছেন, ঈশ্বরের গল্প বলে যে এই সমস্ত কিছু ঘটবে। তাই এইসব ঘটবে।

শিষ্যরা সবাই অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে গিয়েছিলেন। যারা তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল যীশুই কেবল তাদের সাথে সেখানে ছিলেন।

পিতর অন্য শিষ্যদের সাথে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যারা যীশুকে নিয়ে গিয়েছিল তিনি তাদেরকে অনুসরণ করতে লাগলেন। তারা যীশুকে নিয়ে যিরুশালেমের প্রধান পুরোহিতের বাসায় নিয়ে গিয়েছিল। পিতর বাড়ির বাইরে ছিলেন। পিতর বাড়ির উঠানেই[২৩১] ছিলেন।

[২২৯] লাঠি - মানুষকে আঘাত করার জন্য একটি ভারী কাঠের টুকরো

[২৩০] শুভেচ্ছা - কারো সাথে দেখা করলে কিছু একটা করা

[২৩১] উঠান - একটি বড় বাড়ির বাইরের আঙ্গিনা যার চারপাশ প্রাচীর দিয়ে ঘেরাও থাকে কিন্তু এর কোনো ছাদ থাকে না

মার্ক ১৪:৫৩-৬৫

৫৩ সেই লোকেরা যীশুকে নিয়ে মহাপুরোহিতের কাছে গেল। সেখানে প্রধান পুরোহিতেরা,
বৃদ্ধ নেতারা ও ধর্ম-শিক্ষকেরা একসংগে জড়ো হলেন। ৫৪ পিতর দূরে দূরে থেকে যীশুর
পিছনে যেতে যেতে মহাপুরোহিতের উঠানে গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে রক্ষীদের সংগে বসে
তিনি আগুন পোহাতে লাগলেন।
৫৫ প্রধান পুরোহিতেরা এবং মহাসভার সমস্ত লোকেরা যীশুকে মেরে ফেলবার জন্য তাঁর
বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের খোঁজ করছিলেন, কিন্তু কোন সাক্ষ্যই তাঁরা পেলেন না।
৫৬ যীশুর বিরুদ্ধে অনেকেই মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল কিন্তু তাদের সাক্ষ্য মিলল না।

পর্ব ২১: যীশু যিরুশালেমে আসলেন এবং তাঁর শত্রুরা তাঁকে আটক করলেন

৫৭ তখন কয়েকজন উঠে তাঁর বিরুদ্ধে এই মিথ্যা সাক্ষ্য দিল,
৫৮ "আমরা ওকে বলতে শুনেছি, 'মানুষের তৈরী এই উপাসনা-ঘর আমি ভেংগে ফেলব
এবং তিন দিনের মধ্যে এমন একটা উপাসনা-ঘর তৈরী করব যা মানুষের তৈরী নয়।'
" ৫৯ কিন্তু তবুও তাদের সাক্ষ্য মিলল না। ৬০ তখন মহাপুরোহিত সকলের সামনে দাঁড়িয়ে
যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কোন উত্তরই দেবে না? তোমার বিরুদ্ধে এই
লোকেরা এই সব কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?" ৬১ যীশু কিন্তু উত্তর না দিয়ে চুপ করেই রইলেন।
মহাপুরোহিত আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি পরমধন্য ঈশ্বরের পুত্র মশীহ?"
৬২ যীশু বললেন, "আমিই সেই। আপনারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডান দিকে মনুষ্যপুত্রকে
বসে থাকতে দেখবেন এবং আকাশে মেঘের সংগে আসতে দেখবেন।"
৬৩ এতে মহাপুরোহিত তাঁর কাপড় ছিঁড়ে বললেন, "আর সাক্ষীর আমাদের কি
দরকার? ৬৪ আপনারা তো শুনলেনই যে, ও ঈশ্বরকে অপমান করল। আপনারা কি মনে
করেন?" তাঁরা সবাই যীশুকে মৃত্যুর শাস্তি পাবার উপযুক্ত বলে স্থির করলেন।
৬৫ তখন কয়েকজন তাঁর গায়ে থুথু দিলেন এবং তাঁর মুখ ঢেকে তাঁকে ঘুষি মেরে বললেন,
"তুই না নবী? কিছু বল্ দেখি!" তারপর রক্ষীরা তাঁকে নিয়ে গিয়ে চড় মারতে লাগল।

বাড়ির ভিতরে যিহুদী ধর্ম নেতারা একসাথে সভা করছিলেন। তারা যীশুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য[২৩২] দেবার জন্য কাউকে খুঁজছিলেন। তার মানে হল তারা যীশুর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণের[২৩৩] জন্য কাউকে খুঁজছিলেন। তারা এমন কাউকে খুঁজছিলেন যে যীশুর বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গ করার সাক্ষ্য দিবে। তারপর তারা তাঁকে হত্যা করবে।

[২৩২] সাক্ষ্য দেওয়া - আপনি যা বলেছেন তা সত্য কিনা আদালতে তা নিয়ে কথা বলা
[২৩৩] প্রমাণ - কেই একজন বলবে যে যীশু খুব ভুল কিছু করেছেন যাতে করে তারা তাঁকে হত্যা করতে পারে

ঈশ্বরের গল্প বলে যে, তারা যীশুর বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যা প্রমাণ খুঁজে পায় নি। অনেক লোক যীশুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ করার জন্য এসেছিল, কিন্তু একজনের সাথে অন্য জনের কথার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই প্রধান পুরোহিত যীশুর সাথে কথা বললেন। তিনি যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন লোকেরা যে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলছিল সেই ব্যাপারে তাঁর কোনো উত্তর আছে কিনা। যীশু কিন্তু উত্তর না দিয়ে চুপ[২৩৪] করেই রইলেন।

অনেক বছর আগে, দায়ূদ মশীহ সম্পর্কে লিখেছিলেন। যারা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য[২৩৫] দিবে তিনি তাদের বিষয়েই কথা বলছেন।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

গীতসংহিতা ২৭:১২

১২ আমার শত্রুদের ইচ্ছার কাছে আমাকে ছেড়ে দিয়ো না,
কারণ মিথ্যা সাক্ষীরা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে;
তাদের নিঃশ্বাসের সংগে বের হচ্ছে অত্যাচার।

তারপর প্রধান পুরোহিত যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি পরমধন্য ঈশ্বরের পুত্র মশীহ?" তিনি যীশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি ঈশ্বরের পুত্র মশীহ কিনা। তিনি বললেন "আমিই সেই" এবং একদিন তারা তাঁকে ঈশ্বরের পাশে অধিকার ও ক্ষমতার সাথে বসে থাকতে দেখবে। প্রধান পুরোহিত বলেছিলেন যে সে ঈশ্বরকে অপমান করেছে। ঈশ্বরকে অপমান করার মানে হল যখন কোনও ব্যক্তি ঈশ্বর সম্পর্কে মিথ্যা বলে। তারা ভেবেছিলেন যীশু যা বলছিলেন তা সত্য নয়। ঈশ্বরের আইন বলে মানুষ কখনও ঈশ্বরকে অপমান করতে পারবে না। সুতরাং প্রধান পুরোহিত যিহুদী ধর্ম নেতাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যীশুকে নিয়ে তারা কি করবে। তারা সকলে বলল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপমানের কথা বলার জন্য যীশুকে মেরে ফেলতে হবে। তারপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ যীশুকে থুথু মেরেছিল। তারা তাঁর চোখ বেঁধে[২৩৬] রেখেছিল। তারা তাঁকে আঘাত করেছিল এবং তাঁকে *ভবিষ্যদ্বাণী* বলতে বলেছিল। ভবিষ্যদ্বাণীর মানে হল ঈশ্বরের বাক্য বলা। তারা যীশুকে নিয়ে তামাশা করেছিল। তারা সত্যিসত্যি বিশ্বাস করে নি যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র কিংবা তিনি ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পারেন।

মশীহের সাথে যা কিছু ঘটবে সেই বিষয়ে ঈশ্বরের নবী যিশাইয় অনেক বছর আগেই লিখে রেখেছিলেন।

যিশাইয় ৫০:৬

৬ যারা আমাকে মেরেছে আমি তাদের কাছে আমার পিঠ পেতে দিয়েছি আর যারা আমার দাড়ি উপ্‌ড়িয়েছে তাদের কাছে আমার গাল পেতে দিয়েছি। যখন আমাকে অপমান করা

[২৩৪] চুপ - শান্ত, কোনো শব্দ না করা, কথা না বলা
[২৩৫] মিথ্যা সাক্ষী - যারা বলে যে তারা কোনও কিছু দেখেছে কিন্তু আসলে তারা তা দেখেনি
[২৩৬] চোখ বাঁধা - কারও চোখের উপর কাপড়ের একটি টুকরা বাঁধা যাতে সে দেখতে না পায়

ও আমার উপর থুথু ফেলা হয়েছে তখন আমি আমার মুখ ঢেকে রাখি নি।

রোমীয়রা সেই সময়ে সরকার[২৩৭] পরিচালনা করছিল। সুতরাং তারাই কেবলমাত্র অপরাধীকে[২৩৮] মেরে ফেলতে পারত। যিহূদী নেতারা রোমীয়দেরকে যীশুকে মেরে ফেলার জন্য বলেছিল। পরেরদিন সকালে তারা যীশুকে পীলাতের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। পীলাত ছিলেন রোমীয়দের প্রধান শাসনকর্তা[২৩৯]।

মার্ক ১৫:১-২০

১ প্রধান পুরোহিতেরা খুব ভোরে বৃদ্ধ নেতাদের, ধর্ম-শিক্ষকদের ও মহাসভার সমস্ত লোকদের সংগে একটা পরামর্শ করলেন। তারপর তাঁরা যীশুকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে তাঁকে রোমীয় প্রধান শাসনকর্তাপীলাতের হাতে দিলেন।
২ তখন পীলাত যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি যিহূদীদের রাজা?"যীশু উত্তর দিলেন, "আপনি ঠিক কথাই বলছেন।"

পর্ব ২১: যীশু যিরুশালেমে আসলেন এবং তাঁর শত্রুরা তাঁকে আটক করলেন

৩ প্রধান পুরোহিতেরা যীশুর নামে অনেক দোষ দিলেন।
৪ এতে পীলাত আবার যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি উত্তর দেবে না? দেখ, তারা তোমাকে কত দোষ দিচ্ছে।" ৫ যীশু কিন্তু আর কোন উত্তরই দিলেন না। এতে পীলাত আশ্চর্য হলেন। ৬ উদ্ধার-পর্বের সময়ে লোকেরা যে কয়েদীকে চাইত পীলাত তাকে ছেড়ে দিতেন। ৭ সেই সময় বারাব্বা নামে একজন লোক জেলখানায় বন্দী ছিল। বিদ্রোহের সময় সে বিদ্রোহীদের সংগে থেকে খুন করেছিল।
৮ লোকেরা পীলাতের কাছে এসে বলল, "আপনি সব সময় যা করে থাকেন এখন তা- ই করুন।" ৯ পীলাত তাদের বললেন, "তোমরা কি চাও যে, আমি যিহূদীদের রাজাকে ছেড়ে দিই?" ১০ প্রধান পুরোহিতেরা যে হিংসা করেই যীশুকে তাঁর হাতে দিয়েছেন পীলাত তা জানতেন। ১১ কিন্তু প্রধান পুরোহিতেরা লোকদের উস্‌কিয়েছিলেন যেন তারা যীশুর বদলে বারাব্বাকে চেয়ে নেয়। ১২ পীলাত আবার লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে তোমরা যাকে যিহূদীদের রাজা বল তাকে নিয়ে আমি কি করব?"
১৩ লোকেরা চেঁচিয়ে বলল, "ওকে ক্রূশে দিন।"
১৪ পীলাত বললেন, "কেন, সে কি দোষ করেছে?" কিন্তু লোকেরা আরও জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "ওকে ক্রূশে দিন।"
১৫ তখন পীলাত লোকদের সন্তুষ্ট করবার জন্য বারাব্বাকে তাদের কাছে ছেড়ে দিলেন, আর যীশুকে ভীষণভাবে চাবুক মারবার হুকুম দিয়ে ক্রূশে দেবার জন্য দিলেন।
১৬ তারপর সৈন্যেরা যীশুকে নিয়ে প্রধান শাসনকর্তার বাড়ীর ভিতরে গেল। সেখানে তারা অন্য সব সৈন্যদের একত্র করল।

[২৩৭] সরকার - কোনও দলের একটি দেশ বা রাষ্ট্র পরিচালনা করার ক্ষমতা
[২৩৮] অপরাধী - যারা আইন ভঙ্গ করে
[২৩৯] শাসনকর্তা - সরকারের পক্ষ থেকে কোনও একটি এলাকার নেতা

১৭ তারা যীশুকে বেগুনে কাপড় পরাল, আর কাঁটা-লতা দিয়ে একটা মুকুট গেঁথে তাঁর
মাথায় পরিয়ে দিল। ১৮ তার পরে তারা যীশুকে বলতে লাগল, "যিহূদী-রাজ, জয় হোক!"
১৯ তারা একটা লাঠি দিয়ে যীশুর মাথায় বারবার মারতে লাগল এবং তাঁর গায়ে থুথু দিল,
আর হাঁটু পেতে তাঁকে সম্মান দেখাবার ভান করল।
২০ এইভাবে তাঁকে ঠাট্টা-তামাশা করবার পর তারা সেই বেগুনে কাপড় খুলে নিয়ে
তাঁকে তাঁর নিজের কাপড় পরিয়ে দিল এবং ক্রুশে দেবার জন্য নিয়ে চলল।

পীলাত যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন,*"তুমি কি যিহূদিদের রাজা?"* যীশু উত্তর দিলেন, *"আপনিই তো বললেন।"* যীশু বলেছিলেন যে তিনিই যিহুদীদের রাজা। তিনি এই কথা বলেছিলেন কারণ তিনি সত্যিই ঈশ্বরের লোকদের কাছে একজন রাজা। যীশু জানতেন অনেক লোক তাঁকে সত্যিকার অর্থে জানত না এবং তিনি এও জানতেন অনেক লোক মশীহ সম্পর্কে বুঝতেও পারত না। তারা ভেবেছিল যে মশীহ যিহুদী জাতির একজন মহান রাজা হবেন। কিন্তু যীশু জানতেন তাঁর কাজ ভিন্ন হবে।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

প্রধান পুরোহিত তাঁকে বিভিন্ন অভিযোগে[২৪০] অভিযুক্ত করলেন। লোকেরা যীশুকে দোষারোপ করলেও যীশু কোনও উত্তর দেন নি দেখে পীলাত অবাক হলেন। অনেক বছর আগে নবী যিশাইয় এই বিষয়ে লিখে গিয়েছিলেন।

যিশাইয় ৫৩:৭

৭ তিনি অত্যাচারিত হলেন ও কষ্ট ভোগ করলেন, কিন্তু তবুও তিনি মুখ খুললেন না;
জবাই করতে নেওয়া ভেড়ার বাচ্চার মত, লোম ছাঁটাইকারীদের সামনে চুপ করে থাকা
ভেড়ীর মত তিনি মুখ খুললেন না।

যিশাইয় বলেছিলেন যে মশীহকে অনেক অত্যাচারিত হতে হবে। তার মানে হল লোকেরা তাঁকে আঘাত করবে এবং তিনি কষ্টভোগ করবেন। কিন্তু তিনি চুপ করেই থাকবেন। উদাহরণ হিসেবে যিশাইয় বলেছিলেন যে যেমন করে একটা মেষশাবক হত্যা করতে নেওয়া হয় এবং লোম ছাটায়ের জন্য একটি ভেড়া নেওয়া হয়। সেই সময় মেষশাবক এবং ভেড়া চুপ থাকে এবং কোনও শব্দ করে না।

ঈশ্বরের গল্প বলে যে পীলাত জানতেন যীশু কোনো অন্যায় করেন নি। পীলাত জানতেন যে যিহুদী ধর্ম নেতারা যীশুকে মেরে ফেলতে চায়। তিনি জানতেন তারা শুধুমাত্র হিংসার কারণেই তা করছে। হিংসা হল যখন আপনি অন্য কারও জিনিস চান কিন্তু তা আপনার কাছে নেই। কিছু কিছু লোক যীশুকে তাদের নেতা বানাতে চেয়েছিল। তাই যিহুদী লোকেরা দুঃশ্চিন্তিত ছিলেন যে যীশু হয়ত লোকদের উপর তাদের যে ক্ষমতা ছিল তা কেড়ে নিতে যাচ্ছে।

[২৪০] অভিযোগ - খারাপ কিছু করার জন্য কাউকে দোষারোপ করা

প্রত্যেক বছর উদ্ধারপর্বের সময়, রোমীয় শাসক একজন কয়েদীকে জেলখানা[২৪১] থেকে মুক্তি[২৪২] দিতেন। সুতরাং লোকেরা একজনকে ছেড়ে দেবার জন্য পীলাতের কাছে অনুমতি নিতে এসেছিল। পীলাত তাদের বললেন তিনি যিহুদীদের রাজাকে তাদের কাছে ছেড়ে দেবেন। পীলাত বিশ্বাস করতেন না যে যীশু ছিলেন একজন রাজা। তিনি তাঁকে যিহুদীদের রাজা বলেছিলেন কারণ যীশু নিজেই তা বলেছিলেন।

কিছুদিন আগেই লোকেরা যীশুকে দেখেছিল যীশু যিরুশালেমে ফিরে এসেছিলেন। তারা ভেবেছিল তিনিই মশীহ। তারা ভেবেছিল তিনি একজন মহান শাসনকর্তা হবেন। কিন্তু তিনি এখন বন্দী হলেন। তাই অনেক লোকই এখন মনে করে তিনি মশীহ ছিলেন না। তারা ভেবেছিল মশীহ হবেন খুব শক্তিশালী কেউ। তারা ভেবেছিল মশীহ রাজা হিসাবে শাসন করতে আসবেন, বন্দী হয়ে নয়। প্রধান পুরোহিত এবং লোকেরা পীলাতকে বলতে লাগলেন অন্য একজন কয়েদীকে ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। তারা বারাব্বা নামে একজন অপরাধীকে ছেড়ে দিতে বলেছিলেন।

পর্ব ২১: যীশু যিরুশালেমে আসলেন এবং তাঁর শত্রুর দ্বারা আটক হলেন

তারপর পীলাত লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, *"তাহলে তোমরা যাকে যিহূদিদেও রাজা বল তাকে নিয়ে আমি কি করব?"* লোকেরা চিৎকার করে যীশুকে ক্রুশে দিতে বলল। সেইসময় রোমীয়রা লোকদের ক্রুশে টাঙ্গিয়ে মেরে ফেলত। তারা বড় কাঠের টুকরো দিয়ে একটি ক্রুশ বানাত। তারপর তারা ক্রুশটি দাঁড় করাত। তারা যাকে মেরে ফেলতে চাইত তারা সেই লোকটির হাতে ও পায়ে পেরেক মারত। তারপর তারা লোকটিকে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে রাখত যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মারা যায়। কখনও কখনও ক্রুশে টাঙ্গানো ব্যক্তির মৃত্যু হতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগত। তারা কুখ্যাত অপরাধীদের এবং তাদের শত্রুদের এভাবে হত্যা করত। তারা এমন জায়গায় লোকদের ক্রুশে দিত যেখানে লোকেরা সাধারণত হেঁটে যেত এবং তাদেরকে দেখতে পেত।

প্রায় সাতশো বছর পূর্বে, ঈশ্বরের ভাববাদী যিশাইয় মশীহ সম্পর্কে লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন লোকেরা তাঁকে অবজ্ঞা করবে এবং প্রত্যাখ্যান করবে। এর মানে হল যে তারা তাঁকে ঘৃণা করবে এবং তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে।

যিশাইয় ৫৩:৩

৩ লোকে তাঁকে ঘৃণা করেছে ও অগ্রাহ্য করেছে;
তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং রোগের সংগে তাঁর পরিচয় ছিল।
লোকে যাকে দেখলে মুখ ফিরায় তিনি তার মত হয়েছেন;
লোকে তাঁকে ঘৃণা করেছে এবং আমরা তাঁকে সম্মান করি নি।

[২৪১] জেলখানা - একজন ব্যক্তি যিনি কারাগারে বন্দী
[২৪২] মুক্তি দেওয়া - তাকে ছেড়ে দেওয়া

পীলাত লোকদেরকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তিনি যিহুদী ধর্ম-নেতাদের সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন এবং নিজেও খুশি হয়েছিলেন। তাই তিনি বারাব্বাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি যীশুকে চাবুক[২৪৩] মারার হুকুম দিয়েছিলেন। তারপর পীলাত যীশুকে ক্রুশে দেয়ার জন্য রোমীয় সৈন্যদের[২৪৪] হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

রোমীয় সৈন্যরা তাঁকে নিয়ে তাদের প্রধান শাসনকর্তার ঘরে গিয়েছিল। তারা সমস্ত সৈন্যদের ডেকে আনল এবং তারা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে লাগল। ঠাট্টা-তামাশা করা মানে নিষ্ঠুর রসিকতা করা। তারা মজা করছিল কারণ তিনি বলেছিলেন তিনি যিহুদীদের রাজা। তারা তাঁর গায়ে একটি বেগুনী চাদর পড়িয়ে দিয়েছিল। রাজারা সাধারণত বেগুনী রংয়ের কাপড় পরতেন। তারপর তারা কাঁটা[২৪৫] দিয়ে একটি মুকুট তৈরি করেছিল এবং তা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়েছিল। তারা তাঁর সামনে হাঁটু পেতে বলেছিল, *"যিহূদী-রাজা, জয় হোক!"* তারা তাঁকে আঘাত করেছিল এবং থুথু মেরেছিল। তারপর তারা ঈশ্বরের পুত্র যীশুকে ক্রুশে দিতে নিয়ে গিয়েছিল।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

?

১. যীশু যখন যিরুশালেমে গিয়েছিলেন, তখন লোকেরা তাঁকে নিয়ে কি ভেবেছিল ?
২. মশীহ কি করতে এসেছিলেন সেই বিষয়ে লোকেরা কি ভেবেছিল ?
৩. যীশু যখন গেৎশিমানী বাগানে তাঁর পিতার সাথে কথা বলছিলেন, তিনি কি বলেছিলেন ? তিনি কেন তা বলেছিলেন ?
৪. যীশু চাইলে কি নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন ?

[২৪৩] চাবুক - বেত বা লাঠি দিয়ে কাউকে মারধর করা
[২৪৪] সৈন্য - যে লোকেরা সেনাবাহিনীতে আছে
[২৪৫] কাঁটা - কোনো গাছের কাঁটা

পর্ব ২২

যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, কবরস্ত হয়েছিলেন এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন

রোমীয় সৈন্যরা যীশুকে যিরুশালেমের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারা যীশুকে কাঠের তৈরি একটি ভারী ক্রুশ বহন করতে দিয়েছিল যেটা দিয়ে তারা তাঁকে ক্রুশে দিবে। যে জায়গায় তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হবে সেই জায়গার উদ্দেশ্যে তারা হাঁটতে শুরু

করল। যীশুকে খুব ভীষণ ভাবেই মারা হয়েছিল যার কারণে তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর জন্য ক্রুশ বহন করা খুবই কষ্টদায়ক ছিল।

মার্ক ১৫:২১

২১ সেই সময় শিমোন নামে কূরীণী শহরের একজন লোক গ্রামের দিক থেকে এসে সেই পথে যাচ্ছিলেন। ইনি ছিলেন আলেকসান্দর ও রূফের বাবা। সৈন্যেরা তাঁকে যীশুর ক্রুশটা বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করল।

সৈন্যরা একজন লোককে পাশ কাঁটিয়ে যাচ্ছিল। তার নাম ছিল শিমন। তিনি কূরীনী থেকে এসেছিলেন, যা বর্তমানে লিবিয়া। সৈন্যরা শিমনকে যীশুর ক্রুশ বহন করতে বলেছিল, তাই শিমন ক্রুশ বহন করেছিলেন। তখন থেকে অনেক লোক তাদের পিছনে যেতে শুরু করেছিল। এদের মধ্যে কিছু লোক ছিল যীশুর পরিবারের সদস্য এবং তাঁর বন্ধু। সেখানে পৌঁছাতে তাদের বেশি দূর যেতে হয়নি। এটা শহরের প্রাচীরের ঠিক বাইরে ছিল।

মার্ক ১৫:২২,২৩

২২ তারা যীশুকে গল্‌গথা, অর্থাৎ মাথার খুলির স্থান নামে একটা জায়গায় নিয়ে গেল।
২৩ পরে তারা যীশুকে গন্ধরস মিশানো সির্কা খেতে দিল, কিন্তু তিনি তা খেলেন না।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

সেই জায়গাটির নাম ছিল গল্‌গাথা। অরামীয় ভাষায় এর অর্থ হল 'মাথার খুলির স্থান'। কেউ কেউ বলে এই পাহাড়টি দেখতে মাথার খুলির[২৪৬] মত। মাঝেমধ্যে ইংরেজি বাইবেলে এই জায়গাটি কালভেরী নামেও ব্যবহার করা হয়। রোমীয়রা লোকদেরকে এই জায়গায় ক্রুশে দিত কারণ এটি শহর থেকে খুব কাছেই ছিল। অনেক লোক সেখানে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। রোমীয়রা লোকদের দেখাতে চাইত যে আইন ভঙ্গকারী লোকদের পরিণতি কি হতে পারে।

তারা সেখানে পৌঁছালে পর কেউ কেউ যীশুকে জল খেতে দেয়ার চেষ্টা করছিল। এটা ছিল গন্ধরস মিশানো সির্কা। গন্ধরস হল সুগন্ধিযুক্ত আঠা, যা এক ধরণের গাছ থাকে আসে। যখন মানুষ তা পান করে, তারা ব্যাথ্যা কম অনুভব করে। ক্রুশে দেওয়ার জন্য যাদেরকে নিয়ে যাওয়া হত যিরুশালেমের মহিলারা তাদের জন্য এগুলো তৈরি করত। কিন্তু যীশু তা পান করতে চান নি।

মার্ক ১৫:২৪,২৫

২৪ এর পরে তারা যীশুকে ক্রুশে দিল। সৈন্যেরা যীশুর কাপড়-চোপড় ভাগ করবার জন্য গুলিবাঁট করে দেখতে চাইল কার ভাগ্যে কি পড়ে। ২৫ সকাল ন'টার সময় তারা যীশুকে ক্রুশে দিয়েছিল।

[২৪৬] মাথার খুলি - মাথার ভিতরের বড় হাড়

সকাল ৯ টার সময়, রোমীয় সৈন্যরা যীশুকে ক্রুশে দিয়েছিল। প্রথমে, তারা তাঁর সমস্ত জামাকাপড় খুলে নিয়েছিল। বাইবেল বলে যে তারা যীশুর কাপড় চোপড় ভাগ করবার জন্য গুলিবাঁট করে দেখতে চাইল কার ভাগ্যে কি পড়ে। তারপর তারা হাতুরি[২৪৭] দিয়ে যীশুর হাতে ও পায়ে লম্বা ধাতব পেরেক দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করল। তারপর তারা তাঁকে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

অনেক বছর আগে দায়ূদ তার একটি গীতে মশীহের সম্পর্কে লিখেছিলেন। দায়ূদ ছিলেন ইস্রায়েলের রাজা কিন্তু তিনি ঈশ্বরের একজন নবীও ছিলেন বটে যিনি ঈশ্বরের বাক্য সকল লিখে রাখতেন। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের সঙ্গে কি ঘটবে সেই সব কিছুই জানতেন।

২৪৬. মাথার খুলি - মাথার ভিতরের বড় হাড়

২৪৭. হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা - হাতুড়ি দিয়ে কোনো কিছুকে আঘাত করা; হাতুড়ি হল এমন এক যন্ত্র যার সাহায্যে কোনো জিনিসের উপর পেরেক লাগানো হয়

পর্ব ২২: যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, কবরস্ত হয়েছিলেন এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন

গীতসংহিতা ২২:১৬-১৮

১৬ আমার চারপাশে একদল দুষ্ট লোক কুকুরের মত করে আমাকে ঘিরে ধরেছে;
তারা আমার হাত ও পা বিঁধেছে।
১৭ আমার হাড়গুলো আমি গুণতে পারি;
সেই লোকেরা আমাকে হাঁ করে দেখছে
আর আমার দিকে তাকিয়ে আছে।
১৮ নিজেদের মধ্যে তারা আমার কাপড়-চোপড় ভাগ করছে
আর আমার জামার জন্য গুলিবাঁট করছে।

রোমীয়রা যখন কোন অপরাধীকে ক্রুশবিদ্ধ করতেন তখন তারা তার সাথে দোষ-নামা যোগ করতেন। সেই দোষ-নামায় লেখা থাকত সেই অপরাধী কোন আইন ভঙ্গ করেছিল। এতে করে সকলে দেখতে পারবে সেই ব্যক্তিকে কেন ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। যীশু কিন্তু কোনও অপরাধী ছিলেন না। তিনি কোনও আইন ভাঙ্গেন নি। তাই রোমীয়রা যীশুর ক্রুশের কাছে দোষ-নামা হিসেবে 'যিহুদীদের রাজা' এই কথাটা টাঙ্গিয়ে দিয়েছিল। এই কথা লেখার কারণ হল যীশু নিজেকে তা-ই বলেছিলেন।

[২৪৭] হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা - হাতুড়ি দিয়ে কোনো কিছুকে আঘাত করা; হাতুড়ি হল এমন এক যন্ত্র যার সাহায্যে কোনো জিনিসের উপর পেরেক লাগানো হয়

যিহুদীরা যীশুর বিরুদ্ধে এই অভিযোগই[২৪৮] এনেছিল। তারা বিশ্বাস করত না যে তিনি যিহুদীদের রাজা। তারা তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ দেখেছিল, কিন্তু তবুও তারা তাঁর কথা বিশ্বাস করে নি।

মার্ক ১৫:২৬ ২৬ যীশুর বিরুদ্ধে দোষ-নামাতে লেখা ছিল, "যিহূদীদের রাজা।"

যীশুকে ক্রুশে টাঙ্গানো হয়েছিল। সেই এলাকার সমস্ত লোক তাঁকে দেখতে পেয়েছিল। যীশু যা বলেছিলেন তা-ই ঘটেছিল। মনে আছে, যীশু যখন ফরীশী নীকদীমের সাথে কথা বলেছিলেন? যীশু বললেন মোশি যেমন ব্রোঞ্জের সাপটি উঁচুতে তুলেছিলেন ঠিক তেমনি তাঁকেও উঁচুতে তোলা হবে। যখনই ইস্রায়েলীয়রা বোঞ্জের সাপের দিকে তাকাত, তারা আর সেই বিষাক্ত সাপের কামড়ে মারা পড়ত না। যীশুকেও ক্রুশে টাঙ্গানো হয়েছিল। নীকদীমের সাথে কথা বলার সময় তিনি এটাই বুঝাতে চেয়েছিলেন যে তাঁকেও উঁচুতে তোলা হবে।

মার্ক ১৫:২৭ ২৭ তারা দু'জন ডাকাতকেও যীশুর সংগে ক্রুশে দিল, একজনকে ডান দিকে ও অন্যজনকে বাঁ দিকে।

যীশুর উভয় পাশে আরও দুজনকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন যীশুকে উপহাস[২৪৯] করেছিল।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

লূক ২৩:৩৯-৪৩ ৩৯ যে দু'জন দোষী লোককে সেখানে ক্রুশে টাংগানো হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন যীশুকে টিট্‌কারি দিয়ে বলল, "তুমি নাকি মশীহ? তাহলে নিজেকে ও আমাদের রক্ষা কর।"
৪০ তখন অন্য লোকটি তাকে বকুনি দিয়ে বলল, "তুমি কি ঈশ্বরকে ভয় কর না? তুমি তো একই রকম শাস্তি পাচ্ছ। ৪১ আমরা উচিত শাস্তি পাচ্ছি। আমাদের যা পাওনা আমরা তা-ই পাচ্ছি, কিন্তু এই লোকটি তো কোন দোষ করে নি।" ৪২ তারপর সে বলল, "যীশু, আপনি যখন রাজত্ব করতে ফিরে আসবেন তখন আমার কথা মনে করবেন।"
৪৩ উত্তরে যীশু তাকে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সংগে পরমদেশে উপস্থিত হবে।"

[২৪৮] অভিযোগ করা - কোনো লোকের বিরুদ্ধে আদালতে আনা একটি অভিযোগ যে সে আইন ভঙ্গ করেছে
[২৪৯] উপহাস করা - কারো বিরুদ্ধে এমনভাবে বাজে মন্তব্য করা যার দ্বারা প্রকাশ পায় যে আপনি সেই ব্যক্তিকে সম্মান করেন না কিংবা তাকে পছন্দ করেন না

সেই দুজন ব্যক্তি ছিলেন অপরাধী। তারা আইন ভঙ্গ করেছিল বলে তাদেরকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন বিশ্বাস করে নি যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র। সে বলেছিল যীশু যদি সত্যিই মশীহ হতেন তাহলে তিনি নিজেকে এবং তাদেরকে রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু আরেক অপরাধী অন্য অপরাধীকে ধমক দিয়ে বলল যে তারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। কেননা তারা আইন ভঙ্গ করেছিল। কিন্তু সে বলল যীশু তো কোনও অন্যায় করেন নি। তারপর সে যীশুকে বলল *"যীশু আপনি যখন রাজত্ব করতে ফিওে আসবেন তখন আমার কথা মনে করবেন।"* এই লোকটি বিশ্বাস করত যে যীশুই ছিলেন মশীহ। সে জানত যীশুই ছিলেন ন্যায়বান রাজা। যীশু জানতেন, এই লোকটি বিশ্বাস করত তিনিই ঈশ্বরের পুত্র। এমন কি এই লোকটা মনে প্রাণে জানত যে সে পাপী। সে জানত কেবলমাত্র ঈশ্বরই তাকে রক্ষা করতে পারেন। তাই যীশু তাকে বললেন সেই দিনের পর থেকে সে যীশুর সাথে পরমদেশে[২৫০] থাকবে। লোকটি মারা যাবার পর সে অবশ্যই যীশুর সাথে স্বর্গে থাকবে। অনেক বছর আগেই নবী যিশাইয় যীশুর বিষয়ে লিখে রেখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে তাঁকে *পাপীদের সংগে গোণা হয়েছিল*। এর মানে হল তাঁকে অপরাধীদের দলে ধরা হবে।

যিশাইয় ৫৩:১২

১২ সেইজন্য মহৎ লোকদের মধ্যে আমি তাঁকে একটা অংশ দেব
আর তিনি বলবানদের সংগে বিজয়ের ফল ভাগ করবেন,
কারণ তিনি নিজের ইচ্ছায় প্রাণ দিয়েছিলেন।
তাঁকে পাপীদের সংগে গোণা হয়েছিল;
তিনি অনেকের পাপ বহন করেছিলেন
আর পাপীদের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

পর্ব ২২: যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, কবরস্ত হয়েছিলেন এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন

যারা যীশুর ক্রুশের পাশে যাওয়া আসা করছিল তাদের বিষয়ে মার্ক লিখেছিলেন। অনেক লোক যীশুকে নিয়ে বিদ্রুপ[২৫১] করছিল। বেশ কিছু যিহুদী ধর্ম নেতা যীশুকে নিয়ে যা যা বলেছিলেন মার্ক সেগুলো লিখে রেখেছিলেন।

মার্ক ১৫:৩১,৩২

৩১ প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম-শিক্ষকেরাও যীশুকে ঠাট্টা করবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, "ও অন্যদের রক্ষা করত, নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।
৩২ ঐ যে মশীহ, ইস্রায়েলীয়দের রাজা! ক্রুশ থেকে ও নেমে আসুক যেন আমরা দেখে বিশ্বাস করতে পারি।" যীশুর সংগে যাদের ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তারাও তাঁকে টিট্‌কারি দিল।

[২৫০] পরমদেশ - স্বর্গের আরেক নাম

[২৫১] বিদ্রুপ করা - কাউকে নিয়ে বা কোনও কিছু নিয়ে খুব বাজে ভাবে মজা করা

তারা যীশুকে নিজেকে রক্ষা করতে এবং ক্রুশ থেকে নেমে আসতে বলেছিল। তারা বিশ্বাস করত না যে যীশুই মশীহ। তারা তাঁকে নিয়ে উপহাস করেছিল। যিহুদীদের রাজা, এভাবে বলেই তারা যীশুকে নিয়ে মজা করছিল। তারা বলতে লাগল তিনি যেভাবে লোকদের রক্ষা করতেন ঠিক সেইভাবে এখন নিজেকে রক্ষা করুক। যীশু নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন। যেহেতু তিনি ঈশ্বরের পুত্র তাই তিনি সব কিছুই করতে পারেন। কিন্তু তিনি নিজেকে রক্ষা করেন নি। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে সব রকমভাবে ভালবাসতেন। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে রক্ষা করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি।

সকাল ৯ টায় যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। দিনের মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ দুপুর বেলায়ও যীশু ক্রুশের উপরে ছিলেন।

মার্ক ১৫:৩৩ ৩৩ পরে দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত সারা দেশ অন্ধকার হয়ে রইল।

মার্ক লিখেছিলেন যে, দুপুর ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত সারা দেশ অন্ধকার হয়ে রইল। ঈশ্বরই তখন অন্ধকার করে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর এটা করলেন যাতে তিনি দেখাতে পারেন যীশুর সাথে কি ঘটেছিল। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

হাজার হাজার বছর আগে, আদম এবং হবার কাছ থেকেও ঈশ্বর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। সেই তখন থেকেই মানুষ পাপ ও মৃত্যুর জগতে জন্মগ্রহণ করতে থাকে। তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। মানুষ যেমন খুশি তেমনভাবে ঈশ্বরের কাছে আসতে পারত না। ঈশ্বরের কাছে থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারত না। তাই আদম এবং হবার মতই সকলে জন্মগ্রহণ করত, তারপর বৃদ্ধ হত এবং পরে মারা যেত। তাদের দৈহিক মৃত্যুর পর তারা চিরকালের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যেত। আদম এবং হবার সময় থেকেই যতজনই জন্মগ্রহণ করেছে তাদের প্রত্যেকের অবস্থাই একই রকম হয়েছে।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

কেবলমাত্র পশু হত্যার মাধ্যমেই মানুষ ঈশ্বরের কাছে যেতে পারত। পশু হত্যা করে তাদের দেখাতে হত যে তারা সত্য জানে। এর মাধ্যমে তাদের দেখাতে হত যে তারা পাপী এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ছে এবং তারা এটা বিশ্বাস করে যে পাপের কারণে তাদের মৃত্যুবরণ করতে হত। তাই তাদের পশু হত্যা করার মাধ্যমে এটাই দেখাতে হত যে কেবলমাত্র ঈশ্বর-ই তাদের রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু তারা বারবার পাপ করত এবং সেই কারণে তাদের বারবার পশু হত্যা করতে হত। কিন্তু পশুর রক্ত তাদের পাপের মূল্য দিতে পারত না। এটা কেবলমাত্র একটা চিহ্ন যাতে তারা ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে সত্যিটা জানতে পারে। ঈশ্বর তাদের বুঝাতে চেয়েছিলেন পাপের শাস্তি হিসেবে মৃত্যু অনিবার্য। ঈশ্বর জানতেন সুদূর ভবিষ্যতে কেউ একজন পাপের চূড়ান্ত মূল্য দিবেন।

ঈশ্বর হলেন খাঁটি। তিনি সর্বদা সঠিক এবং ন্যায় কাজ করেন। ঈশ্বর এমনই। তিনি কখনো ভুল কাজ করেন না। তিনি কখনও এমন কাজ করেন না যা সত্য নয়। তাই ঈশ্বর মানুষের সাথে আসল এবং সত্যিকার সম্পর্ক রাখতে চান। এটাই সত্য

যে পাপের কারণে মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। আদম এবং হবার সময় থেকে এখন পর্যন্ত মানুষ বাগানের বাইরে জন্মগ্রহণ করছে। তারা পাপ এবং মৃত্যুর জগতে জন্মগ্রহণ করছে। ঈশ্বরের মত তারা কখনো খাঁটি হতে পারবে না। তারা আর কখনো বাগানে ফিরে যেতে পারবে না। মানুষ কখনো ঈশ্বরের সাথে তাদের ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক জোড়া লাগাতে পারবে না। একমাত্র ঈশ্বরই তা পারেন।

মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও তিনি তাদের ভালবাসেন। পাপ করার সত্বেও এবং তাঁর আইন অমান্য করার সত্বেও তিনি তাদের ভালবাসেন। ঈশ্বর মানুষকে রক্ষা করতে চান যাতে তাদের তাঁর কাছ থেকে চিরকালের জন্য আলাদা হতে না হয়। তিনি বললেন একজন মানুষ আসবেন যিনি শয়তানকে পরাজিত করবেন। একজন উদ্ধারকর্তা আসবেন, যিনি সমগ্র পৃথিবীর মানুষের পাপের মূল্য দিবেন - তা হবে একবারই এবং সর্বসময়ের জন্য।

তাই আদমের জায়গায় ঈশ্বর অন্য আরেক জনকে বেছে নিয়েছিলেন। সেই মানুষটি হলেন যীশু। যীশু ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। তিনি অন্যান্য লোকদের মত ছিলেন না। তিনি ছিলেন ঈশ্বর। তাই তিনি অন্যান্য লোকদের মত পাপী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনি ঈশ্বরের অবাধ্য হন নি। তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন নি। ঈশ্বর যেমন খাঁটি তিনিও তেমনি খাঁটি ছিলেন। ঈশ্বর চেয়েছিলেন তাঁর পুত্র যেন একজন সত্যিকার মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। তিনি তা করলেন যাতে যীশু একজন সত্যিকার মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করে এবং মৃত্যুবরণও করে। ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশুকে বেঁছে নিয়েছিলেন যাতে তিনি সমগ্র মানুষের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করতে পারে।

যীশুকে যখন ক্রুশে টাঙ্গানো হয়েছিল, সেইসময় প্রায় তিন ঘন্টা ধরে অন্ধকার ছিল। ঈশ্বর তা করলেন যাতে এটা দেখানো যায় যে তিনি যীশুর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। যীশু ঈশ্বরের মেষশাবক ছিলেন। তিনি সমস্ত লোকের পাপের বোঝা নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। তিনি সকলের পাপের মূল্য দিতে মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছিলেন। তাই ঈশ্বর যীশুর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন কেননা যীশু সমগ্র মানুষের পাপের বোঝা বহন করছিলেন। সেই সময়টা যীশু এবং ঈশ্বরের

পর্ব ২২: যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, কবরস্ত হয়েছিলেন এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন

জন্য খুবই মর্মান্তিক মুহূর্ত ছিল। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন যাকে তিনি এত ভালবাসতেন। যীশুকে এমন একটা সময় একা পার করতে হয়েছিল যখন তাঁর সবচেয়ে বেশি পিতাকে প্রয়োজন ছিল। তাঁর পিতা ঈশ্বর তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। ঈশ্বরকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়েছিল কেননা যীশু সমগ্র পৃথিবীর পাপের মূল্য পরিশোধ করতে চলেছেন। মনে হচ্ছে যেন তিনিই পাপ করেছেন। আকাশকে অন্ধকার হতে দিয়ে ঈশ্বর দেখালেন যে সময়টা খুবই মর্মান্তিক ছিল।

বেলা ৩ টায় যীশু তাঁর পিতাকে ডাকলেন। পিতা তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল বলে তিনি জোরে চিৎকার করে তাঁকে ডাকলেন। এই মর্মান্তিক যন্ত্রণা এবং কষ্টের সময়ে পিতাকে তাঁর প্রয়োজন ছিল। তিনি অরামীয় ভাষায় কথা বলেছিলেন বলে সেখানে উপস্থিত লোকেরা বুঝতে পারে নি তিনি কি বলছিলেন। তারা ভেবেছিল তিনি ঈশ্বরের নবী এলিয়কে ডাকছিলেন।

মার্ক ১৫:৩৪-৩৭

৩৪ বেলা তিনটার সময় যীশু জোরে চিৎকার করে বললেন, “এলোই, এলোই, লামা শবক্তানী,” অর্থাৎ “ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ?”

৩৫ যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের কয়েকজন এই কথা শুনে বলল, "শোন, শোন, ও
এলিয়কে ডাকছে।" ৩৬ তখন একজন লোক দৌড়ে গিয়ে একটা সপঞ্জ সির্কায় ভিজাল
এবং একটা লাঠির মাথায় লাগিয়ে তা যীশুকে খেতে দিল। সে বলল, "থাক্, দেখি এলিয়
ওকে নামিয়ে নিতে আসেন কি না।"
৩৭ এর পরে যীশু জোরে চিৎকার করে প্রাণত্যাগ করলেন। ৩৮ তখন উপাসনা-ঘরের
পর্দাটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হয়ে গেল।

যীশু জোরে চিৎকার করে প্রাণ ত্যাগ করলেন। যীশু মারা গিয়েছিলেন কেননা তিনি মৃত্যুবরণ করতেই চেয়েছিলেন। তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি জানতেন জগতের লোকদের উদ্ধার করতে হলে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। যীশু প্রাণ ত্যাগ করার সময় যে সকল বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যোহন তা লিখে রেখেছিলেন।

যোহন ১৯:৩০

৩০ যীশু সেই সির্কা খাওয়ার পরে বললেন, "শেষ হয়েছে।" তারপর তিনি মাথা নীচু করে তাঁর আত্মা সমর্পণ করলেন।

যীশু বললেন, "শেষ হয়েছে।" এর মানে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন জগতের পাপের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের যে মহান পরিকল্পনা ছিল, যা তিনি অনেক আগেই শুরু করেছিলেন, তা পূর্ণ হয়েছে। মানুষের ঈশ্বরের কাছে আসার একটা পথ তৈরি হয়েছে। ঈশ্বর তা পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি মানুষের সাথে একটা সত্যিকার, আসল এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে চেয়েছিলেন। তাই যীশু অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র সমস্ত লোকের পাপের বোঝা কাঁধে নিলেন এবং তাদের পাপের মূল্য দিতে মৃত্যবরণ করলেন। সেই কারণে যীশু বলেছিলেন শেষ হয়েছে। তিনি পাপের মূল্য দিয়েছিলেন বলে মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে অনন্তকালীন সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। যীশুর মৃত্যুর পর যা যা ঘটেছিল সেই বিষয়ে মার্ক লিখেছিলেন।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

মার্ক ১৫:৩৮

৩৮ তখন উপাসনা-ঘরের পর্দাটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হয়ে গেল।

মনে আছে, মন্দিরের ভিতরকার পুরু, ভারী ঝুলন্ত পর্দার কথা? এই পর্দা মন্দিরের ভিতরের ২টা কক্ষ - পবিত্র স্থান এবং মহা পবিত্র স্থানকে আলাদা করেছিল। সেই মহা পবিত্র স্থানে ঈশ্বর থাকতেন। কেবলমাত্র মহাপুরোহিতেরা বছরে একবার সাক্ষ্য সিন্দুকের উপর পশুর রক্ত ছিটানোর জন্য সেই স্থানে প্রবেশ করতে পারতেন। অন্য কোন ব্যক্তি সেখানে গেলেই মারা যেত।

কিন্তু যীশু পাপের জন্য চূড়ান্ত[২৫২] উৎস্বর্গ দিয়েছিলেন। তাঁর এই কাজের জন্য এখন মানুষ অনায়াসেই যেকোন সময় ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে। ঈশ্বরের গল্প বলে যে সেই পর্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর দেখালেন যে তিনিই সেই পর্দা ছিঁড়ে দিয়েছিলেন। এখন আর কোন কিছুই মানুষকে ঈশ্বরের থেকে আলাদা করতে পারে না। যীশুই পাপের জন্য চূড়ান্ত মূল্য দিয়েছিলেন। মনে আছে যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের সাথে উদ্ধারপর্বের ভোজ খাচ্ছিলেন? তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, মানুষের জন্য ঈশ্বরের নতুন ব্যবস্থা আমার এই রক্তের দ্বারাই বহাল করা হবে। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে তিনি মারা যাবেন এবং তাঁর রক্ত ঝড়ানো হবে এবং এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে হওয়া চুক্তি পূর্ণ হবে এবং তা-ই ঘটেছিল। ঈশ্বর মন্দিরের পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন যাতে তিনি এটা দেখাতে পারেন যে সেই চুক্তি পূর্ণ হয়েছে কিংবা সম্পন্ন হয়েছে - অর্থাৎ শেষ হয়েছে।

যীশু শুক্রবারে মারা গিয়েছিলেন। পরের দিন ছিল যিহুদীদের বিশ্রামবার। সেই দিন কোন কাজ করা হয় না। বিশ্রামবার শুরু হত শুক্রবার সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে।

মার্ক ১৫:৪২ ৪২ সেই দিনটা ছিল আয়োজনের দিন, অর্থাৎ বিশ্রামবারের আগের দিন।

বিশ্রামবার শুরু হতে আর কিছুক্ষণ বাকি ছিল। তাই বিশ্রামবার শুরু হওয়ার আগেই যীশুর দেহ একটা কবরে রাখতে হত। অরিমাথিয়া গ্রামের যোষেফ নামে একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন যিহুদী সভার একজন সদস্য। যোষেফ বিশ্বাস করতেন যে যীশুই ছিলেন সেই মশীহ। তিনি ছিলেন যীশুর একজন শিষ্য, যদিও তিনি কাউকে সেটা বলেন নি। যিহদীরা জানলে তার কি হবে সেটা ভেবে তিনি ভয় পেয়েছিলেন।

পর্ব ২২: যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, কবরস্ত হয়েছিলেন এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন

মার্ক ১৫:৪৩-৪৭

৪৩ যখন সন্ধ্যা হয়ে আসল তখন অরিমাথিয়া গ্রামের যোষেফ সাহস করে পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর দেহটি চাইলেন। তিনি মহাসভার একজন নাম- করা সভ্য ছিলেন এবং তিনি নিজে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।
৪৪ পীলাত আশ্চর্য হলেন যে, যীশু এত তাড়াতাড়ি মারা গেছেন। সত্যি সত্যি যীশুর মৃত্যু হয়েছে কি না, তা সেনাপতিকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।
৪৫ যখন সেনাপতির কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন যে, সত্যিই তাঁর মৃত্যু হয়েছে তখন দেহটি যোষেফকে দিলেন। ৪৬ যোষেফ গিয়ে কাপড় কিনে আনলেন এবং যীশুর

[২৫২] চূড়ান্ত - সর্বশেষ এবং সম্পূর্ণ

মৃতদেহটি নামিয়ে সেই কাপড়ে জড়ালেন, আর পাহাড় কেটে তৈরী করা একটা কবরে
সেই দেহটি রাখলেন। তারপর তিনি কবরের মুখে একটা পাথর গড়িয়ে দিলেন।
৪৭ যীশুর মৃতদেহটি কোথায় রাখা হল তা মগ্দলীনী মরিয়ম ও যোষেফের মা মরিয়ম
দেখলেন।

যোষেফ পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর দেহটি চাইলেন। যীশু মারা গিয়েছিলেন দেখে পীলাত অবাক হয়েছিলেন। তাই তিনি তার এক সেনাপতিকে দিয়ে যীশুর মৃত্যু হয়েছে কিনা তা যাছাই করে নিলেন। তারপর পীলাত যীশুর দেহ যোষেফকে দিয়ে দিলেন। যোষেফ তাঁর দেহ লিলেন কাপড় দিয়ে জড়ালেন। এই কাপড় কিনতে অনেক টাকা খরচ হয়েছিল। তিনি তাঁর দেহ একটি গুহার মধ্যে রাখলেন এবং সেই কবরের দরজার সামনে একটা পাথর বসালেন। পাথরটি সেখানে রাখার কারণ হল যাতে কোনও মানুষ কিংবা পশু সেই দেহ ছুঁতে না পারে। পাথরটি খুবই ভারী ছিল বলে কবরখানা খোলা কঠিন ব্যাপার ছিল। যীশুর অনুসারী কিছু স্ত্রীলোক কবরের কাছে ছিলেন।

যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর মৃত দেহ নিয়ে যা ঘটেছিল সেই ব্যাপারে যোহন লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন নীকদীম যোষেফকে যীশুর মৃতদেহ নিতে সাহায্য করেছিলেন। নীকদীম ছিলেন সেই ফরীশী যিনি যীশুর সাথে কথা বলতে রাতের বেলা তাঁর কাছে এসেছিলেন। নীকদীম ক্রুশ থেকে যীশুর মৃত দেহ নামাতে যোষেফকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি কিছু গন্ধরস[২৫৩] এবং অগুরু[২৫৪] নিয়ে এসেছিলেন। এগুলো ছিল দামী এবং সুগন্ধিযুক্ত মলম। নীকদীম যীশুর দেহে সুগন্ধি মলম লাগাতে এবং কাপড় জড়াতে যোষেফকে সাহায্য করেছিলেন। তারপর তিনি যোষেফের সাথে সেই মৃতদেহটি কবরে রাখলেন।

যোহন ১৯:৩৮-৪২

৩৮ এই সমস্ত ঘটনার পরে অরিমাথিয়া গ্রামের যোষেফ যীশুর দেহটা নিয়ে যাবার জন্য
পীলাতের কাছে অনুমতি চাইলেন। যোষেফ ছিলেন যীশুর গুপ্ত শিষ্য, কারণ তিনি যিহূদী
নেতাদের ভয় করতেন। পীলাত অনুমতি দিলে পর তিনি এসে যীশুর দেহ নিয়ে গেলেন।
৩৯ আগে যিনি রাতের বেলায় যীশুর কাছে এসেছিলেন সেই নীকদীমও প্রায় তেত্রিশ
কেজি গন্ধরস ও অগুরু মিশিয়ে নিয়ে আসলেন।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

৪০ পরে তাঁরা যীশুর দেহটি নিয়ে যিহূদীদের কবর দেবার নিয়ম মত সেই সমস্ত সুগন্ধি
জিনিসের সংগে দেহটি কাপড় দিয়ে জড়ালেন।
৪১ যীশুকে যেখানে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল সেই জায়গায় একটা বাগান ছিল আর
সেখানে একটা নতুন কবর ছিল। সেই কবরের মধ্যে কাউকে কখনও রাখা হয় নি।
৪২ সেই দিনটা ছিল যিহূদীদের পর্বের আয়োজনের দিন, আর কবরটাও কাছে ছিল বলে
তাঁরা যীশুকে সেই কবরেই রাখলেন।

[২৫৩] গন্ধরস - সুগন্ধিযুক্ত এক ধরনের আঠালো রস যা এক ধরনের গাছ থেকে পাওয়া যায়
[২৫৪] অগুরু - সুগন্ধিযুক্ত আঠালো রস যা থেকে আতর তৈরি করা হয়

মৃতদেহ করবে রাখার জন্য তারা বেশি সময় পায় নি। কেননা বিশ্রামবার শীঘ্রই শুরু হতে চলেছিল। তাই তারা যীশুর মৃতদেহ এমন একটা কবর রেখেছিল যেটা ক্রুশের জায়গার কাছাকাছি ছিল। সেই কবরটি যোষেফের ছিল। তিনি কখনো সেই কবর ব্যবহার করেন নি। অনেক বছর আগেই যিশাইয় লিখেছিলেন যে মশীহকে একজন ধনী লোকের কবরে রাখা হবে।

যিশাইয় ৫৩:৯

৯ যদিও তিনি কোন অনিষ্ট করেন নি
কিম্বা তাঁর মুখে কোন ছলনার কথা ছিল না,
তবুও দুষ্টদের সংগে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল
আর মৃত্যুর দ্বারা তিনি ধনীর সংগী হয়েছিলেন।

বিশ্রামবার শেষ হওয়ার পর তিনজন মহিলা কবরের কাছে গেলেন। দিনটি ছিল রবিবারের ভোর বেলা। এদের মধ্যে ছিলেন মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোবের মা মরিয়ম এবং শালোমী। যীশুকে ক্রুশে দেওয়ার সময়ও এরা সেখানে ছিলেন, যা মার্ক লিখে রেখেছিলেন। তারা যীশুর দেহে সুগন্ধি মলম লাগানোর জন্য কবরের কাছে গিয়েছিলেন।

মার্ক ১৬:১-৫

১ বিশ্রামবার পার হয়ে গেলে পর মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোবের মা মরিয়ম এবং শালোমী
যীশুর দেহে মাখাবার জন্য সুগন্ধি মলম কিনে আনলেন।
২ সপ্তার প্রথম দিনের খুব সকালে, সূর্য উঠবার সংগে সংগেই তাঁরা কবরের কাছে
গেলেন।
৩ সেই সময় তাঁরা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, "কবরের মুখ থেকে কে ঐ
পাথরটা সরিয়ে দেবে?"
৪ কিন্তু তাঁরা চেয়ে দেখলেন যে, পাথরখানা সরানো হয়েছে। সেই পাথরটা খুব বড় ছিল।
৫ কবরের গুহায় ঢুকে তাঁরা দেখলেন, সাদা কাপড়-পরা একজন যুবক ডান দিকে বসে
আছেন। এতে তাঁরা খুব অবাক হলেন।

পর্ব ২২: যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, কবরস্ত হয়েছিলেন এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন

সেই মহিলারা কবরের দিকে যাচ্ছিলেন। তারা ভাবছিলেন কে তাদেরকে কবরের মুখ থেকে ভারী পাথরখানা সরিয়ে দিতে সাহায্য করবে। কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছে দেখে যে পাথরখানা ইতিমধ্যে সরানো আছে। তাই তারা কবরের ভিতরে গিয়েছিলেন। তারা দেখলেন সাদা কাপড় পড়া একজন যুবক সেখানে বসে আছে। এই যুবক ছিলেন ঈশ্বরের বার্তাবাহক, অর্থাৎ একজন স্বর্গদূত। তিনি তাদের সাথে কথা বলার জন্য মানুষরূপে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। লূক এবং যোহন এই বিষয়ে লিখেছিলেন। তারা বলেছিলেন সেখানে দুজন স্বর্গদূত ছিলেন। কেবলমাত্র মার্ক-ই বলেছিলেন যে সেখানে একজন ছিলেন, সম্ভবত একজন স্বর্গদূত-ই সেই মহিলাদের সাথে কথা বলছিলেন বলে।

মার্ক ১৬:৬-৮

৬ সেই যুবকটি বললেন, "অবাক হয়ো না। নাসরত গ্রামের যীশু, যাঁকে ক্রুশে দেওয়া
হয়েছিল, তাঁকেই তোমরা খুঁজছো তো? তিনি এখানে নেই, তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন।

যেখানে তারা তাঁকে রেখেছিল সেই জায়গা দেখ।
৭ তারপর তোমরা গিয়ে তাঁর শিষ্যদের ও পিতরকে এই কথা বল যে, তিনি তাদের আগে
গালীলে যাচ্ছেন। তিনি যেমন বলেছিলেন তেমনই তারা তাঁকে সেখানে দেখতে পাবে।"
৮ সেই স্ত্রীলোকেরা কিছু বুঝতে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে কবরের গুহা থেকে বের হয়ে
আসলেন এবং সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। তাঁরা এত ভয় পেয়েছিলেন যে,
কাউকে কিছু বললেন না।

সেই স্ত্রীলোকেরা খুবই অবাক হয়েছিলেন এবং ভয় পেয়েছিলেন। স্বর্গদূত তাদেরকে উদ্বিগ[২৫৫] হতে মানা করেছিলেন। তিনি জানতেন যাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তারা সেই নাসরতের যীশুকে খুঁজতে এসেছিলেন। তিনি তাদের বললেন যীশু সেখানে নেই কারণ তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। যেখানে তারা তাঁর দেহ রেখেছিলেন তিনি তাদেরকে সেই জায়গা দেখালেন। কিন্তু সেখানে কোনও দেহ ছিল না। তারপর সেই স্বর্গদূত স্ত্রীলোকদের বললেন, তোমরা গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল যে, যীশু তাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন। সেই স্বর্গদূত বললেন, শিষ্যেরা সেখানে যীশুকে দেখতে পাবে। তিনি বললেন, "তিনি যেমন বলেছিলেন তেমনই তারা তাঁকে সেখানে দেখতে পাবে।" স্বর্গদূত তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন যে যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন তিনি মারা যাবেন এবং আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।

সেই স্ত্রীলোকেরা কবর থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। তারা এতটায় অবাক এবং বিস্মিত হয়ে কাঁপতে লাগলেন যে, কাউকে কিছু বলেন নি। কিন্তু লূক লিখেছিলেন যে তারা শিষ্যদের সাথে কথা বলতে গিয়েছিলেন। স্বর্গদূত তাদের যা করতে বলেছিলেন তারা তা-ই করেছিলেন।

লূক ২৪:৮-১২

৮ তখন তাঁদের সেই কথা মনে পড়ল। ৯ তাঁরা কবর থেকে ফিরে গিয়ে সেই এগারোজন
শিষ্য এবং অন্য সকলকে এই সব কথা জানালেন।
১০ সেই স্ত্রীলোকদের মধ্যে ছিলেন মগ্দলীনী মরিয়ম, যোহানা ও যাকোবের মা মরিয়ম।
তাঁদের সংগে আর অন্য যে স্ত্রীলোকেরা ছিলেন তাঁরাও এই সমস্ত কথা প্রেরিতদের কাছে
বললেন। ১১ কিন্তু সেই সব কথা তাঁদের কাছে বাজে কথার মতই মনে হল। সেইজন্য সেই
স্ত্রীলোকদের কথা তাঁরা বিশ্বাস করলেন না।
১২ পিতর কিন্তু উঠে দৌড়ে কবরের কাছে গেলেন এবং নীচু হয়ে কেবল কাপড়গুলোই
দেখতে পেলেন। যা ঘটেছে তাতে আশ্চর্য হয়ে তিনি ফিরে আসলেন।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

পরবর্তীতে যীশু অনেক লোককেই দেখা দিয়েছিলেন। তিনি মগ্দলীনী মরিয়ম এবং আরও অনেক লোকের কাছে এবং শিষ্যদেরকে দেখা[২৫৬] দিয়েছিলেন।

মার্ক ১৬:৯-১৪

৯ সপ্তার প্রথম দিনের ভোর বেলায় যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন। পরে তিনি মগ্
দলীনী মরিয়মকে প্রথমে দেখা দিলেন। এই মরিয়মের ভিতর থেকে তিনি সাতটা মন্দ আত্মা
ছাড়িয়েছিলেন। ১০ যীশুকে দেখবার পর মরিয়ম গিয়ে যাঁরা যীশুর সংগে থাকতেন তাঁদের
কাছে খবর দিলেন। সেই সময় তাঁরা মনের দুঃখে কাঁদছিলেন।
১১ যীশু জীবিত হয়েছেন ও মরিয়ম তাঁকে দেখেছেন, এই কথা শুনে তাঁরা বিশ্বাস করলেন

[২৫৫] উদ্বিগ্ন - বিস্মিত হওয়া এবং ভয় পাওয়া
[২৫৬] দেখা দেওয়া - অন্যের কাছে নিজেকে দেখা দেওয়া

না। ১২ এর পরে তাঁর দু'জন শিষ্য যখন হেঁটে গ্রামের দিক যাচ্ছিলেন তখন যীশু অন্য রকম চেহারায় তাঁদের দেখা দিলেন। ১৩ তাঁরা ফিরে গিয়ে বাকী সবাইকে সেই খবর দিলেন, কিন্তু তাঁদের কথাও অন্য শিষ্যেরা বিশ্বাস করলেন না।
১৪ এর পরে যীশু তাঁর এগারোজন শিষ্যকে দেখা দিলেন। তখন তাঁরা খাচ্ছিলেন। বিশ্বাসের অভাব ও অন্তরের কঠিনতার জন্য তিনি তাঁদের বকলেন, কারণ তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবার পরে যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন তাঁদের কথা তাঁরা বিশ্বাস করেন নি।

তারপর শিষ্যেরা যীশুর সাথে বৈথনিয়াতে গেলেন। ঈশ্বরের গল্প আমাদের বলে যে, তরা বৈথনিয়াতে থাকতেই ঈশ্বর যীশুকে স্বর্গে তুলে নিয়েছিলেন। যীশু তাঁর কাজ সম্পন্ন করেছিলেন বলে পিতার সাথে থাকার জন্য তাঁর কাছে ফিরে গেলেন। তিনি এখনও সেখানেই আছেন।

মার্ক ১৬:১৯

১৯ শিষ্যদের কাছে এই সব কথা বলবার পরে প্রভু যীশুকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল। সেখানে তিনি ঈশ্বরের ডান দিকে বসলেন।

ক্রুশের উপরে যীশু সমগ্র মানব জাতির পাপ তুলে নিয়েছিলেন। ঈশ্বর তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং আমাদের পাপের জন্য তাঁর বিচার করেছিলেন। ঈশ্বর যীশুকে বিচার করেছিলেন এবং তাঁকে সাজা[২৫৭] দিয়েছিলেন। সেই সাজা ছিল মৃত্যু। যীশু সমগ্র মানুষের পাপের মূল্য দিতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

পর্ব ২২: যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, কবরস্ত হয়েছিলেন এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন

যীশু ঈশ্বরের ইচ্ছামত সবকিছুই করেছিলেন এবং ঈশ্বর তাঁকে পুনরায় জীবিত করেছিলেন। ঈশ্বর দেখালেন যে তিনি যীশুর দেওয়া মূল্য গ্রহণ করলেন। সেই শাস্তি আর নেই। সমগ্র মানব জাতির পাপের মূল্য একবারেই পরিশোধ করা হয়েছে।

?

১. যীশুর সাথে যা কিছু ঘটবে সেই বিষয়ে ঈশ্বরের নবীরা কিভাবে জানতেন ?
২. যীশু যখন ক্রুশে মৃত্যুবরণ করছিলেন তখন ঈশ্বর কেন তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন ?
৩. "শেষ হয়েছে" এই কথার মাধ্যমে যীশু কি বুঝিয়েছিলেন ?

[২৫৭] সাজা

ঈশ্বরের গল্পে আমাদের স্থান

ঈশ্বরের গল্পের আরম্ভ থেকে আমরা জেনে আসছি। সুষ্টির শুরু থেকে ঈশ্বর যা করেছেন এবং বলেছেন সেই সম্পর্কে জেনে আসছি। এখন এই বইয়ের শেষ অংশে, ঈশ্বরের গল্পে আমাদের স্থান কোথায় সেটা নিয়ে ভাববো। প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরের

মহান উদ্ধার পরিকল্পনার একটি অংশ। ঈশ্বর চান প্রত্যেককে জানুক ঈশ্বর কি করেছেন এবং কি বলেছেন। আর সেই জন্য তিনি এই সব খুব পরিষ্কারভাবে বাইবেলে তুলে ধরেছিলেন। তিনি চান লোকেরা যেন সত্য ঘটনা জানে। তিনি চান লোকেরা যেন তাঁকে জানতে পারে এবং তাঁর সাথে একটি সত্যিকার সম্পর্ক রাখতে পারে।

আমরা আগে দেখব এই গল্পে অতীতে কি কি ঘটেছিল। তারপর আমরা ঈশ্বরের গল্পের শেষ অংশে দেখব যা বাইবেলে লেখা আছে।

এটা তাঁর গল্প কেননা তিনিই হলেন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। তিনি আকাশ মন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। কেবলমাত্র তিনিই সবকিছুর বিষয়ে সত্যিটা বলতে পারেন। তিনি কিছু মানুষকে বেছে নিয়েছিলেন যাতে তাঁর সত্যি গল্পটা বাইবেলে লিপিবদ্ধ করতে পারে। সেই মনোনীত ব্যক্তিরা তাঁর কথা, তাঁর চিন্তা এবং তাঁর কর্মসকল লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসেন এবং মানুষের সাথেই কাজ করতে চান। সৃষ্টির শুরু থেকেই যখন ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছিলেন সেই তখন থেকেই মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্কের কথাই বাইবেলে বলা হয়েছে - যারা ছিলেন ঠিক আমাদের মতই মানুষ। ঈশ্বর তাঁর প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। ঈশ্বর চেয়েছিলেন মানুষ যেন তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখে। তিনি চাইতেন তারা যেন তাঁকে ভালবাসে। তিনি আদম এবং হবাকে একটি কাজ দিয়েছিলেন। ঈশ্বর তাঁর লোক হওয়ার জন্য আদম এবং হবাকে সৃষ্টি করেছিলেন। ঈশ্বর অর্থাৎ পিতার সাথে তাদের বাস্তব এবং সত্যিকার সম্পর্ক ছিল।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

সমগ্র মানব জাতি-ই আদম এবং হবার বংশধর। আমরা তাদের মধ্য থেকেই এসেছি। যেহেতু আমরা তাদের মধ্য থেকে এসেছি, তাই আমরাও সেই এদন বাগানে ঈশ্বরের সাথেই ছিলাম। ঈশ্বরের গল্পের মধ্যে এই আমাদের পরিচয়।

কিন্তু তারপর সবকিছুই বদলে গিয়েছিল। আদম এবং হবা ঈশ্বরের কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন। তারা পাপ করেছিলেন। যখন তারা পাপী হয়েছিলেন, তার মানে হল তাদের থেকে যাদের জন্ম হয়েছিল তারাও পাপী - অর্থাৎ আমি এবং আপনি।

আমরা সত্য ঈশ্বরের কাছ থেকে চলে গিয়েছিলাম এবং ঈশ্বরের শত্রু শয়তানকে অনুসরণ করছিলাম। আমাদের মত লোকদের জন্য ঈশ্বরের উদ্ধারের প্রয়োজন ছিল। আমরা প্রত্যেককে নিজের নিজের পথে ফিরেছি। ঈশ্বরের নবী যিশাইয় এই বিষয়ে যিশাইয় পুস্তকের ৫৩ অধ্যায়ের ৬ পদে লিখেছিলেন।

যিশাইয় ৫৩:৬ক

৬ আমরা সবাই ভেড়ার মত করে বিপথে গিয়েছি;
আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের পথের দিকে ফিরেছি।

পাপ, মৃত্যু এবং ঈশ্বরের শত্রুর হাত থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া দরকার ছিল। আমাদের একটি-ই মাত্র আশা ছিল - যে সেই প্রতিজ্ঞাত ব্যক্তি এসে ঈশ্বরের শত্রু শয়তানকে পরাজিত করবেন। তিনি সত্যিই এসেছিলেন যেমন আমরা শুনেছি। এখন আমরা যিশাইয় থেকে এই বাক্যের ২য় ভাগ পড়ে দেখি।

যিশাইয় ৫৩:৬খ

৬ আমরা সবাই ভেড়ার মত করে বিপথে গিয়েছি;
আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের পথের দিকে ফিরেছি।
সদাপ্রভু আমাদের সকলের অন্যায় তাঁর উপর চাপিয়েছেন।

এই বাক্যে লেখা আছে *"সদাপ্রভু আমাদের সকণের পাপ তাঁর উপর চায়িয়েছেন।"* আমাদের সকলের পাপের জন্য যীশুকে শাস্তি পেতে হয়েছিল। আমরা সবাই শুনেছি কিভাবে তা ঘটেছিল। ঈশ্বরের পুত্র, যীশুও এই গল্পের অংশ বিশেষ। আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছিলেন।

ঈশ্বরের গল্পের শুরু থেকে পড়ে আসলে আমরা বিভিন্ন মানুষ সম্পর্কে জানব। তাদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে জানব। ঈশ্বরের গল্পের এই সব বিভিন্ন ঘটনা আসলে বাস্তবে ঘটেছিল। এই সকল ঘটনা বাস্তব মানুষের সাথে বাস্তব জায়গায় ঘটেছিল। ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করার জন্য তাঁর বাস্তব গল্পে তাদেরকে রেখেছিলেন যাতে আমরা নিজেদেরকে এবং তাঁকে বুঝতে পারি। যা ঘটেছিল ঈশ্বর তা বাইবেলে লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন যাতে আমরা পড়তে পারি। তিনি চান আমরা যেন জানতে পারি তিনি আমাদের কিভাবে দেখেন।

ঈশ্বরের গল্পে আমাদের স্থান

কয়িন এবং হেবলের মত আমরাও বাগানের বাইরে জন্মগ্রহণ করেছি। ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য আমাদের কাছে কোনও উপায় ছিল না। আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। বাগানের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়ার পর থেকেই, লোকেরা কেবল প্রত্যেকবার একটা পশু হত্যা করে ঈশ্বরের কাছে যেতে পারত। আমাদের এখন আর তা করতে হয় না কেননা যীশুই

আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমাদের পাপের জন্য যীশু যে উৎস্বর্গ করেছিলেন ঈশ্বর তা গ্রহণ করেছিলেন। তাই এখন আমরা যেকোন সময় ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি এবং তাঁর সাথে কথা বলতে পারি।

আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে আর বিচ্ছিন্ন নই। আমরা আর বাগনের বাইরে নই। আদম এবং হবা যেমন বাগানের ভিতরে ঈশ্বরের সঙ্গে আনন্দে দিন যাপন করতেন ঠিক তেমনি আমাদেরকেও ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনা হয়েছে একটা নতুন সম্পর্ক করার জন্য। আমরা ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি এবং আমাদের পরিচালনা দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে পারি। আমরা তাঁর সাথে যেকোন বিষয়ে কথা বলতে পারি। ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে এমন ব্যবহার আশা করেন। তিনি আমাদের পরিচালক এবং সাহায্যকারী হতে চান।

আমরা নোহের সময়কার লোকদের মত ছিলাম। আমরাও তাদের মত জাহাজের বাইরের লোক ছিলাম। আমরা ঈশ্বরের বিচারের দিন সম্পর্কে জানতাম না, এমনকি গুরুত্বও দিতাম না। কিন্তু আমরা যদি তাঁর কথা শুনতাম এবং তাঁর কথা বিশ্বাস করতাম তাহলে আমরা রক্ষা পেতাম। যীশু যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তিনি বলতেন, তিনিই পথ, তিনিই দরজা। নোহ যে জাহাজ তৈরি করেছিলেন তাতে একটিমাত্র দরজা ছিল। ঠিক তেমনি যীশুই ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার একমাত্র পথ। আমরা যদি তাঁকে বিশ্বাস করি, তাহলে আমরা সেই একমাত্র দরজা দিয়েই প্রবেশ করি। যখন যীশু ক্রুশের উপরে ছিলেন তিনি আমাদের পাপের শাস্তি নিজের উপর নিয়েছিলেন। ঈশ্বর সেই মূল্য দানে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলে তিনি আর কখনো যীশুকে বিচার করবেন না। সুতরাং যদি তাঁর উপর আমাদের বিশ্বাস থাকে, তার মানে দাঁড়ায় যে আমরা নৌকার ভিতরেই আছি। ঈশ্বরের শাস্তিস্বরূপ বাইরে বৃষ্টি অর্থাৎ বন্যা হলেও আমরা সুরক্ষিত থাকব। আমরা জাহাজের ভিতরের রক্ষা প্রাপ্ত মানুষ।

মনে আছে ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? তিনি বলেছিলেন অব্রাহাম এবং তার সন্তানের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পাবে। তিনি বলেছিলেন অব্রাহামের বংশধরেরা আকাশের তারার চেয়েও অসংখ্য হবে। অব্রাহামের মানব বংশধরেরা হলেন ইস্রায়েলীয়রা। কিন্তু তার আধ্যাত্মিক[২৫৮] বংশধরেরা হলেন সেই সমস্ত লোক যারা ইতিমধ্যে উদ্ধার পেয়েছে। এরা হলেন সেই লোক যারা সেই প্রতিজ্ঞাত ব্যক্তির মাধ্যমে উদ্ধার পেয়েছে। যদি আমরা যীশুতে বিশ্বাস করি এবং এটা বুঝতে পারি যে এমন কিছু নেই যা আমাদের উদ্ধার করতে পারে, তবেই আমরা অব্রাহামের বংশধর। আমরা আশীর্বাদ পেয়েছি। আমরাও ঈশ্বরের লোক হয়েছি।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

অব্রাহামের নাতি যাকোব একদিন রাতে স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি দেখলেন একটি সিঁড়ি পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত উঠে গেছে। এর আগে ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য আমাদের কোনও পথ ছিল না। কিন্তু যীশু একটা পথ তৈরি করেছিলেন। যাকোবের স্বপ্নের মত যীশু হলেন সেই সিঁড়ি। এখন আমরা ঈশ্বরের সাথে কথা বলার জন্য তাঁর কাছে যেতে পারি। যীশুর কারণেই আমরা ঈশ্বরের সাথে একটি সত্যিকার এবং বাস্তবিক সম্পর্ক রাখতে পারি।

[২৫৮] আধ্যাত্মিক - এমন কিছু যা কোনও শারীরিক ব্যাপার নয় কিন্তু বাস্তব এবং এতে ঈশ্বরের আত্মা সম্পৃক্ত থাকে

এই গল্পের পরবর্তী অংশে আমরা ইস্রায়েলের সন্তানদের সম্পর্কে জানতে পারি, যারা মিশরে ছিল। তারা মিশরের রাজা ফরৌণের দাস ছিল। আমরাও মন্দ শাসকের দাস ছিলাম। শয়তান এই পৃথিবীর মন্দ শাসক। আমরা কৃতদাস ছিলাম। তাই আমাদের পালানোর কোনো রাস্তা ছিল না। ইস্রায়েলীয়দের এই দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে ঈশ্বর মোশিকে পাঠিয়েছিলেন। আমাদেরকে উদ্ধার করতে তিনি তাঁর পুত্র যীশুকে পাঠিয়েছিলেন।

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের মিশর থেকে বের করে আনার পর তারা লোহিত সাগরের পৌঁছাল। ফরৌণ এবং তার সৈন্যরা তাদের পিছু নিয়েছিলেন। তাদের পালানোর কোনও পথ ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর জলের মধ্যে একটি পথ তৈরি করার জন্য তাঁর দাস মোশিকে ব্যবহার করেছিলেন। ঠিক একইভাবে আমাদের জন্য একটি পথ তৈরি করতে ঈশ্বর যীশুকে ব্যবহার করেছিলেন। এর অর্থ হল আমরা সাগরের ওপারে থাকার মত নিরাপদে আছি। আমাদের শত্রুরা পরাজিত হয়েছে।

পরবর্তীতে মরুপ্রান্তরে কিছু বিষাক্ত সাপ ইস্রায়েলীয়দের কামড় দিতে লাগল। ঈশ্বর মোশিকে একটি ব্রোঞ্জের সাপ তৈরি করতে বলে সেটাকে একটি খুঁটির উপর রাখতে বলেছিলেন। যদি কেউ সাপের কামড় খায় তাহলে সেই ব্রোঞ্জের সাপের দিকে তাকালেই সে সুস্থ হয়ে যেত। এটা এমনভাবে বলা যেতে পারে যে আমরা পাপ এবং মৃত্যুর দ্বারা কামড় খাচ্ছি। কিন্তু যদি আমরা বিশ্বাসের সহিত ক্রুশের উপর যীশুর দিকে তাকায় তাহলে আমরা তাৎক্ষণিকভাবেই সুস্থ হব।

তারপর আমরা ঈশ্বরের গল্পে পৃথিবীতে যীশুর আসার বিষয়ে দেখেছি। তাঁর বাপ্তিস্ম গ্রহণের সাথে ঈশ্বর বললেন "*ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।*" এই ঘটনার পরপরই যীশু ৪০দিন ধরে উপবাস করার জন্য মরুপ্রান্তরে গিয়েছিলেন। শয়তান যখন ছলনা করবার জন্য তাঁর কাছে এসেছিল তখন যীশু দুর্বল এবং ক্ষুধার্ত ছিলেন। শয়তান তাঁকে দিয়ে পাপ করাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যীশু আদম এবং হবার মত ছিলেন না। তিনি পিতার বাধ্য হতে চেয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি শয়তানের কথা শোনেন নি। যীশু শয়তানকে ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে উত্তর দিয়েছিলেন। যীশু দেখিয়েছিলেন কিভাবে একজন ব্যক্তি পিতা ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে। কিভাবে তাঁকে জানা যায় এবং ভালবাসা যায় সে বিষয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন।

যীশু এমনকি ঝড়ের উপরেও তাঁর ক্ষমতা দেখালেন। তিনি অন্ধ এবং অসুস্থদের সুস্থ করতেন। তিনি মৃত ব্যক্তিকে জীবন দিয়েছিলেন। তিনি মন্দ আত্মাদের ধমক দিতেন এবং তারা তাঁর কথা শুনত। তিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর।

ঈশ্বরের গল্পে আমাদের স্থান

যীশু হলেন ঈশ্বর এবং তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন। যখন তিনি ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করেছিলেন তখন তিনি পাপ, মৃত্যু এবং শয়তানকে পরাজিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন '*শেষ হয়েছে*' এবং তখনই মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়েছিল। তাঁরই কারণে এখন আমরা যখন ইচ্ছা তখনই ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি। এখন আমরা আর ঈশ্বরের সেই মহাপবিত্র স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন নই। আমাদের আর ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলি দিতে হয় না। ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার

জন্য আমাদের আর পুরোহিতের দরকার হয় না। আমরা ঈশ্বরেরই লোক। আমরা যতদিন পৃথিবীতে আছি, আমরা ততদিন পাপ করেই যাব কিন্তু ঈশ্বর আমাদের পাপ দেখেন না এবং এর জন্য আমাদের বিচার করেন না। যখন ঈশ্বর আমাদের দিকে তাকান, তখন তিনি তাঁর খাঁটি পুত্রকেই দেখেন। যিনি ইতিমধ্যে আমাদের পাপ বহন করেছেন।

গল্পের শেষ ভাগ

এখন আমরা দেখেছি কিভাবে আমরা ঈশ্বরের চমৎকার গল্পের এক একটি অংশ। কিন্তু সামনে কি আসতে চলেছে? যীশুর মুত্যু, কবরস্ত হওয়া এবং পুনরুত্থানের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের উদ্ধারের পরিকল্পনা শেষ হয়েছে। কিন্তু এখনও সবকিছু শেষ হয়নি। আমরা যারা যীশুতে বিশ্বাস করেছি, তারা ইতিমধ্যে উদ্ধার লাভ করেছি। কিন্তু জগৎ এখনও সেই আগের অবস্থায় রয়ে গেছে যখন আদম এবং হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিলেন। শয়তান এখনও জগতের শাসনকর্তা। জগতে এখনও পাপ রয়েছে। আমাদের চারপাশে মৃত্যু রয়েছে। আমরা এখনও ভাবী যে পাপ ও কষ্টের মধ্যেই আমাদের জীবনযাপন করতে হবে।

যীশুর শিষ্য এবং তাঁর অনুসারীদের পথ একই ছিল। তারা বিশ্বাস করতেন যে তিনিই মশীহ, অর্থাৎ খ্রীষ্ট। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে পাপের মূল্য দিতে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তারা যীশুর মৃত্যু এবং পুনরুত্থান দেখেছিলেন। তারপর যীশু স্বর্গে তাঁর পিতার কাছে চলে গিয়েছিলেন। যে সব লোকেরা যীশুর শত্রু ছিল তারা তাদেরও শত্রু হয়ে গিয়েছিল। যিহুদী ধর্ম-নেতারা যীশুর অনুসারী এবং তাঁর শিষ্যদের উপর রেগে গিয়েছিলেন। যীশুর অনুসারীরা ছিল সামান্য কিছু লোক অর্থাৎ ছোট একটি দল। তাদেরকে পাপ এবং অন্যান্য সমস্যার মধ্যে জীবন যাপন করতে হত। ভবিষ্যতে কি হবে? ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি ছিল? তাঁর গল্প কিভাবে চলতে থাকবে এবং কিভাবে তা শেষ হবে?

যীশু তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে একটা নতুন চুক্তি করেছিলেন। কিন্তু যীশুর অনুসারীরা যারা জীবিত ছিল তাদের কাছে এর মানে কি? ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার[২৫৯] করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি কিভাবে তাদের পথ দেখাবেন? তাদের কিভাবে তাঁর সাথে কথা বলা উচিৎ? তাদের একে অপরের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্ক রাখা উচিৎ? তাদের কি কাজ করা উচিৎ? যারা এখনও তাঁর সম্পর্কে জানে না সেই সমস্ত লোকদের সাথে তাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিৎ? তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব, কিন্তু প্রথমে তাদের যীশুর বলা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বিশ্বাস করতে হবে।

মৃত্যুর আগে যীশু যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন সেসব কথা যোহন লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

তাঁর গল্প: উদ্ধার

যোহন ১৪:১৬-১৯

১৬ আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আর
একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন। ১৭ সেই সাহায্যকারীই সত্যের আত্মা। জগতের
লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ তারা তাঁকে দেখতে পায় না এবং তাঁকে
জানেও না। তোমরা কিন্তু তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের সংগে সংগে থাকেন আর

[২৫৯] পুনরুদ্ধার - পুনরায় নতুন করে তোলা

তোমাদের অন্তরে বাস করবেন। ১৮ "আমি তোমাদের অনাথ অবস্থায় রেখে যাব না; আমি তোমাদের কাছে আসব। 19অল্প সময় পরে জগতের লোকেরা আর আমাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে। আমি জীবিত আছি বলে তোমরাও জীবিত থাকবে।

যীশু জানতেন তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলে পর তাঁর শিষ্যেরা একাকী হয়ে পড়বে এবং ভয় পাবে। কিন্তু যীশু তাদের প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি তাদেরকে অনাথ[২৬০] অবস্থায় ফেলে যাবেন না। তিনি বলেছিলেন, তিনি পিতার কাছে সেই তৃতীয় জন অর্থাৎ পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য যাঞা করবেন, যিনি নিজেও একজন ঈশ্বর। তিনি আত্মা বলে কেউই তাঁকে দেখতে পারবে না। অন্যান্য লোকেরা এমনকি জানতেও পারবে না যে তিনি সেখানে আছেন। কিন্তু যীশু বললেন যারা যীশুতে বিশ্বাস করে তিনি সেই সব লোকদের অন্তরে বাস করবেন। তিনি এই পৃথিবীতে যীশুর প্রতিনিধি[২৬১] হবেন।

যীশু ঈশ্বরের আত্মাকে একজন সাহায্যকারী এবং পবিত্র আত্মা বলেছেন কেননা "*তিনি সকলকে পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন।*" তিনি পবিত্র আত্মাকে এইসব নামে ডাকলেন, কেননা পবিত্র আত্মা যীশুর শিষ্যদেরকে তাঁর শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দিবেন। যীশু কেমন ছিলেন পবিত্র আত্মা তাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দিবেন। এছাড়া পবিত্র আত্মা তাদেরকে যীশুর সম্পর্কে অন্যদের কাছে বলতে সাহায্য করবেন। পবিত্র আত্মা সম্পর্কে যীশু যা বলেছিলেন যোহন তা ব্যাখ্যা করেছিলেন।

যোহন ১৫:২৬,২৭

২৬ "যে সাহায্যকারীকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব, তিনি যখন আসবেন তখন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। ইনি হলেন সত্যের আত্মা যিনি পিতার কাছ থেকে আসবেন। ২৭ আর তোমরাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে, কারণ প্রথম থেকেই তোমরা আমার সংগে সংগে আছ।

সাক্ষ্য দেওয়ার মানে হল কোনো কিছু সম্পর্কে কিছু বলা। যীশু আরও বলেছিলেন যে সত্যের আত্মা তাঁর শিষ্যদেরকে পূর্ণ সত্যের দিকে পরিচালিত করবেন।

যোহন ১৬:১৩

১৩ কিন্তু সেই সত্যের আত্মা যখন আসবেন তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন। তিনি নিজ থেকে কথা বলবেন না, কিন্তু যা কিছু শোনেন তা-ই বলবেন, আর যা কিছু ঘটবে তাও তিনি তোমাদের জানাবেন।

ঈশ্বরের গল্পে আমাদের স্থান

যীশু বলতে চেয়েছেন যে ঈশ্বরের আত্মা তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। ঈশ্বরকে জানার জন্য তিনি তাদের সাহায্য করবেন। নতুন চুক্তির মাধ্যমে কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে তা তিনি তাদের শিক্ষা দিবেন। ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে তা তিনি তাদের দেখিয়ে দিবেন। ঈশ্বর যা চান তা তিনি তাদের দেখিয়ে দিবেন। ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে এমন জীবন যাপন করতে তিনি তাদের সাহায্য করবেন।

[২৬০] অনাথ - যে সমস্ত ছেলে মেয়েদের বাবা মা নেই

[২৬১] প্রতিনিধি - কোনো একজনের হয়ে কথা বলা কিংবা তার হয়ে কাজ করা

যীশু আরও বললেন যে পবিত্র আত্মা "*ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনাকে বলে দিবেন*।" ঈশ্বরের গল্প চলতে থাকল এবং তারা সেই গল্পের অংশ ছিলেন। নোহ, অব্রাহাম, ইস্হাক, যাকোব, দায়ূদ এবং আরও অনেকে তাঁর গল্পের অংশ ছিলেন। তারপর পিতর, যাকোব, যোহন, আন্দ্রিয় এবং অন্যেরাও ঈশ্বরের গল্পের অংশ হয়েছিলেন।

ঈশ্বরের আত্মা প্রেরিতদেরকে ঈশ্বরের উদ্ধারের বাকি পরিকল্পনা দেখাতে যাচ্ছিলেন। যীশু শয়তান, পাপ এবং মৃত্যুকে পরাজিত করেছিলেন। তারপর থেকে তাঁর শিষ্যেরা অন্যদেরকে এই বিষয়ে বলতে থাকে যাতে তারাও উদ্ধার পায়। ইতিহাসের সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত এই ঘটনা চলে আসছে।

যীশুকে ঈশ্বর স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে, তিনি প্রেরিতদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিয়ে গিয়েছিলেন।

মথি ২৮:১৮-২০

১৮ তখন যীশু কাছে এসে তাঁদের এই কথা বললেন, "স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা
আমাকে দেওয়া হয়েছে। ১৯ এইজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার শিষ্য
কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। ২০ আমি তোমাদের যে সব
আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও। দেখ, যুগের শেষ পর্যন্ত সব সময়
আমি তোমাদের সংগে সংগে আছি।"

যীশু প্রেরিতদের বলে দিয়েছিলেন যেন তারা অন্য লোকদের বুঝায় যে শয়তান এবং পাপের হাত থেকে তাদের রক্ষা পাওয়া প্রয়োজন। তাদের কাজ হবে অন্য লোকদের জানানো যে যীশু তাদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন। তারা যেন অন্য লোকদেরকে তাঁর অনুসারী বা শিষ্য হতে সাহায্য করে।

কিভাবে ঈশ্বরের আত্মা এসেছিলেন এবং এ কাজ করতে তাদের শক্তি দিয়েছিলেন সেই বিষয়ে প্রেরিতেরা নতুন নিয়মের শেষ ভাগে লিখে রেখেছিলেন। যীশুর সুসমাচার কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল নতুন নিয়মে তা লেখা আছে। প্রথমে তা যিরুশালেমে শুরু হয়েছিল, তারপর তা ইস্রায়েলের অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পরবর্তীতে তা অন্য জাতির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য ভাষাভাষী লোকদের মাঝেও তা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বর্তমানে তা আমাদের কাছেও এসেছে। যদি আমরা যীশুর শিষ্য হয়ে থাকি তাহলে এই কাজ আমাদেরও।

তাঁর গল্পঃ উদ্ধার

আমাদের মধ্যেও পবিত্র আত্মা বাস করেন। আমরা জানি যে তাঁরই পরিচালনায় শিষ্যেরা ঈশ্বরের সত্যকে আমাদের জন্য লিখে রেখেছিলেন। শয়তান আরও কঠোর পরিশ্রম করতে লাগল যাতে সে যীশুর সুসমাচার এবং উদ্ধারের প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু সে কখনও জিততে পারে নি। পাপ এখনও বিদ্যমান। কিন্তু যীশুর শিষ্যেরা বাইবেলে থেকে তাঁর বাক্য

পড়ে এবং পবিত্র আত্মার কথা শুনে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে। আমরা তাঁর সাক্ষ্য[২৬২] বহনকারী হতে পারি। আমরা অন্যদেরকেও তাঁর পথে নিয়ে আসতে পারি।

পরবর্তীতে তাঁর গল্পে ঈশ্বর আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে একসঙ্গে কাজ করতে হয়। তাঁর সন্তান হিসাবে কিভাবে একটি দল হতে পারি তা তিনি বলেছেন। আমরা বুঝতে পারব কিভাবে একসঙ্গে তাঁর উপাসনা করতে হয়। কিভাবে আরও ভাল করে তাঁকে অনুসরণ করা যায় সেইজন্য একে অন্যকে সাহায্য করতে পারি।

যীশু যা ঘটবে বলেছিলেন, ঈশ্বরের আত্মাও সেইভাবে শিষ্যদেরকে ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক কিছু ধারণা দিয়েছিলেন। তারা এইসব বিষয়ে আমাদের জন্য বাইবেলে লিখে গিয়েছিলেন যাতে আমরা পড়তে পারি। এখন আমরা তা পড়তে পারি এবং ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের জন্য যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা জানতে পারি। আমরা এটা জানি যে যীশু আবার আসবেন। তিনি শয়তানকে একবারই এবং সর্বকালের জন্য পরাজিত করবেন। তিনি মৃত্যু এবং পাপের রাজত্ব ভেঙ্গে দিবেন। এটাও তাঁর গল্পের একটি অংশ। আমরা *তাঁর গল্পের* একটি অংশ।

[২৬২] সাক্ষী - লোকেরা যা দেখেছে বা যা সত্য বলে জানে সে সম্পর্কে অন্যদেরকে বলে